জাল মোহান্ত

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
নদীয়া মেহেরপুর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩১৬।

প্রথম সংস্করণ ৩০০০].   [মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় অধিক কথা বলিবার নাই।

সাধারণতঃ প্রেমের উপন্যাস ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলিই এত দিন বাঙ্গলাদেশে বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সাহিত্য-রস-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করিয়াছে; কিন্তু অধুনা বঙ্গদেশে যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাতে লঘু সাহিত্যের পাঠগণ আর প্রেমের গল্পে বা গোয়েন্দার কাহিনীতে সন্তুষ্ট নহেন; এই স্বদেশীর যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহের ছায়ায় ছায়ায় সরকারের পোষা গোয়েন্দার অভাব নাই, এ অবস্থায় কৃত্রিম গোয়েন্দার উপন্যাসে আর কাহার রুচি থাকিবে? প্রেমের উপন্যাসেরও আর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই; হাসি, বাঁশী, চুম্বন, আলিঙ্গন, বনপথে চারি চক্ষুর মিলন, বিরহ, দীর্ঘশ্বাস, এবং 'সখি, আমায় ধর ধর'-ভাব বাঙ্গালায় পুরাতন হইয়া গিয়াছে, থিয়েটারে ও যাত্রার্থ পর্য্যন্ত তাহাদের গৌরব নাই!—এখন নূতন কিছু চাই।

কিন্তু নূতন কিছু দেওয়া শক্ত। এখন আধ্যাত্মিকতার বড় আদর; ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও যোগসাধনা এখন জড়বাদী ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মেস্‌মেরিজম্ হিপ্‌নটিজম্, উইলফোর্স লইয়া পাশ্চাত্য জাতি উন্মত্তপ্রায়, কিন্তু তাহা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকরণমাত্র; এই উপন্যাসে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তিনি যখন বিষয়-বৈচিত্র্যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় লক্ষ লক্ষ পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছেন, তখন আশা আছে, বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে এই গ্রন্থ পাঠক সমাজে উপেক্ষিত হইবে না।

———

জাল মোহান্ত

মুখবন্ধ

—*—

১

নলিনী কারফরমা আমার বাল্য বন্ধু। কলিকাতার কলেজ-ষ্ট্রীটে একটি মেসে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা এল. এ. পড়িতাম। আমরা উভয়েই সমবয়স্ক, এক জেলার লোক; পল্লীগ্রামের স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া নূতন রাজধানীতে আসিয়াছিলাম। এই সকল কারণে মেসের অন্যান্য বিদ্যার্থীগণের অপেক্ষা নলিনীর সহিত আমার অধিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল; আমরা উভয়ে এককক্ষে থাকিতাম।

কিন্তু লেখাপড়ায় নলিনীর তেমন অনুরাগ ছিল না, ব্যায়ামের দিকেই তাহার অধিক ঝোঁক দেখা যাইত; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ গ্রাজুয়েট হওয়া অপেক্ষা, বোধ হয় সে স্যাণ্ডো বা রামমূর্ত্তি হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ কালের মত কলিকাতার 'অলিতে গলিতে' ফুটবল ক্লাব স্থাপিত হয় নাই; সহরে তখন ক্রিকেট খেলারই অধিক প্রচলন ছিল, এবং

ক্রিকেট-বীর যুবরাজ রণজিৎ সিংকেই অনেকে তাহাদের আদর্শ মনে করিত। নলিনী এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে রণজিতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল ক্রিকেটে নহে, কুস্তিতেও কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না; এতদ্ভিন্ন তাহার আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ছদ্মবেশ ধারণে সে অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। সে নানা সুরে কথা কহিতে পারিত; ঢাকা, চট্টগ্রাম, কটক, কাছাড় প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার লোকের কণ্ঠস্বরের সে এমন নকল করিতে পারিত যে, সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি একদিন তাহার অভিনয়-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি থিয়েটারে যোগদান কর, তাহা হইলে কালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেতা গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে।

—কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নলিনীর থিয়েটারের উপর দারুণ ঘৃণা ছিল; থিয়েটারকে সে নরকের সিংহদ্বার মনে করিত। আমরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও নলিনীকে কোন দিন কলিকাতার কোনও পেষাদার থিয়েটারে লইয়া যাইতে পারি নাই। শারীরিক ব্যায়ামের অনুশীলনেই যাহার আনন্দ, সে যে বহুরূপী সাজিয়া রূপজীবিনীগণের সহিত রঙ্গমঞ্চে বানর নাচিবে, ইহা আশা করা যায় না। অশ্বারোহণে, সন্তরণে, দ্বিচক্রযান চালনে, ও নানাবিধ ব্যায়ামে নলিনীর অবসর কাল অতিবাহিত হইত। পাঠে তাহার অনুরাগের অভাব দেখিয়া আমরা কখনও কখনও তাহাকে মৃদু তিরস্কার করিতাম; কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিত; অধিক পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, "কিঞ্চিৎ লিখনং,

বিবাহের কারণ,—কিন্তু এই দুষ্কর্ম্ম করিবার আমার ইচ্ছা নাই; বহু পাপে বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছি, এবং পুরুষানুক্রমে পয়জার পরিপাক করিয়া আসিতেছি; বিবাহ করিয়া আবার গোলামের বংশ বৃদ্ধি করা কেন?"

যাহা হউক, নলিনীর এই কথা গুলি যে তাহার অন্তরের কথা নহে, ইহা বলাই বাহুল্য; এক দিন কথা প্রসঙ্গে সে তাহার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশও করিয়াছিল।—এই সময় আমাদের একজন বাঙ্গালী বন্ধু চিত্র-বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন; ভারতে আসিবার সময় তিনি ফ্রান্স দেশ হইতে একটি ফরাসী সুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া সেই যুবতীকে তিনি ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন; ইহাতে নব্য হিন্দুসমাজে ও ব্রাহ্ম-সমাজে কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; অনেকেই এই বিবাহের সমর্থন করেন নাই, এবং সেই আন্দোলনের তরঙ্গ কলিকাতার অনেক মেসেও প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রে আহারের সময় মেসের ছেলেরা আলোচনা করেন না, এমন বিষয় বিশ্ব-সংসারে নাই বলিলেও চলে; বাঙ্গালী ফরাসী যুবতীকে বিবাহ করায় আমাদের মেসেও প্রবল আন্দো-লন উঠিল। এক দল দম্পতি যুগলের পক্ষাবলম্বন করিলেন, অন্য দল তাঁহাদের বিরুদ্ধে "ব্রিফ্" লইলেন; যেন গজ-কচ্ছপে যুদ্ধ উপস্থিত হইল! আমাদের নলিনী কারফরমা প্রথম দলের দলপতি হইল; সে বলিল, "বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীর মেয়েই বিবাহ করিবে, অন্য জাতির মেয়ে ঘরে আনিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইবে, এ কি রকম কথা? ফরাসী, জর্ম্মান, ইংরাজ, রুস, জাপানী—ইউরোপ ও এসিয়ার সকল সভ্য জাতির রক্তের

সহিত বাঙ্গালীর রক্ত সংমিশ্রিত হউক ; হাজার বৎসরের পয়জারে বাঙ্গালীর অঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার রক্তের সহিত যদি স্বাধীন জাতির রক্ত মিশাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে ; নতুবা আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান'দের মত বাঙ্গালীর অস্তিত্ব কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে।"

নলিনীকান্ত যে একজন উদীয়মান পালোয়ান, তাহাই আমাদের জানা ছিল ; সে যে হঠাৎ এরূপ একজন দিগ্‌গজ সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কে জানিত ? নলিনীর কথা শুনিয়া ভাতের থালার সম্মুখে হাসির ধূম উঠিল ! আমাদের মেসের ম্যানেজার সত্য-রঞ্জন বাবু বিজ্ঞানে অনার লইয়া বি, এ, পড়িতেছিলেন ; তিনি আমা-দের দলের মুরুব্বি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "দ্যাখ্ নলিনী, কথামালায় দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের কথা পড়িয়াছিস্ ত ? আমাদের মত দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে বিড়ম্বনার সীমা থাকে না, ময়ূরেরাও ঘৃণা করে, দাঁড়কাকেরাও দলে লয় না। উপেন দত্ত বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিতে গিয়া একটি বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর প্রেম সাগরে ভাসিয়াছিল, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল ; দেশে ফিরিয়া তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল জানিস্ ত ?"

নলিনী কেবল ক্রিকেটে নহে, তর্কেও কাহারও নিকট হারিত না। সে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "যে অযোগ্য, ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও তাহার সম্মান নাই ; হাইকোর্টের অমুক মুসলমান জজ

মেম বিবাহ করিয়াছেন, কপূরতলার মহারাজার রাণী ইংরাজ দুহিতা, ব্যারিষ্টার বাড়ুয্যে সাহেবের মেয়ে ইংরাজের অঙ্কলক্ষ্মী, ভারত-বিখ্যাত মহাপণ্ডিত পাদরি কৃষ্ণ বন্দ্যো ইংরাজের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কি কোনও কুফল উৎপন্ন হইয়াছে ? আমি ত ভাই, প্রাণ থাকিতে বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করিব না;—'বঙ্গবালা সনে প্রেম, —নেভার নেভার'!"

সত্যরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুই কোন্ জাতির মেয়ে বিবাহ করবি ? ইংরেজ না ফরাসী ?"

ইন্দুমাধব আমাদের মেসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ; সে বলিল, "নলিনী রুস ভল্লুকের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করিবে!"

নলিনী রাগ করিয়া বলিল, "চুপ কর রাস্কেল, এ রসিকতার কথা নয় ; ইংরাজ ও ফরাসীর মেয়ে বাঙ্গালীর ঘরে আসিয়াছে, উহাতে আর কিছু নূতনত্ব নাই ; আমি একটা নূতন কিছু করিব।"

বন্ধুগণ সকলে ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া এক সঙ্গে গান ধরিল, "একটা নূতন কিছু করো বাবা, নূতন কিছু করো!"

রাসভ-কণ্ঠের বিচিত্র ধ্বনিতে কানে তালা লাগিয়া গেল! সত্যরঞ্জন সকলকে থামাইয়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নূতন কি করিবে ? পুরুষ বিবাহ করিবে না কি ?"

নলিনী গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার একটি বন্ধু মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে জাপানে গিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন, 'কবি হেমবাবু জাপানকে অসভ্য জাপান লিখিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি

না। এখানে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিয়াছি জাপান অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতায়, শিল্পে, বিজ্ঞানে ও রণকৌশলে ইউরোপের সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিবে ; সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, এই সূর্য্যোদয়ের দেশের দিকে চাহিয়া থাকিবে।'—আমার এই বন্ধুটি জাপানী মেয়েদের বড় পক্ষপাতী ; তাঁহার বিশ্বাস, কেবল জাপানী রমণীর গুণেই জাপান এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজেরা পর্য্যন্ত জাপানী সুন্দরীদের বিবাহ করিতেছেন। জাপানে যে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে অল্পদিনের মধ্যেই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মসী-মলিন চির পুরাতন এসিয়া-খণ্ড আলোকিত ও নবজীবনের সংস্পর্শে জাগরিত হইয়া উঠিবে ; সার এড্‌ইন আর্নল্ডের মত খ্যাতনামা ইংরাজ কবি জাপানের প্রেমে মজগুল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি জাপান-প্রবাসী হইয়া একটী জাপানী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এবং জাপানের পুষ্পগন্ধ-সমাকুল সুরম্য কুঞ্জ-কাননে বসিয়া ভগবান বুদ্ধের বন্দনা-গীতিতে ইংরাজী সাহিত্যে নব ভাবের বিকাশ করিয়াছেন।—যদি আমি কখনও বিবাহ করি, তাহা হইলে কোনও জাপানী সুন্দরীকে বিবাহ করিব ; ইহাই আমার স্থির সংকল্প।"

নলিনীর অদ্ভুত সংকল্পের কথা শুনিয়া আমরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম ; কিন্তু তখন কে জানিত যে, বিবাহের প্রধান ঘটক প্রজাপতি অলক্ষ্যে বসিয়া তাহার এই সংকল্পের সমর্থন করিতেছিলেন ?

যাহা হউক, এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে শ্রীমান্ নলিনীকান্ত

একদিন বীণা-পুস্তক-ধারিণী মা সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় লইয়া এক জাপানী সার্কাস ওয়ালার দলে মিশিয়া ভারতের উপকূল ত্যাগ করিল; আমরা তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; সে বলিল, "আমার সঙ্কল্পে তোমরা কেন অনর্থক বাধা দিতেছ? সংসারে আমার জন্য কাঁদিবার কেহই নাই; শৈশবেই মাকে হারাইয়াছি, বাবা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিয়াছেন; আমার সহোদরী বা সহোদরা নাই, সংসার আমি একাকী; আমি যাহাতে সুখ পাই, তাহাতে বাধা দিও না; লেখা পড়া শিখিয়া আমার কিছু হইবে না, আমি চিরদিন নূতনত্বের উপাসক, নূতন পথে চলিব; 'বিদেশে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে' তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।"

নলিনী আমার নিকট বিদায় লইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, পৃথিবীতে সে আমাকেই একমাত্র বন্ধু মনে করে, সে যখন যেখানে থাকিবে, সেখান হইতেই মাসে অন্ততঃ একখানিও পত্র লিখিবে। কিন্তু সে তাহার অঙ্গীকার পালন করে নাই; হয় সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, না হয় নানা কার্য্যে পত্র লিখিবার সুবিধা পায় নাই। আমি অনেক সময়েই বন্ধুবিরহ অনুভব করিতাম, এবং তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য মনে বড় আগ্রহ হইত; কিন্তু তাহার ঠিকানা না জানায়, পত্র লিখিতে পারি নাই; তাহার ভারত-ত্যাগের পর প্রায় আট নয় বৎসরের মধ্যে তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই, আমিও তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করি নাই। আমি সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি; অসুস্থাবস্থায় আমি ডাক্তার মল্লিকের চিকিৎসাধীন ছিলাম। ঔষধ সেবনে ও স্থান পরিবর্ত্তনে কোনও উপকার না হওয়ায়, ডাক্তার মল্লিক আমাকে কিছুদিনের জন্য সমুদ্র-বায়ু সেবনের উপদেশ দিলেন।

আমার মত গৃহ-কোটর বাসী বাঙ্গালীর পক্ষে এই উপদেশ পালন সহজ নহে; কিন্তু প্রাণের দায়ে সকলই করিতে হয়। বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিস্তর পরামর্শের পর স্থির করা গেল, সমুদ্র-বায়ু সেবনের জন্য একবার সিংহল পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

সংসারের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম, এবং ছয় মাসের রিটার্ণ টিকিট লইয়া সুবিখ্যাত জাহাজ-ওয়ালা পি, এণ্ড, ও কোম্পানির 'এথেন্স' নামক জাহাজে সিংহল-যাত্রা করিলাম। একটি বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাগর লঙ্ঘন করিতেছ, লঙ্কা দগ্ধ করিয়া ফিরিবে কবে?"—আমি বলিলাম, "স্বাস্থ্য সীতার উদ্ধার না করিয়া আর দেশে ফিরিতেছি না।"

জাহাজ যথাসময়ে বোম্বাই বন্দরে নঙ্গর করিল; সেখানে জাহাজ প্রায় এক বেলা অপেক্ষা করিল। মাল পত্রাদি লইয়া জাহাজ বোম্বাই ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটি জাপানী মহিলা ও একটি সাহেব-বেশী বাঙ্গালী যুবক জাহাজে উঠিলেন; তাঁহারা একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা ভাড়া লইয়া ছিলেন।

আমি বাঙ্গালী, জাহাজে আর কোনও বাঙ্গালী আরোহী ছিল না, সুতরাং এই নবাগত বাঙ্গালী যুবকের সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। আমি জাহাজের কাপ্তেনের নিকট এই

যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; কাপ্তেন বলিলেন, "উনি মিঃ কারফরমা; মিঃ ও মিসেস্ কারফরমা বোম্বে হইতে মার্সেলিসের টিকিট লইয়াছেন।"

মিঃ কারফরমা! আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এই সাহেব ত আমার বাল্য বন্ধু ও সহপাঠী নলিনী কারফরমা নহে? এই জাপানী মহিলাই কি তাহার স্ত্রী?—একবার সন্ধান লইতে হইতেছে।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ভারত মহাসাগরের দিগন্ত বিস্তৃত সৌর করোদ্ভাসিত সুনীল বারি রাশি ভেদ করিয়া জাহাজ সিংহলের পথে ধাবিত হইল।

আহারের টেবিলে বসিয়া আগন্তুক বাঙ্গালী যুবকের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। আমরা উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক মিনিট সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম; তাহার পর আমি বলিলাম, "মিঃ কারফরমা. আপনার মুখ আমার অপরিচিত নহে।"

নলিনী কয়েক হাত দূরে বসিয়াছিল, আমার কথা শুনিবামাত্র এক লম্ফে আমার কাছে আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। এমন আন্তরিকতা পূর্ণ প্রণয়ালিঙ্গন আর কখনও কাহারও নিকট লাভ করিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না। নলিনী বলিল, "বন্ধু, তোমার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এত কাহিল হইয়াছ? তুমি কথা না কহিলে, আমি তোমাকে চিনিতেই পারিতাম না; এখন কোথায় যাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমি সিংহল পর্য্যন্ত যাইব; অনেক দিন হইতে রোগে ভুগিতেছি, ডাক্তার সমুদ্র-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন. ইহাই এখন আমার একমাত্র ঔষধ। তুমি কত দূর যাইবে?"

নলিনী বলিল, "আমি আপাততঃ মার্সেলিসের টিকিট করিয়াছি, কোথায় যাইব এখনও স্থির করিতে পারি নাই।"

নলিনী কি আমার নিকট তাহার গন্তব্য স্থানের কথা গোপন করিতেছে ?—আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম ; তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সঙ্গে উনি কে ?"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "উনি মিসেস্ কারফরমা, আমার ওয়াইফ্। তুমি ত জান আমি চিরদিন নূতনত্বের উপাসক ; তাই 'নূতন কিছু' করিয়াছি, জাপানী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। উনি এখনও ভাল ইংরাজী শিখিতে পারেন নাই, বাঙ্গলাতেও কথা বলিতে পারেন না ; অগত্যা জাপানী ভাষাকেই আমার ঘরের ভাষা করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার কোন অসুবিধা হয় নাই ; তবে দুঃখ এই যে, আমার বাল্যবন্ধুর সহিত উঁহার আলাপ করাইয়া দিতে পারিলাম না।"

নলিনী আমার অপরিচিত ভাষায়—বোধ হয় জাপানী ভাষায় মৃদুস্বরে তাহার স্ত্রীকে কি বলিল। জাপানী যুবতী দুই হাত তুলিয়া সহাস্যে আমার অভিবাদন করিলেন। বুঝিলাম, নলিনী তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়াছে।

আমিও নীরবে প্রত্যভিবাদন করিয়া নলিনীকে বলিলাম, "কত কাল তোমার সঙ্গে দেখা নাই, আজ হঠাৎ এই জাহাজে দেখা না হইলে জীবনে আর সাক্ষাৎ হইত কি না সন্দেহ ; এত দিন কোথায় ছিলে, কি করিতে ছিলে, জানিবার জন্য বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

নলিনী বলিল, "আহারাদির পর আমার ক্যাবিনে তোমার সঙ্গে কথা হইবে।"

নলিনীর প্রবাস-জীবনের কাহিনী শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল; আহারাদির পর একটা চুরুট টানিতে টানিতে নলিনীর সহিত তাহার ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম।

নলিনী ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া আমাকে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি পলাতক, প্রাণের ভয়ে বোম্বাই হইতে পলায়ন করিতেছি।"

আমার কৌতূহল আতঙ্কে পরিণত হইল; নলিনী পলাতক! সে কি রাজদণ্ড ভয়ে পলায়ন করিতেছে? তাহার অপরাধ কি? নলিনী চিরকাল গোঁয়ার, রাগের মাথায় কাহারও মাথা ফাটাইয়াছে না কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম।

নলিনী বলিল, "হাঁ আমি পলাতক, কিন্তু কেন পলাইতেছি, কোথায় পলাইতেছি, তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না; হয় ত আমার কোন গুপ্ত শত্রু এই জাহাজেই ছদ্মবেশে আমার অনুসরণ করিয়াছে। কিছু দিন হইতে আমার প্রাণে সুখ নাই, শান্তি নাই, এক দণ্ড নিশ্চিন্ত হইবার আশা নাই!"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "নলিনী, তোমার কথা শুনিয়া বড় চিন্তিত হইলাম; তোমার অপরাধ কি, কে তোমার শত্রু, তাহা যখন তুমি আমার নিকট পর্য্যন্ত গোপন করা আবশ্যক মনে করিতেছ, তখন এ সকল কথা বলিবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করিব না; কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তুমি এখন কি করিতেছ?

যে জাপানী সার্কাসের দলে মিশিয়া তুমি ভারত ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহাদের সহিত এখনও তোমার সম্বন্ধ আছে কি ?"

নলিনী বলিল,"আমি সেই সার্কাসের দলে থাকিয়া চীনে ও জাপানে অনেক দিন ঘুরিয়াছি ; তাহার পর কাজটা বড় একঘেঁয়ে মনে হইল, সার্কাসে আমি আর সুখ পাইলাম না ; এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু দেশেই হউক, আর বিদেশেই হউক, টাকা না থাকিলে একদিনও চলিবার উপায় নাই ; যতদিন জাপানে ছিলাম, সেখানে একটা কুস্তির আড্ডা খুলিয়া কতকগুলি জাপানী শিক্ষার্থীকে আমাদের দেশের ব্যায়াম শিক্ষা দিতাম ; তাহাতে আমার কিছু কিছু উপার্জ্জন হইত। এই সূত্রে অনেক জাপানীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে ইংরাজেরা প্রবাসী বাঙ্গালীকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, জাপানেও জাপানী ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। আমি জাপানে নানারূপ নূতন ব্যায়াম শিখিয়াছি। যুযুৎসুর কথা বোধ হয় তুমি জান না ; জাপানীরা নানাবিধ শারীরিক ব্যায়ামে অভ্যস্ত ; ব্যায়ামের সেই সকল কৌশল জানা থাকিলে ফড়িংএর মত ক্ষীণকায় জাপানীও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আফগান বা কশাকের মত জোয়ানকে চক্ষুর নিমিষে ভূমিসাৎ করিতে পারে। আমি সার্কাসের দলের সহিত চীনদেশে অনেক দিন ঘুরিয়াছি, চীনেদের ভাষাও বেশ ভালরকম শিখিয়াছি। কয়েক বৎসর জাপানে অবস্থানের পর চাকরীর অনুসন্ধানে আমি চীনদেশে যাই। আমার অনেকগুলি জাপানী বন্ধু চীনের হংকং, টিন্‌সিন্‌, সাংহাই প্রভৃতি স্থানে চাকরী ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করেন ; আমি

তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া একটা সুবিধামত চাকরীর চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোথাও চাকরী জুটিল না। তাহার পর সাংহাইয়ে এমন একটা চাকরী জুটিল যে, তাহাতেই আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল।"

আমি বলিলাম, "তোমার সকল কথাই রহস্যাবৃত, তোমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী কি আমার ন্যায় বাল্য বন্ধুর নিকটেও প্রকাশযোগ্য নহে?"

নলিনী বলিল, "এখন তোমাকে সে সকল কথা কিছুই বলিব না, বলিতে পারিব না; শত্রুদল আমার অনুসরণ করিয়াছে, কোন্ সূত্রে কোন্ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমার জীবনের বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত কাহিনী সময়ান্তরে তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব; তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে, আর কোনও বাঙ্গালীর জীবনে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে নাই।

আমি বলিলাম, "তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে ত কিছুই বলিলে না; কিরূপে তাঁহার সহিত তোমার প্রথম পরিচয় হইল? কোথায় বিবাহ হইল? পিতৃকুলে তাঁহার কে আছে?"

নলিনী বলিল, "এ সকল কথাও সেই সময়ে জানিতে পারিবে; দুই একটি কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব; সুতরাং এ সম্বন্ধে এখন আমি কিছুই বলিব না।"

নলিনীর কথায় আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু কৌতূহলনিবৃত্তির কোনও উপায় দেখিলাম না। নলিনীকে বলি-

লাম, "কত দিন পরে তুমি পত্র লিখিবে? কোথায় বা পত্র লিখিবে? বহুদিন পূর্ব্বে স্বদেশ ত্যাগের সময়, তুমি আমাকে প্রবাস হইতে পত্র লিখিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে; কিন্তু চক্ষুর আড়ালে গিয়াই সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছ। এবারও বোধ হয় সেইরূপ করিবে; জাহাজে যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত হয়ত স্মরণ থাকিবে না।"

নলিনী বলিল, "তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না, এবার আমার কথা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু কত দিন পরে তুমি দেশে ফিরিবে? তোমার কলিকাতার ঠিকানা আমাকে লিখিয়া দাও; আমি আমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার জীবনের সকল কাহিনী নিশ্চয়ই তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।"

আমি আমার কলিকাতার ঠিকানা বলিলাম; নলিনী তাহা তাহার নোট-বহিতে লিখিয়া লইল।

আমি বলিলাম, "আমি তিন চারি মাসের মধ্যেই সিংহল হইতে কলিকাতায় ফিরিব। তুমি কত দিন পরে আমাকে পত্র লিখিবে?"

নলিনী বলিল, "পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই তুমি ডাকে আমার পত্র পাইবে, সেই সঙ্গে আমার তুচ্ছ জীবনের রহস্যপূর্ণ বিচিত্র কাহিনীও তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব; তবে যদি ইতিমধ্যে গুপ্ত শত্রুর হস্তে আমার প্রাণ যায়, তাহা হইলে তুমি আমার কোনও কথা জানিতে পারিবে না। ছয় মাসের মধ্যে যদি তুমি আমার পত্র না পাও, তাহা হইলে বুঝিও আততায়ীর হস্তে আমার প্রাণ গিয়াছে।"

আমি অতি কষ্টে মানসিক উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় দমন করিলাম,

এবং নলিনীকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী প্রভৃতিতে বুঝিলাম, প্রবাসে দীর্ঘকাল বিভিন্ন জাতির সংস্রবে থাকিয়া তাহার প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অনেক ক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেশে ফিরিবে না?"

নলিনী গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাঙ্গলা দেশে? না, তাহা অসম্ভব! দেখিতেছ না প্রাণভয়ে বোম্বাই হইতে দেশান্তরে পলাইতেছি; কলিকাতায় পর্য্যন্ত যাইবার সাহস হয় নাই। ভারত-রাজধানীও আমার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে; আমি মাতৃভূমির নিকট চিরবিদায় লইয়াছি।"

অতঃপর নলিনীর নিকট বিদায় লইয়া নিজের ক্যাবিনে আসিলাম, এবং তাহার কথাগুলি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে লাগিলাম; তাহার সকল কথাই আমার নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইল, সে কি জাপানে রাজবিদ্রোহের কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল? তাহার সেই ষড়যন্ত্র কি ভারতীয় রাজপুরুষ-বর্গের গোচর হইয়াছে? কাহার ভয়ে সে দেশান্তরে পলাইতেছে? সে যদি রাজদ্রোহীই হয়, তাহা হইলে সহস্র সহস্র প্রহরী পরিবেষ্টিত বোম্বাই সহর হইতে পুলিসের চক্ষুতে ধূলা দিয়া সে কিরূপে সস্ত্রীক জাহাজে উঠিল?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

কয়েক দিন পরে, জাহাজ সিংহলে উপস্থিত হইলে, আমি নলিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম; জাহাজ হইতে নামিবার সময় তাহাকে বলিলাম, "তোমার অঙ্গীকার স্মরণ রাখিও।"

নলিনী সহাস্যে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই স্মরণ থাকিবে; কিন্তু যদি ছয় মাসের মধ্যেও পত্র না পাও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, আততায়ী-হস্তে আমার ইহজীবনের অবসান হইয়াছে।"

২

সিংহলে আমার অধিক দিন মন টিকিল না; আমাদের ন্যায় গৃহবাসী বাঙ্গালী নিজের গ্রাম, ঘরবাড়ী প্রভৃতি ছাড়িয়া দশ দিনও কোথাও তিষ্ঠিতে পারে না। যুদ্ধকালে 'রণমুখো' সিপাহীর মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা জানা নাই; কিন্তু বিদেশে গিয়া 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর মন বাড়ীর দিকে কিরূপ আকৃষ্ট হয়, বাঙ্গালী পাঠককে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তিন মাসের মধ্যেই আমি সেই তাল-নারিকেল-খর্জ্জুর-কুঞ্জাবৃত দ্বীপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সমুদ্র বায়ু সেবনে আমি আশাতীত উপকার পাইয়াছিলাম।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি নলিনীর পত্রের আশায় দিন গণিতে লাগিলাম; ক্রমে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নলিনীর এক পত্র সম্বলিত, বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস ডাকযোগে আমার হস্তগত হইল। ডাকের পুলিন্দাটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য ডাক-আফিসের মোহর পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু মোহর দেখিয়া কিছু ঠাহর করিতে পারিলাম না; মার্কিন মুলুকের টিকিট; তেলকালির কতকগুলা সরল রেখা-বিশিষ্ট ছাপে টিকিটখানি নষ্ট করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন অক্ষর ছিল না; লেফাপার পৃষ্ঠে সমুদ্রের ডাকঘরের (Sea Post Office) ছাপ!

মহা কৌতূহলে পুলিন্দা খুলিয়া প্রথমে নলিনীর পত্রখানি পাঠ করিলাম; সে যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় আমাকে পত্র লিখিতে পারিবে, মাতৃভাষায় তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিবে, ইহা পূর্ব্বে প্রত্যাশা করি নাই; কিন্তু নলিনীর পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম, সে চমৎকার বাঙ্গালা লিখিতে পারে! এমন কি, আমার মনে হইল মাতৃভাষার ভক্ত উপাসক ও একনিষ্ঠ সাধক হইলেও, আমি নলিনীর মত সকল কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিতাম না। বাল্যকালে নলিনীর বাঙ্গলা রচনার অভ্যাস ছিল কি না জানিতাম না; কিন্তু নলিনী সকল বিষয়েই অসাধারণ, যে কার্য্যে সে হাত দিত তাহাতেই তাহার কৃতিত্ব প্রকাশিত হইত।

পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই গ্রন্থের মুখবন্ধেই আমরা নলিনীর পত্র প্রকাশিত করিলাম; পত্রশেষে তাহার জীবনের সুবিস্তৃত বৈচিত্র্যময় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইল।

নলিনীর পত্র

প্রিয় বন্ধু,

তোমাকে বাঙ্গলা ভাষায় পত্র লিখিতেছি, দেখিয়া বিস্মিত হইও না; আজ কাল বাঙ্গালীর ছেলেরা দুই পাতা ইংরাজী শিখিয়া বাপ দাদাকে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করে না; এ অবস্থায় আমার মাতৃভাষায় পত্র লেখা কি বিস্ময়কর নহে?

ভাগ্যদোষেই হউক, আর কর্ম্মফলেই হউক, বাঙ্গলা দেশের সহিত জীবনের সকল সুম্বন্ধ শেষ হইয়াছে; কিন্তু মাতৃভাষা ভুলি নাই, কখনও ভুলিতে পারিব না। মাতৃস্তন্যের সহিত এই ভাষার মধুরতা, ইহার কোমলতা ও সরসতা আশৈশব উপভোগ করিয়া আসিয়াছি; মায়ের এমন ভাষা থাকিতে তোমার মত প্রিয় বন্ধুকে বিদেশী ভাষায় পত্র লিখিব? কিন্তু তুমি জান, আমি মা সরস্বতীর পরিত্যক্ত সন্তান, কোন দিন তাঁহার সেবা করি নাই, তাঁহার অনুগ্রহও লাভ করিতে পারি নাই; তথাপি আমার বিশ্বাস, তিনি তাঁহার এই অযোগ্য অধম সন্তানকে মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই।

আমি সংসারে ধূমকেতুর মত আসিয়াছিলাম, চিরজীবন ধূমকেতুর মত লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছি; আমি স্বেচ্ছায় ঘুরি নাই, আমার জন্মনক্ষত্র আমাকে ঘুরাইতেছে। আমি তোমাকে আমার যে বিচিত্র আত্মকাহিনী লিখিয়া পাঠাইলাম, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে, সংসারে আমার সুখ থাকিলেও শান্তি নাই। আমার বর্ণিত কাহিনীর প্রধান নায়ক ডাক্তার অকুমা আমার জীবনের শুভগ্রহ, কি শনি, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি জাপানী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই তোমরা জানিতে, সুতরাং আশা করি, আমার এই পরিণয়ে তোমরা বিস্মিত বা দুঃখিত হইবে না। তুমি আমাকে ভালবাস, আমার এই খেয়াল বোধ হয় তোমার অপ্রীতিকর হইবে না; অন্যে কে কি ভাবিবে, সেজন্য আমি চিন্তিত নহি। আমার কার্য্যে

আমার স্বদেশবাসীর নিন্দা বা প্রশংসা আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আমি কোথায় বাস করিতেছি, তাহা তোমাকে জানাইলাম না; তুমি আমার সন্ধান জানিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করিও না, তাহাতে তোমার লাভ নাই, কিন্তু আমার যথেষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। তুমি আমার পত্রে আমার ঠিকানা পাইবে না, ডাকের মোহর দেখিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিবে না; আমার বাসস্থানের শত শত ক্রোশ দূরে সমুদ্র-বক্ষে এই পত্র ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি কোথায় বাস করিতেছি, ইহা তোমার নিকট গোপন রাখিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি; ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ, এখানে আমি কত সাবধানে বাস করিতেছি।

দেশে কোনও পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিলে চলিতে পারিত। সেখানে আমার শত্রুভয় ছিল না, তাহাও জানি; কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীতে জাপানী স্ত্রী লইয়া বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেখানেও নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করিতে হইত, কিন্তু সামান্য কারণে বা অকারণে লোকের গঞ্জনা সহস্র-জিহ্ব হইয়া আমাকে আক্রমণ করিত। কাহারও নিকট উপকার বা সহানুভূতি পাইতাম না, কিন্তু নিন্দা ও কুৎসার ষোল আনা অধিকারী হইতাম।—এরূপ বন্দোবস্তে আমি স্বর্গে গিয়াও বাস করিতে রাজি নহি! তাহা অপেক্ষা এই আত্মীয়-বন্ধু-সংস্পর্শ বিরহিত বিদেশ আমার অনেক ভাল, আমার প্রতিবেশীরা আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভাল বাসে; ইহার অধিক আর কি চাই?

এখানে আমাদের কোনও অভাব নাই; ঐশ্বর্য্যই সুখের একমাত্র

নিয়ন্তা নহে। সুখ মনে, আমি মনের সুখে আছি। এমন মধুরহাসিনী প্রেমময়ী পবিত্রতার আধার স্বরূপিনী পত্নী সঙ্গে থাকিলে বনে গিয়াও সুখের অভাব হয় না; এই জন্যই বুঝি দশরথাত্মজ রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর কাল দুর্গম দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসন দণ্ডভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমার এই বাসস্থানও দণ্ডকারণ্য তুল্য; দৃশ্য গৌরবে তাহা অপেক্ষাও মহিমান্বিত। কেন বলিতেছি শুনিবে? আমার বাঙ্গালাখানি একটি পাহাড়ের ক্রোড়দেশে সংস্থাপিত, একদিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বত অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্র;—সুনীল সমুদ্রবক্ষ-প্রবাহিত সুশীতল সমীরণ দিবানিশি অব্যাহত গতিতে আমার গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়াই সেই সমুদ্রের তরঙ্গে বিশ্বপতির অনন্ত মহিমা প্রতিফলিত দেখিতে পাই; আরক্ত নেত্রে দেব দিবাকর প্রভাতে পূর্ব্বাকাশ লোহিত কিরণে সুরঞ্জিত করিয়া সমুদ্র-শয্যা হইতে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া সুবিশাল স্বর্ণ চক্রের ন্যায় প্রভাত-শিশির-সিক্ত সৌম্য সুন্দর ধরণীর দিকে চাহিতে থাকেন; সে সৌন্দর্য্য ভাষায় পরিব্যক্ত হয় না। আবার অস্তোন্মুখ তপন যখন গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালার অন্তরালে পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হন, তখন সেই সমুচ্চ গিরিচূড়ায় কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকি, তাহা তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধে, শশধরের সুবিমল শুভ্র কিরণে, সুকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কূজনে, এবং প্রিয়তমা প্রণয়িনীর অপার্থিব প্রেমে—আমার জীবনের সুখময় অবসর, সুখস্বপ্নের ন্যায়, বসন্তের সুশীতল মলয় হিল্লোলের ন্যায় বর্ষার নদী-সৈকতে অস্ফুট বীণা-

ঝঙ্কারের ন্যায় অব্যাহত ভাবে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা মানুষের আর কি অধিক উপভোগ্য, কি অধিক প্রার্থনীয় থাকিতে পারে ?

আমার অতীত স্মৃতি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ; তাহার আর পুনরালোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতসমুদ্র-বক্ষে তোমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা পালন না করিলে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইব। আমার প্রবাসকাহিনীতে যে সকল কথা পাঠ করিবে, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিও না। আমি যাহা দেখিয়াছি, যে সকল বিপদে পড়িয়াছি, মৃত্যুমুখ হইতে যে সকল অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইয়াছি, এবং অকুমার চেলা হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দুরারোহ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার কাহিনী তোমার ও অন্যান্য পাঠকগণের নিকট আড্ডার গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু আমার একটি কথাও মিথ্যা নহে। কোন্ দেশ-পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক, ইহা অপেক্ষা অধিক বিচিত্র, তাহা আমার বিদিত নহে। ইচ্ছা করিলে তুমি এই কাহিনী আমার স্বদেশীয় পাঠকবৃন্দের গোচর করিতে পার। আমি আমার ধৈর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে কিছুই নিষ্ফল হয় না ; আমি বাল্যে ও প্রথম যৌবনে ব্যায়ামের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলাম বলিয়া কত দিন তোমাদের নিকট বিদ্রূপভাজন হইয়াছি। সুশীল সুবোধ বালকের মত মন দিয়া লেখাপড়া শিখিলে হয়ত আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া একটি এম. এ, বি. এল

উকীল হইতে পারিতাম ; কিন্তু সামলা মাথায় পরিয়া জজ সাহেবের এজলাসে নথির জঞ্জাল ঘাঁটিয়া ও মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করা ভাল, কি আমি যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছি, ইহা ভাল, এ কথা লইয়া তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই।

আমার প্রবাস-কাহিনী পাঠ করিয়া, হয়ত তোমার ধারণা হইতে পারে, আমি একটি প্রকাণ্ড ভণ্ড ও মহাপাপিষ্ঠ প্রবঞ্চক। আমি না জানিয়া যে দুরূহ কার্য্যের ভার লইয়াছিলাম, প্রাণপণে তাহা সম্পাদন করিয়াছি, এ জন্য আমি কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহি। এ অপরাধে যদি ঘৃণা করিতে হয় করিও ; কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার কর, তাহা হইলে আমার সহিষ্ণুতার, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের প্রশংসা করিবে। ডাক্তার অকুমা যেরূপ লোকই হউন, বহু বিপদে তিনি আমার প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় অনেকবার আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে ; সাধারণের চক্ষে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহার সমালোচক নহি।

প্রবাস হইতে তোমার নিকট ইহাই আমার প্রথম ও শেষ পত্র। প্রার্থনা করি ভগবান তোমাকে চিরসুখী করুন। আমি তোমাদের নিকট মৃত ; কিন্তু তথাপি আশা করি, অবসর কালে কখনও কখনও এই প্রবাসী বাল্য বন্ধুর কথা স্মরণ করিবে, এবং এতৎসহ প্রেরিত আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিতে পারিবে ; বিদায়।

তোমার স্নেহমুগ্ধ বাল্যসুহৃদ
নলিনী কারফরমা।

জাল মোহান্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

চেলার আত্মকাহিনী

ডাক্তার অকুমা

সুপ্রসিদ্ধ চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাংহাই বন্দরের কথা তোমার জানা নাই, এরূপ মনে করিলে তোমার প্রতি অবিচার করা হইবে। চীনদেশের মধ্যে হংকং, সাংহাই; নান্‌কিন, কাণ্টন প্রভৃতি স্থান বিখ্যাত; আমাদের দেশের বালকগণের ভূগোল শিক্ষা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এ সকল নাম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে।

আমি জাপান হইতে চীনদেশে পদার্পণ করি, এবং চীনের নানা স্থান ঘুরিয়া সাংহাইয়ে উপস্থিত হই। ভবঘুরে বেকারের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, এ সময় আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইয়াছিল; ভাগ্যে এ অঞ্চলে আমার কয়েকটি জাপানী বন্ধু ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন, তাই কোনও রূপে এখানে কিছুদিন টিকিয়াছিলুম।

সাংহাইয়ের সমুদ্রতীরে 'বাবলিংওয়েল' নামক একটি স্থান আছে; স্থানটি অনেক পরিমাণে কলিকাতার গড়ের মাঠের মত। সহরের ভদ্রলোকেরা দিবসের কাজকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া এখানে বায়ু সেবন করিতে আসেন; অনেক সুন্দরীরও এখানে আবির্ভাব হয়। সুতরাং প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে যে, ভ্রমণবিলাসীগণের জটলা হয়, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। প্রত্যহ অপরাহ্ণে সেখানে যে কত সুন্দর সুন্দর বরোচ, বগী গাড়ী, ডগকার্ট, রিক্স, মটর ও দ্বিচক্রযানের সমাগম হয়, তাহার সংখ্যা নাই।

সাংহাইয়ে পদার্পণের কয়েক সপ্তাহ পরে, একদিন অপরাহ্ণে হোটেল হইতে বাহির হইয়া একখানি রিক্স (মনুষ্য-বাহিত যান) ভাড়া করিয়া বাবলিংওয়েলে উপস্থিত হইলাম, এবং শ্যামল তৃণক্ষেত্রে বৃক্ষচ্ছায়ায় সংস্থাপিত একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, বিলাসী ও বিলাসিনীগণের জটলা দেখিতে লাগিলাম। সেখানে স্থানীয় লোকই অধিক; কিন্তু সাংহাই-প্রবাসী ইউরোপীয় নরনারীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। সাংহাইয়ে চাকরীজীবী বাঙ্গালী সে সময় দুই চারিজন ছিলেন বটে, কিন্তু সে দিন সেখানে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আমি সাংহাইয়ে আসিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম; জাপানে কোন চাকরীর যোগাড় করিতে না পারিয়া চাকরীর উমেদারিতেই এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ আফিসে ঘুরিয়াও চাকরির সন্ধান পাইলাম না। হায়রে বাঙ্গালীর ভাগ্য! শুনিয়াছি ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে, এখানে আসিয়াও চাকরীর

জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি! কিন্তু আক্ষেপ বৃথা; যদি শীঘ্র কোন একটা চাকরী না জোটে, তাহা হইলে অনাহারে মরিতে হইবে। বন্ধুগণের নিকট মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা কর্জ্জ লইতে হইয়াছে; সেই ঋণ কিরূপে শোধ করিব, তাহা ভগবানই জানেন; আমার ব্যবহারে যদি তাহারা মনে করে, বাঙ্গালী ভিখারীর জাত, তাহা হইলে আমার দোষে বাঙ্গালীর নাম কলঙ্কিত হইবে; আমার স্বদেশের পর্য্যন্ত গৌরব নষ্ট হইবে। যাহাতে আমার একটি ভাল চাকরী জোটে, সে জন্য আমার জাপানী বন্ধুগণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে?—চাকরী মিলিল না।

চাকরী না মিলিলেও ব্যয় যথেষ্ট ছিল; বন্ধুগণের নিকট ধার কর্জ্জ করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, ক্রমে তাহা নিঃশেষিত হইল। এখানে চীনে মহাজনের অভাব নাই, কিন্তু আমার মত ভবঘুরে প্রবাসী বাঙ্গালীকে তাহারা কোন্ সাহসে টাকা ধার দিবে? যদি কোনও বন্ধুর অনুরোধে কেহ দুই এক শত টাকা ধার দেয়, তাহা হইলেই বা সে দেনা শোধ করিব কিরূপে? 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' মহামুনি চার্ব্বাকের এই উপদেশ অত্যন্ত সারবান সন্দেহ নাই—যদি সেই ঘৃত সহজে পরিপাক করিতে পারা যায়! ঘি খাইয়া আমি জেলে যাইতে রাজি নহি;—সুতরাং কি যে করিব, বিস্তর চিন্তাতেও তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

রিক্‌সতে চড়িয়া বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছি, কিন্তু তখনও এই চিন্তা; অন্নচিন্তা চমৎকারি!—আমি যে দিনের কথা লিখিতেছি, সে দিন

চীনদের কি একটা উৎসব ছিল, তাই দলে দলে নরনারী নানা বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া স্থানটিকে উৎসব-মুখর করিয়া তুলিয়াছিল ; আনন্দ কোলাহল ও হাস্যোচ্ছ্বাসে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

আমি এই জনসমুদ্রে একাকী বাঙ্গালী ; সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে প্রাচ্য মহাদেশের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি সেখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম, আমার একটি জাপানী বন্ধু অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ তাঁহার সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় হইল। তিনি বোধ হয় আমাকে সেখানে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই ; আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, তুমি এখানে! এখানে তোমার দেখা পাইব, ইহা একবারও ভাবি নাই ; আজ সকালে দু'ঘণ্টা ধরিয়া তোমাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি ?"

আগন্তুকের নাম দাই দাই ; জাপানে ইঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

আমি দাই দাইকে বলিলাম, "আমার সন্ধানে তুমি এত কষ্ট পাইয়াছ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ; আমার সঙ্গে কি তোমার বিশেষ কোনও কথা আছে ? আমাকে খুঁজিতেছিলে কেন ?"

দাই দাই বলিলেন, "হাঁ, একটা জরুরী কথা আছে ; কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কথা হইবে না। তোমর এখানে এখন কি কোনও কাজ আছে ?"

আমি বলিলাম, "না, বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে যাই। কি ?"

দাই দাই বলিলেন, "চল, আমার টম্ টম্ রাস্তায় রাখিয়া আসিয়াছি।"

দাই দাইয়ের সঙ্গে গিয়া তাঁহার টম্ টমে চড়িয়া বসিলাম; গাড়ী সহরের দিকে চলিল।

দাই দাই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বলিলেন. "দেখ কারফরমা, তোমার সহিত আমার যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছে, কোনও বিদেশীর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমার তেমন বন্ধুত্ব হয় নাই; সুতরাং তোমাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে দীর্ঘ ভূমিকার আবশ্যক নাই। এখানে আসিয়া তুমি যে বড় অর্থ কষ্টে পড়িয়াছ, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; তাই আমার ইচ্ছা, আমি কোন রূপে তোমার সাহায্য করি। আশা করি আমার প্রস্তাবে তুমি বিরক্ত হইবে না।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ কর, তাহা আমি জানি। সত্য কথা বলিতে কি, সংপ্রতি আমি ভয়ানক অর্থকষ্টে পড়িয়াছি; কিন্তু এ বিদেশে সে কথা কাহাকে বলিব? দায়ে পড়িয়া দুই একটী বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কতবার তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিব? ভয়ানক অর্থাভাব, অথচ এই সপ্তাহের মধ্যেই আমার হোটেলওয়ালাকে ঘর ভাড়া ও খোরাকীর টাকা চুকাইয়া দিতে না পারিলে হয়ত আমাকে অবমানিত হইতে হইবে।"

দাই দাই বলিলেন "টাকার জন্য তুমি চিন্তা করিও না; আমার পরামর্শানুসারে চলিলে তোমার অর্থকষ্ট দূর হইতে পারে; সে দিন ক্লাবে আমাদের দেশের একটি ভদ্র লোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে; তিনি বড় সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার সহিত আলাপ

করিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি; এই ব্যক্তি বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত, প্রাচ্য মহাদেশের বহু স্থানেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার অকুমা। আমি যখন তাঁহার সহিত গল্প করিতেছিলাম, সেই সময় আমার একটী বন্ধু মিঃ কুরোকি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; কুরোকিকে বোধ হয় তুমি জান। কুরোকি আমাকে দেখিয়াই সোৎসাহে বলিলেন, 'দাই দাই, আমি ভাবিয়া ছিলাম উৎসবের ছুটীতে আজ তুমি কোথাও শিকারে বাহির হইয়াছ; আজ তোমাকে ক্লাবে দেখিব, এরূপ আশা ছিল না।'—হঠাৎ ডাক্তার অকুমার মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল; তিনি অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া দ্রুতবেগে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।"

দাই দাই বলিতে লাগিলেন, "আমি কুরোকির এই বিচিত্র ব্যবহার বড়ই বিস্মিত হইলাম। তিনি কেন সেখান হইতে হঠাৎ এ ভাবে পলায়ন করিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল; আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিলাম, এবং ক্লাবের বাহিরে সিঁড়ীর নীচে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুরোকি, তোমার এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? আমাকে বোধ হয় তোমার কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া হঠাৎ ও ভাবে চলিয়া আসিলে কেন?'—কুরোকি আমার হাত ধরিয়া একটা থামের থাড়ালে লইয়া গিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, 'দাই দাই, আমাকে তুমি কাপুরুষ মনে করিও না; আমি এ পর্য্যন্ত অনেক ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির কবলে পড়িয়াছি, বহুবার বিপন্ন হইয়াছি; বিপদের

সম্মুখীন হইতে আমি এখনও ভীত নহি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ডাক্তার অকুমার সম্মুখে যাইতে আমার সাহস হয় না, উহাকে আমি সর্পের মত ভয় করি; সেইজন্য তাহাকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি। আমি আর জীবনে তাহার সম্মুখীন হইব না, ইহাই আমার সংকল্প; আর যদি তুমি আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাকেও বলি শুন—জীবনে এই ব্যক্তির ছায়া স্পর্শ করিও না। আমার এ উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে তোমাকে ভয়ানক বিপন্ন হইতে হইবে, হয় ত তোমার প্রাণও যাইতে পারে।'

দাই দাই বলিলেন, "কুরোকির এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন; আমিও ডাক্তার অকুমার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তার অকুমা বলিলেন, 'যে ভদ্রলোকটী এখানে আসিয়া আপনার সহিত কথা কহিতেছিল, উহার নাম কুরোকি নয়? এক সময় উহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, সে অনেক দিনের কথা; আমার বিশ্বাস, কুরোকি সহস্র বৎসর পরমায়ু পাইলেও আমার কথা ভুলিতে পারিবে না। যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলি; মিঃ কারফরমা নামক একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত আপনার বন্ধুত্ব আছে; এই ব্যক্তি একটা জাপানী সার্কাসের দলে চাকরী লইয়া প্রথমে জাপানে যান, শুনিয়াছি তিনি এখন এখানেই আছেন। এই ব্যক্তি অতি চমৎকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারেন, এবং চীনেম্যানের ছদ্মবেশে, চীনের ভাষায় তিনি এমন অনর্গল কথা বলিতে পারেন যে, তাঁহাকে কেহ বিদেশী বলিয়া

সন্দেহ করিতে পারে না; আমাদের স্বদেশীর মধ্যে এমন ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'হাঁ, তিনি আমার অনেক দিনের বন্ধু, জাপানেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি চীনের অনেক স্থানে ঘুরিয়া সংপ্রতি সংহাইয়ে আসিয়াছেন।' আমার কথা শুনিয়া অকুমা বলিলেন, 'এই লোকটীর সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ আছে, শুনিতেছিলাম তিনি এখানে কোন কোন আফিসে চাকরীর উমেদারিতে ফিরিতেছেন, আগামী কল্য সন্ধ্যার পর যদি একবার তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে একটী ভাল চাকরী দিতে পারি'।"

দাই দাই আমাকে বলিলেন, "এই জন্যই আজ সকালে তোমাকে এত খুঁজিতেছিলাম, হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল।"

দাই দাইয়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছ; তোমার মত বন্ধুকে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আর কি করিব? ডাক্তার অকুমা আমাকে কিরূপ চাকরী দিবেন?"

দাই দাই বলিলেন, "সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে কি?"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটী দেখিতে কেমন?"

দাই দাই বলিলেন, "দীর্ঘাকৃতি, দেহ স্থূল নহে, মুখে দাড়ী গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই; মুখখানি গম্ভীর ও বিমর্ষ, কিন্তু তাঁহার মুখে এমন একটু বিশেষত্ব আছে যে, যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও

তাঁহাকে ভুলিবে না; মাথার চুল পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষু দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাহারও মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়, তিনি তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন! লোকটিকে দেখিলেই তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা হয় না; বরং মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; অথচ তাঁহার প্রকৃতি যে ভয়ানক, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায় না।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শুনিয়া বড় ভরসা পাইতেছি না। যাহা হউক, অর্থ কষ্টে যেরূপ বিব্রত হইয়াছি, তাহাতে যেমন-তেমন একটা চাকরী পাইলেই বাঁচিয়া যাই; তাঁহার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

দাই দাই বলিলেন, "ক্লাবে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি সেখানে আছেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না;— আমরা ক্লাবের নিকট দিয়াই যাইব, গাড়ী হইতে নামিয়া একবার সন্ধান লইলেই হইবে।"

প্রায় দশ মিনিট পরে ক্লাবের সম্মুখে আসিয়া দাই দাই গাড়ী হইতে নামিলেন, আমি গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে দাই দাই ক্লাবের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, বলিলেন, "ডাক্তার অকুমা প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ক্লাব হইতে বাসায় গিয়াছেন; আমি তাঁহার সন্ধানে আসিতে পারি ভাবিয়া তিনি আমার নামে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন; পত্রে লিখিয়াছেন, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে, যেন সন্ধ্যার পর তোমাকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিই। এখানকার জাপানী

পল্লীতে 'ফেটি' নামক রাস্তায় তাঁহার বাসা; সেই রাস্তায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাসা খুঁজিয়া লইতে তোমার অসুবিধা হইবে না। ইচ্ছা হইলে আমার নিকট হইতে একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতে পার; যদি তাঁহার কাছে চাকরী করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তবেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিও; কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইও না।"

আমি বলিলাম, "কৌতূহল পরিতৃপ্তি করা অপেক্ষা চাকরী করাই আমার অধিক আবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু তিনি কি কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবেন, সেই চাকরীর আমি উপযুক্ত কি না, তিনি যে বেতন দিবেন, তাহাতে আমার পোষাইবে কি না, প্রথমে এ সকল কথা জানা আবশ্যক; তাঁহার সহিত দেখা না করিলে এ সকল কথা কিরূপে জানিব? সুতরাং চাকরী করি না করি, একবার তাঁহার সহিত দেখা করা আবশ্যক। আর এক কথা, তিনি কিসের ডাক্তার?"

দাই দাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের ডাক্তার, এ কথার অর্থ কি?"

আমি বলিলাম, "নানা বিষয়ের ডাক্তার আছে, কেহ নাড়ী-টেপা ডাক্তার, কেহ আইনের ডাক্তার, কেহ বিজ্ঞানের ডাক্তার, কেহ দর্শনের ডাক্তার, কেহ বা সঙ্গীতের ডাক্তার; আবার ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে আর এক রকম ডাক্তার আছেন, তাঁহাদিগকে Doctor of divinity বলে, তাঁহারা ধর্ম্মের ডাক্তার।"

দাই দাই সওদাগর মানুষ, বোধ হয় এত খবর জানিতেন না; তাই সবিস্ময়ে বলিলেন, "ধর্ম্মের ডাক্তার! তাঁহাদের কাজ কি?

ধর্ম্মের হাত পা ভাঙ্গিলে কি তাঁহারা তাহা মেরামত করেন? ভাঙ্গা ধর্ম্ম জোড়া দেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি বলিতেছ কি? ধর্ম্ম লইয়া উপহাস করিতে নাই; ধর্ম্মের ডাক্তারেরা মনুষ্যের ভবব্যাধি আরোগ্য করেন, কুপথগামী আত্মার চিকিৎসা করেন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান।"

দাই দাই বলিলেন, "পরমেশ্বর করুন, আমাকে যেন কখনও ধর্ম্মের ডাক্তারের কবলে পড়িতে না হয়! আমার আত্মার চিকিৎসার আবশ্যক নাই। ডাক্তার অকুমা নাড়ী-টেপা ডাক্তার, শুনিয়াছি খুব ভাল ডাক্তার, দশ বৎসরের রোগ দশ দিনে আরোগ্য করেন; তবে সহজে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে পারে না; শুনিয়াছি হাজার টাকার কম ভিজিটে তিনি কাহারও চিকিৎসা করেন না।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে বল, তিনি উপবাস করেন! তোমাদের দরিদ্র দেশে হাজার টাকা ভিজিট দিয়া রোগী দেখায় এমন লোক স্বয়ং মিকাডো ভিন্ন যে আর কেহ আছেন, তাহা বোধ হয় না!"

দাই দাই বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য নহে, চীনদেশে এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভাব নাই; তদ্ভিন্ন চীন ও জাপানেই তাঁহার চিকিৎসা সীমাবদ্ধ নহে; প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু দেশেই তিনি চিকিৎসা করেন, প্রাচ্য মহাদেশের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার গতিবিধি আছে। শুনিয়াছি কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যের সাহ ও তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তিনি দশ পনের লক্ষ টাকা লইয়া আসিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে দাই দাইয়ের টম্ টম্ তাঁহার বাসায় আসিয়া থামিল; আমি তাঁহার নিকট হইতে অকুমার নামে একখানি পত্র লইয়া পদব্রজে আমার হোটেলে চলিলাম।

চলিতে চলিতে আমার কর্ত্তব্য কি, তৎসম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দাই দাইয়ের নিকট আমার মনের সকল কথা খুলিয়া বলি নাই। ডাক্তার অকুমার ন্যায় বিখ্যাত লোকের কথা যে আমার অজ্ঞাত থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে। পূর্ব্বে অনেক স্থানে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু কোনও দিন তাঁহার সহিত পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই; এত দিনে যখন সেই সুযোগ উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে বলিয়াই মনে করিলাম।

হোটেলে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি জলযোগ শেষ করিয়া দাই দাইয়ের পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া ডাক্তার অকুমার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইলাম।

রাত্রি অন্ধকার পূর্ণ, আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছিল; মধ্যে মধ্যে এলো-মেলো বাতাসে পথের ধূলি উড়িয়া আমার চোখে মুখে লাগিতে লাগিল। অনেক পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় জাপানী পল্লীতে 'ফেটি' রাস্তায় উপস্থিত হইলাম; সেখানে একজন পথিককে ডাক্তার অকুমার বাসার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমাকে তাঁহার বাসা দেখাইয়া দিল।

অকুমার বাসার সম্মুখে একটি অপ্রশস্ত প্রাঙ্গন; স্থানটি অন্ধকার পূর্ণ, বাসার কোনও কক্ষ হইতে বাতায়ন পথে আলোক রশ্মি বিকীর্ণ

হইতে দেখিলাম না। অন্ধকারের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে দরজার নিকট আসিলাম ; দরজায় হাত দিয়া বুঝিলাম, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ ; অগত্যা কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম।

মিনিট দুই পরে চীন দেশীয় একটি বালক ভৃত্য একটি লণ্ঠন-হস্তে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল ; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার অকুমা সাহেবের কি এই বাড়ী ?"

চীনে ভৃত্য কোনও কথা না বলিয়া,মাথাটা একবার সম্মুখের দিকে নাড়িল. তাহার পর বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলাম, "ডাক্তার সাহেব এখন বাড়ী আছেন ?"—সে পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িল ; লোকটা বোবা নাকি ?

আমি ভৃত্যের হস্তে দাই দাইয়ের পত্রখানি দিয়া তাহা তাহার মনিবকে দিতে বলিলাম ; সে পত্রখানি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতের গোল লণ্ঠনটা আমার মুখের কাছে উঁচু করিয়া ধরিল, এবং আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে, সে দরজা বন্ধ করিয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। কিছুদূর চলিয়া বাম ভাগে একটি অপ্রশস্ত কক্ষ দেখিতে পাইলাম ; ভৃত্যের ইঙ্গিতে আমি সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমি ভাবিয়াছিলাম, এই কক্ষে প্রবেশ করিলেই বুঝি ডাক্তার অকুমাকে দেখিতে পাইব ; কিন্তু কক্ষ-মধ্যে জন প্রাণীকেও দেখিতে

পাইলাম না ; কক্ষ-মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলাম। কক্ষটি ক্ষুদ্র, তাহার দুইটি দ্বার ও একটি বাতায়ন ; বাতায়নটির লৌহ-গরাদেগুলি অতি স্থূল ও ঘন সন্নিবিষ্ট ; এক দিকে কয়েকটি সুবৃহৎ আলমারি, তাহার ভিতর নানাপ্রকার পুস্তক থরে থরে সজ্জিত। পরে জানিতে পারি, এই সকল পুস্তক বাজে নাটক নভেল নহে ; অধিকাংশই অতি মূল্যবান্, দুষ্প্রাপ্য, ও প্রাচীন গ্রন্থ ; বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শনশাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, ব্যবস্থা শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক নানা জাতীয় পুস্তকে আলমারিগুলি পূর্ণ। কেবল যে জাপানী ভাষার পুস্তক সংরক্ষিত, এরূপ নহে, ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডের নানা ভাষায় লিখিত পুস্তক এই সকল আলমারিতে স্থান পাইয়াছিল ; এমন কি, তাহাতে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত অতি প্রাচীন পুঁথিরও অভাব ছিল না! ডাক্তার অকুমা কি সর্ব্ব-ভাষাবিদ্ ?

ঘরের মেজেটি, কারুকার্য্যখচিত, অতি স্থূল পারস্যদেশীয় গালিচায় আচ্ছাদিত। আমি যে দ্বারপথে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দ্বারের কিছু দূরে কক্ষটির অন্য প্রান্তে আর একটি দ্বার ছিল ; এই দ্বারের সম্মুখে একখানি সুদৃশ্য রঙ্গিন-পরদা বিলম্বিত দেখিলাম। গৃহ-প্রাচীরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র শোভা পাইতেছিল। কক্ষটি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ; টেবিলের উপর বাতিদানে একটিমাত্র বাতির মৃদু আলোকে সেই কক্ষের গাম্ভীর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং একটি ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ তাহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

এই কক্ষে আমি একাকী প্রায় পাঁচ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া

রহিলাম ; তাহার পর পরদার অন্তরালে যেন কাহার মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইলাম ; সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক পরদা ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, তিনিই ডাক্তার অকুমা। দাই দাই তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে ; তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বয়স কত অনুমান করিতে পারিলাম না ; সম্ভবতঃ তাঁহার বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয় নাই।

ডাক্তার অকুমা আমার সম্মুখে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় মিঃ কারফরমা ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার নাম নলিনী কারফরমা ; আপনিই বোধ হয় ডাক্তার অকুমা ?"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ ; আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমার সঙ্গে ঐ পাশের কুঠুরীটীতে চলুন, অনেক কথা আছে।"

আমি ডাক্তার অকুমার অনুসরণ করিলাম ; তিনি পূর্ব্বোক্ত পরদাটি ঠেলিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম এই কক্ষটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ; তাহা দীর্ঘে চল্লিশ ফিট ও প্রস্থে বিশ ফিট হইতে পারে। এই কক্ষের এক প্রান্তে একটি সুবৃহৎ বাতায়ন ; তাহা নানাবর্ণের রঙ্গিন ফুল-কাটা কাচে আবদ্ধ ; কক্ষের দেওয়ালগুলি বহু চিত্রে শোভিত, মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য জাপানী পরদা বিলম্বিত। কক্ষটি ম্যাটিং করা ; ম্যাটিংএর উপর কতকগুলি গদী-আঁটা চেয়ার, মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড টেবিল ; টেবিলটি ঝালরবিশিষ্ট সুদৃশ্য বস্ত্রে আবৃত,

তাহার উপর একটি কারুকার্য্যখচিত রৌপ্য নির্ম্মিত ফরসি ; তাহার কুণ্ডলিকৃত সুদীর্ঘ নল দেখিয়া বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ-বর্ণিত দেবেন্দ্র দত্তের আলবোলার কথা মনে পড়িয়া গেল ! আজ কাল অনেক ইংরাজ ফরসিতে ধূমপান করেন তাহা জানি, কিন্তু জাপানী ডাক্তার অকুমারও যে এ অভ্যাস আছে তাহা জানিতাম না।

টেবিলের কাছে, দুইখানি চেয়ারে আমরা উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিলাম ; ফরসিটার দিকে আমাকে দুই একবার চাহিতে দেখিয়া অকুমা বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালী, সুতরাং আশা করি ধূমপানের এই যন্ত্রটি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হন নাই। আমি ভ্রমণবৃত্তান্তে পাঠ করিয়াছি, আপনাদের বাঙ্গলা দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ইহাতেই ধূমপান করিতে ভালবাসেন ; আমি তিহারণে একজন মুসলমান সদাগরের নিকট অনেক মূল্য দিয়া এই ফরসিটা ক্রয় করিয়াছি। আমি আপনাদের দেশে কখনও যাই নাই ; শুনিয়াছি হিমালয় প্রদেশে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী ঋষির বাস ; আমার একবার সেই অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে। শুনিয়াছি আপনাদের দেশের রমণীরা মুখে পরদা জড়াইয়া সর্ব্বদা বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের স্বামীকে তাঁহারা অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, দূরদেশে যাইতে দেন না ; আপনি বাঙ্গালী হইয়া এত দূরে আসিয়াছেন. ইহা বিস্ময়ের কথা বটে !"

আমি বলিলাম, "আপনি যে সকল কথা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য নহে ; বোধ হয় কোনও অর্ব্বাচীন ইংরাজ পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে আপনার এরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জাতি; সুবিধা পাইলে তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির সহিত সকল বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালী চির পরাধীন, তাঁহাদের সে সকল সুবিধা নাই। মনে করিবেন না আমি বাঙ্গালী বলিয়া স্বজাতির প্রশংসা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর যে দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন—সেই দেশেরই অলঙ্কারস্বরূপ হইতে পারিতেন। বাঙ্গলার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ আমাদের বঙ্গভূমিকে—কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র হিন্দুস্থানকে জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও প্রতিভার আলোকে আলোকিত করিয়াছেন।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "আপনি যাঁহাদের নাম করিলেন, তাঁহাদের অনেকের কথাই আমার কিছু কিছু জানা আছে। বাঙ্গালী তপস্বী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগে আর কোনও দেশে অবতীর্ণ হন নাই; তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কারণ স্বরূপ হইবে। আমি জানি—আমেরিকার উর্ব্বর ক্ষেত্রে এই নব ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছে, ক্রমে তাহার প্রভাব সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইবে; রুসিয়াতেও ঋষিপ্রতিম দার্শনিক ঔপন্যাসিক পুরুষশ্রেষ্ঠ কাউণ্ট টলষ্টয় তাঁহার উপন্যাস সমূহে এই নব ধর্ম্মের আভাস জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং প্রাচ্য ভূখণ্ড—চীন, জাপান, পারস্য, তুরুস্ক ও আরব—নূতন যুগের আবির্ভাবে এই বেদান্তধর্ম্মের

প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মনীষীশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ম্যাক্সমুলার পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালী পরমহংসের উপদেশে মুগ্ধ হইয়াছেন।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সকল কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

ডাক্তার অকুমা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া তাঁহার লাইব্রেরী হইতে দুইখানি পুস্তক আনিয়া আমাকে দেখাইলেন; একখানি আচার্য্য ম্যাক্সমুলায়ের সংগৃহীত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশাবলী, অন্যখানি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ।

আমি বলিলাম, "দেখিতেছি আপনি অসাধারণ মনুষ্য!"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "ইহাতে আর আপনি আমার অসাধারণত্ব কি দেখিলেন? জ্ঞানতৃষ্ণা সকলের প্রবল হয় না, আমার জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল; আমি অসাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু এই মাত্র বলিতে পারেন; কিন্তু সুপণ্ডিত সার আইজাক নিউটনের মত আমিও বলি, সমুদ্রতীরে বসিয়া আমি বালকের ন্যায় উপলখণ্ড মাত্র সঞ্চয় করিতেছি, কিন্তু অসীম জ্ঞানার্ণব আমার পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে। যাহা হউক, বিভিন্ন ভারতীয় জাতি সমূহের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধ হয় চীনদেশে নূতন আসেন নাই।"

আমি বলিলাম, "না, এ অঞ্চলে আমি বহুদিন যাবৎ বাস করিতেছি;—এ দেশ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছে। আপনি আমার সন্ধান করিতেছিলেন, আমার বন্ধু দাই দাইয়ের

মুখে এ কথা শুনিয়া আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; কিন্তু আপনি কোথায় আমার পরিচয় পাইলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি; দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ আপনি চিনকিয়াংএ চিংলুর গৃহে উপস্থিত ছিলেন; সেখানকার রাজকর্ম্মচারীরা লো-ফেন নামক একজন অপরাধীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে, আপনার বুদ্ধি কৌশলেই সে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল।"

অকুমার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইলাম; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন? আমার বিশ্বাস আমি যাহাকে বিপদে রক্ষা করিয়াছিলাম, সে ব্যক্তি ভিন্ন এ সকল গুপ্ত কথা অন্য কেহ অবগত নহে।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "আমার এই একটি মাত্র কথাতেই আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, মনুষ্যের জ্ঞান ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ নহে। সাধনায় মানুষ বহু অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে পারে; আপনি কি জানেন না, আপনাদের হিন্দুস্থানের তপঃসিদ্ধ যোগীঋষিগণ তপঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যতের সকল কথাই বলিতে পারিতেন? পৃথিবী হইতে এই সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। চেষ্টা দ্বারা মানুষ পশুর প্রাণেও নিজের চিন্তা পরিচালিত করিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

অকুমা বলিলেন, "আমার কথায় কিছুমাত্র জটিলতা নাই ; যাহা হউক, দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি আপনাকে এ কথা বুঝাইয়া দিতেছি।"— তিনি যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাহার পাশেই টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ সাদা কাগজ পড়িয়াছিল ; তিনি কাগজখানা টানিয়া লইয়া একটি পেন্সিল হাতে করিয়া মৃদু স্বরে শিশ্ দিলেন। তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড কাল বিড়াল দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটে আসিল, এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। বিড়ালটা দেখিতে অনেক পরিমাণে আমাদের দেশের বন বিড়ালের মত ; এত বড় গৃহপালিত বিড়াল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

অকুমা নত দেহে বিড়ালটির পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনেকে মনে করে এই বিড়ালের সাহায্যেই আমি লোককে যাদু করি! কিন্তু আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক এ কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করিবেন না। আমি যাহা বলিতেছিলাম, এখন সে কথার পরীক্ষা করুন। আমি আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারি।"

অকুমা সেই সাদা কাগজ খানির উপর পেন্সিল দিয়া এক হইতে কয়েকটি সংখ্যা দুই বার মোটা মোটা অক্ষরে এই ভাবে লিখিলেন,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

তাহার পর তিনি বিড়ালটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মৃদু স্বরে তাহার কাণে-কাণে কি বলিলেন। বিড়ালটা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কাগজ খানির উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার সম্মুখের দুই থাবা দিয়া প্রথম

ছত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ছত্রের শেষ সংখ্যাটি ঢাকিয়া ফেলিল।

অকুমা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "২০," তাহার পর তিনি সেই কাগজ খানি উল্টাইয়া পেন্সিল দিয়া তাহার উপর বার মাসের নাম লিখিলেন, এবং বিড়ালটার কাণের কাছে কি বলিলেন। বিড়াল এবার থাবা দিয়া এপ্রিল মাসের নামটি ঢাকিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'হোগ্—লি' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "কোনও বৎসর ২০শে এপ্রিল হোগ্লি নামক স্থানে আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; এখন দেখা যাউক, কোন্ খৃষ্টাব্দে আপনার জন্ম।" ডাক্তার অকুমা এবার কাগজ খানির উপর কতকগুলি সংখ্যা পেন্সিল দিয়া এই ভাবে লিখিলেন,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

তাহার পর তিনি বিড়ালটিকে কোলে লইয়া আবার তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। বিড়াল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাগজ খানার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং প্রথম ছত্রের যে দুইটি সংখ্যা সম্মুখস্থ দুই পায়ের থাবা দিয়া ধরিল, দ্বিতীয় ছত্রের ঠিক সেই সংখ্যা দুইটিই পশ্চাদস্থ পদের থাবা দিয়া চাপিয়া ধরিল!

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আপনার জন্ম।"

সত্যই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল হুগলিতে আমার জন্ম হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল

না ; আমি ডাক্তার অকুমাকে বলিলাম, "একি রহস্য ? আমার জন্মের সন, তারিখ, মাস্ সমস্তই মিলিয়া গিয়াছে !"

অকুমা বলিলেন, "মিলিবে তাহা জানিতাম ; আপনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, চেষ্টা করিলে মানুষ পশুর মনে পর্য্যন্ত নিজের চিন্তা-স্রোত পরিচালিত করিতে পারে। আপনার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহেন ?"

আমার কৌতূহল অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলুন দেখি আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন কি না ?"

অকুমা বলিলেন, "আমাকে বলিতে হইবে না, আমার বিড়ালই তাহা বলিয়া দিবে।"

তিনি কাগজে পেন্সিল দিয়া, যোগের ও গুণের দুইটি চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন, চিহ্ন দুইটি এইরূপ,—

$$+ \quad \times$$

তাহার পর বিড়ালটিকে কোলে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ তাহার কর্ণমূলে কি বলিলেন ; বিড়াল তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখের একটি থাবা দিয়া গুণের চিহ্নটি ঢাকিয়া ফেলিল।

অকুমা বলিলেন, + এই চিহ্নটি আমি পিতার ও × এই চিহ্নটি মাতার নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহার করিয়াছিলাম ; আপনার পিতা বর্ত্তমান, মাতা নাই।—আর কিছু জানিতে চাহেন ?"

আমি বলিলাম "না, যথেষ্ট হইয়াছে, আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইয়াছে।"

অকুমা সহাস্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিড়াল সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা?"

আমি বলিলাম, "যদি আমি কুসংস্কারান্ধ হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম, আপনার এই বিড়ালটাকে দানোয় পাইয়াছে, না হয় পূর্ব্বজন্মে এটি কোন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিল; কাহারও শাপে বিড়াল-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে!"

অকুমা বলিলেন, "আপনি যাহাই মনে করুন, আমার শিক্ষা-কৌশলেই আমার বিড়ালের এই ক্ষমতা জন্মিয়াছে। সকল প্রাণীর মধ্যেই একটি বিশেষ শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে; এই শক্তির অস্তিত্ব ইতর প্রাণীদের মধ্যে বিড়ালের কিঞ্চিৎ অধিক। ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত যখন এই দৈব শক্তির অধিকারী, তখন সুদীর্ঘ কাল সেই শক্তির পরিচালন করিলে মনুষ্য-হৃদয়ে তাহা কিরূপ প্রবল হইতে পারে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে; এই শক্তির সাহায্যে মনুষ্যের ধারণাতীত অনেক অজ্ঞাত তথ্য নিরূপণ করা যায়। প্রাচ্যে ইহার নাম মন্ত্র শক্তি, কিন্তু ইউরোপে ইহাকে সম্মোহন শক্তি বলে।

আমি বলিলাম, "দুর্ভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্র অভি-জ্ঞতা নাই।"

অকুমা বলিলেন, "চেষ্টা ভিন্ন কোনও বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ হয় না; সকল বিষয়েই সকলের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা ভাল। পৃথিবীতে বহুবিধ বিদ্যা আছে। সকলে সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না; যাহারা ভাগ্যবান ও প্রতিভাশালী, তাহারাই অনেক বিদ্যায় পারদর্শী হয়। বিদ্যা আবার দুই প্রকার জড় বিদ্যা ও পরা

বিদ্যা। ইউরোপ, আমেরিকা এবং আমাদের জাপান জড় বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে; বিনা তারে দেশান্তরে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে; কিছু দিন পরে জল যুদ্ধ ও স্থল যুদ্ধ তুলিয়া দিয়া তাহারা মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিবে; বন্দুকে শব্দ হইবে না; বারুদেরও গন্ধ পাওয়া যাইবে না; নবাবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে মিনিটে শত শত লোকের প্রাণ বিনাশ করা যাইবে; কৃত্রিম মেঘের সাহায্যে শস্য ক্ষেত্র সমূহকে সরস ও উর্ব্বর করা হইবে। এ সকল জড় বিদ্যার ফল, পার্থিব প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত ইহার আবশ্যক। কিন্তু পার্থিব প্রতিষ্ঠালাভেই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ কামনা পূর্ণ হয় না, সেই জন্যই পরা বিদ্যার অনুশীলন আবশ্যক। এই বিদ্যার প্রসাদে যোগী, ঋষি, তপস্বী ও সিদ্ধ চারণগণ চক্ষু মুদ্রিত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূত ভবিষ্যতের সকল সংবাদ জানিতে পারিতেন; এই বিদ্যার বলে মৃত দেহে তাঁহারা জীবন সঞ্চার করিতে পারিতেন; এই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ সম্বন্ধে আপনাকে কোন কোন কথা বলিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার একটি প্রশ্ন আছে। আপনি কি বলিতে পারেন কোথায় আমাদের জীবনের আরম্ভ, আর কোথায় তাহার শেষ?"

আমি বলিলাম, "জন্মেই জীবনের আরম্ভ, আর মৃত্যুতে তাহার শেষ।"

অকুমা বলিলেন, "মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই নাই?"

আমি বলিলাম, "থাকিতে পারে, কিন্তু সে কথার উত্তর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ও পাদরি মহাশয়েরা ভাল বলিতে পারেন।"

অকুমা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার কি কোনও ব্যক্তিগত মত নাই?"

আমি বলিলাম, "কথনও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করি নাই, তবে আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে।"

অকুমা বলিলেন, "এ মত নূতন নহে, ইহা বহু প্রাচীন মত; আমি আপনাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতা পাঠ করিয়াছি, গীতাতেও এই কথা লিখিত আছে, মনুষ্যের আত্মা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবদেহে প্রবেশ করে। আত্মা যে অবিধ্বংসী, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ফুৎকারে নির্ব্বাপিত দীপের আলোক শিখার ন্যায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; যুগ যুগ কাল তাহা অতীত জীবনের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে; খৃষ্টানদের শাস্ত্র-বর্ণিত অনন্ত নরক মূর্খকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার জন্য একটি কাল্পনিক বিভীষিকা মাত্র।"

আমি বলিলাম, "ইহজীবনের অবসানে, আত্মার অস্তিত্ব যে যুগ যুগ কাল বর্ত্তমান থাকে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মত হইলেও প্রমাণ সাপেক্ষ; বিনা প্রমাণে এ সকল গুরুতর কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

অকুমা বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু আমি জানি ইহার প্রমাণ সংগ্রহ দুরূহ কার্য্য হইলেও অসম্ভব নহে; বলিতে কি, এই অদ্ভুত সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আপনার সন্ধান করিতেছিলাম!"

আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে অকুমার মুখের দিকে চাহিলাম; তিনি

কি প্রকৃতিস্থ? তাঁহার কথা আমার নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইল! কিন্তু তিনি এমন গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বলিতেছিলেন যে, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

অকুমা বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনার নিকট আমার একটি প্রস্তাব আছে। বহু দিন হইতেই আমি জীবন, মৃত্যু ও পরলোকবাদ লইয়া অনেক চিন্তা করিয়াছি,—তর্ক বিতর্কেরও ত্রুটি করি নাই। একবার একজন অসাধারণ লোকের সহিত এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথার আলোচনা হইয়াছিল; সেই ব্যক্তি এখন জীবিত নাই। তিনি চীনের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে বহু কাল বাস করিয়াছিলেন, এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার যোগ শক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রথমে ইন্দ্রজাল বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল; এখন আমার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সিদ্ধ পুরুষের নিকট আমি যে সকল তত্ত্ব জানিতে পারি, সিংহলে অবস্থান কালে, একজন বৌদ্ধ যতির নিকটেও আমি তাহার কিছু কিছু সন্ধান পাই। তাহার পর ক্রমাগত আট বৎসরের চেষ্টায় জানিতে পারি—এত দিন ধরিয়া আমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় দুর্লভ নহে, চেষ্টা করিলে এক দিন আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে জড়বাদী ইউরোপীয়গণের কোনও ধারণা নাই। আমার যথেষ্ট সাহস আছে, অধ্যবসায়েরও অভাব নাই, কিন্তু আমি যে দুষ্কর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে পথে অগ্রসর হইতে আমার ন্যায় সাহসী লোকেরও

হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত হইতেছে। আমাকে কি করিতে হইবে শুনুন ; এই চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের একটি গুপ্ত শাখা সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের প্রধান মঠে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ইহাদের কতকগুলি গুপ্ত রহস্য জানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমার পক্ষে এই কার্য্য সহজ নহে ; সেই মঠে কোনও বৈদেশিকের প্রবেশাধিকার নাই, এবং তাহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও সেই সকল গুপ্ত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং এ সকল তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য আমাকে চাতুর্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এরূপ চাতুর্য্য সমর্থনযোগ্য ; ইহাতে অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কিন্তু এই সকল গুপ্ত তত্ত্ব জনসমাজে প্রচারিত হইলে সমাজের প্রচুর হিতসাধিত হইতে পারে। এখন কথা এই যে, আমার এই সংকল্প-সাধনের জন্য যে দুর্গম প্রদেশে যাত্রা করা আবশ্যক, নানা কারণে আমি সেখানে একাকী যাইতে পারিব না, আমাকে একজন সঙ্গী লইতে হইবে ; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়া যায় না, প্রচুর অর্থব্যয়েও মনের মত সঙ্গী সর্ব্বদা সংগৃহীত হয় না। আমার সঙ্গী হইতে পারে, এরূপ লোক লক্ষ জনের মধ্যে একজনও আছে কি না সন্দেহ। যাহাকে আমি আমার সহচররূপে গ্রহণ করিব, চীন ভাষায় তাহার অসাধারণ পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক ; ছদ্মবেশ ধারণে তাহার অসামান্য নৈপুণ্য থাকা চাই ; এবং শারীরিক সামর্থ্যে বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কাহারও অপেক্ষা তাহার হীন হইলে চলিবে না। এই সকল গুণ একাধারে একান্ত দুর্লভ। চীন দেশের কোনও লোককে আমি আমার সহচররূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি,

তাহারা জাপানীর চিরশত্রু ; সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাকে বিপদে ফেলিবে। আমার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এখানে সেরূপ লোক একজনও নাই। আপনি বাঙ্গালী, বুদ্ধিমান, চতুর, বলবান, ব্যায়ামনিপুণ ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ, এবং এ দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ ; আপনাকেই আমি আমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য মনে করিতেছি। কিন্তু একটি কথা আপনাকে জানাইয়া রাখা ভাল ; সেই অজ্ঞাত রহস্যময় রাজ্যে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ; আমরা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া সুস্থ দেহে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও পারি ; কিন্তু সেখান হইতে নিশ্চিন্ত প্রত্যাগমনের আশা অল্প। এ অবস্থায় যদি আমার সঙ্গে যাইতে আপনার সাহস হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দান করিতে প্রস্তুত আছি। যদি আমরা কখনও ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে কেবল সাহস ও বুদ্ধির সাহায্যেই তাহাতে সমর্থ হইব।”

ডাক্তার অকুমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহিলাম ; আমি ভাবিয়াছিলাম; তিনি আমাকে কোন একটা আফিসে চাকরী দিবেন, যথারীতি আফিসের কাজ শেষ করিলেই মাসান্তে বেতন পাইব, আমার অর্থাভাবও ঘুচিবে ; কিন্তু দেখিতেছি, তিনি আমার হস্তে অতি দুষ্কর কর্ম্মের ভার দিতে চান, শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি! অবশ্য, মৃত্যুভয়ে আমি কাতর নহি, জানি একবারের অধিক মৃত্যু হইবে না। যাহা হউক, এই কার্য্যের জন্য তিনি কত টাকা পারিশ্রমিক দিতে পারেন, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যদি আমি আপনার

প্রস্তাবে সম্মত হই, তাহা হইলে আপনি আমাকে কিরূপ পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন, জানিতে ইচ্ছা করি।"

ডাক্তার অকুমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লক্ষ টাকা। আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব, অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার ফিরিয়া আসিয়া দিব ; ইহাতে আপনার পোষাইবে ত ? আপনার মত কি বলুন ?"

আমি কি উত্তর দিব, হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না। লক্ষ মুদ্রা পারিশ্রমিক অল্প নহে ; আমার মত দরিদ্র, সমস্ত জীবন খাটিয়াও যে, লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব যেরূপ অদ্ভুত, তাহাতে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াও সহজ নহে ; প্রাণের ভয়ে এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু জীবনের সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া কেবলমাত্র অর্থলোভে কে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমি বলিলাম, "আপনাকে আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিতেছি না ; আপনার প্রস্তাব বড় অদ্ভুত, দায়িত্ব ভারও অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

অকুমা বলিলেন, "অদ্ভুত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোনও সহজ কর্ম্মের জন্য কেহ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হয় কি ? যাহা হউক, আশা করি আমরা উভয়েই নিতান্ত সাধারণ লোক নহি, সাধারণ লোকে যে পথে চলে, আমাদের পন্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আপনি যদি সাধারণ লোক হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ

দূরে, চীন জাপানে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় আসিতেন না ; আমি সাধারণ লোক হইলে এই দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রাণপণ করিতাম না। আমরা উভয়েই অসাধারণ লোক ; ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, সত্য কথা। আপনার শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই আপনার নিকট আমি এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। আপনার আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে আমি আপনার অবস্থায় পড়িলে এমন লাভজনক প্রস্তাবে কখনই অসম্মত হইতাম না। সাংহাই বড় সুখের স্থান নহে, অর্থাভাবে এখানে অতি সহজেই বিপন্ন হইতে হয়। আপনার নিকট যে সামান্য অর্থ আছে, তাহাতে আপনার আর দুই চারি দিন চলিতে পারে ; আপনি মনে করিয়াছেন, তাহা নিঃশেষিত হইলে আপনি আপনার সোণার ঘড়ি চেন বিক্রয় করিবেন ; কিন্তু তাহাতেই বা কয় দিন চলিবে ? সুতরাং আমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য।”

আমার হাতে কি পরিমাণ টাকা আছে, ডাক্তার অকুমা তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া আমি ঘড়ি চেন বিক্রয়ের বনস্থ করিয়াছি, ইহাই বা তাঁহাকে কে বলিল ? আমি ত এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। লোকটা সর্ব্বজ্ঞ নাকি ! আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না ; তাঁহাকে বলিলাম, “আমাকে একটু ভাবিবার সময় দিতে হইবে, এত বড় গুরুতর ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত নহে, হঠাৎ আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।”

অকুমা বলিলেন, "উত্তম, আপনি এখন বাসায় যান, আজ রাত্রি ও কাল সমস্ত দিন চিন্তা করিয়া, কাল রাত্রে এই সময় আমাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন। স্মরণ রাখিবেন আমার কথা অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি ভিন্ন আমি আমার সঙ্গী হইবার যোগ্য লোক আর দেখিতেছি না; আপনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আমি উঠিলাম, বলিলাম, "এ কথা আমি গোপনে রাখিব, কাল রাত্রে আপনি আমার মত জানিতে পারিবেন, এখন বিদায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

আমার চাকরী

ডাক্তার অকুমার নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় আসিয়া ঘড়ি খুলিলাম, দেখিলাম, রাত্রি এগারটা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে; আমি তাড়াতাড়ি বাসায় না ফিরিয়া, চিন্তাকুল চিত্তে অনেকক্ষণ পথে ঘুরিলাম। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছিল; ডাক্তার অকুমার প্রস্তাবে সম্মত হইব কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি ছিল; প্রথমতঃ, পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই বলিলেও চলে, বহু দিন পূর্ব্বেই আমার স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু হইয়াছে, বিমাতার গৃহে আমার স্থান ছিল না, পিতাও আমার উপর প্রসন্ন নহেন। আমার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, এরূপ কোনও আত্মীয় নাই; সুতরাং এই কার্য্যে যদি আমার জীবন বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সংসারে কাহারও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ, যৌবনারম্ভের পর হইতেই আমি ভবঘুরের ন্যায় দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এখন আমার বয়স সাতাইশ বৎসরের অধিক নহে; আমার দেহে যে যথেষ্ট বল আছে, তাহা তুমি জান; আমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ, বহু কাল আমার কোন রোগ হয় নাই; এ অবস্থায় শ্রমসাধ্য ও সঙ্কটজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কোনও বাধা দেখিলাম না।

এই সময়ে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল হইয়া উঠিয়া-

ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; যেমন করিয়া হউক, কিছু টাকা হাতে না আসিলে চলিতেছে না ; চাকরীর বাজারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দুই দশ দিনের চেষ্টায় অন্য কোথাও চাকরী জুটিবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিলাম না ; সুতরাং ডাক্তার অকুমার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া উপায় কি ? একমাত্র চিন্তার কথা এই যে, এই কার্য্যে ভবিষ্যতে আমার জীবন বিপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু যদি প্রাণ লইয়া কোন রূপে ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে লক্ষ মুদ্রা নিশ্চয়ই আমার ভোগে লাগিবে, ভবিষ্যতে আর আমাকে অর্থ-কষ্টে বিব্রত হইতে হইবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া আমি স্থির করিলাম, অদৃষ্টে যাহাই থাক, এ চাকরী গ্রহণ করিব।

রাত্রি বারটার পর হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্ত দেহে শয়ন করিলাম। ভাল নিদ্রা হইল না ; নিদ্রাঘোরে নানা দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম, মস্তকে একটি সুদীর্ঘ বেণী ঝুলাইয়া আমি চীনেম্যান সাজিয়াছি, কিন্তু আমার ছদ্মবেশ ধরাপড়ায় চীনেদের হস্তে নানা প্রকারে নিগৃহীত হইতেছি।—প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াও আমি এ দুঃস্বপ্নের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না ; নানা নূতন নূতন আশঙ্কায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল ; ভাবিলাম, আমি অকুমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি যে আমাকে সঙ্কটে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলাইবেন না, ইহা কিরূপে বুঝিব ? দৈবাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বিদেশে একাকী আমি কিরূপে মুক্তিলাভ করিব ? আমি অকুমার প্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা সাংহাইয়ের কোন ব্যাঙ্কে রাখিয়া যাইব বটে, কিন্তু সহসা বিপদ

উপস্থিত হইলে সে টাকায় আমার কি উপকার হইবে ? ডাক্তার অকুমা আমার পারিশ্রমিক স্বরূপ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু এই বিপুল অর্থ প্রদানে তাঁহার শক্তি আছে কি না, তাহা আমি জানি না। অকুমা সম্বন্ধে নানা জনের মুখে আমি নানা বিচিত্র জনরব শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই জন্য আমি স্থির করিলাম, যিনি অকুমার সম্বন্ধে সকল কথা জানেন, এরূপ কোন লোকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করিব। সাংহাই নগরে আমার এক জন সম্ভ্রান্ত জাপানী সদাগর বন্ধু বাণিজ্যোপলক্ষে বাস করিতেন ; সাংহাইয়ের অধিকাংশ ভদ্র লোকই তাঁহার পরিচিত ; তাঁহার সহিত পরামর্শ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

আমার এই সদাগর বন্ধুটির নাম মিঃ নিটো। অনেক দিন পূর্ব্বে জাপান হইতে তিনি চীন দেশে আসিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতেছেন ; প্রথমে তিনি যৎসামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করেন ; কিন্তু ভাগ্যলক্ষীর কৃপায় এখন তিনি লক্ষপতি। তাঁহার পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না ; তাঁহার পিতা টোকিয়োর কোনও ব্যাঙ্কে দ্বারবানের কাজ করিতেন, সেই নিঃস্ব দ্বারবানের পুত্র আজ বিপুল অর্থের অধিপতি, এখানকার মহাসম্ভ্রান্ত সদাগর। অদৃষ্টের গতি এইরূপ বিচিত্র !

আহারাদি শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে মিঃ নিটোর আফিসে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মিঃ কারফরমা যে ! দেখা হইল বড় সুখী হইলাম, সাংহাইয়ে কবে আসিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি ত এখানে পুরাতন হইয়া গিয়াছি !" আমি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম।"

নিটো বলিলেন, "এত দিন এখানে আছেন, একবারও কি দেখা করিতে নাই ? আপনি আমার পুরাতন বন্ধু, এত নির্দ্দয় হইলেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "আলস্যের জন্যই এ দিকে আসিতে পারি নাই ; যাহার কোন কাজ নাই তাহার অবসর অত্যন্ত অল্প। আর সত্য কথা বলিতে কি, সাংহাইয়ে আসিয়া আমি নানারূপ অশান্তি ভোগ করিতেছি। আমার সময়টা বড়ই খারাপ যাইতেছে।"

নিটো বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম ; আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাহা হইলে আমি তাহা আনন্দের সহিত করিব।"

আমি বলিলাম, "আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে; কোন একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্যই আজ এখানে আসিয়াছি।"

নিটো বলিলেন, "কোন্ বিষয়ের পরামর্শ বলুন।"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ আমি একটি কাজের যোগাড় করিয়াছি, তাহাতে আমার লক্ষ টাকা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা।"

নিটো বলিলেন, "বলেন কি ? একটু আগে আপনি বলিতে-ছিলেন, আপনার সময় বড় মন্দ যাইতেছে, কাজ কর্ম্মের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না ; কিন্তু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন ত অসুবিধার কথা নহে ; কাজটি কি ?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আমার কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার নাই।"

নিটো বলিলেন, "এমন গুপ্ত কথা কি? যাহা হউক, কথা গোপনীয় হইলে তাহা আমাকে বলিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু আপনি কি কাজ করিবেন, তাহাই যখন গোপন রাখা আবশ্যক মনে করিতেছেন, তখন আপনাকে কি পরামর্শ দিব?"

আমি বলিলাম, "যিনি আমাকে কাজে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনার নিকট আমি কোন কোন সংবাদ জানিতে চাই।"

নিটো বলিলেন, "লোকটি কে তাহার নাম বলুন, এ অঞ্চলের অধিকাংশ ভদ্রলোককে আমি জানি।"

আমি মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "তাঁহার নাম ডাক্তার অকুমা।"

নিটো আমার কথা শুনিবামাত্র যেন শিহরিয়া উঠিলেন; তাহার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "অকুমা! আপনি তাহার এমন কি কাজ করিবেন যে, সে আপনাকে লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দিবে?"

আমি বলিলাম, "কাজটি অত্যন্ত কঠিন, জীবন-মরণের ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, ডাক্তার অকুমাকে আপনি জানেন।"

নিটো বলিলেন, "তাহার সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানি, সে সকল কথাই আপনার নিকট প্রকাশ করি এত সাহস আমার নাই; কিন্তু যদি আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে আপনি কদাচ এই ভয়ানক ব্যক্তির ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। তবে যদি কোন কারণে আমার এই পরামর্শ গ্রহণ আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই মাত্র বলি, আপনি তাহার সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিবেন না, যত দূরে দূরে থাকিতে পারেন, ততই ভাল।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া ভয় হইতেছে! কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা কেমন? লক্ষ টাকা প্রদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি?"

নিটো বলিলেন, "লক্ষ টাকা কেন, ইচ্ছা করিলে সে আপনাকে দশ লক্ষ টাকা দিতে পারে,—এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্রে সন্দেহ নাই; অধিক কি, আজ যদি সে আমার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া পাঠায়, তাহা হইলে ঘরে না থাকিলেও, এই টাকা আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে। যে একবার তাহার কোপে পড়িয়াছে, তাহার আর নিস্তার নাই; এমন ভয়ঙ্কর মনুষ্য আমি জীবনে দেখি নাই।"

দেখিতেছি সকলেই অকুমাকে ভয় করে, ইহার অর্থ কি? কিন্তু নিটোকে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত টাকা তিনি কোথায় পান?"

নিটো বলিলেন, "তাহা আমার ঠিক জানা নাই; তবে শুনিয়াছি এসিয়া খণ্ডের অনেক ধনকুবেরেরই সে চিকিৎসা করে, এবং হাজার হাজার টাকা ফি গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেকে বলে, লোকটা পিশাচসিদ্ধ, কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। যাহা হউক, সে যেখানেই থাক্, তাহার দাসত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে আপনি একবার বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, আমার সাহসের অভাব নাই, কাহাকেও ভয়ও

করি না; কিন্তু ডাক্তার অকুমাকে আমি ভয় করি; কেবল আমি নহি, অনেক শক্তিশালী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাহাকে যমের মত ভয় করেন। ডাক্তার অকুমা সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার একজন বন্ধুর পত্র পাঠ করিতেছি, তাহা শুনিলে আপনি অকুমার ভীষণ চরিত্রের কিছু কিছু পরিচয় পাইবেন; এই পত্রখানির লেখক সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার নাম মিঃ ইকেউরা; তিনি পূর্ব্বে এদেশে ওকালতি করিতেন, তাহার পর কোরিয়ার রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হন।"

নিটো তাঁহার টেবিলের দেরাজ হইতে তাঁহার বন্ধুর পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন;—"কোরিয়া হইতে গত জুন মাসের পর তোমাকে কোনও পত্রাদি লিখি নাই; নানা রূপ বিপদ আপদে পড়িয়াই এত দিন তোমাকে পত্র লেখা হয় নাই। তোমাকে পূর্ব্বে বোধ হয় লিখিয়াছিলাম, আমাকে ডাক্তার অকুমা নামক একটি ভয়ঙ্কর লোকের সংশ্রবে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওদেশে যখন আমি ওকালতী করিতাম, সেই সময় চু-সু নামক একজন চীনাম্যান নরহত্যার অভিযোগে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হয়, আমি তাহার ওকালতী গ্রহণ করিয়া তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করি। অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ সে আমাকে আমার প্রাপ্য ফি দিতে পারে নাই; অবশেষে মৃত্যুকালে সে আমাকে একখানি বিচিত্র খড়ম উপহার দিয়া যায়;—এই কাষ্ঠ-পাদুকা খানির সর্ব্ব স্থানে চীন ভাষার কতকগুলি বর্ণমালা খোদিত আছে। এই খড়মের যে কি বিশেষ গুণ, তাহা সে আমাকে বলিয়া

যায় নাই, এবং খোদিত বর্ণমালা গুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতেও পারি নাই; তথাপি তাহা চীনদেশীয় শিল্প-নৈপুণ্যের একটি আদর্শ মনে করিয়া সযত্নে গৃহে রাখিয়াছিলাম; কিন্তু এই খড়মই আমার কাল হইল! কি কারণে বলিতে পারি না, ডাক্তার অকুমা এই খড়মটি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, এই খড়মের নিশ্চয়ই বিশেষ কোন গুণ আছে, হয়ত উহা মহামূল্য সামগ্রী, অতএব খড়ম হাতছাড়া করা হইবে না। যাহা হউক, অকুমা কোন উপায়েই খড়ম হস্তগত করিতে না পারায় আমার প্রতি এমন ভীষণ নির্য্যাতন আরম্ভ করিল যে, আমাকে প্রায় পাগল হইয়া উঠিতে হইল! খড়ম হস্তগত করিবার জন্য সে যে ভাবে আমাকে উৎপীড়িত করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। দুর্দ্দান্ত চীনে দস্যু দ্বারা তিনবার সে আমার গৃহ লুণ্ঠন করাইয়াছে, আমার স্ত্রী কন্যাকে পর্য্যন্ত পত্র লিখিয়া ভয়প্রদর্শনে ত্রুটি করে নাই! মহা অশান্তি ও উদ্বেগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইল; তাহার পর আমি প্রাণ ভয়ে জাপানে পলায়ন করিলাম। আমি জাপানে পলায়ন করিয়াছি শুনিয়া অকুমা সেখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিল! এক দিন আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার কন্যাকে ভুলাইয়া একখানি জাহাজে তুলিয়া লইয়া সমুদ্রপথে প্রস্থান করিল। প্রায় এক মাস কাল খুঁজিয়া খুঁজিয়া বহু কষ্টে ও অনেক অর্থব্যয়ে কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়াছি। যাহা হউক, অকুমা সেই খড়ম হস্তগত করিয়া আমার স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে! তুমি হয়ত বলিবে, এই দুর্ব্বৃত্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে মামলা রুজু

করিলাম না কেন? কিন্তু এই খড়মের ব্যাপারেই তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। আর বলিতে কি, আমি স্বয়ং আইনজ্ঞ ব্যক্তি, সমস্ত ফৌজদারী আইন ওলোট-পালোট করিয়াও আমি এমন একটি ধারা বাহির করিতে পারিলাম না, যাহার সাহায্যে তাহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতে পারা যায়। মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে কেবল ঘরের কলঙ্ক বাহিরে প্রচারিত হইত মাত্র।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে, আমি একবার নিটোর মুখের দিকে চাহিলাম।

নিটো পত্রখানি দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বলিলেন, "বন্ধু যাঁহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সকলই শুনিলেন; এখন ডাক্তার অকুমা-সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইতেছে।"

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, "অতি আতঙ্কজনক ধারণা হইতেছে, আর কি হইবে? কিন্তু যখন অকুমা আমাকে লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং তাঁহার এই টাকা দিবার সামর্থ্যও আছে, তখন তাঁহার চাকরী গ্রহণ করাই সঙ্গত। আমি গত দশ বৎসর ধরিয়া কখনও চাকরী কখনও বা চাকরীর উমেদারী করিতেছি, এখন আমি কত টাকার মানুষ জানেন?"—আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব আমার কোটের পকেটেই রাখিয়াছিলাম; পকেট হইতে চীন দেশের প্রচলিত মুদ্রার পাঁচ টাকা বার আনা বাহির করিয়া নিটোকে দেখাইলাম, বলিলাম "এখন আমার মূল্য ইহা অপেক্ষা এক ইয়েনও অধিক নহে।"

নিটো গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাহা না হউক, কিন্তু জীবনের মূল্য লক্ষ টাকার অধিক। অকুমার সহিত মিশিয়া অর্থলোভে অমূল্য জীবনটা নষ্ট করিবেন না; বরং অন্য কোথাও যদি আপনার চাকরী জোটে, সে জন্য আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। শুনিয়াছি আমার ইংরাজ-বন্ধু মিঃ ম্যাকফার্সনের আপিসে একটি চাকরী খালি আছে; বেতন নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু দায়িত্ব অল্প। আজ সকাল পর্য্যন্ত এ চাকরীতে কোন লোক নিযুক্ত হয় নাই। আপনি এ চাকরীটার জন্য চেষ্টা করিবেন? আমি এ জন্য ম্যাকফার্সনকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই; ডাক্তার অকুমাকে এখনও আমি শেষ জবাব দিই নাই, তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে এই চাকরীটা কিরূপ একবার তাহার সন্ধান লইয়া আসি; আপনি আপনার এই বন্ধুকে একখানা পত্র লিখিয়া দেন।"

নিটো তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইংরাজ বন্ধুকে একখান পত্র লিখিয়া তাহা আমার হস্তে প্রদান করিলেন; পত্র লইয়া আমি বিদায় হইলাম।

মিঃ ম্যাকফার্সনের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, যাইবামাত্র সাক্ষাত হইল না; প্রায় আধ ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের অবসর হইল।

আমি মিঃ ম্যাকফার্সনকে নিটোর পত্রখানি প্রদান করিলাম; তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, তুমি অনর্থক কষ্ট

করিয়াছ দেখিয়া দুঃখিত হইলাম ; আমার বন্ধু মিঃ নিটো যে সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম ; কিন্তু এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একজন চীনাম্যানকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।”

আমি বিমর্ষ ভাবে বলিলাম, “আমার ভাগ্যের দোষ, আপনি কি করিবেন ? আমি সাংহাইয়ে আসিয়া দশ বারটি চাকরীর উমেদারী করিয়াছি, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।”

মিঃ ম্যাকফার্সন বলিলেন, “দেখিতেছি তোমার ভাগ্যই মন্দ, নতুবা ইণ্ডিয়াতে এত চাকরী থাকিতে চাকরীর উমেদারীতে তুমি সাগর পারে আসিবে কেন ? যাহা হউক, ইয়ং ম্যান, তুমি নিরুৎসাহ হইও না, আমার কাছে একখানি দরখাস্ত রাখিয়া যাও, উপযুক্ত চাকরী খালি হইলেই মিঃ নিটোকে তাহা জানাইব। শুনিয়াছি এস্. এস্. ষ্টীমার কোম্পানির আফিসে একটি কেরাণীগিরি খালি আছে, যদি তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যাও, তাহা হইলে সেই আফিসের ম্যানেজারকে আমি তোমার জন্য অনুরোধ করিতে পারি।”

দেখিলাম, এই লোকটি ভারতের ইংরাজ আফিসওয়ালাদিগের অপেক্ষা লক্ষ গুণে সজ্জন। ভারতে হইলে হয়ত মিঃ ম্যাকফার্সনের ন্যায় পদস্থ ইংরাজের রক্তচক্ষু দেখিয়া আমার মত উমেদার বাঙ্গালী তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়নের পথ পাইত না।

কিন্তু ভারতের বাহিরে ইংরাজের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ; মিঃ ম্যাকফার্সন টুপি পরিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই জাহাজের আফিসে চলিলেন ; কিন্তু কথায় আছে, ‘অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর

শুকায়ে যায়'—সেখানে গিয়া শুনিলাম, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে চাকরীতে এক জন লোক নিযুক্ত হইয়াছে ; নিজের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

মিঃ ম্যাকফার্সনের নিকট বিদায় লইয়া বিষণ্ণ মনে আমি হোটেলে ফিরিলাম। হোটেলে উপস্থিত হইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হোটেল-ওয়ালা আমার নিকট তাহার প্রাপ্য টাকার তাগাদায় আসিল ; এবং বলিল, পরদিন প্রভাতে তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা চুকাইয়া না দিলে সে অন্য উপায়ে টাকা আদায় করিবে ; ইহাও বলিল যে, অতঃপর সে আর আমাকে তাহার হোটেলে রাখিতে পারিবে না।

আমি তাহাকে বলিলাম, "আপাততঃ আমার হাতে টাকা নাই ; আপনার প্রাপ্য টাকা দুই এক দিনের মধ্যে কোনরূপেই দিতে পারিব না ; ইহাতে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিতে পারেন।"

হোটেলওয়ালা বিরক্ত ভাবে আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল ; আমি বসিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ; দেখিলাম, অকুমার চাকরী গ্রহণ ভিন্ন অর্থো-পার্জ্জনের অন্য কোনও পন্থা বর্ত্তমান নাই। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই একদিনের মধ্যে হোটেলের দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে অবি-লম্বেই আমাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে ; দেওয়ানী জেলে প্রবেশ করাও বিচিত্র নহে।

অগত্যা ডাক্তার অকুমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করি-লাম বটে, কিন্তু যদি তিনি কোন ব্যাঙ্কে আমার নামে অগ্রিম পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখেন, তাহা হইলেই আমার সুবিধা হইতে পারে ;

তবে টাকাগুলি অগ্রিম পাইব কি না, এ বিষয়ে তখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না ; চিন্তাকুল চিত্তে আমি হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি ঠিক আটটার সময় অকুমার দরজায় আসিয়া পূর্ব্ব দিনের মত কড়া নাড়িলাম, পূর্ব্বোক্ত চীনে ভৃত্য দরজা খুলিয়া জানাইল, তাহার মনিব আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব দিন অকুমার সহিত যে কক্ষে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলাম।

অকুমা আমাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন ; যিনি এ ভাবে ঘড়ি ধরিয়া সকল কাজ করেন, তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। চলুন পাশের কুঠরীতে যাই, সেইখানেই আমাদের পরামর্শের সুবিধা হইবে।"

আমি অকুমার সহিত পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলাম ; অকুমার কাল বিড়ালটা কাছে আসিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় আমার পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল !

অকুমা মৃদু হাস্যে বলিলেন, "দেখুন, আমার বিড়াল পর্য্যন্ত আপনাকে বন্ধু মনে করিতেছে ! আপনার সহিত তাহার নূতন পরিচয়, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কাহারও সহিত তাহাকে এরূপ ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখি নাই। যাহা হউক, আপনার অভিপ্রায় কি বলুন ; আমার প্রস্তাবে আপনার সম্মতি আছে ত ? কি স্থির করিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "আমার দুই একটি সর্ত্ত আছে, আপনি সেই সকল সর্ত্তে সম্মত হইলে আপনার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই।"

অকুমা বলিলেন, "কি কি সর্ত্ত বলুন; তদনুসারে কাজ করা যদি আমার পক্ষে অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে।"

আমি বলিলাম, "প্রথমতঃ আপনার কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে এখানকার কোনও ব্যাঙ্কে আপনি আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখিবেন; এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে আমাকে প্রদান করিবেন, এই মর্ম্মে একখানি একরার-নামা লিখিয়া দিবেন।"

ডাক্তার অকুমা সহাস্যে বলিলেন, "তাহা হইলে আমার অভি-প্রায়ানুসারে কাজ করিতে আপনার আর কোনও আপত্তি থাকিবে না? ইহা ত অত্যন্ত সহজ ও সঙ্গত কথা। পঞ্চাশ হাজার টাকা কেন, আপনি ইচ্ছা করিলে এখানকার কোনও ব্যাঙ্কে আপনার নামে লক্ষ টাকাই অগ্রিম জমা রাখিতে পারি। অথবা আপনি আর এক কাজ করিতে পারেন; সমস্ত টাকা অগ্রিম পাইলে যদি আপনার সুবিধা হয়, তাহা দিতেও আমার আপত্তি নাই। এই সামান্য কারণে যে, আপনি আমার প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করিবেন, এ কথা একবারও আমার মনে হয় নাই; আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

অকুমা উঠিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে সংরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট উপস্থিত হইলেন ও টেবিলের দেরাজ হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন, এবং চেয়ারে বসিয়া দুই এক মিনিট কাল তাহাতে কি লিখিলেন। তাহার পর একখানি কাগজ-হস্তে উঠিয়া আসিয়া সেই কাগজ খানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন; আমি

দেখিলাম, তাহা হংকং-এণ্ড-সাংহাই ব্যাঙ্কের নামে লক্ষ টাকার একখানি চেক!

অকুমা আমাকে চেকখানি দিয়া বলিলেন, "এই আপনার টাকা; আপনি যখন ইচ্ছা এই চেক লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইবামাত্র নগদ লক্ষ টাকা পাইবেন। আশা করি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; আপনার আর কোন কথা আছে?"

আমি বলিলাম. "আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন; আমার আর কিছু মাত্র আপত্তি নাই; টাকা লইয়াছি, এখন আমার কথার অন্যথা হইবে না।"

অকুমা বলিলেন, "আপনি ভদ্র লোক, আপনার কথার অন্যথা হইবে না,তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনার আরও কিছু বক্তব্য আছে; কি বলিবেন, অসঙ্কোচে বলুন।"

আমি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইকেউরা নামক কোন ভদ্রলোককে আপনি জানেন?"

অকুমা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "বিলক্ষণ জানি! এই ব্যক্তি এদেশে অনেক দিন ওকালতী করিয়াছিল; ঘটনাক্রমে তাহার সহিত পরিচয় হয়, এবং বিশেষ কোনও কারণে বাধ্য হইয়া আমি তাহার যুবতী কন্যাটিকে দেশান্তরে লইয়া যাই; কিন্তু তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করি নাই। কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছিল।"

আমি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলাম, "কাজটি কি আপনার মত লোকের যোগ্য হইয়াছিল?"

অকুমা বলিলেন,"কোন্ কাজটি যোগ্য, আর কোন্‌টি অযোগ্য,তাহা কেবল বাহ্যিক ঘটনা হইতে বুঝা যায় না ; আপনি যাহাকে অযোগ্য মনে করেন, আমার নিকট তাহা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; আপনি যাহা অন্যায় মনে করেন, কখনও কখনও হয় ত তাহাও সমর্থন যোগ্য। আমি যাহা করি, তাহা ভাল মনে করিয়াই করি। টু-সু ইকেউরাকে যে খড়ম উপহার দিয়াছিল, তাহা আমি ইকেউরার নিকট অনেক টাকায় কিনিতে চাহিয়াছিলাম ; সেই খড়ম তাহার কোন কাজে লাগিত না, কিন্তু তাহাতে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল ; আমার আগ্রহ দেখিয়া তাহার জিদ্ বাড়িয়া গেল, সে বহু অর্থেও আমাকে খড়ম বিক্রয় করিতে রাজী হইল না ; অগত্যা তাহার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার সঙ্গে সে সরল ভাবে কাজ করে নাই বলিয়াই তাহাকে নানা বিপদে পড়িতে হইয়াছে, এবং ইহাতে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইতেছে। আমাকে বাধ্য হইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে হইয়াছিল ; আর সেই সকল অত্যাচারের কথা সে তাহার বন্ধু নিটোকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল ; নিটো সেই পত্র কাল আপনার নিকট পাঠ করিয়াছিল।

অকুমার কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; কি অদ্ভুত লোক ! ইহার নিকট কি কোনও কথা গোপন থাকে না ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

অকুমা বলিলেন. "কোনও কথা আমার অজ্ঞাত নহে ; নিটো আপনার নিকট সেই পত্র পাঠ করিবার পর তাহার সহিত আপনার কি কথা হইয়াছিল,তাহাও আমি জানি; আপনি কি সে কথা শুনিতে চান ?"

আমি বলিলাম, "সে কথা বলিবার আর আবশ্যক নাই, আপনি যে তাহা জানেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "এ সকল বাজে কথার আলোচনার আমিও কোন আবশ্যক দেখি না।" তাহার পর তিনি একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহা টানিতে টানিতে বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাইতে আপনার আর কোন আপত্তি নাই ত? আপনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কার্য্যে যোগদান করিবেন না; অনিচ্ছায় কার্য্য করিলে তাহাতে কখনও সুফল পাওয়া যায় না; আপনি কায়মনোবাক্যে আমার কার্য্যের সমর্থন করিবেন, ইহাই আমি চাই।"

আমি বলিলাম, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি কায়মনোবাক্যে আপনার সহায়তা করিব; হয়ত আমার অযোগ্যতা বশতঃ কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু সাধ্যানুসারে আমি কোনও কার্য্যে ত্রুটি করিব না।"

অকুমা বলিলেন, "আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলি শুনুন: যদি আপনি আমার সহিত সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করেন, কোনও কার্য্যে কিছু মাত্র কপটতা না করেন, তাহা হইলে যেরূপ ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব, আপনাকে বিপদে ফেলিয়া কখনও আমি সরিয়া দাঁড়াইব না। কিন্তু যদি আপনি আপনার কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন, আমার কার্য্যে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে—তাহা হইলে আর কি বলিব, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে জানিবেন, সে দোষ আমার নহে। আপনাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিলাম।"

আমি বলিলাম, "উত্তম, আপনার এ কথা আমার মনে থাকিবে। এখন আপনার সংকল্প কি, কবেই বা এখান হইতে যাত্রা করিবেন, তাহা জানিতে পারিলে আমি সে জন্য প্রস্তুত হইতে পারি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

সম্মোহন বিদ্যা না যোগবল

ডাক্তার অকুমা আর একটি নূতন সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনার সহিত যখন আমার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল, তখন আপনার নিকট আমার কোন সংকল্প প্রকাশ করিতে আপত্তি নাই; এ সকল কথা যে কিরূপ গোপনীয়, তাহা আপনি শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন; সুতরাং এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, আপনাকে এরূপ অনুরোধ করা বাহুল্যমাত্র। ইকেউরার পত্রে আপনি যে খড়মের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, সে খড়ম আমার নিকটেই আছে; এ কথা এখানকার কোন কোন লোকের কর্ণগোচর হইলে, আমার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে। আমি আপনাকে যে গুপ্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; এ জন্য কিরূপ কষ্টস্বীকার করিয়াছি, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারিবেন।—ইহাদের সম্বন্ধে এক একটি সামান্য বিষয় জানিবার জন্য আমাকে পৃথিবীর বহু স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে। আমি যখন ইকেউরার নিকট হইতে এই কাষ্ঠ পাদুকা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, সেই সময় একটি লোকের সন্ধানে আমাকে ব্রেজিল রাজ্য পর্য্যন্ত যাইতে হয়! 'এই লোকটি পূর্ব্বে চীনের দক্ষিণখণ্ডে সুবর্ণের ব্যবসায় করিত;

এই ব্যবসায় উপলক্ষে সে কোনও পল্লীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একটি মঠ সম্বন্ধে বড় অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইয়াছিল। এই মঠ তিব্বতের অতি দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। এই লোকটীর সহিত সাক্ষাতের জন্য আমি ছয় মাস দেশে দেশে ঘুরিয়াছি, এবং কেবল এই জন্যই আমার দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে! তাহার নিকট আমি কয়েকটি মাত্র কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, প্রত্যেক কথার জন্য আমাকে প্রায় এক শত টাকা হিসাবে দক্ষিণা দিতে হইয়াছে! কেবল এই এক জন লোক নহে, আর এক জন লোকের সন্ধানে আমাকে চীনের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল; এক জন বৌদ্ধ যতির নাম জানিবার জন্য আমাকে আফ্রিকা দেশে যাইতে হয়! কামস্কটকায় এক জন রুসীয় য়িহুদীর ঘড়ির চেনে একটি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, সে তাহার মূল্য বুঝিত না; কিন্তু সে চিহ্নটি কি, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সেই দুর দেশেও যাইতে হইয়াছিল!

"এইরূপে আমার সংকল্প-পথে অগ্রসর হইবার জন্য বৎসরের পর পর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বহু অর্থ-ব্যয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, কোনও লোক ইতিপূর্ব্বে এত বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে অবগত হইয়াছি, খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তিন জন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লামা সিংহল হইতে এসিয়ার নানা দেশ ঘুরিয়া চীন সাম্রাজ্যে উপস্থিত হন, তাঁহারা চীন হইতে ব্রহ্মে যান, এবং সেখান হইতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া তাঁহারা তিব্বতের অভ্যন্তরে যাত্রা করেন।

এই তিন জনের মধ্যে দুই জন সন্ন্যাসীর তিব্বতে মৃত্যু হয় ; যিনি জীবিত থাকেন, তিনি সেখানে একটি মঠ স্থাপন করিয়া সেই মঠের মোহান্তের পদ গ্রহণ করেন ; ক্রমে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; কিছুদিনের মধ্যেই এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণের অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপের কথা দেশ দেশান্তরের লোকের কর্ণগোচর হয়। এই ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে চীন দেশের অনেক ইতিহাস-লেখক নূতন কথা লিখিয়া গিয়াছেন ; তন্মধ্যে একজন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট পাঠ করিতেছি শুনুন।—

অকুমা উঠিয়া গিয়া তাঁহার পুস্তকপূর্ণ আলমারি হইতে একখানি বাঁধান খাতা বাহির করিলেন ; এবং তাহা আমার নিকট লইয়া আসিয়া তাহার একখানি পাতা খুলিয়া বলিলেন, "এই ইতিহাস লেখক প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, 'এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে অনেক সন্ন্যাসী আছে ; ইহাদের শক্তি অত্যন্ত অদ্ভুত, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কঠিন। আমি স্বয়ং ইহাদের শক্তির কোনও পরিচয় না পাইলেও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, ইহারা সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি অতি সহজে আরোগ্য করিতে পারে ; এমন কি, এ কথাও শুনা গিয়াছে যে, দ্রব্যগুণে তাহারা মৃতদেহে পর্য্যন্ত জীবন সঞ্চার করিতে পারে ; এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের পরমায়ুকে তাহারা ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ করিতেও সমর্থ'।"

অনন্তর অকুমা সেই খাতার আর একখানি পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিলেন, "বহুকাল পূর্ব্বে এই ঐতিহাসিক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে আর একজন ঐতিহাসিক এই গুপ্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়

সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা লিখিয়া গিয়াছেন; এই চৈনিক ঐতিহাসিকের নাম কেং-লাউ-নাং; তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'এই গুপ্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় চীন সাম্রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব করিতেছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তিব্বতের একটি নিভৃত ধর্ম্মমন্দিরে কয়েক জন সংসারবিরাগী যতি যে গুপ্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়াছিল, তাহাদের শিষ্য সেবকেরা এখন প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যে গুপ্ত শক্তির সহায়তায় ইহারা অসাধ্যসাধন করে, তাহা ইহাদের তিন জন মোহান্ত ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সন্ন্যাসীর দল অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; গবর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ষোড়শ শতাব্দীর পর নানা কারণে তাহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; এই সম্প্রদায়ের নেতৃগণ বিজ্ঞানে ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী'।"

পাঠ শেষ করিয়া ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "এই সকল গুপ্ত রহস্য এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দুই সহস্রাধিক বর্ষের সাধনার ফল। এই রহস্য যাহাতে আমি আয়ত্ব করিতে পারি, সেই চেষ্টায় আমি দেশান্তর-যাত্রায় প্রস্তুত হইয়াছি। আমার এই সংকল্পের কথা শুনিয়া সভ্য জগতের লোক হাসিতে পারে; হয়ত আমাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাসও করিতে পারে। এ সকল কথা যে সত্য হইতে পারে, তাহা তাহাদের ধারণা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই! আমি এত দিন পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টায়

বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, ও সম্মোহন তত্ত্বে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি। লোকে আমার সেই জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমাকে পিশাচ সিদ্ধ মনে করিবে। আমার অনেক কথা শুনিয়া হয়ত আপনিও মনে করিতেছেন আমি বুজরুক মাত্র; কিন্তু আমার কার্য্য ও ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য একরূপ নহে। ঐন্দ্রজালিক যাহা দেখায়, তাহা কেবল কৌশল মাত্র। ইন্দ্রজাল বিদ্যা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যাও নহে; কিন্তু তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে; আপনাকে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।"

অকুমা তাঁহার খাতা রাখিয়া একটি কাচের গ্ল্যাস ও এক লোটা জল আনিলেন, এবং গ্ল্যাসটি টেবিলের উপর রাখিয়া লোটার জলে তাহা পূর্ণ করিলেন। অতঃপর তিনি কি করেন তাহাই দেখিবার জন্য আমি কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অকুমা বলিলেন, "আপনি এই গ্ল্যাসের জল দেখুন, জলে গ্ল্যাসটি পূর্ণ করিয়াছি; ইহাতে বোধ হয় আপনার সন্দেহ নাই।"

আমি দেখিলাম, গ্ল্যাসটি সত্যই জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্ল্যাসটি সরাইবার চেষ্টা করিলেই, তাহা হইতে জল টলকাইয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম; আমি বলিলাম, "দেখিতেছি গ্ল্যাসের জল কানায় কানায় পূর্ণ।"

ডাক্তার অকুমা টেবিলের উপর বাতিদানে একটি বাতি রাখিলেন, তাহার পর দেসলাই জ্বালিয়া বাতিটা ধরাইলেন। আলোক শিখা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, তিনি সেই জলের গ্ল্যাসের উপর বাতিটি বাঁকাইয়া ধরিবামাত্র একবিন্দু মোম গলিয়া টুপ্‌ করিয়া সেই জলে পড়িল।

ডাক্তার অকুমা আমাকে বলিলেন, "আপনি যেখানে বসিয়া আছেন ঐখান হইতে গ্ল্যাসের জলের উপর ভাসমান মোমটুকু চাহিয়া দেখুন, অন্যদিকে চাহিবেন না, বা অন্যমনস্ক হইবেন না; আমি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণিব, এই সময়টুকু আপনাকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি অকুমার আদেশে ভাসমান মোমটুকুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। অকুমা গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে এক দুই করিয়া গণিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাসের জল কমিতে লাগিল! তাঁহার গণনা শেষ হইলে দেখিলাম গ্ল্যাসে বিন্দুমাত্রও জল নাই, মোমটুকু গ্ল্যাসের তলায় পড়িয়া আছে!

অকুমা আমাকে বলিলেন, "গ্ল্যাসে জল আছে কিনা আপনি উঠিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু গ্ল্যাসটি স্পর্শ করিবেন না, ইন্দ্রজাল কেবল দৃষ্টিবিভ্রমের ফল।"

আমি গ্ল্যাসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে চাহিয়া একবিন্দুও জল দেখিতে পাইলাম না; তাঁহাকে সে কথা বলিলাম।

অকুমা বলিলেন, "উত্তম, আপনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে বসিয়া গ্ল্যাসের দিকে পূর্ব্ববৎ চাহিয়া থাকুন।"

অনন্তর তিনি কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া এক পর্য্যন্ত গণিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাসে জলের পুনরাভির্ভাব হইল! তাঁহার গণনা শেষ হইলে দেখিলাম, গ্ল্যাসের জল পূর্ব্ববৎ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে!

ডাক্তার অকুমা গ্ল্যাসের জল লোটায় ঢালিয়া গ্ল্যাসটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি এ গ্ল্যাসটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন;

ইহা ভেল্কী ওয়ালাদিগের ব্যবহৃত কৌশল পূর্ণ দোথাকি গ্ল্যাস নহে; ইহা সাধারণ গ্ল্যাস মাত্র।"

ডাক্তার অকুমার কথায় আমার অবিশ্বাস না থাকিলেও আমি গ্ল্যাসটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলাম। আমরা যেরূপ কাচের গ্ল্যাসে সাধারণতঃ জল পান করিয়া থাকি, ইহা সেই শ্রেণীর গ্ল্যাস; তাহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই।

আমি গ্ল্যাসটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলাম, "ইহার প্রকৃত রহস্য কি, বুঝিতে পারিলাম না।"

অকুমা বলিলেন, "তাহা পরে বুঝিবেন, আপাততঃ আপনি আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।"—তাহার পর তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন ঘড়িতে ৯টা বাজিয়া ২৮ মিনিট হইয়াছে, দুই মিনিট কাল অর্থাৎ সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে আপনি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকুন।"

আমি অকুমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম, তিনিও আমার চক্ষুর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; অর্দ্ধ মিনিট যাইতে না যাইতেই আমার মনে হইল, আমার কাঁধের উপর হইতে মাথাটা উড়িয়া গিয়াছে; যেন আমি মস্তকহীন দেহে কবন্ধের মত চেয়ারের উপর বসিয়া আছি!

দুই মিনিট দুই ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হইল; টুং করিয়া সাড়ে নয়টার ঘণ্টা বাজিল।

অকুমা বলিলেন, "আপনার বামহস্তের আস্তিন গুটাইয়া বাহুমূল পরীক্ষা করুন।"

আমি তাহাই করিলাম, দেখিলাম, বাহুমূলে ঘোর নীল বর্ণের কালিতে আমার নাম আমার হস্তাক্ষর লেখা আছে! অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যেই নামটি অদৃশ্য হইল।

অকুমা বলিলেন, "যে বিদ্যাবলে আপনার চিত্তের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছে, সাধারণতঃ তাহাকেই ইন্দ্রজাল বলে; সম্মোহন বিদ্যার কথা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আপনি যখন দেখিয়াছিলেন, গ্ল্যাসে একবিন্দুও জল নাই, প্রকৃত পক্ষে তখন গ্ল্যাসটি জলে পূর্ণ ছিল; কিন্তু আমার ইচ্ছা প্রভাবে গ্ল্যাসটি শূন্য বলিয়া আপনার মনে হইয়াছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও এই কথা। আপনি দর্শনেন্দ্রিয়ের এই প্রকার বিভ্রমকে সম্মোহন বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিবেন; কিন্তু কেন এইরূপ হইল, তাহা বলিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "আপনার ইচ্ছার শক্তি, আমার শক্তি অপেক্ষা অনেক প্রবল; সেই জন্য আমার ইচ্ছার শক্তি আপনার ঐ শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সাধারণের যাহা ধারণা, আপনি তাহাই বলিলেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস এই ধারণা সত্য নহে। তর্কের অনুরোধে নয় স্বীকার করিলাম, আমার ইচ্ছার শক্তি আপনার এই শক্তি অপেক্ষা প্রবল, কিন্তু আপনার চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া আমার চিন্তায় আপনাকে মুগ্ধ করা কিরূপে সম্ভব?"

আমি বলিলাম,"আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, এ বিষয় লইয়া আমি পূর্ব্বে কোনও দিন আলোচনা করি নাই; তবে শুনিয়াছি এরূপ কার্য্য সাধারণতঃ চিন্তা-সঞ্চালন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

অকুমা বলিলেন, "ইহা যে চিন্তা-সঞ্চালন, এ কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু এই চিন্তা-সঞ্চালন কার্য্য কিরূপ গভীর রহস্যপূর্ণ, আর একটি অপেক্ষাকৃত কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনার নিকট তাহা পরিস্ফুট করিব। আপনি আমার এই অঙ্গুলিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকুন।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার অকুমা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে তুলিয়া অত্যন্ত দ্রুত আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আমার বোধ হইল তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় নীলাভঃ আলোকশিখা নির্গত হইতেছে! কিয়ৎকাল পরে আমি দেখিলাম, সেই কক্ষের এক কোণে পাতলা কুজ্ঝটিকার মত ধূমরাশি পুঞ্জীভূত হইল, ও ধীরে ধীরে তাহা ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল! প্রায় দুই হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেই ধূমপুঞ্জ আমার নিকটে আসিতে লাগিল; ক্রমে তাহার পরিমাণও বর্দ্ধিত হইল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, ধূমরাশি ক্রমে একটি মনুষ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিল! আমি সেই ধূমময় মনুষ্যের মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইলাম, তাহার দেহ দীর্ঘ, এবং সকল অঙ্গ প্রত্যেঙ্গেরই যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। এই ছায়ামূর্ত্তি অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল! তাহার মূর্ত্তি আমার সম্মুখে এমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, মনে হইল, ভবিষ্যতে যেখানেই এই মূর্ত্তি দেখি, তাহা অনায়াসেই চিনিতে পারিব। এই মূর্ত্তিটি পীতবর্ণের আলোকরাশিতে পরিবেষ্টিত বোধ হইল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই ছায়ামূর্ত্তি পুনর্ব্বার ধূমরাশিতে বিলীন হইয়া গেল, এবং ধূমরাশিও ধীরে

ধীরে সেই কোণে সরিয়া গিয়া দুই তিন মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইল। আমি যেন কোনও অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখিয়াছি—এই ভাবে শিহরিয়া উঠিয়া অকুমার দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম, তিনি অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে আমার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছেন।

অকুমা উঠিয়া গিয়া আলমারি হইতে চিত্রপূর্ণ একখানি 'আলবম্' লইয়া আসিলেন ; তাহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি এই মাত্র যে ছায়ামূর্ত্তি দেখিলেন, এই 'আলবমে' তাহার প্রতিকৃতি আছে কি না খুলিয়া দেখুন।"

আমি 'আলবম্' খুলিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট ছবিগুলি এক একখানি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ; অনেকগুলি ছবি দেখিবার পর আমি সেই ছায়ামূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু মূর্ত্তি ও তাহার প্রতিকৃতি—এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈসাদৃশ্য দেখিলাম না ! আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অকুমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার যাহা দেখিলেন, তৎসম্বন্ধে আপনার মত কি ?"

আমি বলিলাম, "ব্যাপারটি পূর্ব্বাপেক্ষাও গূঢ়তর রহস্যে আবৃত।"

অকুমা বলিলেন, "কিন্তু আপনি ইহার কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারেন ?"

আমি বলিলাম, "না ; তবে এইমাত্র বুঝিতেছি, ইহাও আপনার অদ্ভুত সম্মোহন বিদ্যার ফল।"

অকুমা বলিলেন, "আপনার এ অনুমান সত্য ; কিন্তু আপনি যে ছবি দেখিলেন, তাহার অনুরূপ মনুষ্য-মূর্ত্তি কেবলমাত্র আমার ইচ্ছা-

বলেই কিরূপে শূন্যে আবির্ভূত হইল? যে মূর্ত্তি কেবল আমার কল্পনাতেই বিরাজ করিতেছিল, আমার ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনায় তাহার ছায়া কিরূপে আপনার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল? আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, জলপূর্ণ গ্ল্যাসের সমস্ত জল ধীরে ধীরে আপনার সম্মুখে অদৃশ্য হইয়াছে; আপনার বাহুমূলে আপনার স্বহস্তাক্ষরে রক্তবর্ণে নামাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবার যাহার ছবি এই 'আলবমে' দেখিতে পাইলেন, তাহার ছায়ামূর্ত্তিও আপনার সম্মুখে জীবন্তবৎ প্রতিফলিত দেখিলেন। এ সমস্তই সন্মোহন বিদ্যার ফল বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়াছে। এ সকল অদ্ভুত কার্য্য যে বিদ্যারই ফল হউক, আমি ইচ্ছা করিলে কোন দিন রাত্রে আপনাকে হঠাৎ জাগাইয়া আপনার শয্যাপ্রান্তে আপনার যে-কোন মৃত বন্ধুর প্রেতমূর্ত্তি দেখাইতে পারি; কুম্ভক যোগবলে শূন্যদেশে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে বা বসিতে পারি; এবং এই মুহূর্ত্তেই আপনাকে এ কক্ষ হইতে অপসারিত করিয়া পৃথিবীর যে-কোন স্থানে লইয়া যাইতে পারি! আপনি কি বলিবেন, এ সমস্তই সন্মোহন বিদ্যার ফল? আপনার যাহাই বিশ্বাস হউক, আপনি স্থির জানিবেন, আমার এই সকল অলৌকিক শক্তি যোগাভ্যাসের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু এ বিষয়ে আমি এখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই; এ বিদ্যায় আমি শিক্ষার্থী মাত্র, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি যে সকল গুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; যদি তাহা কখনও আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে; তখন আমার শক্তি লক্ষ গুণে বর্দ্ধিত হইবে। এখন

বলুন, এই শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করা কি কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র ?

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "পণ্ডশ্রম মাত্র এ কথা কে বলিবে ? আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন, পৃথিবীতে তিনি অসাধারণ মনুষ্য। সম্রাটের সিংহাসন তাঁহার নিকট তুচ্ছ ; মহা পরাক্রান্ত রাজগণও তাঁহার এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইলে ভয়ে কম্পিত-কলেবর হন, তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজদণ্ড খসিয়া পড়ে ! প্রাচীন যুগে আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা এই শক্তি আয়ত্ত করিয়া কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন ; মূর্খ আমি, অদূরদর্শী আমি, কয়েক পাতা ইংরাজী পড়িয়া তাঁহাদের এই অলৌকিক শক্তির কথা অবিশ্বাস করিতাম ! আমাদের ইংরেজ গুরুরা বলিতেন, এ সকল বুজরুকি মাত্র ; আমরা তাহাই অখণ্ড সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম ; সৌভাগ্যক্রমে আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আপনার সঙ্গে যেখানে যাইতে বলিবেন, আমি নিশ্চয়ই সেই স্থানে যাইব, এবং কায়মনোবাক্যে আপনার সহায়তা করিব। এখন আপনার নিকট আমার একটি কথা জানিবার আছে ; আপনি ইকেউরার নিকট যে খড়্ম পাইয়াছেন, সেই খড়মের সহিত কি আমাদের এই তীর্থ-পর্য্যটনের কোন সম্বন্ধ আছে ?"

অকুমা বলিলেন, "হাঁ, সম্বন্ধ আছে বৈকি ; ইহারই বলে আমি তিব্বতের চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গে সংস্থাপিত দুর্গম বেনজুরু মঠে প্রবেশলাভে সমর্থ হইব। এই খড়ম ভগবান্ বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত

কাষ্ঠ-পাদুকা! এরূপ পাদুকা পৃথিবীতে দুই খানির অধিক বর্ত্তমান নাই। আমি যে গুপ্ত সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, সর্ব্ব প্রথমে সেই সম্প্রদায়ের তিন জন মোহান্ত বর্ত্তমান ছিলেন। সেই তিন জন মোহান্তের এক জন ধর্ম্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে, তিব্বতের সেই দুর্গম মঠ পরিত্যাগ করিয়া চীনদেশে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি এক খানি খড়ম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে পিকিন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়; কালক্রমে সেই খড়ম পিকিনের মঠের মোহান্ত ইয়ং-হো-কঙ্গের অধিকারে আসে; টু-সু নামক আমার এক জন ভৃত্য বৌদ্ধ যতির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ইয়ং-হো-কঙ্গের চেলা হয়, এবং সুযোগ বুঝিয়া মঠ হইতে ঐ খড়ম চুরি করে; কিন্তু টু-সু খড়ম চুরি করিয়া আমাকে তাহা প্রদান করিল না, কোন গুপ্ত অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহা লইয়া সে দেশান্তরে পলায়ন করিল। ইয়ং-হো-কঙ্গের অনুচরবর্গ খড়ম হস্তগত করিবার জন্য টু-সুর অনুসরণ করে; তাহাদের মধ্যে এক জন লোক টু-সুর হস্তে নিহত হয়। নরহত্যার অপরাধে টু-সু ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইলে উকীল ইকেউরা তাহার পক্ষসমর্থন করিয়া আইনের কবল হইতে তাহাকে মুক্তিদান করে। টু-সু উকীলের ফি দিতে না পারায় শেষে সেই খড়ম তাহাকেই প্রদান করে। এই ঘটনার এক মাস পরে আমি এ সকল কথা জানিতে পারি। আমি ইকেউরার নিকট খড়ম চাহিয়া পাঠাই। ইহার মূল্য স্বরূপ আমি তাহাকে অনেক টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু ইকেউরা অর্থ লোভে খড়ম হস্তান্তরিত করিতে সম্মত হইল না; আমার আগ্রহ অনুরোধ ও যুক্তি তর্ক সকলই বৃথা হইল।

অগত্যা আমি ছলে বলে কৌশলে তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং তাহাকে নানারূপে উৎপীড়িত করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলাম। এ সকল কথা আপনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন; ছয় মাস পূর্ব্বে এ সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। খড়ম হস্তগত করিয়াই আমি এখানে চলিয়া আসি, এবং উক্ত দুর্গম প্রদেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হই; কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে এত দিন পর্য্যন্ত আমি সে দেশে যাত্রা করিতে পারি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই খড়ম এখন কোথায় আছে?"

অকুমা বলিলেন, আমার কাছেই আছে; আপনি ইচ্ছা করিলে এখনই তাহা দেখিতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "যে খড়মের জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে।"

অকুমা উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত দীর্ঘ কৌটার ডালা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি বিচিত্র কাষ্ঠ-পাদুকা বাহির করিলেন। আমি তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই খড়ম প্রায় এক হাত দীর্ঘ! তাহা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলাম, তাহাতে চীন ভাষার কতকগুলি বর্ণমালা খোদিত আছে। তাহার বৌলাটিও সাধারণ খড়মের বৌলা অপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহা গজদন্ত নির্ম্মিত। কি কাঠে এই খড়ম নির্ম্মিত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহা যে বহু শতাব্দীর পুরাতন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কে বলিবে, বুদ্ধদেব এই খড়ম পায়ে দিয়া ভিক্ষুবেশে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন কি না?

আমি বলিলাম, "জিনিসটা চোরাই মাল; ইহাতে যাহাদের স্বার্থ আছে, ইহা সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট যাওয়া কি সঙ্গত হইবে? এরূপ কার্য্যে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা, হয়ত মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।"

অকুমা বলিলেন, "যদি কোন নিরাপদ স্থানে যাইতাম, এ কার্য্যে যদি বিপদের আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে কি আপনাকে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত হইতাম? আমরা যেখানে যাইতেছি, সেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন বিপদে আক্রান্ত হইতে পারি; এমন কি, আততায়ী-হস্তে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এক এক সময় আমার সন্দেহ হয়, হয়ত ইহ-জীবনে আর দেশে ফিরিতে পারিব না; কিন্তু স্থির করিয়াছি অদৃষ্টে যাহাই থাক্, তিব্বতের সেই দুর্গম মঠে উপস্থিত হইয়া উক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের জ্ঞানের উৎস-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেই হইবে। এই খড়্গের সহায়তায় আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; ইহার সাহায্যে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিব, এরূপ আশা আছে। আমার গুপ্ত কথা সকলই আপনি শুনিলেন; ইহাতে যদি আপনার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও আমার চাকরী পরিত্যাগ করিতে পারেন; আপনি আমার চাকরী স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার অনিচ্ছায় আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে বাধ্য করা আমার অভিপ্রেত নহে।"

আমি বলিলাম, "আমিও আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, অদৃষ্টে যাহাই থাক্, আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিব না; আপনি যেখানে যাইবেন

আমিও সেইখানে যাইব, এমন কি, আপনার সঙ্গে যম-দ্বারে যাইতেও আমার আপত্তি নাই।"

অকুমা বলিলেন, "আপনার সাহস দেখিয়া আনন্দিত হইলাম; আমার প্রতি আপনার এইরূপ বিশ্বাস থাকাই আবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "কবে আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে?"

অকুমা বলিলেন, "পিকিন হইতে এক জন লোকের এখানে আসিবার কথা আছে; এই ব্যক্তি উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী; আমি নানা কৌশলে এই সন্ন্যাসীকে বশীভূত করিয়াছি। সে এখানে উপস্থিত হইলেই তাহার নিকট জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরা ছদ্মবেশে পিকিনে যাত্রা করিব; আমি কোন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করিব, আপনি আমার অনুচর সাজিবেন। পিকিন হইতে প্রথমে আমরা লামা সরাইয়ের মঠে উপস্থিত হইব, এবং সেই মঠের মোহান্তের নিকট কৌশলে আরও কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহ করিব; তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমাদিগকে কি দুই এক দিনের মধ্যেই সাংহাই ত্যাগ করিতে হইবে?"

অকুমা বলিলেন, "এখানে আমার আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; কেবল সেই সন্ন্যাসীটির অপেক্ষায় বিলম্ব করিতেছি; আজ রাত্রে বা কাল সকালে সে এখানে আসিতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছদ্মবেশ ধারণের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?"

অকুমা বলিলেন, "ছদ্মবেশ ধারণের জন্য যে যে সামগ্রীর আবশ্যক, তাহা সকলই আমার গৃহে সঞ্চিত আছে।"

আমি বলিলাম, "এখান হইতে কবে রওনা হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত যখন কিছুই স্থির নাই, তখন আমার হোটেলে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল ; কাল কখন আপনার নিকট আসিব ?"

অকুমা বলিলেন, "কাল সকালেই সে সংবাদ পাইবেন ; আমি আপনার নিকট লোক পাঠাইব। আমার শত্রুপক্ষ আমার এই সকল গুপ্ত কথা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারে। আপনি এখানে যাতায়াত করিতেছেন, সম্ভবতঃ এ কথাও তাহাদের অজ্ঞাত নহে ; তাহারা সুযোগ পাইলেই আপনাকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া এ সকল গুপ্ত কথা জানিবার চেষ্টা করিবে ; হয়ত তাহারা আপনার প্রতি অত্যাচার করিতেও পারে ; কিন্তু আশা করি আপনার দ্বারা কোনও কথা প্রকাশ হইবে না।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; যাহাতে আপনার অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কথা আমার জীবন থাকিতে আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না।"

এ সকল কথা শেষ হইলে, আমি অকুমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—— ঃ*ঃ ——

পরীক্ষা

ডাক্তার অকুমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া হোটেলের দিকে চলিলাম; কিছু দূর অগ্রসর হইলে বোধ হইল যেন এক জন চীনাম্যান দূরে দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে! সে আমার প্রায় এক শত গজ পশ্চাতে আসিতেছিল। সে যে আমার অনুসরণ করিতেছে, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই; কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হওয়ায়, সোজা পথ ছাড়িয়া আমি বাঁকা পথে গলির ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম; কিন্তু দেখিলাম, লোকটা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়িল না; চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ পরে তাহাকেও সেই গলিতে দেখিতে পাইলাম! মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; কি করিব, পথিমধ্যে দুই এক মিনিট কাল দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিলাম। আমাকে দাড়াইতে দেখিয়া লোকটিও দাঁড়াইল। অবশেষে আমি তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে ঘুরিতে ঘুরিতে মিঃ নিটোর বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলাম; এবং রাত্রি অধিক হয় নাই বুঝিয়া আমি তাঁহার দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিলাম।

এক জন ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল; আমি নিটোর বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কক্ষটি সুসজ্জিত, ও উজ্জ্বল আলোকে আলো-

কিত। আমাকে দেখিবামাত্র নিটো সবিস্ময়ে বলিলেন,"মিঃ কারফরমা! এত রাত্রে আপনি হঠাৎ কি মনে করিয়া আসিলেন? বোধ হয় কোন জরুরী কাজ আছে; আসুন, বসুন।"

আমি যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করি, তখন সেখানে নিটোর একটি ষোড়শী কন্যা ও কয়েকটি শিশু-সন্তান বসিয়াছিল; আমাদের কোন গোপনীয় কাজের কথা আছে মনে করিয়া মেয়েটি ছেলেগুলিকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

নিটো বলিলেন, "বিশেষ কোনও কাজ না থাকিলে এত রাত্রে আপনি এখানে আসিতেন না। নূতন কোনও চাকরীর সন্ধান পাইয়াছেন কি? আপনার হিতৈষী বন্ধু, সরলহৃদয় ডাক্তার অকুমার কুহকজালে জড়িত হইয়া বিপন্ন হন নাই ত?"

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আপনার ভয় অমূলক, আমি কোন বিপদে পড়ি নাই। সম্ভবতঃ কাল প্রভাতে আমি সাংহাই হইতে স্থানান্তরে যাইতেছি; আমার একখানি চেক আপনার নিকট কিছু দিন গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছা করি।"

আমি ডাক্তার অকুমাপ্রদত্ত লক্ষ টাকার চেক খানি পকেট হইতে বাহির করিয়া নিটোর হস্তে প্রদান করিলাম; তিনি তাহা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমি এখন লক্ষ টাকার মালিক!"

নিটো বলিলেন, "বড়ই সুখের কথা, কিন্তু মিঃ কারফরমা, এ চেক লইয়া আমি কি করিব বলুন।"—এই কথা বলিবার সময় তিনি সেই

চেক খানির দিকে এমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, হয়ত তাহা অকুমার ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে সহসা ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবে।

আমি বলিলাম, "এই চেকখানি ভাঙ্গাইয়া আপনি সেই টাকা আমার নামে আপনার তহবিলে জমা রাখিবেন। আমি দেশান্তরে যাইতেছি, কত দিন পরে এখানে ফিরিয়া আসিব, বলিতে পারি না; ছয় মাসের মধ্যেও ফিরিতে পারি, আবার এক বৎসরও বিলম্ব হইতে পারে; আমি ফিরিয়া আসিয়া টাকাগুলি আপনার নিকট হইতে লইব।"

নিটো বলিলেন, "আর যদি জীবনে ফিরিয়া না আসেন? বোধ হয় সেই সম্ভাবনাই অধিক।"

আমি বলিলাম, "হইতে পারে; তাহাই যদি হয়, তবে এ অর্থ আপনি স্বয়ং ভোগ করিবেন। আপাততঃ আমার কিছু খুচরা টাকার আবশ্যক; এক শত ইয়েন (এক ইয়েন আমাদের দেশের পৌনে তিন টাকার সমান) হইলেই চলিবে; আপনি আমাকে এই টাকা-গুলি দিতে পারিলে বড় উপকার হয়; চেকের টাকা হইতে আপনি তাহা কাটিয়া লইবেন। আশা করি ইহাতে আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না।"

নিটো বলিলেন, "না কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না; আপনাকে এখনই টাকা দিতেছি।"

নিটো সিন্দুক খুলিয়া আমাকে ইয়েন, সেন, ও ইচিবু প্রভৃতি চীন দেশীয় মুদ্রায় আমাকে আমার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিলেন।

টাকাগুলি রুমালে বাঁধিয়া তাহা পকেটে ফেলিয়া উঠিলাম ; কিন্তু নিটো আমাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, আপনার মনের ভাব কি তাহা জানি না, কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিব না ; আমার পক্ষে তাহা অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু আপনার মুখেই শুনিয়াছি, সম্প্রতি আপনার বড় অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্যই বোধ হয় আপনি কোনও সঙ্কটজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ কোন কার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বে আপনি সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আপনার জীবন বিপন্ন হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আমার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না ; আমি যে কাজে যাইতেছি, তৎসম্বন্ধে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। তথাপি আমার হিত কামনায় আপনি আমাকে যে উপদেশ দান করিলেন, এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

নিটোর নিকট বিদায় লইয়া পথে আসিয়া দেখিলাম, সেখান হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে! যে ব্যক্তি নিটোর গৃহ পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছিল, এ যে সেই লোক, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি চলিতে আরম্ভ করিলে সে পুনর্ব্বার আমার অনুসরণ করিল। আমি পূর্ব্ববৎ নানা পথ ঘুরিয়া চলিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না! একটি গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পথের ধারেই একটি বড় বাড়ী দেখিতে পাইলাম ; এই বাড়ীটির ফটক খোলা ছিল, আমি

তাড়াতাড়ি ফটকের ভিতর গিয়া অন্ধকারে একটি প্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া পড়িলাম। পথের আলোকে দেখিলাম আমার অনুসরণকারী সেই বাড়ীর কাছে আসিয়া ক্ষণ কাল দাঁড়াইল, তাহার পর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল; আমি যে সেখানে লুকাইয়া আছি, সে বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিল না।

এতক্ষণে আমি নিরাপদ হইলাম ভাবিয়া সেই প্রাচীরের অন্তরাল হইতে বাহির হইলাম, এবং ফটক পার হইয়া ভিন্ন পথ দিয়া দ্রুতপদে হোটেলের দিকে চলিলাম।

আমার হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, সেই চীনাম্যানটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া হা করিয়া হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে! আমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম; এবং দরজা বন্ধ করিয়া বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইলাম, আমার অনুসরণকারী কিছু কাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি শ্রান্ত দেহে শয্যায় শয়ন করিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলাম; স্বপ্ন দেখিলাম, অকুমার সম্মোহন বিদ্যাবলে আমি গাধা হইয়াছি, এবং তিনি আমার পিঠে চড়িয়া দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিতেছেন!

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না; কিন্তু যেন আমার মুখে কাহারও তপ্ত নিশ্বাস-পাতে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল; আমি চাহিয়া দেখিলাম, আমার মাথার কাছে এক জন চীনাম্যান গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে; তাহার ভাঁটার মত গোল চক্ষু দু'টি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে!

আমি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অভিপ্রায়ে মহাশয়ের এখানে আগমন ?"

চীনাম্যানটি তাহার দেশীয় ভাষায় মৃদু স্বরে বলিল, "যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে আস্তে কথা বল! গোলমাল করিলে এখনই মরিবে।"

অনর্থক চীন-দস্যুর হস্তে প্রাণ দেওয়া আকাঙ্ক্ষণীয় মনে হইল না। আমি শয়নের পূর্ব্বে আমার বালিসের নীচে একটি টোটা-ভরা পিস্তল রাখিয়াছিলাম; আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে তাহা লইবার জন্য বালিসের নীচে হাত দিয়া দেখিলাম, পিস্তলটা সেখানে নাই! তবে কি এই দুর্ব্বৃত্ত পূর্ব্বেই তাহা সরাইয়াছে? অথবা আমিই তাহা সেখানে রাখিব মনে করিয়া, নানা চিন্তায় রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি? প্রকৃত কথা কি, বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে চীনাম্যানটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

চীনাম্যান বলিল, "ডাক্তার অকুমা আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তোমাকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি অল্প ক্ষণ পূর্ব্বেই ত তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি; আবার এখনই সেখানে যাইবার কি আবশ্যক?"

চীনাম্যান বলিল, "আমি সে কথার উত্তর দিতে পারিব না: তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিলাম; আমার সঙ্গেই তোমাকে যাইতে হইবে।"

ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া, আমি অকুমার নিকট গমন করাই সঙ্গত

মনে করিলাম ; মনে হইল, পিকিন হইতে যে ব্যক্তির আসিবার কথা ছিল, সে হয়ত আসিয়াছে ; এবং সম্ভবতঃ প্রত্যূষেই আমাদিগকে দেশান্তরে যাইতে হইবে। আমি চীনাম্যানটির সহিত হোটেল ত্যাগ করিলাম।

পথে আসিয়া সে বলিল, "আমি ডাক্তার অকুমার আদেশে তাঞ্জাম লইয়া আসিয়াছি।"

চারি জন চীনে বেহারা তাঞ্জাম লইয়া পথিপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিল ; আমি বিনা প্রতিবাদে তাঞ্জামে চড়িয়া বসিলাম ; বাহকেরা আমাকে ঘাড়ে লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। রাজপথ প্রায় জনশূন্য ; কেবল দুই এক জন শিখ প্রহরী রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দিতেছিল, এবং দুই এক জন রিক্স-বাহক কুলি কার্য্যশেষে আড্ডায় ফিরিয়া যাইতেছিল। প্রায় পনের মিনিট অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঞ্জাম-বাহকেরা একটা বৃহৎ গৃহের দ্বারদেশে আমাকে নামাইয়া দিল। আমি সবিস্ময়ে সেই গৃহের দিকে চাহিলাম ; দেখিবামাত্র বুঝিলাম, ইহা ডাক্তার অকুমার বাসা নহে! ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানটা সেই বাড়ীর ভিতর হইতে বুরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "ডাক্তার অকুমা ভিতরে আছেন।"

আমি মুক্ত দ্বারপথে গৃহে প্রবেশ করিলাম ; কোন দিকে একটিও আলোক-শিখা দেখিতে পাইলাম না। একটি অন্ধকার কক্ষের ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে এক জন লোক পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিল ; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আর এক জন লোক সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমার মুখ ও

উভয় হস্ত বাঁধিয়া ফেলিল ; তাহার পর সেই দুই জনে আমাকে শূন্যে তুলিয়া একটি আলোকিত কক্ষে লইয়া চলিল !

সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কারুকার্য্য-খচিত পুরু রঙ্গিন রেশমী পোষাক-পরিহিত তিন জন চীনাম্যান, চোখে ঠুসি আঁটিয়া বেত্রাসনে বসিয়া আছে ! আমি তাহাদের সম্মুখে নীত হইলে আমার মুখের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। সেই তিন জনের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ চীনাম্যানটি আমাকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্ত কুশল ?"

হঠাৎ আক্রমণে আমি কিছু বিব্রত ও বিচলিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলাম, "কুশলে আর তোমরা থাকিতে দাও কৈ ? আমার প্রতি এরূপ ব্যবহারের কারণ কি ?"

উত্তর পাইলাম, "সে সকল কথা পরে হইবে, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দেও ; তুমি কি জন্য এ রাজ্যে আসিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে এ দেশে আসিয়াছি।"

আর এক জন টিকিধারী জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্য ? ডাক্তার অকুমার সহিত তোমার এত ঘনিষ্ঠতার কারণ কি ?"

আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল ; বুঝিলাম, ইহারা ডাক্তার অকুমার শত্রুপক্ষ, তাঁহার গুপ্ত কথা আমার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্যই কৌশলে আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে ! কিন্তু আমি ভয়ে হতবুদ্ধি হইলাম না, যেন তাহাদের প্রশ্ন বুঝিতে পারি নাই, এই ভাবে অত্যন্ত সহজ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার অকুমা কে ?"

যে ব্যক্তি প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল. সে বলিল "তুমি ডাক্তার অকুমাকে চেন না ? মিথ্যা কথায় আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যদি ডাক্তার অকুমার সহিত তোমার পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে উপর্য্যুপরি দুই দিন তাহার বাসায় গিয়াছিলে কেন ? তোমরা দুই জন প্রবঞ্চকে মিলিয়া কাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ বল দেখি !"

দেখিলাম, ডাক্তার অকুমার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার কথা ইহাদের নিকট গোপন করা বৃথা ; অগত্যা বলিলাম, "আমরা দু'জনে এখানে রেশম ক্রয় করিতে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুস্থানে চালান দিব।"

বয়োবৃদ্ধ চীনাম্যানটি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে যে বলিতেছিলে ডাক্তার অকুমাকে চেন না !"

আমি বলিলাম, "তাঁহাকে চিনি না, এ কথা বলি নাই ; তোমরা তাঁহাকে চেন কি না, ইহাই জানা আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানটি বলিল, "তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, ভাবিয়াছ মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।"

আমি বলিলাম, "আমার কোন্ কথাটা মিথ্যা ?"

চীনাম্যান বলিল, "রেশম ক্রয়ের কথা। আমরা জানি ইহা মিথ্যা কথা ; যদি ভাল চাও, তবে সত্য কথা বল।"

আমি বলিলাম, "আমার নূতন কিছু বলিবার নাই।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল, "তাহা হইলে সহজে সত্য কথা বলিবে না ? মিথ্যাবাদীর মুখ হইতে কিরূপে সত্য কথা বাহির করিতে হয়, তাহা

আমাদের জানা আছে ; যদি সত্য কথা না বল, তাহা হইলে অগত্যা আমাদিগকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

আমি নত মস্তকে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলাম। বয়োবৃদ্ধ চীনম্যানটি একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, সে ভিন্ন কক্ষ হইতে একগাছি সরু লোহার শিকল ও কয়েকখানা বাঁশের লাঠি লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর ঘামিয়া উঠিল, আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিতে লাগিল। চীনেরা কিরূপ নৃশংস তাহা জানিতাম। ইহারা নির্য্যাতনের এত রকম কৌশল জানে যে, আমাদের দেশের নির্য্যাতন-প্রিয় দারোগা বাবুরা সে বিষয়ে শত বৎসর ইহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বুঝিলাম, এবার আর আমার রক্ষা নাই, বোধ হয় অকুমার লক্ষ টাকা আমার ভোগে লাগিল না!

বয়োবৃদ্ধ চীনাম্যানটি বোধ করি এ দলের সর্দ্দার ; সে উত্তেজিত স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার অকুমা সম্বন্ধে কি জান বল ?"

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়াছি ; নূতন কোনও কথা বলিবার নাই।"

বজ্র নির্ঘোষে আবার সেই প্রশ্ন ; আমিও পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলাম।

সর্দ্দার চীনাম্যান বলিল, "এই শেষ বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ডাক্তার অকুমা সম্বন্ধে কি জান বল ?"

আমি জড়িত স্বরে বলিলাম, "আমার নূতন কিছুই বলিবার নাই।"

সর্দ্দার চীনাম্যান তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া তাহার ভৃত্যটিকে কি ইঙ্গিত করিল ; সেই লোকটা অত্যন্ত জোয়ান, সে তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধরিয়া মেজের উপর চিৎ

করিয়া ফেলিল! আমার শরীরেও বলের অভাব ছিল না, সুবিধা থাকিলে আমি কিছু কাল ধস্তাধস্তি না করিয়া এই ভাবে ধরাশয্যা গ্রহণ করিতাম না; কিন্তু বলিয়াছি, আমার হস্তদ্বয় পূর্ব্বেই রজ্জুবদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিলাম না।

ভৃত্যটি আমাকে মাটীতে ফেলিয়া, আমার গলদেশে পূর্ব্ব-বর্ণিত শিকল জড়াইয়া ক্রমে তাহাতে পাঁক দিতে লাগিল! কয়েক পাকের পর সেই শিকল গলদেশে এমন আঁটিয়া বসিল যে, আমার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। বোধ হয় শিকলে আর এক পাক দিলেই দম্ আট্‌কাইয়া আমার প্রাণবিয়োগ হইত; কিন্তু সে হঠাৎ থামিল। পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যান পুনর্ব্বার কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "এখনও বল, ডাক্তার অকুমা সম্বন্ধে কি জান!"

জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই শৃঙ্খলের চাপে যখন সর্ব্ব শরীর অবসন্ন, ও নিদারুণ যন্ত্রণায় অন্তরেন্দ্রিয়ের সকল শক্তি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়েও আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "নূতন কিছু বলিতে পারিব না।" কিন্তু শৃঙ্খলের চাপে আমার কণ্ঠনালী হইতে কথা বাহির হইল না, ঘড় ঘড় শব্দ নির্গত হইল মাত্র; সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কর্ণমূলে যেন প্রলয় কালের মহা ঝটিকার আবির্ভাব হইল; প্রতি মুহূর্ত্তে চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল! আর এক মুহূর্ত্ত পরেই হয়ত আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম! কিন্তু আমার সংজ্ঞালোপ হইবার পূর্ব্বেই উক্ত তিন জন চীনাম্যানের এক জন বেত্রাসন হইতে উঠিয়া আমার নিকটে আসিয়া কণ্ঠের বন্ধন

মোচন করিয়া দিল, সে নিম্ন স্বরে বলিল, "মিঃ কারফরমা, তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি উঠিয়া এস।"

কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, বক্তা স্বয়ং ডাক্তার অকুমা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

---:•:---

গুপ্ত সভা

ধরা শয্যা হইতে এক লম্ফে গাত্রোত্থান করিয়া আমি ক্ষণ কাল বিস্ময়াভিভূত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম ; পূর্ব্বে কে জানিত যে, এই তিন জন চীনাম্যানের এক জন ছদ্মবেশধারী ডাক্তার অকুমা ! ডাক্তার অকুমা অতি নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছদ্মবেশ দেখিয়া তিনি যে চীনাম্যান নহেন, এ কথা কাহারও মনে স্থান পাইত না। কেবল পরিচ্ছদে নহে, আকার ইঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে, সকল বিষয়েই তিনি সম্ভ্রান্ত চীনাম্যানের অনুকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কয় দিনে তাঁহার সহিত আমার যথেষ্ট আনুগত্য জন্মিয়াছিল ; তথাপি আমি যখন এই ভাবে প্রতারিত হইলাম, তখন তাঁহার অপরিচিত লোকেরা তাঁহার ছদ্মবেশে যে সহজেই প্রতারিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

আমি ভাবিয়াছিলাম, আর আমার রক্ষা নাই, ডাক্তার অকুমার শত্রুর হস্তে পড়িয়া আজ আমাকে নিশ্চয়ই ভবলীলা সংবরণ করিতে হইবে ; তাই হঠাৎ এই বিষম বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করায় আমার মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অকুমার উপর আমার বড় রাগও হইল। আমি

তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে পারিলাম না; নির্ব্বাক ভাবে পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিলাম।

অকুমা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমার প্রতি যে পীড়ন করা হইয়াছে, সে জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হইও,না; তোমাকে হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গী হইবার যোগ্য কি না, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহা পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। কাহারও হস্তে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদান করিবার পূর্ব্বে সে বিশ্বাসের পাত্র কি না, তাহা আমি সর্ব্বদাই পরীক্ষা করিয়া দেখি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ; এখন আমি তোমাকে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারিব। যাহা হউক, আমার ছদ্মবেশ সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে?"

আমি ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "আপনার ছদ্মবেশের কোন ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি না। ছদ্মবেশ ধারণে যে আপনি এরূপ অভিজ্ঞ, পূর্ব্বে আমার তাহা জানা ছিল না; কিন্তু এ বাড়ীটি ত আপনার নহে, আমাকে এ কোথায় আনিয়াছেন?"

অকুমা বলিলেন, "এ বাড়ীটাও আমি কিছু দিন পূর্ব্বে ভাড়া লইয়াছি।—এখন কাজের কথা হউক, তুমি আমার বাম পার্শ্বে যাহাকে উপবিষ্ট দেখিয়াছ তাহার নাম পাও-টঙ্গ, ইহারই কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে পিকিন হইতে এখানে আসিয়াছে; আমি ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি যে সকল গুপ্ত সংবাদ জানিবার জন্য ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,তাহা জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং এখান হইতে আমাদের যাত্রা করিবার আব বিলম্ব নাই।"

আমি বলিলাম, "আমারও অধিক বিলম্ব হইবে না, কেবল এক বার হোটেলে গিয়া আমার জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইব।"

অকুমা বলিলেন, "তাহা হইলে আমার চাকরটাকে সঙ্গে লইয়া যাও, সে তোমার অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিস-পত্র এখানে লইয়া আসিবে।"

অকুমার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার হোটেলে চলিলাম। আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিয়া জিনিস-পত্রগুলি তাড়া-তাড়ি গুছাইয়া লইলাম; হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলাম। তাহার পর আমার তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি সামগ্রী আমার একটি জাপানী বন্ধুর জিম্মায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। হোটেলওয়ালা সেই পত্র ও আমার দ্রব্যসামগ্রী উক্ত বন্ধুর নিকট পাঠাইবার ভার লইল।

এই সকল কার্য্য শেষ হইলে আমি অকুমার নিকট উপস্থিত হই-লাম; তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইলেও মনের উৎসাহে আমার কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হইতেছিল না; দেখিলাম অকুমা আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন; তখন পর্য্যন্ত তিনি ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন নাই।

অকুমা বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, তোমার ছদ্মবেশ ধারণের জন্য যে সকল সামগ্রীর আবশ্যক, তাহা কক্ষান্তরে সজ্জিত আছে, অবিলম্বে ছদ্মবেশ ধারণ কর; বোধ হয় এ বিষয়ে আমার সাহায্যের আবশ্যক হইবে না, আমি জানি ছদ্মবেশ ধারণে তোমার অসাধারণ দক্ষতা আছে।"

পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক, আমি আমার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। টেবিলের উপর বোতলে এক প্রকার

আরক ছিল, তাহা হাতে মুখে ও ঘাড়ে লাগাইলাম ; সুরচিত, সুদীর্ঘ পরচুলার বেণীটি স্প্রীংয়ের সাহায্যে মস্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলাম। কোনও দিন আমার দাড়ি রাখিবার সখ ছিল না, তবে গোঁফ ছিল, তাহা কামাইয়া ফেলিলাম। মুখে ও হাতে রং মাখিয়া বর্ণ চীনাম্যানের মত করিলাম। মাথার চুলগুলি চীনেম্যানের মত করিয়া কাটিলাম। মূল্যবান ও কারুকার্য্য-খচিত পুরু রেশমী পরিচ্ছদ, মাথায় চীনাম্যানের টুপি, ও পায়ে চীনাম্যানের জুতা পরিধান করিলাম ; অবশেষে চোখে চসমা আঁটিয়া বেশ রচনা শেষ করিলাম। দর্পণে দেখিলাম, আমি সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুবেশধারী চীনাম্যানে পরিণত হইয়াছি! সে সময় আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না।

আমার সাজ সজ্জা শেষ হইলে, অকুমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; আমার ছদ্মবেশ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা উভয়েই বিদেশবাসী ; আমাদের ছদ্মবেশ আমাদের চক্ষে নিখুঁত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনও ত্রুটি আছে কি না, তাহা চীনাম্যানের দলে না মিশিলে বুঝিতে পারা যাইবে না ; সেই জন্য মনে করিতেছি, এই বেশে আমরা উভয়ে একবার চীনাম্যানের একটা মজলিসে উপস্থিত হইব। আজ রাত্রে আর এক ঘণ্টা পরে একজন চীনাম্যানের বাড়ীতে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক সভা বসিবে ; মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নূতন লোকের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করাই এই সমিতির সভ্যগণের উদ্দেশ্য। পাও-টঙ্গ এই গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির একজন সভ্য ; সে কিছু কাল পূর্ব্বে সভায় গিয়াছে ; কথা আছে, সে সেখানে গিয়া সভার অন্যান্য

সভ্যদিগের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাদের সমিতির দুইজন প্রধান সভ্য বাণিজ্যোপলক্ষে এই নগরে আসিয়াছেন; তাঁহারাও অল্পক্ষণ পরে সভায় যোগদান করিতে আসিবেন। এই সভায় প্রবেশ করিতে হইলে যে সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমি জানি; সুতরাং আমরা অনায়াসেই চীনা-বণিকের পরিচয়ে সভায় উপস্থিত হইতে পারিব; সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, চল, এখনই যাত্রা করা যাউক।"

আমি বলিলাম, "আপনার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি ধর্ম্মনীতির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ, রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতিতে উপস্থিত হইবার আবশ্যক কি, বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে কি আমাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই? বিশেষতঃ, ছদ্মবেশে যদি কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমাদের এরূপ কোনও সভায় যাওয়া উচিত নহে।"

অকুমা বলিলেন, "না তোমার কোনও ভয় নাই, যদি আমাদের ছদ্মবেশের কোন ত্রুটি থাকে ও তাহা কাহারও নজরে পড়ে, তাহা হইলে অতি সহজেই সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইয়া সাবধান হইতে পারিব। আমি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই সভায় যাইতেছি না; সেখানে আমার কতকগুলি গুপ্ত সংবাদ পাইবার কথা আছে, আমাকে যাইতেই হইবে। তোমাকেও সঙ্গে লওয়া আবশ্যক; আর বিলম্ব করা হইবে না, শীঘ্র চল।"

আমি আর অকুমার কথার প্রতিবাদ করিলাম না; পথে আসিয়া দুই জনে দুইখানি তাঞ্জামে উঠিয়া বসিলাম। বেহারারা আমাদিগকে অকুমার নির্দ্দেশানুসারে আমাদিগের গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিল। প্রায়

বিশ মিনিট পরে একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমরা তাঞ্জাম হইতে নামিলাম ; ডাক্তার অকুমা বেহারাদের বিদায় করিয়া আমার কাণে কাণে বলিলেন, "এই গুপ্ত সভায় প্রবেশ করিতে হইলে বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী রাখিয়া স্বাধীনতার নাম করিতে হইবে। ইহার পর যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উপস্থিত মত উত্তর দেওয়াই সঙ্গত।"

দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অকুমা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অঙ্গুরীয় দ্বারা দুই বার ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিলেন ; একজন চীনা-ম্যান দরজা খুলিয়া মুখ বাহির করিয়া গম্ভীর স্বরে চীনা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে, এত রাত্রে এখানে নিদ্রিত ভদ্রলোকদের বিরক্ত করিতে আসিয়াছে ?"

অকুমা নিম্ন স্বরে বলিলেন, "আমরা হুপে নিবাসী বণিক, স্বাধী-নতার সন্ধানে সাংহাইয়ে আসিয়াছি।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বাম করতলে স্থাপন করিলেন।

তৎক্ষণাৎ আমরা গৃহ-প্রবেশের অনুমতি পাইলাম। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ; সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম ; বহির্দ্বারটি অবিলম্বে বন্ধ হইয়া গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা আর একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম ; সেই দরজায় এক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে আমাদিগকে দেখিবামাত্র দরজা খুলিয়া দিল ; আমরা সেই মুক্ত দ্বার পথে একটি উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ কক্ষ দেখিতে পাইলাম। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বিশ বাইশ জন চীনাম্যান চক্রাকারে বেত্রাসনে বসিয়া আছে। আমরা কাহাকেও

কোন কথা না বলিয়া এক প্রান্তে দুই খানি শূন্য আসনে উপবেশন করিলাম; ধূমপানের জন্য আমাদিগকে 'পাইপ' দেওয়া হইলে আমরা নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলাম। এই নূতন স্থানে এতগুলি অপরিচিত বিপ্লববাদী চীনাম্যানের সংশ্রবে আসিয়া আমি অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কখন কোন্ দিক হইতে বিপদ আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু আমি মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সেখানে কিরূপ তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা হয়, তাহাই দেখিবার প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। অল্প ক্ষণ পরে সভাপতি আমাদিগকে সেই নগরে আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈফিয়ৎ দিতে অকুমা চিরদিনই তৎপর ছিলেন; তাঁহার উত্তর শুনিয়া সভাপতি বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু কোনও কাজ আরম্ভ হইল না; তাহার পর উপস্থিত বিশ বাইশ জন চীনাম্যান হাত মুখ নাড়িয়া টিকি দোলাইয়া এমন হট্টগোল আরম্ভ করিল যে, উড়ে বেহারাদের ঝগড়ার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল! তাহাদের সকল কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু অকুমা মহা উৎসাহে তাহাদের সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। চীনের বর্ত্তমান রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কিরূপে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, বর্ত্তমান সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কিরূপে ইহলোক হইতে অপসারিত করা সম্ভব, তৎসম্বন্ধে তিনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন; সভ্যগণও সবিস্ময়ে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। দেখিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সভ্যগণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইলে

সভা ভঙ্গ হইল ; সভ্যগণ একে একে সভাগৃহ ত্যাগ করিল। অবশেষে সেই কক্ষে পাও-টঙ্গ ও আমি—আমরা দুই জন ভিন্ন আর কেহই রহিল না।

অকুমা পাও-টঙ্গের সহিত তখন কাজের কথা আরম্ভ করিলেন, উভয়ের কথাই আমার কর্ণগোচর হইল ; দেখিলাম অকুমা যে গুপ্ত তত্ত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাও-টঙ্গ তৎসম্বন্ধে অনেক কথা জানে ; কিন্তু সে সহজে কোনও গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না।

অবশেষে পাও-টঙ্গ বলিল, "এ সকল ব্যাপার প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অন্যের আলোচনার যোগ্য নহে ; এ সকল বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই আপনাকে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য উপদেশ দিবে না ; আমি দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আপনার সাহায্য করিয়াছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এ সকল ব্যাপার জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করাও সঙ্গত নহে।"

অকুমা বলিলেন, "জ্ঞানের সমুদ্র অনন্ত বিস্তৃত ; দেশ, কাল, পাত্র দ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ নহে। এই জ্ঞানার্ণবে সকল শিক্ষার্থীরই অবগাহন করিবার অধিকার আছে ; আমি তোমাদের সম্প্রদায়ের শক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আমার ইচ্ছা এ সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করি ; এই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি। তুমি বলিতেছ, প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অন্য কাহারও এ সকল গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে ;

কিন্তু আমি যে প্রকৃত অধিকারী নহি, এ কথা তোমাকে কে বলিল ?” —অকুমা ধীরে ধীরে তাঁহার বস্ত্রান্তরাল হইতে ইকেউরার নিকট প্রাপ্ত সেই বিচিত্র খড়ম বাহির করিয়া পাও-টঙ্গের সম্মুখে ধরিলেন।

এই খড়ম দেখিবামাত্র তাহার মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তাহার তর্ক করিবার প্রবৃত্তিও দূর হইল ; সে অকুমার পদপ্রান্তে উভয় জানু নত করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং প্রগাঢ় ভক্তি ভরে সেই খড়ম গ্রহণ করিয়া তাহা মস্তকে স্পর্শ করিল ; তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, “এত দিনে বুঝিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করিতেছিলেন ; আমি বুঝিতে পারিতেছি আপনি ভগবান-প্রেরিত মহাপুরুষ ; আমি আপনার দাস, প্রভুর নিকট ভৃত্যের কোনও কথা গোপন করিবার নাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনারই ; কি করিতে হইবে বলুন।”

অকুমা বলিলেন, “আমার জন্য তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল যেরূপ বন্দোবস্ত করিলে আমার সংকল্প সিদ্ধির সুবিধা হইতে পারে, তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমি কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিও না ; ভবিষ্যতে যদি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পার, তবে অবিলম্বে তাহা আমাকে জানাইবে ; আমি এখন চলিলাম।”

অনন্তর আমরা তাঞ্জামে চড়িয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া অকুমা আমাকে বলিলেন, “এই খড়মের শক্তি কিরূপ অদ্ভুত, তাহা দেখিলে ত ? আমি যে গুপ্ত রহস্য ভেদে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে বিস্তর বিঘ্ন ; আমার এই অনুচরের সাহায্যতায় সেই সকল বিঘ্ন অনেক পরিমাণে দূর হইবে, কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিবে।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া প্রত্যুষেই আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব।"

ঘণ্টাদুই বিশ্রামের পর পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অকুমার নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম ভৃত্য আমাদের আহারাদির আয়োজন শেষ করিয়াছে; আয়োজন অতি সামান্য; অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের আহার শেষ হইল। ইতি মধ্যে ভৃত্য সংবাদ দিল, এক জন লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

অকুমা আগন্তুককে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলে, ভৃত্য পাও-টঙ্গকে সঙ্গে লইয়া আমাদের নিকটে আসিল। পাও-টঙ্গ কোনও কথা না বলিয়া তাহার জামার পকেট হইতে চীন ভাষার লিখিত এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া দিল; অকুমা তাহা পাঠ করিয়া কাগজখানি আমার হস্তে দিলেন। আমি তাহা পাঠ করিলাম; তাহাতে লেখা ছিল, "টিনসিনে হং-চঙ্গের গৃহে উপস্থিত হইলে সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।"

অকুমা পাও-টঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহাজ কখন ছাড়িবে?"

পাও-টঙ্গ বলিল, "সকালে সাড়ে ছয়টার সময়।"

অকুমা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আর অধিক বিলম্ব নাই। পাও-টঙ্গ, তুমি অগ্রে টিকিট কিনিয়া জাহাজে গিয়া অপেক্ষা কর, আমরা একটু পরে যাইতেছি। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার সহিত আমাদের যে পরিচয় আছে, এ কথা যেন জাহাজের কোন লোক তোমার ভাব ভঙ্গীতে বুঝিতে না পারে; সাবধান।"

পাও-টঙ্গ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অকুমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় লইল।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "এইবার আমাদের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইল। পাঁচটা বাজিয়াছে, আর আধ ঘণ্টা পরেই আমাদিগকে বন্দরে যাইতে হইবে।"

আমাদের আহারাদি শেষ হইয়াছিল, ধূমপান করিতে করিতে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল; সাড়ে পাঁচটার সময় অকুমা তাঁহার ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন।

ভৃত্য উপস্থিত হইলে, অকুমা তাহাকে বলিলেন, "আমি স্থানান্তরে যাইতেছি, কবে ফিরিয়া আসিব তাহার স্থিরতা নাই; এক সপ্তাহ-মধ্যে ফিরিতে পারি, আবার এক বৎসরও বিলম্ব হইতে পারে। এই বাড়ী তোমার জিম্বায় রহিল; সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে, এবং দেখিবে যেন কোন জিনিস পত্র তছ্‌রূপ না হয়। ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পাই, কোন জিনিস চুরি গিয়াছে, কি চোরে দরজা জানালা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা হইলে আমার পোষা ভূত তোমার ঘাড় ভাঙ্গিবে। তোমার বেতনের টাকা ও যে কিছু খরচ পত্রের আবশ্যক হইবে, তাহা আমার বন্ধু অকুবোর নিকট পাইবে; টাকার দরকার হইলে তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে। কেমন, আমার কথা বুঝিয়াছ?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি।"

অকুমা বলিলেন, "তাহা হইলে এখন তুমি যাইতে পার।"

তাহার পর অকুমা একটি শিশ দিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই কাল বিড়ালটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া তাঁহার কোলে

উঠিল, এবং আদর করিয়া তাহার সম্মুখের দুই থাবা তাহার কাঁধে তুলিয়া দিল।

অকুমা সহাস্যে আমাকে বলিলেন, "পাঁচ বৎসরও যদি আমি দূর দেশে থাকি, তাহা হইলেও ইটো আমাকে ভুলিবে না; কোন স্ত্রী-ও স্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্ত নহে।"

অকুমার এই মন্তব্য শুনিয়া আমি ঈষৎ হাস্য করিলাম; দেখিলাম, স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ! কিন্তু আমি কোনও কথা বলিলাম না।

অকুমা বিড়ালটিকে সস্নেহে বলিলেন, "ইটো, আমি প্রায় এক বৎসরের জন্য বিদেশে যাইতেছি, তুমি খুব সাবধানে থাকিবে; এবার আমি তোমাকে সঙ্গে লইতে পারিলাম না—সে জন্য দুঃখিত হইও না; আমি যে দেশে যাইতেছি, যেখানে তোমার যাওয়া হইবে না, তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে সকল কাজ নষ্ট হইবে।"

বিড়ালটা তাঁহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল; তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে তাঁহার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছে। অকুমা আমাকে বলিলেন, "আর বিলম্ব করা হইবে না, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

অকুমা বিড়ালটাকে ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া দুই এক বার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন।

ইটো অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত করুণ স্বরে এক বার ডাকিল, 'ম্যাউ!'—মনুষ্যের ভাষায় বোধ হয়, তাহার সেই ধ্বনির অর্থ—বিদায়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

——:*: ——

টিন্‌সিন যাত্রা

দুই খানি 'রিক্‌স' পূর্ব্বেই আমাদের দ্বারদেশে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া আমরা জাহাজের সন্ধানে বন্দরের দিকে চলিলাম ; কুলিরা প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে হোয়াং-পু নদীর জেঠীর নিকট উপস্থিত করিল। আমরা যে জাহাজে যাইব তাহার নাম "সিটি অব টোকিও" ; জাহাজ মধ্য-নদীতে নঙ্গর করিয়া ছিল বলিয়া নদীর তীরে আমরা একখানি 'সাম্‌পান' ভাড়া করিলাম ; মিনিট দশেকের মধ্যে 'সাম্‌পান' জাহাজে ভিড়িলে, আমরা জাহাজে উঠিয়া টিকিট করিলাম। 'সিটি অব টোকিও' খুব বড় জাহাজ না হইলেও দেখিতে অতি সুন্দর ; কিন্তু তাহাতে ক্যাবিনের সংখ্যা অধিক নহে। বৎসরের অন্যান্য সময় যাত্রীগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ এই জাহাজে অত্যন্ত স্থানাভাব হয় ; এ সময় যাত্রীর তেমন ভিড় ছিল না, সেই জন্য জাহাজে আমাদের স্থানাভাব হইল না। আমি আমার ক্যাবিনে জিনিস-পত্র গুছাইয়া ডেকের উপর যাইবার সময় সিঁড়ীতে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি জাপানী যুবককে দেখিতে পাইলাম ; সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, "মিঃ ক্যারফরমা যে! তুমি এখানে ?"

জাহাজে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার সহিত আলাপ না করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিঃ মোরি, তুমিই বা এ জাহাজে কোথা হইতে আসিলে? জাপান হইতে চীন দেশে কবে আসিয়াছ?"

মোরি বলিল, "এ দেশে এক বৎসর আসিয়াছি ; আমি এখন এই জাহাজে চাকরী করিতেছি। তুমি ভাল আছ ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এক রকম ভালই আছি।"

মোরি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "এখন কত দূর যাইবে?"

আমি বলিলাম, "টিনসিন্ যাইব।"

মোরির কৌতূহল আর একটু প্রবল হইলে হয় ত আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইত। আমি টিন্‌সিনে কেন যাইতেছি, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সত্য কথা বলিতে পারিতাম না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মোরি আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। কথা কহিতে কহিতে আমরা উভয়ে ডেকের উপর আসিলাম ; অকুমাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমি মোরিকে অকুমার নিকট পরিচিত করিলাম, বলিলাম, অনেক দিন পূর্ব্বে জাপানে তাহার সহিত আলাপ। অকুমা প্রফুল্ল চিত্তে মোরির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মোরি তাঁহাকে বলিল, কিছু দিন হইতে সে শিরোরোগে বড় কষ্ট পাইতেছে, অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার হয় নাই। অকুমা তাহার রোগের সকল লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েক মিনিটের

মধ্যেই ঔষধপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শিশি আনিয়া কয়েক ফোঁটা ঔষধ জলে ঢালিয়া তাহাকে পান করিতে দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোরির শিরঃপীড়া আরোগ্য হইল; সে অকুমাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিল।—জাহাজ দ্রুত বেগে সমুদ্র পথে অগ্রসর হইল; সাংহাই বন্দর আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

জাহাজের উপর ডাক্তার অকুমাকে বড় প্রফুল্ল দেখিলাম; তিনি আরোহীদিগের সহিত নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌশলে যোগদান করিলেন। দেখিলাম, ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের সহিত তাঁহার বড়ই ভাব হইয়াছে। এই জাহাজে চারি বৎসর বয়স্ক একটি শিশু ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই অকুমার সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল। বিভিন্ন বয়স্ক এই দুই বন্ধুকে মহা উৎসাহে খেলা করিতে দেখিয়া আমি ডাক্তার অকুমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া ভাবিতাম, এই কি সেই অকুমা—যিনি আইন-ব্যবসায়ী, কূটবুদ্ধি ধূর্ত্ত ইকেউরাকে দেশ-ছাড়া করিয়াছিলেন? যাঁহাকে দেখিবামাত্র কুরোকি ব্যাঘ্র-সন্দর্শনে মৃগের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিল? এবং সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ সদাগর নিটো যাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়াছিল?—অকুমার চরিত্র-বৈচিত্র্যের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! এরূপ কূটবুদ্ধি কপট লোক যে, এমন সরল ভাবে শিশুগণের সহিত মিশিতে পারে, এমন প্রাণ খুলিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে পারে, পূর্ব্বে আমার সেরূপ ধারণা ছিল না; কিন্তু অকুমার বিশেষত্বই এইরূপ। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, তাহাতেই অখণ্ড ভাবে মনোনিবেশ করিতে

পারিতেন; ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও কার্য্যে কখনও তাঁহার আগ্রহের অভাব বা ঔদাসীন্য দেখি নাই।

আমি যে কয় দিন জাহাজে ছিলাম, সে কয় দিন প্রত্যহই পাও-টঙ্গকে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আমাদের সহিত তাহার পরিচয় আছে, মুহূর্ত্তের জন্যও সে এরূপ ভাব প্রকাশ করিত না। সে ডেকের টিকিট লইয়া ডেকের আরোহীগণের সহিত বাস করিত। ডেকে দশ বার জন আরোহী ছিল।

জাহাজে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই; কয়েক দিন সমুদ্র বাসের পর এক দিন সূর্য্যাস্ত কালে আমরা টিন্‌সিনের বন্দরে উপস্থিত হইলাম। পি-হো নদীর সহিত উই-হো নামক একটি সুবৃহৎ খালের সংযোগ স্থলে এই বন্দর সংস্থাপিত। জাহাজ নঙ্গর করিলে জেটী দিয়া আমরা বন্দরে নামিলাম। দেখিলাম সংহাইয়ের ন্যায় এখানেও ডাক্তার অকুমা অনেকেরই সুপরিচিত। আমরা রিক্‌স ভাড়া করিয়া মিঃ কানায়া নামক অকুমার এক বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম।

কানায়ার বাসগৃহটি তেমন বৃহৎ নহে, তবে দেখিতে অতি সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা রিক্‌স হইতে নামিবামাত্র একটি প্রৌঢ় বয়স্ক দীর্ঘাকৃতি জাপানী ভদ্র লোক বারান্দায় আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন; পরে জানিতে পারিলাম, তিনিই মিঃ কানায়া। তিনি অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার অকুমা যে এমন অসময়ে এখানে আসিলেন? পূর্ব্বে ত আমাকে কোনও সংবাদ দেন নাই!"

অকুমা কুলিদের বিদায় করিয়া বলিলেন, "হাঁ; বিশেষ কোন

কাজের জন্য আমাকে হঠাৎ আসিতে হইল; পূর্ব্বে সংবাদ দিতে পারি নাই। প্রায় দুই বৎসর তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, আশা করি তোমার সমস্ত মঙ্গল।"

কানায়া বলিলেন, "আশা করি আপনিও কুশলে আছেন। আমার প্রতি আপনার কি আদেশ, বলুন।"

অকুমা বলিলেন, "কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার গৃহে আমাদের দুই জনকে আশ্রয় দিতে হইবে। ইনি আমার বন্ধু মিঃ কারফরমা; আমার এই বন্ধুটি হিন্দুস্থানবাসী, কার্য্যোপলক্ষে আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।"

কানায়া আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইল, বড় সুখী হইলাম; হিন্দুস্থানের আরও দুই এক জন ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ আছে।"

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইয়া আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করিতে চলিলাম। অকুমা মুহূর্ত্ত কালও নিষ্কর্ম্মাভাবে থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একখানি রসায়নের পুস্তক বাহির করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে পাও-টঙ্গ সেখানে আসিয়া অকুমার সহিত সাক্ষাৎ করিল; সে বলিল, "আপনি এখানে আসিবেন, তাহা আমাদের মণ্ডলীর লোক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে; আপনার অভ্যর্থনার আয়োজন হইতেছে।"

অকুমা বলিলেন, "উত্তম, আজই কয়েকটা ঘোড়া কিনিয়া লোক

জন ঠিক করিয়া রাখ; আগামী কল্য প্রত্যুষেই বোধ হয় আমাদিগকে পিকিন যাত্রা করিতে হইবে।"

পাও-টঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাড়ীতে আপনি কখন যাইবেন?"

অকুমা বলিলেন, "আজ রাত্রি দশটার পর যাইব। তুমি এখন যাইতে পার।"

পাও-টঙ্গ প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর আমাদের আহারাদি শেষ হইল; আমি বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। অকুমা কানায়ার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এখনই আমাদের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে।"

আমরা উভয়ে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার চীনাম্যান সাজিলাম, এবং একটি গুপ্ত দ্বারপথে নগরে বাহির হইয়া পড়িলাম। সহরটি কানায়ার বাড়ী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত; নানা পথ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি দশটার সময় আমরা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহারা টিন্‌সিন সহর দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এমন ধূলিপূর্ণ কদর্য্য সহর চীন দেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাস্তাগুলির একটিও সোজা নহে, তাহার উপর সকল রাস্তাই অত্যন্ত অপ্রশস্ত; প্রত্যেক রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ দ্বিতল বাড়ী, এবং প্রায় সকল বাড়ীর বহিঃপ্রাচীর নানাবিধ সাইনবোর্ডে ও প্লাকার্ডে আচ্ছন্ন; অধিকাংশ গৃহেরই ছাদ পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, কলিকাতার

বড়বাজার, বা কাশীর গলিগুলির মত সেখানকার অনেক গলি হইতে দিবসে একবারও সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। নৈশ অন্ধকারে সে সকল স্থান অতি ভীষণ ভাব ধারণ করে ; সকল পথেই এমন দুর্গন্ধ যে, বমনের উদ্রেক হয় !

একটি পথের প্রান্ত ভাগে আসিয়া আমরা আমাদের যান হইতে নামিলাম, এবং সেখান হইতে পদব্রজে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই গলি দিয়া আর একটি প্রশস্ততর ও পরিচ্ছন্ন রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। সেই রাস্তার মোড়ে পাও-টঙ্গের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল ; সে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি একতালা বাড়ীর দ্বারে আসিল।

পাও-টঙ্গ দরজায় তিন বার করাঘাত করিবার পর এক জন লোক ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল ; পাও-টঙ্গ মৃদু স্বরে তাহার কানে কানে কি বলিল ; তখন সেই লোকটি অকুমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এক সূর্য্য জগতের অন্ধকার হরে।"

অকুমা কবিতার ছন্দে বলিলেন, "নিশীথে তারকারাজি বিরাজে অম্বরে।"

লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আর একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল ; সে সেই দ্বার ঠেলিবামাত্র, দ্বার খুলিয়া গেল ! মুক্ত দ্বার পথে একটি লোক একটি অদ্ভুতাকৃতি লণ্ঠন হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাদিগকে কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমরা একটি সংকীর্ণ বারান্দা দিয়া চলিতে লাগিলাম ; চলিতে চলিতে একটি

দরজার সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে একখানি পুরু পরদা বিলম্বিত রহিয়াছে। আমরা পরদা সরাইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে আমাদের পথ-প্রদর্শক পরদাখানি পুনর্ব্বার টানিয়া দিল।

আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেই কক্ষটি অতি সুবৃহৎ; তাহার কড়ি বরগা সমস্তই এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, সেরূপ কড়ি বরগা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। গৃহটি সজ্জিত নহে। এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অকুমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কক্ষটির চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে কি বলিতে যাইব, এমন সময় কক্ষদ্বারে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। অল্পক্ষণ পরে সেই কক্ষে একটি বৃদ্ধ চীনাম্যানের আবির্ভাব হইল। লোকটিকে দেখিয়া বোধ হইল তাহার বয়স আশি বৎসরের কম নহে; তাহার ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত এবং দেহের চর্ম্ম লোল, তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি অক্ষি-কোটরে প্রবেশ করিয়াছে; মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তাহার দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। লোকটাকে দেখিয়া সে মানুষ কি ভূত, প্রথমে তাহা ঠাহর করা কঠিন হইল। বৃদ্ধটা একখানি লাঠির উপর ভর দিয়া কুব্জ ভাবে আমাদের সম্মুখে আসিয়া এক বার সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার কোটরগত চক্ষু দু'টী যথাসাধ্য প্রসারিত করিয়া ক্ষণকাল আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই লোকটিই কি গৃহস্বামী? তাহার আকার প্রকার ও জীর্ণ ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ দেখিয়া একবারও ইহা অনুমান করিতে পারিলাম না; এরূপ সুবৃহৎ অট্টালিকার অধিকারীর এরূপ আকার ও পরিচ্ছদ কি সম্ভব?

বৃদ্ধ আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকুমাকেই আমাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিল; সে নত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমরা মহাশয়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; প্রায় সপ্তাহকাল হইতে আপনার তীর্থযাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া আছে।"

অকুমা বলিলেন, "সাঙ্গুতে আমাদের বিলম্ব হইয়াছে; এখন নূতন খবর কি আছে বল।"

বৃদ্ধ বলিল, "পিকিনে সংবাদ পাঠান হইয়াছে; লামা সরাইয়ের মোহান্ত মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহাও জানিতে পারিয়াছি; অন্য কোনও সংবাদ আমার জানা নাই।"

অকুমা বলিলেন, "এখন এখান হইতে যাও; আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কিছুকাল বিশ্রাম করিব। আজ রাত্রিটা এখানেই থাকিয়া কল্য প্রভাতে পিকিনে যাত্রা করিব; দেখিও যেন আজ কেহ আমাকে বিরক্ত করিতে না আসে।"

বৃদ্ধ অকুমার বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। অকুমা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে চলিলেন; সেখানে গিয়া আমাকে মৃদু স্বরে বলিলেন, "তুমি বোধ হয় সকল কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ না, বোধ হয় কিছু ধাঁধায় পড়িয়াছ; তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি, শুন। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই; এখন যদি আমার দুই জন বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা করিতেছি, তাহা সাধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ

হইবে ; অন্যথা আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী ; আমি এখানে আসিয়া কানায়ার নিকট জানিতে পারিয়াছি, আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।”

আমি এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, “আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন ; আপনার কোন্ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে ?”

অকুমা বলিলেন, “টু-সুর কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে ; সে তিব্বতের দুর্গম বেনজুরু মঠের যে মোহান্তের খড়ম হস্তগত করিয়াছিল, সেই মোহান্ত এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারে আসিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। সেই মোহান্তের পদ অদ্যাবধি শূন্য আছে। কিন্তু স্থির হইয়াছে সেই পদে শীঘ্রই আর এক জন মোহান্তকে নিযুক্ত করা হইবে ; এদেশে উচাং নামক স্থানে একটি মঠ আছে, এই মঠের মোহান্ত উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সপ্তাহেই হউক, আর আগামী সপ্তাহেই হউক, উচাংএর মোহান্তের পিকিনে উপস্থিত হইবার কথা আছে। পাও-টঙ্গের ষড়যন্ত্রে এখানকার চেলারা আমাকে উচাংএর মোহান্ত মনে করিয়াছে ; ইহাদের এই ভ্রম যাহাতে কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। হয় ত এ জন্য আমাদিগকে চাতুর্য্য ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে, কিন্তু কোনও কার্য্যেই এখন আর আমাদিগের কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত বা পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আমি যে প্রকৃতই উচাংএর মোহান্ত নহি, এ বিষয়ে ইহাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের সঞ্চার হইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য ! কোন উপায়ে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেও আমাদের বিপদের সীমা

থাকিবে না। যদি কিছুকাল আমরা ইহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারি, তাহা হইলে এ অঞ্চলে যে যে তত্ত্ব সংগ্রহ করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিব। কাজটি বড়ই দুরূহ; কিন্তু এরূপ সুযোগও আর দ্বিতীয়বার উপস্থিত হইবে না। এ সুযোগ ত্যাগ করা কোন মতে সঙ্গত নহে। আজ রাত্রে আমি এখান হইতে নড়িতেছি না, কিন্তু এই রাত্রেই কানায়াকে কোন কোন বিষয় জানাইতে হইবে। আমি একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, তাহা এখনই তুমি তাহার নিকট লইয়া যাও; সেই পত্রের সঙ্গে আমি দুইখানা টেলিগ্রাম্ দিব; তাহাকে বলিবে যেন তাহা প্রত্যুষেই যথাস্থানে পাঠান হয়।"

অকুমা পকেট হইতে একখানি নোট বহি বাহির করিলেন, তাহা খুলিয়া সাদা কাগজে 'ফাউণ্টেন পেন' দিয়া কি লিখিলেন; দুই তিন পৃষ্ঠা লিখিয়া কাগজগুলি আমার হাতে দিলেন, বলিলেন, "ইহা কানায়াকে দিবে; পত্রে যে লোকের কথা লেখা থাকিল, অবিলম্বে তাহার সন্ধান লইয়া যাহাদিগকে টেলিগ্রাম করা হইবে, তাহাদিগের নিকট যেন সে সংবাদ পাঠান হয়। এই পত্রে যে লোককে ধরিবার কথা লেখা থাকিল, সে এখানে আসিবার পূর্ব্বেই যেন তাহাকে ধরিয়া কোন দূর-দেশে কয়েদ করিয়া রাখা হয়; আমার নির্ব্বিঘ্নে সাংহাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে যেন সে মুক্তি লাভ করিতে না পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কানায়া কাহাদের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইবেন?"

অকুমা বলিলেন, "তাহারা আমার বিশ্বস্ত জাপানী অনুচর; এক-

জনের নাম জোরো, অন্যের নাম সাগুচি। তারে তাহাদিগকে যে কথা জানাইতে হইবে, তাহাও লিখিয়া দিতেছি।”

অকুমা আর একখানি কাগজে লিখিলেন, “যে জাহাজ পাইবে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাহাতেই টিন্‌সিনে আসিবে ; সেখানে আনায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় তার করিতে হইবে ?”

অকুমা বলিলেন, “হংকং।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

বিপন্না যুবতী

আমরা এই নূতন বাড়ীতে আসিবার সময় যে ব্যক্তি আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আমাকে বাহিরে লইয়া চলিল। এই বাড়ীতে আসিবার সময় আমরা আকাশের মেঘের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই ; কিন্তু এবার পথে আসিয়া দেখিলাম, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে! বৃষ্টির আশঙ্কায় আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখিলাম তত রাত্রেও পথে লোকের অভাব নাই ; আমার গন্তব্য পথের দুই একটি মোড়ে আট দশ জন নিম্নশ্রেণীর চীনাম্যান সমবেত হইয়া মৃদু স্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল ; তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা কাহারও সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে। কিন্তু তাহাদের পরামর্শে কর্ণপাত করিবার আমার অবসর ছিল না, আমি যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত কানায়ার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

কানায়ার গৃহকক্ষ হইতে বাতায়ন-পথে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল ; খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও টেবিলের নিকট বসিয়া একটা বাতির সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অত্যন্ত মনো-

যোগের সহিত কি লিখিতেছেন। দরজা বন্ধ ছিল, আমি দরজায় মৃদু করাঘাত করিবামাত্র, কানায়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে কি আবশ্যক ?"

বুঝিলাম, কানায়া ছদ্মবেশে আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি মৃদু স্বরে বলিলাম, "আঁপনার সঙ্গে আমার দুই একটা গোপনীয় কথা আছে।"

কানায়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কে তুমি ? এখন তোমার কথা শুনিবার অবসর নাই ; কাল সকালে আসিও।"

আমি বলিলাম, "সকালে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে ; আপনার পিতৃ পুরুষগণের দোহাই, এখনই আমার কথাটা শুনুন।"

কানায়া আমাকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। চীনা-ম্যানেরা কোন সহজ কথা বলিতে হইলেও গুজরাটীদের মত সুদীর্ঘ ভূমিকা না করিয়া বলিতে পারে না ; সুতরাং আমিও সেই পন্থার অনুসরণ করিলাম। আমার দীর্ঘ ভূমিকায় কানায়া ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটু মজা করিবার জন্য বলিলাম, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে কোন কোন লোক আপনার বাড়ীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে, ইহা আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?"

কানায়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "কে আমার বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে ? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আপনার বাড়ীর উপর তিন জনের দৃষ্টি

আছে? আজ অপরাহ্নে দুই জন বিদেশী ভদ্র লোক আপনার অতিথি হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কারণ হইতে পারে।"

কানায়া বলিলেন, "কোন্ ভদ্র লোকের কথা বলিতেছ?"

আমি বলিলাম, "একজন শয়তানের অবতার,—আপনারা তাহাকে ডাক্তার অকুমা বলিয়া ডাকেন; আর একজন তাহার সঙ্গী, একটা হিন্দু সয়তান। তাহারা দুই জনে একত্র মিলিয়া জলে আগুন লাগাইতে পারে!"

আমার কথা শুনিয়া কানায়া যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ ধাঁধায় ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করিলাম না; আমার স্বাভাবিক স্বরে জাপানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিঃ কানায়া, আপনি কি আমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারেন নাই?"

কানায়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে! মিঃ কারফরমা নাকি?"

আমি বলিলাম, "এবার আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন; বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। ডাক্তার অকুমা আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছেন, পত্রখানি পাঠ করিয়া অবিলম্বে আপনাকে তদনুসারে কাজ করিতে হইবে।"

আমি কানায়াকে পত্রখানি প্রদান করিলাম।

কানায়া পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন, তারপর একটি আলমারির মধ্যে তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া

বসিলেন। এই পত্রখানি পাঠের পর তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন বলিয়া বোধ হইল, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত ও মুখ বিমর্ষ হইল।

অনেক ক্ষণ চিন্তার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, আপনি ডাক্তার অকুমার বন্ধু; এই পত্রে তিনি কি লিখিয়াছেন তাহা আপনি জানেন কি?"

আমি বলিলাম,"এক জন ধার্ম্মিক লোক কোনও বিশেষ অভিপ্রায়ে দূরদেশ হইতে পিকিনে আসিতেছে; তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, ডাক্তার অকুমার পত্রে সেই সম্বন্ধে উপদেশ আছে।"

কানায়া বলিলেন, "হাঁ, ডাক্তার অকুমার পত্রের মর্ম্ম ইহাই বটে।"

আমি বলিলাম, "এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, আপনি বোধ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন।"

কানায়া বলিলেন, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন; অকুমা যে ব্যক্তিকে গুম করিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সে ব্যক্তি কিরূপ ক্ষমতাশালী ও সম্মান ভাজন, তাহা কি তাঁহার জানা আছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহা তিনি জানেন।"

কানায়া বলিলেন, "এ ব্যক্তি এক জন বৌদ্ধ মোহান্ত, তাহার দেহ অতি পবিত্র, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র উৎপীড়ন হইলে এ দেশের গবর্ণমেণ্ট ও ধর্ম্মযাজকগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন; তদ্ভিন্ন আমাদের এই ষড়যন্ত্র যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ জনসাধারণের দৌরাত্ম্যে আমরা আর এক দিনও এ দেশে তিষ্ঠিতে পারিব না, সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া দেশে পলাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা বোধ হয় এ সম্বন্ধে আপনাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়াছেন।"

কানায়া বলিলেন, "যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা সকলই তিনি লিখিয়াছেন; আমি বরং এ দেশের গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিতে ও জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতেও সম্মত আছি, কিন্তু কোন রূপে অকুমার অসন্তোষভাজন হইতে পারিব না; তবে এ কথা সত্য যে, আপনারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়; আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে এমন কঠিন কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই। ডাক্তার অকুমা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুপ্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য আগ্রহবান হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ে অন্ততঃ দুই কোটী লোক আছে; এ দেশে এমন কোন নগর, এমন কোনও গ্রাম নাই, যেখানে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক দেখা যায় না; কেবল এ দেশে নহে, জাপান, হিন্দুস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বহু দূরদেশেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক অনেক আছে। ইহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠে। ডাক্তার অকুমা ইহাদেরই একজন প্রধান মোহান্তকে কৌশলক্রমে বহু দূরে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক মঠে তাহার স্থান অধিকার করিতে চান! এ কথা কোনরূপে প্রকাশ হইলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন; কাজটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা সত্য, কিন্তু ডাক্তার অকুমার পক্ষে কোনও কার্য্য অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।"

কানায়া বলিলেন, "ডাক্তার অকুমা যে অসাধারণ ব্যক্তি সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই, এই জন্যই আমি তাঁহার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট কি উত্তর লইয়া যাইব ?"

কানায়া বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে বলিবেন, তাঁহার আদেশ যথা-সত্বর প্রতিপালিত হইবে ; আমি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি।"

কানায়া একখানি পত্র লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি প্রস্থানোদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "টেলিগ্রাম দু'খানি সম্বন্ধে কি করিবেন ?"

কানায়া বলিলেন, "প্রত্যুষে টেলিগ্রাম আফিস খুলিবামাত্র আমি তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "আমরা অতি প্রত্যুষেই পিকিনে যাত্রা করিব, নমস্কার !"

কানায়া বলিলেন ; "নমস্কার, আপনারা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবার আশায় যাইতেছেন না।"

আমি বলিলাম, "সে আশা অতি অল্প তাহা আমি জানি, কিন্তু ডাক্তার অকুমার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।"

কানায়ার নিকট বিদায় লইয়া পথে আসিয়া দেখিলাম, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে ; পথিপ্রান্তস্থ একটি অট্টালিকার ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল। তত রাত্রেও দেখিলাম, কতকগুলি চীনাম্যান একটি

পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া মিম্ন স্বরে কি পরামর্শ করিতেছে; হঠাৎ কিছু দূরে একটা বাড়ীতে অত্যন্ত সোরগোল শুনিতে পাইলাম। আমি দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সেই বাড়ীটির সম্মুখে বহুসংখ্যক--কুলি-জাতীয় চীনাম্যান দাঁড়াইয়া গণ্ডগোল করিতেছে; এবং তাহাদের দলের আর কতকগুলি লোক সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দরজা জানালা ভাঙ্গিতেছে! সহসা বাড়ীর পশ্চাতের গলি হইতে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি দ্রুতবেগে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পথপ্রান্তস্থ মৃদু আলোকে দেখিতে পাইলাম, কয়েক জন লোক জড়াজড়ি করিতেছে; আরও নিকট গিয়া দেখিলাম, তাহাদের এক জন জাপানী পুরুষ ও একটি জাপানী মহিলা! জাপানী পুরুষটি একজন চীনাম্যানের লাঠির আঘাতে মাটীতে পড়িয়া গেল, আর একজন গুণ্ডা চীনাম্যান একখান ছোরা লইয়া জাপানী মহিলাটিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল! আমি সেই নরপিশাচকে নিবৃত্ত করিবার পূর্ব্বেই সে তাহার ছুরিকা-খানি সেই যুবতীর স্কন্ধে বিদ্ধ করিল; যুবতী আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল! এই সকল কথা লিখিতে আমার যত সময় লাগিল, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল কাণ্ড ঘটিল। আমি এক লম্ফে রমণীর নির্য্যাতনকারী সেই দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যানটাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মুখে সজোরে এক ঘুঁসি মারিলাম; ঘুঁসি খাইয়া সে কুষ্মাণ্ডের মত গড়াইতে গড়াইতে দুই তিন হাত দূরে গিয়া পড়িল; তাহার পর সে উঠিয়া আমাকে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

অনন্তর আমি সেই ধরালুণ্ঠিতা সংজ্ঞাহীনা জাপানী যুবতীর পাশে বসিয়া তাহার স্কন্ধের ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, তাহার স্কন্ধের বস্ত্র শোণিত-রঞ্জিত হইয়াছে; তাহার চক্ষু দুটি মুদ্রিত, মুখখানি অত্যন্ত মলিন, দেহ স্পন্দনরহিত! আমি সেখান হইতে উঠিয়া প্রাচীন জাপানী ভদ্রলোকটির দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার দেহে প্রাণ নাই! হঠাৎ এরূপ দুর্ঘটনার কারণ কি, দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যানেরা কেন তাঁহাকে হত্যা করিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন আর বৃদ্ধের শুশ্রূষা করিয়া কোনও ফল নাই দেখিয়া আমি সেই সংজ্ঞাহীনা যুবতীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম; দেখিলাম, তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। অল্প ক্ষণ শুশ্রূষার পর যুবতী চক্ষু খুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, মৃদু স্বরে স্বদেশীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায়?"

আমি বলিলাম, "চীনাম্যানের হস্তে আপনি আহত হইয়াছেন।"

যুবতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পিতার সংবাদ কি?"

বুঝিলাম এই হত বৃদ্ধ জাপানী ভদ্রলোকটি যুবতীর পিতা; আমি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "বোধ হয় দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।"

আমার কথা শুনিয়া যুবতী অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইল। আমি কি করিব, প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধের মৃতদেহটি পথের মধ্যস্থলে পড়িয়াছিল, আমি তাহা তুলিয়া পথের এক পাশে অন্ধকারে রাখিয়া দিলাম; তাহার পর সেই সংজ্ঞাহীনা যুবতীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া অকুমা যে বাড়ীতে ছিলেন,

দ্রুতবেগে সেই বাড়ীর দিকে চলিলাম। তখনও উন্মত্ত প্রায় দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যানগুলার হুঙ্কার ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল; বুঝিলাম তাহাদের হাতে পড়িলে আমাদের উভয়েরই প্রাণ যাইবে; সুতরাং আমি সোজা পথে না গিয়া অনেক গলি ঘুরিয়া আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম।

এক জন ভৃত্য ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল, এবং আমার ক্রোড়ে সেই সংজ্ঞাহীনা মৃতপ্রায় যুবতীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহাকে লইয়া আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "সে কথা তোমার জানিবার দরকার নাই; আমার মনিব ইহাকে আনিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, ভয়ে ইহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তুমি সরিয়া যাও, গোলমাল করিলে বিপদে পড়িবে।"

ভৃত্য আর আপত্তি না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; আমিও দ্বার অতিক্রম করিয়া অকুমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

অকুমা বলিলেন, "তোমার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? তোমার ক্রোড়ে ও কে?"

আমি বলিলাম, "আপনার স্বদেশবাসিনী একটি বিপন্না যুবতী; দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যানেরা ইহাকে আক্রমণ করিয়া আহত করায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ইহার পিতাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছে! আমি ঠিক সময়ে ইহার সাহায্যে উপস্থিত হইতে না পারিলে, তাহারা ইহাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিত।"

অকুমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাকে এখানে আনিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "নূতন স্থানে আসিয়াছি, এখানে না আনিয়া

আর কোথায় লইয়া যাইব? ইহার পিতা হত হইয়াছে; দস্যুদল বোধ হয় এতক্ষণ ইহাদের বাসগৃহটি পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে! এ অবস্থায় এই অপরিচিত স্থানে ইহাকে আর কোথায় রাখিয়া আসিব? নিরাশ্রয় বিপন্নকে রক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য; এ জন্য আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন?"

অকুমা বলিলেন, "না; উহাকে নামাইয়া রাখ, আমি দেখিতেছি।"

অকুমার ন্যায় কঠোরপ্রকৃতি শুষ্কহৃদয় মনুষ্যের যে দয়া মায়া আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু দেখিলাম, অকুমা তৎক্ষণাৎ সযত্নে যুবতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন, জল দিয়া তাহার ক্ষত স্থান ধুইয়া দিলেন, এবং একখণ্ড বস্ত্রে এক রকম আরোক ঢালিয়া তদ্দারা ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার ঔষধের বাক্স হইতে আর একটি ঔষধ লইয়া আসিলেন। এই বাক্সটি তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন, তাহা ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "উহার মাথাটা একটু তুলিয়া ধর।" আমি তদ্রূপ করিলে তিনি সেই শিশি হইতে কয়েক বিন্দু ঔষধ যুবতীর মুখ খুলিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন, এবং যাহাতে ঔষধটুকু কস বহিয়া পড়িয়া না যায়, এ জন্য তাহার মুখ ধরিয়া রাখিলেন। ঔষধ গলাধঃকরণ হইবার অল্পক্ষণ পরেই যুবতীর জ্ঞান-সঞ্চার হইল; দুই জন চীনাম্যানকে তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ডাক্তার অকুমা জাপানী ভাষায় বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে নিরাপদ স্থানেই আনা হইয়াছে; যেমন করিয়া পারি তোমাকে রক্ষা করিব।"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার বাবা কোথায়? তাঁহার কি হইল?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে কিরূপে বাঁচাইব, তাহাই ভাবিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি; আসিবার পূর্ব্বে আপনার পিতার মৃতদেহটি পথ হইতে সরাইয়া একটু দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, অন্ধকারে হঠাৎ কেহ তাহা দেখিতে পাইবে না।"

যুবতী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, সরোদনে বলিল, "আমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে যাইব; তিনি ভিন্ন যে আমার আর কেহই নাই!"

যুবতীকে গমনোদ্যতা দেখিয়া অকুমা তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না, তোমার পিতার মৃত-দেহ পথে পড়িয়া যাহাতে নষ্ট না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

যুবতী বলিল, "আমি আপনাদের এখানে থাকিব না।"

অকুমা বলিলেন, "তুমি সকল কথা জান না বলিয়াই বাড়ী যাইতে চাহিতেছ; তোমাদের বাড়ী ঘর কি আর আছে? দস্যুদল এতক্ষণ তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে। সেখানে ফিরিয়া গিয়া কোথায় আশ্রয় পাইবে?"

যুবতী 'হায় কি হইল! হায় কি হইল!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অকুমা তাহাকে আর কোনও কথা না বলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তিনি সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া যুবতীকে বলিলেন, "তোমার পিতার মৃতদেহ যাহাতে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সে জন্য আমি লোক পাঠাইয়াছি; আজ রাত্রেই

জাপানী রাজদূতের চেষ্টায় হত্যাকারীর সন্ধানে লোক নিযুক্ত হইবে ; যাহা হউক, কিরূপে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহা এখন বল।"

যুবতী বলিল, "আমার পিতা মিঃ মশাকাটা এই সহরের একটি কারখানার অধিকারী। তাঁহার কারখানায় অনেক কুলি মজুর কাজ করে। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার অভাব না থাকিলেও, তিনি কিছু কোপন প্রকৃতির লোক ; কারখানার কুলি মজুরেরা কাজে গাফিলি করিলে তিনি তাহাদিগকে সহজে ছাড়িতেন না, তিরস্কার করিতেন, কখনও কখনও তাহাদের অর্থদণ্ডও করিতেন। এই জন্য কুলিরা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, দল বাঁধিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল ; পিতা এ সকল কথা শুনিয়াও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। আমার মাতা জীবিত নাই ; আমি ও আমার পিতা ভিন্ন আমাদের বাড়ীতে আমাদের কোনও আত্মীয় বা দেশের কোনও লোক ছিল না। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি আমার পিতার সহিত একটি নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়াছিলাম ; রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া, গলির মোড়ে গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা দু'জনে পদব্রজে বাড়ী যাইতেছিলাম ; বাড়ীর অদূরে হঠাৎ আমরা কতকগুলি চীনাম্যান কর্তৃক আক্রান্ত হইলাম ; ইহাদের দলে আমার পিতার কারখানার কুলি মজুর বোধ হয় অনেক ছিল ; তাহাদের দলের আর কতকগুলি লোক আমাদের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যাহারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন লোক লাঠি দিয়া আমার পিতার মস্তকে সজোরে আঘাত করিল, সেই লাঠি লাঠি কি লোহার গরাদে ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু সেই আঘাতেই

পিতা ধরাশায়ী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চীনাম্যান আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার স্কন্ধে ছুরিকাঘাত করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।”

যুবতী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত না হইলে আমাকেও তাহারা খুন করিত; আপনার অনুগ্রহেই এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি, আপনার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।”

আমি বলিলাম, “উৎপীড়িত বিপন্নের প্রতি মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহার অধিক কিছুই করিতে পারি নাই; যদি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আপনার পিতার প্রাণরক্ষা হইত; কিন্তু জীবন মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, বোধ হয় এই পর্য্যন্তই তাঁহার পরমায়ু।”

যুবতী হতাশ ভাবে বলিল, “আমি এখন কোথায় যাইব? কি করিব? এ বিদেশে যে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই!”

অকুমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে কি তোমার এক জনও আত্মীয় নাই?”

যুবতী বলিল, “না; কেবল পিকিনে আমার এক দিদি আছেন; সেখানে আমার ভগিনীপতি রেসমের কারবার করেন। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি আশ্রয় পাই।”

অকুমা বলিলেন, “আমি স্বয়ং তোমাকে পিকিনে লইয়া যাইতে পারিব না; তবে যদি তুমি সেখানে যাইতে চাও, তাহা হইলে কোন

বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে তোমাকে সেখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এ বাড়ীতে তোমার থাকা হইবে না; এ বাড়ী আমাদের নহে, আমরা এখানে নূতন আসিয়াছি। এই জন্য অগত্যা তোমাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে হইতেছে; কিন্তু তোমার কোনও ভয় নাই, যাহাতে তোমার কোনও অসুবিধা না হয়, আমি তাহার উপায় করিব।”

অকুমা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ পরে আমি ভাল করিয়া যুবতীর মুখখানি দেখিবার সুযোগ পাইলাম। তাহার বয়স ১৯।২০ বৎসরের অধিক নহে; মুখখানি অতি সুন্দর। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক জাপানী যুবতী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দরী আর একটিও দেখি নাই। তাহার মুখ যেমন সুন্দর, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সেইরূপ অনুপম। তাহার বর্ণ প্রস্ফুটিত চম্পকদামতুল্য; তাহার আয়ত চক্ষু দু'টিতে হৃদয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা প্রতিফলিত হইলেও দেখিলাম, তাহা কোমল, ভাবময় ও উজ্জ্বল; উজ্জ্বলে মধুরে এমন মিলন আমি জীবনে আর কোথাও—আর কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। আমার হৃদয় বড় নীরস, নারীজাতির প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না; অতি শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছি, তাই বোধ হয় মনে নারীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রবল হইয়াছিল; এই জন্যই আমি তাঁহাদের সংস্রব চিরদিন সযত্নে পরিহার করিয়াছি। কিন্তু কেন বলিতে পারি না, আজ এই জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নকালে, স্বদেশ হইতে বহু দূরে—প্রবাসে এই বিপন্না ব্যথিত-হৃদয়া বেপমানা লাবণ্যময়ী বিদেশিনীর মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল নারীজাতি অসার নহেন, তাঁহাদের সংস্রব

সর্ব্বথা পরিত্যজ্য নহে ;—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি এই যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম !

যুবতী আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমাকে আজ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; আমি কিরূপে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ?"

আমি বলিলাম, "আপনি শোক দুঃখে অভিভূত হইয়াছেন ; এই নিদারুণ শোক আপনি ধীর ভাবে সহ্য করিতে পারিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি মনে করিব। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

যুবতী বলিল, "তাহাতে আর আপত্তি কি ? আমার নাম হেনা-সান্, সকলে আমাকে হেনা বলিয়া ডাকে। আপনার নাম ? আপনি কি চীনাম্যান ?"

আমি বলিলাম, "আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া বিচার করিলে, আমাকে চীনাম্যান ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন ? কিন্তু আমি চীনা-ম্যান নহি ; আমার নাম কারফরমা, নলিনী কারফরমা।"

যুবতী বলিল, "আপনার নাম শুনিয়া আপনি কোন্ দেশের লোক বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আমি হিন্দুস্থানের লোক, বাঙ্গালী ; আপনি কি কখনও বাঙ্গলা দেশের কথা শুনেন নাই ? আপনাদের দেশে নানা-প্রকার শিল্পবিদ্যা শিখিবার জন্য আমাদের বাঙ্গলা দেশের অনেক যুবক টোকিয়ো, কোবি, নাগাসাকি, ইয়াকোহামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বাস করিতেছেন।"

যুবতী বলিল, "হাঁ, আমি স্বদেশে থাকিতে দুই'চারি জন বাঙ্গালীকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের পরিচ্ছদ ত চীনাম্যানের মত নহে! আপনি যদি বাঙ্গালী, তাহা হইলে আপনার এরূপ পরিচ্ছদ কেন? কোনও বাঙ্গালীর মস্তকে কথনও এরূপ সুদীর্ঘ বেণী দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি কেন চীনাম্যানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না; তবে এই মাত্র স্মরণ রাথিবেন, আপনার সহিত আমার এই আলাপ সম্ভবতঃ আমার জীবনে রমণীর সহিত শেষ আলাপ!"

যুবতী বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না!"

আমি বলিলাম, "আমার কথার মর্ম্ম আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে এমন স্থানে যাইতে হইবে—যেখান হইতে ইহজীবনে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমার মানসিক অবস্থা এখন যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে এ অবস্থায় পড়িলে সকলেই বোধ হয় কাহারও-না-কাহারও নিকট মনের ভার লাঘব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাই প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে দুই একটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আপনার সঙ্গে আমার কয়েক ঘণ্টার মাত্র আলাপ, কিন্তু মনে হইতেছে যেন কত কাল হইতে আপনাকে চিনি! আপনি বলিয়াছেন, আমার নিকট আপনি কৃতজ্ঞ, আপনি আমার একটু উপকার করিবেন?"

যুবতী ক্ষীণ স্বরে বলিল,"আমি আপনার কি উপকার করিব বলুন ; আমি যে নিরাশ্রয়া বিপন্না নারী মাত্র !"

আমি আমার অঙ্গুলি হইতে একটি কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণাঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়া বলিলাম, "আমার মাতা মৃত্যুকালে এই অঙ্গুরীটি আমাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন ; ইহা আমার মাতৃস্নেহের সুপবিত্র চিহ্ন। আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে ইহা সঙ্গে লইয়া যাইবার আমার ইচ্ছা নাই ; সুতরাং আপনি যদি দয়া করিয়া ইহা আপনার নিকটে রাখেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হই। যদি আমি সেই দুর্গম প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে না পারি, যদি পথিমধ্যে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহা আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনার অঙ্গুলিতে ধারণ করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ। ইহাতে আমি অন্ততঃ এ সান্ত্বনাও লাভ করিব যে, পৃথিবীতে আমার আর কেহ না থাকিলেও একটি বিদেশিনী বন্ধু আছেন, তিনি জীবনে কখন-না-কখনও আমার কথা মনে করিবেন।"

আমি হেনার হাতখানি ধরিয়া অঙ্গুরীয়টি তাহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলাম। যুবতী নত মুখে মৃদু স্বরে বলিল,"আমি আনন্দের সহিত আপনার অনুরোধ পালন করিব ; কিন্তু আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি যে কার্য্যে যাইতেছেন, তাহাতে কি বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক ?"

আমি বলিলাম, "তাহা অপেক্ষা অধিক বিপদের সম্ভাবনা আর কোনও কাজে আছে কি না, ইহা আমি ধারণা করিতে পারি না ; কিন্তু হেনাসান, আমার বিশ্বাস আমি সুস্থ দেহে এ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া

আপনার নিকট হইতে আমার স্নেহময়ী জননীর এই স্মৃতিচিহ্নটি পুনঃগ্রহণ করিতে পারিব।"

আমার কথা শেষ হইলে অকুমা সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি হেনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি এখন তোমাকে আমার একটি বিশ্বাসী বন্ধুর গৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম ; যে কয়দিন তোমাকে টিন্‌সিনে থাকিতে হইবে, সেইখানেই থাকিবে ; সেখানে তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইবে না। আমার সেই বন্ধুটি যত শীঘ্র পারেন তোমাকে পিকিনে তোমার ভগিনীর নিকট পাঠাইবেন ; তোমার জন্য দরজায় গাড়ী আসিয়াছে, তুমি এখনই আমার বন্ধুর গৃহে যাত্রা কর।"—তাহার পর অকুমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কারফরমা, তুমি ইহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া এস।"

হেনা অকুমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ; আপনার এই অনুগ্রহ ভিন্ন আমার দশায় কি হইত বলিতে পারি না।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার জন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা অতি যৎসামান্য ; ইহাকে যদি তুমি উপকার মনে কর, তাহা হইলে তোমাকে একটি কথা রাখিতে অনুরোধ করিব।"

হেনা বলিল, "কি কথা, বলুন।"

অকুমা বলিলেন, "আমাদের সহিত যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, কিন্তু এই কথার উপর আমাদের শুভাশুভ, এমন কি, আমাদের জীবন-মরণ পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে!"

হেনা বলিল, "এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইবে না।"

হেনা অকুমার নিকট বিদায় লইয়া আমার সঙ্গে চলিল ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজপথে আসিয়া দেখিলাম, একখানি গাড়ী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি হেনাকে বলিলাম,"হেনাসান, তবে বিদায় ; যদি জীবনে এ দেশে ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে আপনি যেখানে থাকুন, আবার নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে।"

হেনা বলিল, "বিদায়, পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।" পরে সে আমার পাশে আসিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "আমারও একটি অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন আপনার নিকট রাখিতেছি।"—সে আমাকে একটি ক্ষুদ্র কৌটা দিয়া গাড়ীতে উঠিল। আমি কৌটাটি পকেটে ফেলিয়া অকুমার নিকট ফিরিয়া আসিলাম, কৌটায় কি আছে তাহা খুলিয়া দেখিলাম না।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ঘোড়া আসিবে, এখন একটু বিশ্রাম করিয়া লও। এখানে আসিয়া যে বৃদ্ধের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে ; তাহার নিকট হইতে আরও কিছু কিছু পথের সন্ধান জানিয়া লওয়া আবশ্যক ; যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এ কক্ষ হইতে আর কোথাও যাইও না। এখন হইতে স্মরণ রাখিও, আমি এক জন মোহান্ত ; আমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবে। আমি তোমার সহিত আর বন্ধুবৎ ব্যবহার করিব না, আমার অনুচরের ন্যায় ব্যবহার করিব, ইহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে কোন

কারণে কোনও বিষয়ে আমাদের যৎসামান্য ভ্রম হইলেই আমাদের জীবন বিপন্ন হইবে।"

আমি বলিলাম, "এ কথা স্মরণ থাকিবে।"

অকুমা প্রস্থান করিলে আমি পকেট হইতে হেনা-প্রদত্ত সেই কৌটাটী বাহির করিলাম; তাহাতে কি আছে জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। কৌটাটী খুলিয়া দেখিলাম তাহার ভিতর একটী কারুকার্য্য-খচিত সুবর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র লকেট রহিয়াছে! ভাবিলাম, লকেটটির মধ্যে নিশ্চয়ই হেনার ফটো আছে; কিন্তু খুলিয়া দেখিলাম, লকেটটি শূন্যগর্ভ, তাহাতে একটি সরু কাল ফিতা বাঁধা ছিল; ফিতাটীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল হেনা সর্ব্বদাই তাহা গলায় ব্যবহার করিত। অন্য স্থানে রাখিলে লকেটটী হারাইতে পারে ভাবিয়া আমি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিলাম। তাহার পর শয়ন করিয়া অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলাম।

রাত্রিশেষে অকুমা আমাকে জাগাইলেন; বলিলেন, "প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, ঘোড়া আসিয়াছে, এখনই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে।"

আমরা সেখান হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ আমাদের জন্য কিছু ভাত ও তরকারী লইয়া আসিল; সেই সঙ্গে কয়েকখানি ছোট ছোট অপরিষ্কার রুটীও ছিল, কিন্তু শেষ রাত্রে আহারে তেমন রুচি ছিল না। কোন রূপে আহার শেষ করিয়া, কুলিদের ঘাড়ে জিনিস-পত্র গুলি তুলিয়া দিলাম। অকুমা সেই বৃদ্ধকে একটু দূরে লইয়া গিয়া নিম্ন স্বরে তাহাকে কি বলিলেন; বৃদ্ধ নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া

সেইরূপ নিম্ন স্বরে তাঁহার কথায় উত্তর দিল। পথে আসিয়া দেখিলাম পাও-টঙ্গ পাঁচটি ঘোড়া লইয়া আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে; কুলিরা দুইটী ঘোড়ায় আমাদের জিনিস পত্র তুলিয়া দিল, একটীতে অকুমা উঠিলেন, অপর দুইটিতে পাও-টঙ্গ ও আমি সোয়ার হইলাম। আমি অকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম।

নূতন রঙ্গমঞ্চে আমাদের নূতন অভিনয়ের সূত্রপাত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিকিন

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা টিন্‌সিন সহর পশ্চাতে ফেলিয়া পিকিনের পথে অগ্রসর হইলাম। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছিলাম, আবার কোথায় যাইতেছি,—এই সকল কথা ভাবিয়া আমার মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। আমাদের ন্যায় ছদ্মবেশে এত দূর দেশে, এরূপ বিষম বিপজ্জনক কার্য্যে কয় জন অগ্রসর হইয়াছে? আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিবে?

প্রথম কয়েক মাইল পথ ধূলি ও কঙ্করে সমাচ্ছন্ন; পথিমধ্যে স্থানে স্থানে উটের বিষ্ঠা স্তূপীকৃত পড়িয়া আছে দেখিলাম! আমরা নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম; অগ্রে অকুমা, তাহার পর আমি, আমার পশ্চাতে পাও-টঙ্গ; ঘোড়ার সহিসেরা লটবহর লইয়া সর্ব্ব পশ্চাতে চলিতে লাগিল। অকুমা কি ভাবিতেছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার মনে হেনার কথা পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে লাগিল; তাহারই চিন্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল, অন্য কোন কথা সেখানে স্থান পাইল না; ভাবিলাম, জীবনে যে পুনর্ব্বার হেনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প; অকুমার চাকরী গ্রহণ করিয়া এই প্রথম আমার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, অকুমার সঙ্গে

টিন্‌সিনে না আসিলে হেনার সহিত আমার পরিচয় হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু অকুমার এই চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রণয়ের স্বপ্নে বিভোর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র !

প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর অকুমা তাঁহার নিকটস্থ হইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "এতক্ষণ বোধ হয় সাওচি ও জোরো আমার টেলিগ্রাম পাইয়াছে ; টেলিগ্রাম পাইয়া তাহারা নিশ্চয়ই নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবে না, প্রাণপণে আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে। আমার বিশ্বাস, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি তাহারা উচাংএর মোহান্তজিকে বন্দী করিতে পারিবে ; তাহারা কৃতকার্য্য হইল কি না, সে সংবাদ আসিতে আরও তিন দিন সময় লাগিবে ; সুতরাং পিকিনে আমাদিগকে অন্ততঃ দশ দিন অপেক্ষা করিয়া লামা-সরাইয়ে যাইতে হইবে। পিকিনে আমরা কোথায় বাস করিব, পূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি ; আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারে ; তুমি তাহাদিগকে জানাইবে, আমি সপ্তাহকাল ধ্যানস্থ থাকিব। তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। সাওচির নিকট হইতে সংবাদ পাইলেই, আমরা তিব্বতে যাত্রা করিব।"

আমি বলিলাম, "উচাংএর মোহান্ত সাধারণ ব্যক্তি নহেন ; তিনি সর্ব্বজন পরিচিত অতি সম্ভ্রান্ত লোক, এমন ব্যক্তিকে চুপে চুপে বন্দী করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে দূর দেশে পাঠান কি সম্ভব হইবে ?"

অকুমা বলিলেন, "সম্ভব হউক আর অসম্ভব হউক, ইহা করিতেই হইবে। সাগুচি ও জোরো উভয়ে মিলিয়া যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা গুরুতর শাস্তি পাইবে; এ জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার অনুচরেরা সকলেই বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ; আমি তাহাদের সকলকেই বিশেষরূপ পরীক্ষার পর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। আমি তাহাদিগকে যে সকল কাজ করিতে বলিব, তাহা যতই কঠিন ও বিপজ্জনক হউক, তাহারা বিনা প্রতিবাদে করিবে।"

তাহার পর তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে তোমার শরীর ভাল নাই।"

আমি বলিলাম, "আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, অন্য কোন অসুখ বুঝিতে পারিতেছি না।"

অকুমা বলিলেন, "কিন্তু এখন কাতর হইলে চলিবে না, পথে বিশ্রাম করিবার কোন উপায় নাই; এখনও চল্লিশ মাইল পথ চলিলে তবে আমরা চটি পাইব; মধ্যে আর কোথাও চটি নাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে সেই চটিতে উপস্থিত হইতে হইবে, নতুবা কষ্ট ও অসুবিধার সীমা থাকিবে না।"

চীনদেশ সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন, এ দেশের ঘোড়াগুলি দেখিতে যতই কদাকার ও অকর্ম্মণ্য বোধ হউক, পরিশ্রমে ও সহিষ্ণুতায় অন্য কোনও দেশের ঘোড়া বোধ হয় তাহাদের সমকক্ষ নহে। আমাদের সঙ্গে যে পাঁচটি ঘোড়া ছিল, সাজ সমেত ধরিলে, তাহাদের মূল্য এক শত ইয়েনের অধিক নহে; কিন্তু সহিষ্ণুতা

ও শ্রমশক্তিতে হাজার টাকা মূল্যের 'ওয়েলার'ও তাহাদের নিকট হারিয়া যায় !

আমরা যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া সন্ধ্যার পর পূর্ব্বকথিত চটিতে উপস্থিত হইলাম ; আমরা যত দূর আসিয়াছি, তথা হইতে পিকিন আর তত দূর হইবে। চটিটি দেখিয়া আমার মনে বড় অশ্রদ্ধা হইল, চটিতে ভাল ঘর একখানিও নাই ; কয়েকখানি অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটির ও দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ কয়েকটি আস্তাবল মাত্র এই চটির সর্ব্বস্ব।

চটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের সঙ্গে পাঁচটী ঘোড়া ও আমাদের জমকাল পরিচ্ছদ দেখিয়া চটির অধিকারী বুঝিতে পারিল, আমরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক ! সে আমাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ক্রটি করিল না। একটী গৃহ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, তাহাতে দুইটী কক্ষ ; আমরা দুই জনে সেই কক্ষ দুইটী অধিকার করিলাম, এবং তাহাতে আমাদের শয্যা বিছাইয়া লইলাম ; অনন্তর খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল।

এখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় না। অগত্যা কোনরূপে ক্ষুন্নিবারণ করিতে হইল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে মাত্র ; চটিতে দুই জন বড় লোক আসিয়াছে শুনিয়া জীর্ণ বস্ত্র-পরিহিত অতি কদাকার ভিক্ষুকের দল আমাদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিল। আমি প্রথমে দুই চারি জনকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিলাম, কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম, যে পরিমাণ ভিক্ষুকের আমদানী হইয়াছে, তাহাতে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায়

দেওয়া অসম্ভব। ভিক্ষুকগণের কলরব উত্তরোত্তর বাড়িতেছে দেখিয়া আমি অগত্যা আমার কক্ষে আশ্রয় লইলাম; কিন্তু কতকগুলি ভিক্ষুক এমন নাছোড়বান্দা যে, ভিক্ষার তাগাদায় আমাদের ঘরের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল! ডাক্তার অকুমা রুক্ষ মেজাজের লোক, তিনি তাহাদিগকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার তাড়া খাইয়া ভয়ে সকলে চলিয়া গেল, কিন্তু এক জন জোয়ান ভিক্ষুক কিছু আদায় না করিয়া সেখান হইতে নড়িতে সম্মত হইল না; অকুমা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিলেও সে দাঁড়াইয়া রহিল! অকুমা তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পাও-টঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইহাকে বাহিরে ধরিয়া লইয়া গিয়া ঘা-কতক দক্ষিণা দিয়া বিদায় কর।"

পাও-টঙ্গ তৎক্ষণাৎ অকুমার আদেশ পালন করিল; দক্ষিণাটা বোধ হয় কিছু গুরুতর হইয়াছিল, আশাতীত দক্ষিণা লাভ করিয়া ভিক্ষুকটা ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতে লাগিল! তখন আমি বাহিরে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলাম।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল, আমি অকুমার শয়ন কক্ষে বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিলাম; তাহার পর আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; বোধ হয় পথশ্রমে আমার একটু জ্বর হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি, অপরিচিত স্থানে আসিয়া আমি নানা দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইলাম। রাত্রি নিস্তব্ধ, দূরে কোথাও সামান্য একটু শব্দ হইলেই তাহা কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা কুকুর কিছু দূরে হঠাৎ চীৎকার

করিয়া উঠিল ; তাহার সেই সুদীর্ঘ কর্কশ কণ্ঠস্বর যেন কোনও অনাগত অমঙ্গলের সূচনা বলিয়া আমার মনে হইল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু চিন্তা-ভার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ; আমি আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না, শয্যাত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম, এরূপ করিলে হয় ত শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে। সহসা আমার বোধ হইল, এক জন লোক অতি সন্তর্পণে আমাদের ঘরের দিকে আসিতেছে! আমি দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিলাম ; ক্রমে সেই শব্দ আরও নিকটে আসিয়াছে বোধ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল! আমার মনে হইল, কেহ হস্তে ও পদে ভর দিয়া অতি ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে! যে ব্যক্তি এত রাত্রে এত সাবধানে গোপন ভাবে আমাদের ঘরের দিকে আসিতেছে, তাহার অভিসন্ধি নিশ্চয়ই ভাল নহে। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না ; অল্পক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি হস্তে ও জানুতে ভর দিয়া অতি সাবধানে আমাদের ঘরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে! আমি আমার শয়ন কক্ষে শয্যার নীচে একখানি সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার ছোরা রাখিয়াছিলাম, ছোরাখানি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিত ; তাহা লইয়া পুনর্ব্বার দ্বারের নিকট আসিলাম, কিন্তু দ্বারপ্রান্তে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; অক্রুমা যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষের দ্বারে দুই একবার খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম।

আমি বুঝিলাম, আগন্তুক অকুমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে! অকুমা পথশ্রমে হয় ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন; যে লোকটি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সে যদি চোর হয়, তাহা হইলে এখনই তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইবে; আর সে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারে। আর মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করা উচিত নহে বুঝিয়া আমি অকুমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

অকুমা দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং কক্ষটি অন্ধকার পূর্ণ; অতঃপর আমার কি কর্ত্তব্য, অকুমার কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমি অল্প কাশির শব্দ শুনিতে পাইলাম; সেই শব্দে বুঝিলাম, ইহা অকুমার কাশি নহে; আমি এক লম্ফে অকুমার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র, একটী অর্দ্ধোলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহের সহিত আমার দেহের সংঘর্ষণ হইল! বুঝিলাম, এ সেই চোর বা হত্যাকারী। ছোরাখানি ফেলিয়া আমি তাহাকে উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিলাম; কিন্তু লোকটীও বলবান, সহসা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলাম না; তাহার সহিত ধস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে উভয়েই ভূতলশায়ী হইলাম।

অকুমা সেই শব্দে জাগিয়া উঠিলেন, এবং এক লম্ফে দ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে পাও-টঙ্গকে ডাকিলেন; পাও-টঙ্গ তাড়াতাড়ি একটী মশাল লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু আমি তৎপূর্ব্বেই আততায়ীর বুকের উপর বসিয়া উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়াছিলাম!

অকুমা পাও-টঙ্গের হস্ত হইতে মশালটি লইয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমাকে বলিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

আমি আততায়ীকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অকুমা মশালের আলোকে আগন্তুকের মুখ দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "তবে রে হতভাগা! তোর এই কাজ? বুঝিয়াছি তুই চুরি করিতে আসিস্ নাই, লাঠি খাইয়া আমাদের গলায় ছুরী দিতে আসিয়াছিস; আমি আর কিছু কাল সাড়া না পাইলে তোর হস্তে আমার প্রাণ যাইত।"

বলা বাহুল্য কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ভিক্ষুকটা পাও-টঙ্গের হস্তে ধনঞ্জয় লাভ করিয়াছিল, এ সেই হতভাগা!

পাও-টঙ্গ অকুমাকে বলিল, "আদেশ পাইলে আমি এখনই ইহার গর্দ্দান লইতে পারি।"

অকুমা পাও-টঙ্গের কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রায় এক মিনিট-কাল ভিক্ষুকটার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তার পর তাহাকে কর্কশ স্বরে বলিলেন, "উঠিয়া দাঁড়া!"

ভিক্ষুক দণ্ডায়মান হইল।

অকুমা বলিলেন, "হা কর।"

ভিক্ষুক মুখ ব্যাদান করিল।

অকুমা বলিলেন, "তোর হা আর বন্ধ হইবে না!"

ভিক্ষুকটা মুখ বুঁজিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে মুখ বুঁজিতে পারিল না! হা করিয়া সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; ভয়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল,

ঘর্ম্মধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল ; অকুমার দিকে চাহিয়া হতাশ-ভাবে সে গাঁ গাঁ শব্দ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য অতি বীভৎস !

অকুমা তাহাকে বলিলেন, "আমার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়া !"

ভিক্ষুক চীৎকার বন্ধ করিয়া সরল রেখার ন্যায় দণ্ডায়মান হইল।

অকুমা বলিলেন, "মুখ বন্ধ কর !"

ভিক্ষুক তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ হইল।

অকুমা বলিলেন, "চোখ বোঁজ !"

ভিক্ষুক বিপদের আশঙ্কা করিয়া একটি চক্ষু বুঁজিল, এবং অপর চক্ষে সভয়ে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

অকুমা বলিলেন, "দুই চোখ বোঁজ !"

ভিক্ষুক অগত্যা উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অকুমা বলিলেন, "আর তুই তোর মুখ, চোখ খুলিতে পারিবি না ; ইহাই তোর শাস্তি।"

ভিক্ষুক চোখ ও মুখ খুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না ; এবার সে ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল ! সে কাঁপিতে কাঁপিতে অকুমার পদপ্রান্তে পড়িয়া মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিকট আর্ত্তনাদে দ্বারপ্রান্তে অনেক লোক জুটিয়া গেল !

অকুমা ভিক্ষুকটাকে বলিলেন, "ওঠ ; মুখ ও চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখ ! তুই আমার প্রাণ লইতে আসিয়াছিলি ; ইচ্ছা করিলে আমি যন্ত্রণা দিয়া তোর প্রাণ বধ করিতে পারিতাম ; কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নাই, আমি তোর প্রাণ দান করিলাম ; তবে আবার

যদি কখনও কাহাকেও আক্রমণ করিস্, তাহা হইলে চিরকাল তোকে কাণা ও বোবা হইয়া থাকিতে হইবে, মুখ সেলাই হইয়া যাইবে ; যা, এখন চলিয়া যা !"

ভিক্ষুকের আর সেখানে দাঁড়াইবার সাহস হইল না, ঘাম দিয়া তাহার জ্বর ছাড়িল ; সে লগুড়াঘাত কুকুরের স্থায় সবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে মার্ মার্ রবে তাহার পশ্চাতে ছুটিল।

অকুমা বজ্র-গম্ভীর স্বরে পাও-টঙ্গকে ডাকিলেন। পাও-টঙ্গ সে কণ্ঠ-স্বরের অর্থ বুঝিত, সে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল।

অকুমা তাহাকে বলিলেন, "আজ যদি আমার এই চেলা জাগিয়া না থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুর্বৃত্তের হাতে আমার প্রাণ যাইত। তুমি পথের মোড়ে শুইয়াছিলে ; যাহাতে কেহ আমাদের কাছে আসিতে না পারে, তাহা দেখা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। তুমি তোমার সে কর্ত্তব্য পালন কর নাই ; এ অপরাধের কি শাস্তি লইবে বল।"

পাও-টঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে অকুমার পদ-প্রান্তে জানু নত করিয়া করযোড়ে বসিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল।

অকুমা তাহার সেই কাতরতায় দৃকপাত না করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "আগে আমার কথার জবাব দাও। তুমি কি শাস্তি লইবে ?"

পাও-টঙ্গ জড়িত স্বরে বলিল, "পথশ্রমে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম ; এই ভিক্ষুকটা কখন এখানে আসিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই ; আমার কসুর মাফ্ করুন।"

অকুমা পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার এ উত্তর আমি শুনিতে চাই না; তুমি কর্ত্তব্য পালন কর নাই, আমার নিকট এ অপরাধের ক্ষমা নাই। কিন্তু তুমি বহু দিন হইতে প্রাণপণে আমার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছ, সেই জন্য এবার—তোমার এই প্রথম অপরাধে তোমার প্রতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিব। আমি তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলাম, এই সময় মধ্যে তোমাকে টিন্‌সিনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেখানে গিয়াই তুমি কানায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; তাঁহাকে বলিবে,তুমি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছ বলিয়া তোমাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছি। আমার নিকট হইতে পুনর্ব্বার সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার কাছে থাকিবে। যদি তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না কর, কিংবা তাঁহাকে যাহা বলিতে বলিলাম, তাহা না বল, তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত! আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

পাও-টঙ্গ ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিল, "বুঝিয়াছি।"—তাহার মুখ হইতে আর কোনও কথা বাহির হইল না।

অকুমা দ্বারপ্রান্তে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও।"

পাও-টঙ্গ আর কোন কথা না বলিয়া অবনত মস্তকে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। সে অকুমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর; তাঁহার গুপ্ত সংকল্প সম্বন্ধে অনেক কথা তাহার জানা ছিল; সে ইচ্ছা করিলে নানারূপে তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারিত। এ অবস্থায় তাহাকে এ ভাবে দণ্ডিত না করিয়া,

ক্ষমা করিলেই ভাল হইত কি না, এ কথা অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

অকুমা বলিলেন, "হিন্দুস্থানে সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবচন আছে, অবিশ্বাসী ভৃত্যকে কোন কার্য্যের ভার দেওয়া ও ভাঙ্গা তালা দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া রাখা, এ উভয়ই সমান। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্যায় হয় নাই; পাও-টঙ্গ কখনই আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না, সে আমাকে উত্তমরূপ চেনে; আমার হস্তে যদি তাহার জীবন সহস্রবার বিপন্ন হয়, তাহা হইলেও সে আমার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে না; কিন্তু এ সকল কথায় আর আবশ্যক নাই, তোমার নিকট সর্ব্বাগ্রে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল; তোমার সতর্কতাতেই আজ আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে; এ কথা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সময়ান্তরে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমার প্রকৃতি যতই কঠোর হউক আমি অকৃতজ্ঞ নহি।"

আমি বলিলাম, "ভাগ্যে আমি এই হতভাগার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, নতুবা বোধ হয় উহার হস্তে আমাদের উভয়েরই প্রাণ যাইত!"

অকুমা বলিলেন, "সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গভীর রাত্রেও যে তুমি জাগিয়াছিলে, ইহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই পরম সৌভাগ্যের কথা; আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"—তাহার পর তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে; তোমার হাত দেখি।"

অকুমা আমার হাত দেখিয়া, ক্ষণকাল উদ্বিগ্ন ভাবে আমার মুখের

দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার ঔষধের বাক্স হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া আধ গ্ল্যাস জলে কয়েক ফোঁটা ঔষধ সেই শিশি হইতে ঢালিলেন, এবং তাহা আমাকে পান করিতে দিলেন। অনন্তর অকুমার আদেশে আমি আমার শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; দীর্ঘকাল সুনিদ্রা হওয়ায় আমার শরীর কিছু সুস্থ হইল, কিন্তু তখনও আমার শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। বেলা প্রায় সাতটার সময় আমরা কিছু আহার করিয়া লইলাম, এবং তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে চটী ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পিকিন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে একবার পাও-টঙ্গের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; বুঝিলাম, অকুমার আদেশ অনুসারে সে টিন্‌সিনে প্রস্থান করিয়াছে।

অকুমা অশ্বারোহণে আমার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে উক্ত ভিক্ষুকের প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল; আমরা যখন যাত্রা করি, সেই সময় আমাদিগকে দেখিবার জন্য পথে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; তাহারা যেরূপ বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে অকুমার দিকে চাহিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমি অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলাম!

মধ্যাহ্ন কালে পথিমধ্যে আমরা অল্প ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, তাহার পর আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। অপরাহ্ন চারি ঘটিকার পর

পিকিনের বিখ্যাত প্রাচীর আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল ; দেখিলাম যত দূর দৃষ্টি যায়—তত দূর পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত রহিয়াছে !

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে একটি তোরণপথে আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম ; দেউড়ীর নিকটেই আমাদিগকে কিছু শুল্ক দিতে হইল। নগরে প্রবেশ করিয়া আমরা একজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইলাম ; আমাদের বাসগৃহ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল ; অনেক সংকীর্ণ পথ ঘুরিয়া পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। অল্প ক্ষণ পরে একটি বিপুলকায় চীনাম্যান আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

অকুমা দ্বারের ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন, লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এখানে কি চান ?"

অকুমা বলিলেন, "শান্তি লাভের আশায় আমরা এখানে আসিয়াছি।"

চীনাম্যান এই কথা শুনিয়া অকুমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমরা কয়েক দিন যাবৎ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি, ভিতরে আসুন, এ বাড়ী আপনারই।"

আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; অবিলম্বে আমাদের বিশ্রামের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। অকুমার জিনিস পত্র নামাইয়া লইয়া কুলিদের বিদায় করিলাম।

গৃহে আর কেহ নাই দেখিয়া অকুমা আমাকে বলিলেন, "পিকিন পর্য্যন্ত আসিয়া পড়া গেল ; এখন হইতে আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধানে

চলিতে হইবে। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে আমি উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ মোহান্ত, অন্যের সাক্ষাতে আমার সহিত সেই ভাবে কথা কহিবে। আমার সহিত তুমি এক কক্ষে বাস করিলে আমার সম্মানের লাঘব হইবে, সেই জন্য তোমাকে অন্য কক্ষে থাকিতে হইবে। যাহাতে কেহ আমার নিকটে আসিতে না পারে, তুমি তাহার ব্যবস্থা হইবে; কেহ আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে তাহাকে জানাইবে আমি ধ্যানস্থ আছি। যে কয় দিন এখানে থাকিব, প্রতি-রাত্রে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে; অর্থাদি তুমিই স্বহস্তে ব্যয় করিবে।"

সন্ধ্যার পর আমাদের কক্ষে খাদ্য সামগ্রী আসিল; আহারাদি শেষ করিয়া আমরা শয়ন করিলাম; কিন্তু প্রভাতে আর আমাকে উঠিতে হইল না। সেই রাত্রেই আমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল; মস্তকের যন্ত্রণায় মথা তুলিবার শক্তি রহিল না!

প্রভাতে অকুমা আমার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সেই দিন অপরাহ্নে পীড়া এমন বর্দ্ধিত হইল যে, আমার আর সংজ্ঞা রহিল না; তাহার পর কি হইল, কিছুই আমি জানিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ

—— ঃ*ঃ ——

বিচিত্র প্রেম

আমার চেতনার সঞ্চার হইলে, দেখিলাম আমার শয়নকক্ষ প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে। সেই কক্ষের বাহিরে বিভিন্ন বৃক্ষশাখায় নানা জাতীয় বিহঙ্গম সুস্বরে গান করিতেছে, এবং নবজাগ্রত জীবজগতের বিচিত্র কলরব দূরাগত প্লুতধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; সবিস্ময়ে এক বার চারি দিকে চাহিলাম, কিন্তু এ কোথায় আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না! আমি যখন প্রথমে রোগের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন কোন চীনাম্যানের বাড়ীতে চীন দেশীয় শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, ইহা স্মরণ হইল। চেতনা লাভ করিয়া দেখিতেছি—স্প্রীংএর গদি-আঁটা একখানি অনুচ্চ পালঙ্কে সুপরিচ্ছন্ন সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি! কক্ষটিও ভিন্ন রূপ, ইহার মেজে অত্যন্ত পুরু ও সুদৃশ্য কার্পেট-মণ্ডিত; দেওয়ালে নানাবিধ সুন্দর চিত্র বিলম্বিত। এই গৃহে কখন কিরূপে আসিলাম, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, পাশ ফিরিতে কষ্ট হইল! আমি বেশী কিছু ভাবিতে পারিলাম না, অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমার নিদ্রা আসিল। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবার জাগিলাম।

অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া দক্ষিণের বাতায়নের দিকে চাহিলাম;

দেখিলাম বাতায়নের সম্মুখে একটি যুবতী একখানি চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি পুস্তক পাঠ করিতেছে! আমার শয়ন কক্ষে যুবতী কোথা হইতে আসিল? চক্ষুকে কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; মনে হইল, আমি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, এখনই হয়ত অকুমার কণ্ঠস্বরে আমার এই স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে।

আমি একদৃষ্টে যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহার দীর্ঘ কেশরাশি ললাটের পাশ দিয়া তাহার মুখের উপর এমন ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল যে, মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতী মুখ তুলিল না; দেখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, আমি সত্যই জাগিয়াছি ইহা স্বপ্ন নহে। যুবতী পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সহসা সে পাঠ বন্ধ করিয়া, তাহার কেশের রাশি অপসারিত করিয়া, উঠিয়া আমার নিকটে আসিল। যুবতীকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; পুনর্ব্বার মনে হইল ইহা স্বপ্ন! এই যুবতী যে আমার অন্ধকার জীবন-সমুদ্রের স্থিরজ্যোতি ধ্রুবতারা, আমার হৃদয়-মন্দিরের উপাস্য দেবতা হেনা! হেনা এখানে কবে কিরূপে আসিল? যদি স্বপ্ন না হয়, তাহা হইলে কি ইহা ইন্দ্রজাল? অকুমা কি অবশেষে ইন্দ্রজাল-কৌশলে আমাকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন?

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, আমি শূন্য দৃষ্টিতে হেনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পর্য্যন্ত হইল না! দেখিলাম হেনা আমার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রথমে তাহার কুসুম-কোমল করপল্লব দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিল;

তারপর একটা শিশি হইতে গ্ল্যাসে ঔষধ ঢালিয়া তাহা আমার মুখের কাছে ধরিল ; আমি ঔষধটুকু পান করিলাম।

এবার আমার মনে একটু সাহস হইল ; তবে ইহা স্বপ্ন নহে, ইন্দ্র-জালও নহে; সত্যই হেনা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ! আমি কষ্টো-চ্চারিত স্বরে অতি ধীরে বলিলাম, "হেনাসান, তুমি চলিয়া যাইও না।"

নতমুখী হেনা বলিল, "না আমি যাইতেছি না,—আমি সর্ব্বক্ষণ আপনার কাছেই আছি ; আপনার যে জ্ঞান হইয়াছে, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কি হইয়াছে ? আমি এ কোথায় আসিয়াছি ?"

হেনা বলিল, "আপনার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছিল। আরোগ্য হইতে পারিবেন, এ আশা ছিল না ; কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আর আপনার জীবনের আশঙ্কা নাই। আপনি পিকিনে আমার ভগিনীর গৃহে আছেন।"

আমি বিস্ময় দমন করিতে পারিলাম না, উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, "তোমার ভগিনীর গৃহে ! এখানে আমাকে কে আনিল ? এখানে কত দিন আছি ? ডাক্তার অকুমা কোথায় ?"

হেনা বলিল, "আপনি আজ দশ দিন এখানে আছেন ; আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে হঠাৎ আপনি রোগের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়ায়, আপনার সুশ্রূষার নিতান্ত আবশ্যক বুঝিয়া ডাক্তার অকুমা আপনাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে এখন কোথায় আছেন, তাহা বলিতে পারি না। মধ্যে এক দিন মাত্র তিনি আপনাকে

দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর বোধ হয় সহর হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন; এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই আরও দুই এক বার আসিতেন। যাহা হউক, আপনি কোনও কারণে উদ্বিগ্ন হইবেন না, কথাও কহিবেন না; আপনি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাহাতে আপনার আরও কিছু কাল নিদ্রা হইলে ভাল হয়।"

কয়েকটি মাত্র কথা কহিয়াই আমি যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে আর অধিক কথা না বলাই সঙ্গত বোধ হইল; সে শক্তিও আমার ছিল না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

পর দিন আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম, এমন কি, শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ঔষধ ও পথ্য গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম। সে দিন হেনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; দেখিলাম, সে তখন পর্য্যন্ত পিতৃশোক ভুলিতে পারে নাই। টিন্‌সিনের কথা তুলিতেই তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার মুখেই শুনিতে পাইলাম, টিন্‌সিনের জাপানী দূত, অত্যাচারী চীনাম্যানগুলিকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; যাহার হস্তে তাহার পিতার প্রাণ গিয়াছিল, বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। হেনার ভগিনীপতি তাহার পিতার কারখানার ভার লইয়া তাহা বিক্রয় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে অকুমার বন্ধু কানায়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের সমভিব্যাহারে তাহাকে পিকিনে পাঠাইয়াছিলেন। সে আরও বলিল, পিকিনে আসিয়া কোন বিষয়ে তাহার অসুবিধা হয় নাই।

পর দিন আমার শরীর অপেক্ষাকৃত সবল বোধ হইল। হেনা আমাকে বলিল, "আজ আপনাকে অনেক সুস্থ বোধ হইতেছে। আজ বৈকালে আপনি উঠিয়া বাগানে দুই চারি পা বেড়াইবেন।"

আমি বলিলাম, "যাহাতে শীঘ্র বল পাই তাহা করিতেই হইবে; অকুমা বোধ হয় আমার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।"

হেনা বলিল, "আমি আপনাকে দুই একটি কথা বলিতে চাই, তাহা শুনিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

আমি বলিলাম,"তুমি কি বলিতে চাও বল, তোমাদের যত্নও সুশ্রূষা ভিন্ন আমি বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিতাম না। এ অবস্থায় তোমার কোন কথায় আমি অসন্তুষ্ট হইব, এরূপ তোমার মনে করাই ভুল; এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ।"

হেনা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আপনার কিঞ্চিৎ উপকার কারতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছিলেন, আমার দিদি ও আমার ভগিনীপতি উভয়েই সে কথা শুনিয়াছেন; তাঁহারা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, এমন কি, তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের গৃহে আশ্রয় দান করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন নাই। আপনার সেবা সুশ্রূষার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে ভারটি আমি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনাকে যে কথা বলিব মনে করিতেছিলান, তাহাই বলি শুনুন। টিন্‌সিনে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার জীবন বিপন্ন হইতে পারে, এবং যেখানে আপনি যাত্রা

করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেখান হইতে জীবনে আপনার প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা অল্প।—আপনার সেই সংকল্প কি এখনও স্থির আছে?"

আমি বলিলাম, "যে কঠিন কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে আমার আর ফিরিবার উপায় নাই; যদি জানিতে পারি, ইহাতে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, তাহা হইলেও পশ্চাৎপদ হইতে পারিব না!"

হেনা বলিল, "আপনি কেন এ ভাবে আপনার অমূল্য জীবন নষ্ট করিবেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার এই ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস জান না, তাই আমার তুচ্ছ জীবনকে অমূল্য জীবন বলিয়া মনে করিতেছ। শৈশব কাল হইতেই আমার জীবন উদ্দেশ্যহীন ও দুর্ব্বহ; কেবল দেশে দেশে ঘুরিয়াই এত কাল কাটাইয়াছি, কখনও জীবনের সদ্ব্যবহার করি নাই; তারপর যখন আমি আমার বর্ত্তমান দায়িত্বভার গ্রহণ করি, তখন আমি এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা সত্বেও, এই ভার গ্রহণ করা আমার আবশ্যক হইয়াছিল; বোধ হয় ইহা বিধিলিপি; পুনঃ পুনঃ নানা বিপদে পড়িয়া বিড়ম্বিত হই, ইহাই যেন বিধাতার অভিপ্রায়।"

হেনা বলিল, "আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন, নিজের প্রতি আপনার এরূপ হতশ্রদ্ধ হওয়া উচিত নহে।"

ইতিমধ্যে হেনার ভগিনীপতি মিঃ নসকি সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন; তিনি আমাকে শয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ কার-ফরমা, হেনাসানের মুখে শুনিলাম, আপনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন;

আমার শ্বশুরের কারখানাটি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, সেই কারণে কয়েক দিন পর্য্যন্ত আপনার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। এখান হইতে যাইবার সময় আপনার যেরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলাম তাহাতে আপনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন এরূপ আশা ছিল না। আপনি বিদেশী হইলেও যে ভাবে হেনাসানের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে আমার স্বদেশী অপেক্ষাও অধিক অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়া মনে করি।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের যত্ন ও সুশ্রূষার গুণে এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি; আপনাদের ঋণ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।"

মিঃ নসকি বলিলেন, "এমন কথা আপনি মুখে আনিবেন না। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে উপকার করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া আপনার বিপদে যদি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিতাম, তবে তাহা মানুষের মত কাজ হইত না।"

এই সময় হঠাৎ এক বার মাথায় হাত দিলাম, দেখিলাম আমার মস্তকের সুদীর্ঘ বেণীটি অপহৃত হইয়াছে! যদি আমি চীনাম্যানের ছদ্মবেশে এখানে নীত হইতাম, তাহা হইলে ইঁহারা কি মনে করিতেন? কিন্তু বুদ্ধিমান অকুমা আমাকে এখানে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমার ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়াছিলেন।

মিঃ নসকি বলিলেন, "আপনার শরীর যদি অপেক্ষাকৃত সবল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি একটু-আধটু বেড়াইলে শীঘ্রই শরীরে বল

পাইবেন।”—তিনি আর কোন কথা না বলিয়া আমার নিকট বিদায় লইলেন।

ইহার পর হেনা একখানি পুস্তক হস্তে আমার কাছে আসিয়া বলিল, “চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আপনার বোধ হয় কষ্ট হইবে, সময় কাটাইবার জন্য আপনাকে একখানি গল্পের পুস্তক পড়িয়া শুনাই।”

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে হেনা কোচে বসিয়া সেই পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পুস্তকের আরম্ভ ভাগটি আমার তেমন প্রীতিকর না হইলেও আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পাঠ শুনিতে লাগিলাম, এবং বদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; পড়িতে পড়িতে হেনা হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, এবং বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল থামিয়া সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু এবার তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত বোধ হইল, যেন সে পুস্তকে ভাল করিয়া মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। কয়েক মিনিট পরে হেনা পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া উঠিল, বলিল, “দিদি একা আছেন, আমি এক বার তাঁহার কাছে যাই।”

আমি বলিলাম, “গল্পটি বড় চমৎকার লাগিতেছিল, যাহা হউক, আর এক সময় ইহা শেষ করা যাইবে।”

হেনা আমার কথা বিশ্বাস করিল কি না বলিতে পারিল না, কিন্তু সে একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল শয্যায় পড়িয়া আমি এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম। নানা চিন্তায় আমার হৃদয়

আন্দোলিত হইতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও আমি হেনার মুখখানি ভুলিতে পারিলাম না। এমন কোমলতা, এরূপ ধর্ম্মভাব, পরোপকারসাধনে এত আগ্রহ আমি অন্য কোনও রমণীতে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। জানি জাপানে রূপের বড় আদর; রূপসী হইলে তাহার সকল অপরাধ ও কলঙ্ক মার্জ্জনীয়; কিন্তু হেনার রূপ অপেক্ষা তাহার গুণই আমার হৃদয় অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিল। ইহাকে যদি জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সুখময় ও শান্তিপূর্ণ হইবে ইহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম আমার এই সুখস্বপ্ন সফল হইবার নহে, হয় ত দুই এক দিনের মধ্যেই অকুমা আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহার পর অদৃষ্ট-স্রোত আমাকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইবে, কে বলিতে পারে?

অপরাহ্ন কালে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমি মিঃ নসকির সহিত তাঁহার বাসভবনের সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। বাগানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন ছিল, আমরা উভয়ে তাহাতে উপবেশন করিলাম; মনে করিয়াছিলাম হেনা পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু চারি দিকে চাহিয়া বাগানের কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে সে তাহার ভগিনীর একটি ক্ষুদ্র চীনে-কুকুর সঙ্গে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল; এবং দূরে দাঁড়াইয়া কুকুরটিকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আমাদের সহিত গল্পে যোগ না দিয়া সে একটা কুকুর লইয়া খেলা করিতেছে দেখিয়া কুকুরটার উপর আমার বড় রাগ হইতে লাগিল; কুকুরটাকে নির্জ্জনে পাইলে, তাহাকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করিতেও বোধ হয় কুণ্ঠিত হইতাম না!

কুকুরকে আদর করা শেষ হইলে হেনা আমাদের কাছে আসিয়া অল্প দুই চারিটি কথা বলিল; সে সকল কথা সে তাহার ভগিনীপতিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল। তার পর ঘরে যেন কি কাজ আছে, এই ভাবে সে চলিয়া গেল। তাহার ব্যবহারে বোধ হইল, আমি যে সেখানে বসিয়া আছি, তাহা যেন সে দেখিতেই পায় নাই! তাহার এই ব্যবহারে আমি বড় মর্ম্মাহত হইলাম। আমার কোনও কথায় বা কার্য্যে হেনা কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে? না, স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এইরূপ? ইতিপূর্ব্বে অনেক কবিতায় ও উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি, পুরুষ যখন দুঃখে, কষ্টে ও বিপদে অভিভূত হয়,—যখন সে সংসারে কাহারও সহায়তা বা সহানুভূতি না পায়, তখন নারী করুণাময়ী দেবী মূর্ত্তিতে তাহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয় বেদনা দূর করে; কিন্তু যখন বিপদের মেঘ কাটিয়া যায়, তখন সেই নারী ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়! আমার মনে হইল, জাহাজে চড়িয়া চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর মেরু প্রদেশ আবিষ্কার করা বরং সহজ, কিন্তু নারী-চরিত্রের রহস্য ভেদ করা অতীব দুরূহ! তাই বুঝি শাস্ত্রকারেরা সেই রহস্য ভেদে অসমর্থ হইয়া রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?'—পৃথিবীর আরম্ভকাল হইতে কত প্রেমিক, কত পণ্ডিত, কত কবি, কত দার্শনিক নারী-চরিত্রের রহস্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য হইতে সেক্সপিয়র পর্য্যন্ত কেহ যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন এরূপ শুনি নাই। যদি আমি হেন্নাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে হয় ত এ সকল তত্ত্বকথা আমার মনে উদিত হইত না; কিন্তু অধিক বয়সে—যৌবনের প্রায়

প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া আমি এই যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি; অধিক বয়সে মানুষকে বাতে ধরিলে তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রূপ হইয়াছিল; হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল।

মিঃ নসকি আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়াও যদি তিনি কিছু না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধির লোক এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, বাগান হইতে আমরা ঘরে উঠিয়া আসিলাম। দ্বার প্রান্তে আসিয়া হেনা সহাস্যে আমাকে বলিল, "আপনি বাগানে অনেকক্ষণ ছিলেন, ঠাণ্ডা লাগে নাই ত? এখন আপনার শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি বড় উদাসীন।"

আমি যে হঠাৎ স্বাস্থ্যবিধি ভগ্ন করিয়াছিলাম ইহা মনে হইল না, তথাপি হেনার এই মিষ্ট তিরস্কার শিরোধার্য্য করিয়া আমি গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট চেয়ারখানি এক পাশে আমার জন্য খালি রাখা হইয়াছে; হেনার আগ্রহে সেই চেয়ারে আমাকেই বসিতে হইল। তাহার পর সে খানিকটা গরম দুধ আনিয়া তাহা পান করিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।—নারী-চরিত্র, তোমাকে শত নমস্কার! আমার দুঃখ, অভিমান মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

পরদিন আমি শরীরে আরও একটু বল পাইলাম, সে দিন অপরাহ্নে আমি বাগানে অনেক ক্ষণ বসিয়া ছিলাম; মিঃ নসকি ও তাঁহার

স্ত্রী হারুসান গৃহে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা আমার সঙ্গে বাগানে যাইতে পারেন নাই। আমি বাগানে একাকী আছি বুঝিয়া হেনা আমার কাছে গিয়া বসিল; সেখানে অনেক ক্ষণ ধরিয়া আমাদের গল্প চলিল; কথায় কথায় স্থির হইল, তাহার ভগিনীর অনুমতি লইয়া পর দিন অপরাহ্ণে আমরা উভয়ে পিকিনের প্রাচীরে বেড়াইতে যাইব।

পিকিনের প্রাচীর মিঃ নসকির বাসভবন হইতে অধিক দূরে নহে, বোধ হয় দশ মিনিটের পথ। পর দিন অপরাহ্ণে সূর্য্যোস্তের কিছু পূর্ব্বে হেনাকে সঙ্গে লইয়া 'পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য' দেখিতে চলিলাম। পিকিনের পথগুলি একে অপ্রশস্ত, তাহার উপর প্রত্যেক পথে এত কুলি, গাড়ী, পাল্কী, ঘোড়া ও উট, যে তাহার ভিতর দিয়া দ্রুত অগ্রসর হওয়া কঠিন। চলিতে চলিতে আমরা অসংখ্য ভিক্ষুক দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে অন্ধ খঞ্জ ও অন্য রূপ বিকৃতাঙ্গের সংখ্যাও অল্প নহে। কতকগুলি অসভ্য ইতর চীনাম্যান আমাদের দু'জনকে একত্র চলিতে দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া এমন কদর্য্য রসিকতা করিতে লাগিল যে, অতি কষ্টে আমি ক্রোধ সংবরণ করিলাম। পথে আধ ফুটের অধিক পুরু ধূলা, এক একবার উদ্দাম বায়ু-প্রবাহে সেই ধূলা উড়িয়া আমাদের চোখ মুখ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; পিকিনের রাজ-পথে পদব্রজে ভ্রমণের সুখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম! যে সকল বিদেশী ভদ্রলোক সৌভাগ্যক্রমে কখনও পিকিনে আসেন নাই, 'স্বর্গীয় নগরীর' রাজপথের এইরূপ বর্ণনা তাঁহাদের নিকট অতি-রঞ্জিত বোধ হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দুই চারি দিনের জন্যও এখানে

আসিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন আমার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। আমি হেনাকে সঙ্গে আনিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তখন আমরা প্রাচীরের অদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং প্রাচীরে না উঠিয়া আর ফিরিলাম না।

প্রাচীরের কাছে আসিয়া দেখিলাম, প্রাচীরের উপর উঠিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রশস্ত সোপান আছে; সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া আমরা প্রাচীরের উপর এক স্থানে উঠিয়া বসিলাম, এবং সেই স্থান হইতে নগর দর্শন করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালের সেই দৃশ্যটি আমার নিকট বড়ই চমৎকার বোধ হইল; দূরে 'চি-এন-মেন' অর্থাৎ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার প্রকাণ্ড সদর দেউড়ী, নিকটেই একটি ক্ষুদ্র মঠ, এই মঠের পাশ দিয়া একটি পথ; দেখিলাম এই পথে শত শত কুলি, পণ্যজীবি, বিচিত্র পরিচ্ছদধারী নাগরিকবর্গ, ফেরিওয়ালা, ভিক্ষুক, বিভিন্ন আকারের শকট, ঘোড়া, উট গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। কয়েক শত গজ দূরে দুইটি সমুচ্চ মিনার, মিনার দুটী এই প্রাচীরেরই অংশ। নগরের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহের ছাদ, বোধ হইল তাহারা যেন তাহাদের বক্ষে কি এক বিপুল রহস্য ঢাকিয়া রাখিয়াছে! কোনও স্থানে শ্যামল তৃণরাশি সমাচ্ছন্ন প্রান্তর, কোথাও বা নানা জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ। অনেক দূরে চীন সম্রাটের বিরাট বিশাল হর্ম্ম্যরাজি আকাশের বহু ঊর্দ্ধে শুভ্র মস্তক উত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আরও দূরে লামা সরাইয়ের মঠের অভ্রভেদী চূড়া—সন্ধ্যার ঈষদালোকে আমাদের নয়নপথে নিপতিত হইল। আমি জানিতাম, শীঘ্রই আমাদিগকে সেই রহস্যপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে; সুতরাং

সেই বহু প্রাচীন মঠে যুগান্তকাল হইতে কি বিপুল রহস্যভার সংগুপ্ত আছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমি প্রত্যাগমনের জন্য সমুৎসুক হইলাম, কিন্তু তৎপূর্ব্বে হেনাকে দুই একটি কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমার শরীর সবল ও সুস্থ হইয়াছে, সুতরাং পিকিনে আর আমার বিলম্ব করিবার সুবিধা হইবে না; বোধ হয় অকুমা দুই এক দিনের মধ্যেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, সম্ভবতঃ আমার কার্য্যস্থলে যাত্রা করিবার আর অধিক বিলম্ব নাই।"

হেনা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিঃ কারফরমা, আমার কথা শুনিয়া আপনি রাগ করিবেন না, আপনার এই বন্ধুটিকে দেখিলেই আমার মনে বড় ভয় হয়; তাঁহার দ্বারা আমি নানা ভাবে উপকৃত, তথাপি কেন বলিতে পারি না, তাঁহার উপর আমার একটুও শ্রদ্ধা নাই।"

আমি বলিলাম, "তাঁহাকে তোমার এত ভয় কেন?"

আমি এ কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অকুমাকে আমিও ভয় করিতাম, এবং তাঁহার প্রতি যে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, ইহাও বলিতে পারি না।

হেনা বলিল, "আমি যে তাঁহাকে কেন ভয় করি, তাহা যখন নিজেই বুঝিতে পারি না, তখন আপনাকে কিরূপে বুঝাইব। তিনি আমার কোন ক্ষতি করেন নাই, ক্ষতি দূরে থাক্, বিপদ্-কালে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহেই টিন্‌সিন হইতে এখানে আমার দিদির বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমি সাধু

ও অসাধু অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লোক আর একজনও দেখি নাই; জনসাধারণের সহিত যেন অনেক বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য নাই; তাঁহার চক্ষু দু'টির দিকে চাহিলেই অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, মনে হয় তাহা মানুষের চক্ষু নহে, সাপের চক্ষু; তাঁহার সেই দৃষ্টিতে স্নেহ মমতা বা সদাশয়তার চিহ্নমাত্র নাই, তাহা অতি ক্রূর, অতি কুটিল; যাহার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহেন, তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত যেন তাঁহার দৃষ্টি প্রবেশ করে; এরূপ ক্রূর দৃষ্টি আমি কাহারও দেখি নাই, বোধ হয় কখনও দেখিব না। তাঁহার অনুগ্রহের কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না, সুতরাং আমার এ সকল কথা শুনিয়া, আপনি হয় ত আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছেন; কিন্তু আপনিও বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত মানুষের পছন্দ বা অপছন্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। আমরা যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, নানা কারণে তাঁহার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।"

আমি হেনার আর একটু কাছে সরিয়া বসিয়া বলিলাম,"হেনাসান, আশা করি আমার প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা নাই।"

হেনা নত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল,"আপনি এরূপ মনে করিবেন না, আমি আপনাকে বড় শ্রদ্ধা করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; তোমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমার বড়ই প্রার্থনীয় মনে হয়। তুমি বোধ হয় জান, প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের কোন-না-কোন সময় কোন নারীকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে; তুমি কি এ কথা অস্বীকার কর?"

হেনা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া একখণ্ড মৃত্তিকা কুড়াইয়া লইয়া প্রাচীরের উপর চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করিল!

আমি বলিলাম, "তুমি আমার কথা বুঝিয়াছ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সম্প্রতি আমার জীবনেও এইরূপ সময় আসিয়াছে; একটি সরলহৃদয়া সুন্দরী রমণীকে জীবনসঙ্গিনী করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

হেনা আমার মুখের উপর মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টিস্থাপন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কে সে? আমি কি তাহাকে চিনি?"

আমি বলিলাম, "তুমি তাহাকে খুব ভাল রকম চেন; হেনাসান, তোমার নিকট আর আমি মনের ভাব গোপন করিতে পারিতেছি না, সে রমণী তুমিই। আমি জানি আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট, আমার অদৃষ্টে কি আছে, আমি তাহা অনুমান করিতে অসমর্থ; এ অবস্থায় তোমার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে, বোধ হয় ইহাতে আমার অধিকারও নাই; কিন্তু আমার মনের আগ্রহ তোমার নিকট গোপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন প্রথম তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিনই তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এখন সমস্ত পৃথিবী এক দিকে আর তুমি এক দিকে! আমি কি তোমার বিন্দুমাত্রও ভালবাসার আশা করিতে পারি না? তুমি সরল ভাবে আমার নিকট তোমার মনের কথা প্রকাশ কর, তোমার মতামত আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইব। যদি আমাকে সুখী কর, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব; আর যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র স্নেহ না থাকে, তাহা হইলে আমি চিরজীবনের মত

হতভাগ্য হইব বটে, কিন্তু যত দিন বাঁচিব তোমাকে ভালবাসিয়া এই দুঃখময় জীবনের ভার বহন করিবার শক্তি লাভ করিব।"

হেনা মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; লজ্জায় তাহার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল; তাহার পর দেখিতে দেখিতে তাহা মলিন হইয়া গেল; সে নির্ব্বাক ভাবে নত মুখে বসিয়া রহিল।

তথাপি আমি প্রশ্নে বিরত হইলাম না; তাহার হাতখানি ধরিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম, "তোমার মত কি বল?"

হেনা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না, মৃদু স্বরে বলিল, "কি বলিব?"

আমি বলিলাম, "বল, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

হেনা অস্ফুট স্বরে আমার কথার প্রতিধ্বনি করিল।

আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল; এই মুহূর্ত্তে আমি যে আনন্দলাভ করিলাম, সেরূপ আনন্দ জীবনে এই প্রথম! আমি যাহাকে ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু আমার সে আনন্দ স্থায়ী হইল না, আমার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক তাহা তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল; আমি তাহাকে ভালবাসি, এ কথা তাহাকে জানাইবার আমার কি অধিকার আছে? জীবনে যে কখনও তাহার সহিত মিলন হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলাম না; আমাদের উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল ব্যবধান বর্ত্তমান! এ অবস্থায় চিরদিন বিরহ-যন্ত্রণায় তাহাকে জর্জ্জরিত করিবার জন্যই কি ভালবাসিয়াছি? আমার হৃদয়ে সুখ নাই, শান্তি নাই, আমার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা

নাই ; তথাপি কেন একটি সরলা যুবতীকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করিলাম ? অকুমার নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে, হয় ত তিনি আমাকে তাঁহার দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিতেও পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে কি তাহা সঙ্গত হইবে ? তাঁহার কাজ করিব বলিয়া তাঁহার নিকট পারিশ্রমিকের টাকা অগ্রিম লইয়াছি ; তিনি তাঁহার গুপ্ত সংকল্প আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ; আমি তাঁহার সঙ্গে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি ; এবং এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। এখন নারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কিরূপে তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইব ? না, আমি তাহা পারিব না, আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, অকুমার সঙ্গে আমাকে শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। মানুষ সুখের আশায় নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয় ; কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে যদি কেবল দুঃখই লাভ হয়, তাহা হইলে প্রেমের বলে কি মানুষ তাহা সহ্য করিবে না ? হেনাকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিব ; দেখি, অদৃষ্ট স্রোত কোথায় লইয়া যায়।

এই সকল চিন্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল ; ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল ; সন্ধ্যার পর রমণীর সঙ্গে পিকিনের রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ নিরাপদ নহে। আমি আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া হেনাকে সঙ্গে লইয়া নসকির বাংলো অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, মিঃ নসকিকে আমার প্রণয়ের কথা জ্ঞাপন করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য। আমি ডাক্তার অকুমার কাজ শেষ

করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়া হেনাকে বিবাহ করিব, এ কথাও তাঁহার গোচর করা আবশ্যক মনে করিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর মিঃ নসকিকে বলিলাম, আপনার সহিত গোপনে আমার দুই একটি কথা আছে।

আমার কথা শুনিয়াই নসকির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া আমার সঙ্গে বারান্দায় চলিলেন; সেখানে আমরা দু'খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া মুখোমুখী হইয়া বসিলাম।

নসকি বলিলেন, "মিঃ কারফরমা, আপনি আমাকে কি কোনও গোপনীয় কথা বলিবেন?"

কথাটা যে কিরূপে আরম্ভ করা যায় প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলাম না; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "মিঃ নসকি, আপনি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না।"

নসকি বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি, আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই আমার জানা নাই; কেবল এই মাত্র জানি, আপনি হিন্দুস্থানের লোক, এবং হেনাসানের জীবন সঙ্কটে তাহার উদ্ধার কর্ত্তা।"

আমি বলিলাম, "আমার সম্বন্ধে আপনি সকল কথা জানিলে আমি বড় সুখী হইতাম।"

নসকি বলিলেন, "আমার কৌতূহল সেরূপ অসাধারণ হইলে হয় ত তাহা জানিবার চেষ্টা করিতাম; যাহা হউক, এ সকল কথা জানাইবার জন্য আপনার আগ্রহের কারণ কি?"

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম, "আমি আপনার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

নসকি আমার কথায় বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না ; গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনার যে এরূপ ইচ্ছা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম ; হেনাসানের প্রতি আপনি অনুরক্ত, এ কথা আমাদের অজ্ঞাত নহে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার প্রস্তাবে কি আপনাদের আপত্তি আছে ?"

নসকি বলিলেন, "আপত্তি থাকাই ত স্বাভাবিক ; আপনি অতি অসঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন।"

মিঃ নসকির কথায় আমি বড় নিরুৎসাহ হইলাম ; উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আমি কি হেনাসানের পাণিগ্রহণের যোগ্য নহি ?"

নসকি বলিলেন "আপনি যোগ্য কি না, তাহা কিরূপে বুঝিব ? তবে এ কথা আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, বিশেষ কারণ না থাকিলে আমি আপনার প্রস্তাবে কখন আপত্তি করিতাম না। স্পষ্ট কথা অনেক সময় অপ্রীতিকর, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সকল কথা খুলিয়া বলাই বাঞ্ছনীয়। এই বিবাহে এখন আমার যে সকল আপত্তি আছে, আপনার সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে, ভবিষ্যতে হয় ত তাহা না থাকিতে পারে ; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার সম্বন্ধে আমার কিরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব, তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেও আমি বা আমার স্ত্রী—কেহই আপনার অস্তিত্ব অবগত ছিলাম না ; হেনাসান কেবল এক বার মাত্র আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনার বন্ধু যখন আপনাকে আমাদের এখানে পাঠাইয়া দেন, তখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সংজ্ঞাহীন ; তখন আপনার

সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই ; এখনও কিছু জানি না ; সম্ভবতঃ আপনি ভদ্র লোক এবং সদ্বংশীয় যুবক, কিন্তু শুনিয়াছি, এ দেশে আপনি চীনাম্যানের ছদ্মবেশে ইতঃস্তত ভ্রমণ করেন ! আপনার এই বিচিত্র আচরণের কারণ কি, তাহা প্রকাশ করিতে আপনি অনিচ্ছুক ; কোন সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যে এই ছদ্মবেশ ধারণ করেন, এরূপ মনে না হইতেও পারে। তাহার পর যে লোকটির সঙ্গে আপনি এখানে আসিয়াছেন, অনেকের বিশ্বাস সে ব্যক্তির অসাধ্য কর্ম্ম নাই ; অনেকেই তাহাকে ভয় করে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই ; বিশেষতঃ আপনি আমার স্বজাতিও নহেন। এ অবস্থায় হেনা-সানকে আমরা কিরূপে আপনার হাতে সমর্পণ করি? যাহা হউক, আমি কোন অন্ধ সংস্কারের বশীভূত নহি, বিভিন্ন জাতীয় পুরুষ ও রমণীর মধ্যে বিবাহ হওয়া যে অসম্ভব বা অকর্ত্তব্য, ইহাও আমি মনে করি না ; কিছু-দিন পূর্ব্বে আমার একটি আত্মীয়ার সহিত একটি ইংরেজ যুবকের বিবাহ হইয়াছে, এই বিবাহের ফল মন্দ হয় নাই। আপনি বৈদেশিক বলিয়া যে এ বিবাহে আমার আপত্তি, এরূপ নহে ; যদি আপনি হেনাসানকে সত্যই ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আপনি সাধু, সজ্জন, সদ্বংশজাত এবং পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ—এ ধারণা অগ্রে আমাদের মনে বদ্ধমূল হউক ; তাহার পর বিবাহ সম্বন্ধে আশা করি অনুকূল মত প্রকাশ করিতে পারিব। আপনি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন আমার প্রস্তাব কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। আমার বিবেচনায় আপনার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের গৃহে আপনার আর বাস করা কর্ত্তব্য নহে।"

আমি বলিলাম, "আমিও সে কথা মনে 'করিয়াছি ; আপনি না বলিলেও আমি স্বয়ং আপনার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতাম।"

নসকি বলিলেন, "আমার কথা গুলি আপনি মন্দ ভাবে না লইলেই সুখী হইব।"

আমি বলিলাম, "না, আপনি আমাকে এত ইতর মনে করিবেন না. আপনি বিবেচকের মতই কথা বলিয়াছেন।"

নসকি বলিলেন, "আশা করি আপনি অতঃপর হেনাসানকে বিবাহ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না। আপনার বিশেষ পরিচয় জানিতে না পারিলে আপনার প্রস্তাবে আমরা কোন মতেই সম্মত হইতে পারিব না। আপাততঃ এ সম্বন্ধে আপনাকে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি যাহা যাহা বলিলাম, আমার বিশ্বাস, আমার শশুর বাঁচিয়া থাকিলে আপনার প্রস্তাব শুনিয়া তিনিও ঠিক এইরূপ কথাই বলিতেন।"

আমি বলিলাম, "আমিও এ কথা অস্বীকার করি না।"

নসকি বলিলেন, "আপনি আমার সহিত একমত হইতে পারিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আপনি এখন যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তৎসম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলিতে চাই ; আপনি কিরূপ কাজের ভার লইয়াছেন, আমার তাহা জানিবার কৌতুহল নাই ; তবে এই কার্য্য যে ভদ্রলোকের অযোগ্য নহে, আপনার মুখে এ কথা শুনিতে পাইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

আমি বলিলাম, "আমি যে কার্য্যে ব্রতী আছি, তাহা যে ভদ্রলোকের অযোগ্য কার্য্য আমার এরূপ বিবেচনা হয় না ; বৈজ্ঞানিক গবেষণার

জন্যই আমরা দেশান্তরে যাইতেছি; আমরা যে রহস্য আবিষ্কারে যাত্রা করিব তাহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে; সেই জন্যই ছদ্মবেশ ধারণের আবশ্যক। আপনাকে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিব না।"

নসকি বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সকল কথা গোপন রাখিবার জন্য আপনি কি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি অঙ্গীকার করিয়াছি এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

নসকি বলিলেন, "তাহা হইলে আপনার আর কোন কথা আমার নিকট প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই; অনেক ক্ষণ আমরা বাহিরে আছি, চলুন ভিতরে যাই।"

সেই রাত্রেই নির্জ্জনে এক বার হেনার সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে তাহার ভগিনীপতির মত তাহাকে জানাইলাম; হেনাও মিঃ নসকির প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিল।

আমি বলিলাম, "আমি যত দিন দেশান্তরে থাকিব, তোমাকে কোন চিঠিপত্র লিখিব না।"

হেনা বলিল, "আপনার যাহা ভাল মনে হয় করিবেন, কিন্তু দীর্ঘকাল আপনার কোনও সংবাদ না পাইলে আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব?"

আমি বলিলাম, "এ জন্য আক্ষেপ করা বৃথা; আমার ভালবাসায় যেন তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহাতেই মনে শান্তি পাইবে।"

হেনা বলিল, "আপনি বিপদ সমুদ্রে ভাসিতে যাইতেছেন, অথচ আপনার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাইব না, ইহা অসহ্য!"

আমি বলিলাম, "তাহার আর উপায় নাই, যদি তোমার সহিত পূর্ব্বে আমার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে হয় ত জীবনের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্ত্তিত করিতাম, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় যে কণ্টকশয্যা রচনা করিয়াছি তাহাতে আমাকে শয়ন করিতেই হইবে।"

হেনা বলিল, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছি অকুমাকে আমার বড় ভয়।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তাঁহার সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হইয়াছে, যত দিন আমি তাঁহার সহিত সরল ভাবে ব্যবহার করিব, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, আমি তাঁহার বিরাগভাজন না হইলে যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহাই তিনি করিবেন।"

হেনা বলিল, "এখান হইতে আপনি কি কালই যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, কাল সকালেই যাইব; বিশেষতঃ তোমার সহিত আমার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাতে নানা কারণে আর আমার এক দিনও এখানে বাস করা সঙ্গত নহে; তদ্ভিন্ন তোমাকে ত বলিয়াছি, দুই এক দিনের মধ্যেই আমাকে ডাক্তার অকুমার কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। আজ রাত্রেই তোমার নিকট বিদায় লইয়া রাখিতেছি, কাল প্রত্যূষে এখান হইতে যাইবার সময় হয় ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হইতেও পারে। আমি টিন্‌সিনে তোমার নিকট আমার যে অঙ্গুরীটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তাহা আমি চাই।"

হেনা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গুরীয়টি আনিয়া তাহা আমার

হস্তে প্রদান করিল ; আমি তাহা হেনার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া বলিলাম, "ইহা আমার প্রণয়ের স্মৃতি চিহ্ন।"

হেনা বলিল, "ইহা আমার অঙ্গুলিতেই থাকিবে।"

সেই সময় হেনার দিদি হারুসান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আমাদের আর কোন কথা বলিবার সুবিধা হইল না। পরক্ষণেই বাহিরে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম ; সে শব্দ আমার পরিচিত ; আমি চমকিয়া উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে চাহিলাম, দেখিলাম, ডাক্তার অকুমা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান !

দশম পরিচ্ছেদ

—— :•: ——

অসাধ্য-সাধন

অকুমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই হেনাসানকে মৃদু-হাস্তে অভিবাদন করিলেন; তাহার পর আমাকে বলিলেন, "কারফরমা, তুমি বেশ সবল ও সুস্থ হইয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; আমি ভাবিয়াছিলাম, এত দিন হয় ত তোমাকে অস্থি চর্ম্ম সার দেখিব; তুমি শরীরে বেশ বল পাইয়াছ ত? আর কয় দিন তোমার বিশ্রামের আবশ্যক?"

আমি বলিলাম, "না, আমার আর বিশ্রামের আবশ্যক নাই; রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আপনার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, এখন বোধ হয় আপনার কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব।"

সহসা হেনার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

অকুমা বলিলেন, "তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তত আছ শুনিয়া সুখী হইলাম, সত্যই আমার আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এক বার মিঃ নসকির সহিত দেখা করিয়া আসি।"

অকুমা পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ নসকির সহিত কথা শেষ করিয়া আসিয়া আমাকে বারন্দায় ডাকিলেন।

আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে, বারান্দায় আসিয়া তিনি বলিলেন, "কারফরমা, তুমি নিরুৎসাহ হইও না,আমার কাজ শেষ করিয়া আসিতে পারিলে আর তোমার অর্থকষ্ট থাকিবে না, তখন তুমি অতি সহজেই হেনাসানকে লাভ করিতে পারিবে ; এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী-লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

আমি অকুমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি হেনাসানকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এ কথা আপনি কোথায় শুনিলেন ?"

অকুমা বলিলেন, "এইমাত্র আমি মিঃ নসকির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয় না।"

অকুমা বলিলেন, "এই প্রসঙ্গের আলোচনার জন্যই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম ; আমার সহিত তোমার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইলেও আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি। বন্ধুর হিতসাধনের চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য ; সেই জন্যই আমি মিঃ নসকির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তুমি যে হেনাসানের প্রণয়ভাজন হইয়াছ ইহাতে আমার আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এত দিন সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, সংসারে যাহার কোনও বন্ধন নাই, তাহার হস্তে দায়িত্ব-ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রেমের বন্ধন জীবনের প্রধান বন্ধন, এখন জীবনের প্রতি তোমার অনুরাগ হইবে, বিপদে পড়িলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবে। প্রণয়

মানুষকে যেরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ করে, গুরুর সহস্র উপদেশও তেমন করিতে পারে না; তবে প্রণয় জিনিসটির সহিত এতদিনেও আমার পরিচয় হইল না, এখন পর্য্যন্ত আমি প্রেমের আস্বাদনে বঞ্চিত আছি!”

আমি বলিলাম, “বোধ হয় আপনি ভালই আছেন, প্রণয়ে দুঃখও বিস্তর; যাহা হউক আমার প্রতি আপনার সহানুভূতির পরিচয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।”

অকুমা বলিলেন, “এখন আমাদের যে সম্বন্ধ তাহাতে আমাদের পরস্পরের সুখ ও সুবিধার জন্য কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক। এখান হইতে যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে আমাকে অনেক কাজ শেষ করিতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপাততঃ কোথায় যাইতে হইবে?”

অকুমা বলিলেন, “আমার একটি পরিচিত ব্যক্তির গৃহে; সেখানে আমাদিগকে পুনর্ব্বার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে; এখন কয়েক মাস ছদ্মবেশেই কাটিবে।”

সেই রাত্রেই আমি অকুমার সহিত একটি জাপানীর গৃহে উপস্থিত হইলাম। এই লোকটির প্রতি যে অকুমার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আছে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাহা বোধ হইল না; তথাপি তিনি কেন তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। লোকটি যে সজ্জন নহে, তাহা তাহার দুই একটি কথাতেই বুঝিতে পারিলাম। বোধ হইল, সে সম্ভ্রান্তবংশীয় নহে, শিক্ষিতও নহে; কিন্তু অকুমাকে তাহার বড় ভয়! এই লোকটির নাম সিরো।

সিরোর সহিত আমার পরিচয় হইল। আমার জ্বর হইয়াছিল শুনিয়া সে বলিল, "পিকিনে জ্বর না হওয়াই আশ্চর্য্য ; এমন খারাপ জল-হাওয়া দুনিয়ায় আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ ; স্বয়ং যমও এখানে আসিলে জ্বরের জ্বালায় পলাইবার পথ পায় না ! আমরা ত সামান্য মানুষমাত্র, মরিবার জন্যই বাঁচিয়া আছি।"

সিরোর এই রসিকতা কতক্ষণ চলিত ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু অকুমা হঠাৎ গম্ভীর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সিরো, এখন তোমার রসিকতা রাখ, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আমি এখানে আসিয়াছি এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না ; কিন্তু তুমি আমার আদেশ পালন কর নাই, তোমার চীনা বন্ধুদের নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়াছ ! কেন আমার অবাধ্য হইয়াছ বল।"

সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলে, মানুষ যেমন নিস্পন্দ ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান থাকে, অকুমার কথা শুনিয়া সিরোর অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইল ; সে নির্ব্বাক ভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

অকুমা পুনর্ব্বার বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন, "বল, শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও।"

সিরো একবার মুখ নাড়িল মাত্র, কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

অকুমা বলিলেন, "তুমি কত টাকা ঘুঁস লইয়া আমার শত্রুপক্ষের নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছ ?"

সিরো একথারও কোন জবাব করিল না, সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া

কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; অকুমার দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না!

অকুমা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, হঠাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সর্পের ন্যায় ক্রুর দৃষ্টিতে সিরোর দিকে চাহিয়া সরোষে বলিলেন, "ওরে কুক্কুর, ওরে বিশ্বাসঘাতক, তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বড় সুখে থাকিবি? তুই যে আজও ডাক্তার অকুমাকে চিনিতে পারিলি না ইহাই আশ্চর্য্য! তোকে যাহা বলি মন-দিয়া শোন্; আজ রাত্রেই তুই তোর এই দুই জন চীনা বন্ধুকে আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী পত্র লিখিবি, তাহার পর প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই এখান হইতে টিন্‌সিনে চলিয়া যাইবি; সেখানে গিয়া কানায়াকে বলিবি আমি তোকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছি; তাঁহার গৃহে তোকে এক মাস কয়েদ থাকিতে হইবে; এই এক মাসের মধ্যে বাহিরে যাইবি না, বা কাহারও সহিত সাক্ষাত করিবি না; যদি আমার আদেশ পালন না করিস, তাহা হইলে এই একমাসের মধ্যেই তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িবে! আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাহস? ওরে মূর্খ এত সাহস তোর কোথা হইতে হইল? পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দে যে, এখনও তোর কাঁধের উপর মাথা আছে! আয়োকিকে কি তোর মনে পড়ে? সেও তোর মত নিজেকে বড় বুদ্ধিমান মনে করিত, আমার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; অবশেষে আমার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় সে আত্মহত্যা করিয়াছিল। তুই সাবধান না হইলে তোরও সেই অবস্থা হইবে। এখন আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, আগামী বৃহস্পতিবার প্রভাতে যদি কানায়ার গৃহে হাজির না

হইতে পারিস, তাহা হইলে তোকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

সিরো কোন কথা না বলিয়া নত মস্তকে ধীরে ধীরে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।"

আমি অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সিরো আপনার সম্বন্ধে কাহাকে কি সংবাদ দিয়াছে? এ কথা আপনি জানিলেনই বা কিরূপে?"

অকুমা সেই কক্ষের মেঝে হইতে দুইটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট কুড়াইয়া লইলেন; চীনেরা যেরূপ সিগারেট খায়, ইহা সেই জাতীয় সিগারেট। তাহার পর তিনি একটি পরদা-ঢাকা সেল্‌ফ হইতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিলেন; বোতলের নিকট তিনটি কাচের গ্ল্যাস ছিল, তিনটি গ্ল্যাসই যে ব্রাণ্ডিপানে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা গ্ল্যাস দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। এই সকল সামগ্রীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া অকুমা বলিলেন, "দলে না মিশিলে সিরো প্রায়ই মদ্যপান করে না, আজ সন্ধ্যার পর আমি নসকির বাংলোতে তোমার কাছে যাইবার সময় দেখিয়াছিলাম, ব্রাণ্ডি বোতলের গলায় গলায় ছিল, এই কক্ষের মেঝেতেও সিগারেটের শেষাংশ পড়িয়া থাকিতে দেখি নাই। আমি এখান হইতে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে দুই জন চীনাম্যান পথে দাঁড়াইয়া এই বাটীর দিকে চাহিতেছিল, তাহাও দেখিয়াছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা রাস্তায় যে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়াছিলাম, সেই সিগারেটও এই ঘরের মধ্যে প্রাপ্ত সিগারেট মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে

পারিবে, ইহা এক মার্কার সিগারেট। তাহার পর আমি সিরোকে এ কথা বলিবার সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ নাই ? তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, সে আমার কথার কোনও জবাব দিতে পারিল না। ইহা হইতেই বুঝিয়াছিলাম, সে অপরাধী।”

আমি বলিলাম, “কিন্তু সিরো সেই দুই জন চীনাম্যানকে কি বলিয়াছে ? আর তাঁহারাই বা কে ?”

অকুমা বলিলেন, “আমার বিশ্বাস সিরো তাহাদিগকে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে নাই, কারণ সে বেশী কিছু জানে না ; আর এ লোক দুটি যে কে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই ; কিন্তু যখন তাহারা গোপনে আমার সম্বন্ধে সন্ধান লইতে আসিয়াছিল, তখন তাহারা যে আমার বন্ধু নহে, এবং তাহাদের অভিসন্ধিও ভাল নহে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “উহাকে কানায়ার কাছে পাঠাইলেন কেন ?”

অকুমা বলিলেন, “সেখানে সে বন্দীভাবে থাকিবে, ইচ্ছা থাকিলেও সে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিতে পারিবে না ; লোকটাকে আমি বিশ্বাস করিতাম, সে পূর্ব্বে আমার অনেক কাজও করিয়াছে ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই হয়। তাহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য টিন্‌সিনে পাঠাইলাম ; ইহাতে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, অথচ ভবিষ্যতে আর সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিবে না। এখন এ সকল কথা থাক, অন্য কাজের কথা আছে ; দেখ, দরজায় কেহ দাঁড়াইয়া আছে কি না।”

আমি দরজা খুলিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; তখন দরজা বন্ধ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া অকু-মার নিকটে গিয়া বসিলাম ; তিনি পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহা আমার অনুচর জোরোর পত্র, সে এই পত্র টিন্‌সিন হইতে লোক মারফৎ আমার নিকট পাঠাইয়াছে ; পত্রে কি লিখিয়াছে শোন :—

'মহাশয়, গত বৃহস্পতিবার মিঃ কানায়া আমাকে কোন জরুরী কাজের জন্য অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তার করিয়াছিলেন ; সেই তার পাইবার অল্প ক্ষণ পরে সাগুচি আমার নিকট আসিয়া বলে, সে-ও এই মর্ম্মে তার পাইয়াছে ; আমরা এই টেলিগ্রাম পাইবামাত্র ষ্টীমার আফিসে উপস্থিত হই, এবং সাৎসুমা-মারু নামক জাহাজে টিন্‌সিনে আগমন করি।

'আমরা টিন্‌সিনে উপস্থিত হইয়াই মিঃ কানায়ার সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা তাঁহার নিকট জানিয়া লই। কাজটি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ হইয়াছিল হয় ত তাহা আমরা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব না ; ইহা আমাদের অসাধ্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। উচাং মঠের মোহান্ত বহুলোকের পরিচিত, এবং তিনি সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ; তিনি যখন কোথাও যান, তখন বহুসংখ্যক অনুচর তাঁহার সঙ্গে থাকে, এ অবস্থায় উচাংএ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব মনে করিয়া মোহান্তের গতিবিধির বার্ত্তা জানিবার জন্য আমার বন্ধু চং-ইয়েনকে উচাং নগরে এক পত্র লিখি। সেই পত্রের উত্তরে জানিতে

পারি মোহান্ত স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার গদী ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই দীর্ঘ পর্য্যটনে বাহির হইবেন ; কিন্তু তিনি যে কোথায় যাইবেন চং-ইয়েনের পত্রে তাহা জানিতে পারিলাম না।

'এই সংবাদ পাইয়াই চং-ইয়েনকে লিখিলাম, মোহান্ত কোন্ পথে কোথায় যাইবেন, তাহা যেন সে অবিলম্বে আমাকে জানায়। চং-ইয়েন লিখিল, মোহান্ত হাং-চু ও ফং-চিনের পথ দিয়া সাং-চু পর্য্যন্ত যাইবেন ; সেখান হইতে খালের পথ দিয়া টিন্‌সিনে যাইবেন ; টিন্‌সিন হইতে তাঁহার পিকিনে যাইবার কথা আছে। আমি একখানি মানচিত্র আনাইয়া মোহান্তের গন্তব্য পথটি চিহ্নিত করিলাম ; মিঃ কানায়া ও সাণ্ডচির সহিত পরামর্শ করিয়া বুঝিলাম মোহান্তকে কয়েদ করিয়া সরাইতে হইলে সাং-চুর পথ ভিন্ন অন্যত্র সে সুযোগ পাওয়া কঠিন।

'ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইলে আমরা আর একটা সমস্যায় পড়িলাম ; মোহান্তকে কিরূপে বন্দী করা যায় তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না ; কাজটি অত্যন্ত গোপনে শেষ করা আবশ্যক, বিন্দুমাত্র গণ্ডগোলে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা ; সেইজন্য আমরা স্থির করিলাম, তাঁহাকে এমন ভাবে সরাইতে হইবে যে, তাঁহার অনুচর বর্গ যেন মনে করে মোহান্ত স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন ; কিরূপে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মোহান্ত একে বৃদ্ধ, তাহার উপর অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা ; পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করেন না ; এ অবস্থায় যে, তাঁহাকে কোথাও ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখিলাম না।

অগত্যা চং-ইয়েনের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক মনে হইল। চং-ইয়েন লিখিল, যথাযোগ্য পুরস্কার পাইলে সে আমাদের সাহায্য করিতে পারে। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে সে মোহান্তের প্রধান চেলার নিকট উমেদারী করিয়া একটি চাকরী লইল, এবং কার্য্যদক্ষতা-গুণে অবিলম্বেই মোহান্তের প্রিয় হইয়া উঠিল।

কয়েক দিন পরে মোহান্ত বহুসংখ্যক অনুচর সঙ্গে লইয়া পিকিনে যাত্রা করিলেন; ইতিমধ্যে চং-ইয়েন তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল; মোহান্ত অনেক বিষয়েই তাহার সহিত পরামর্শ করিতেন; ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইল।

'ক্রমাগত দশ দিন পর্য্যটনের পর মোহান্ত অনুচরবর্গের সহিত খালে প্রবেশ করিলেন; তাহার পূর্ব্বেই সাগুচি ও আমি কার্য্যোদ্ধারের জন্য টিনসিন্ ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া চং-ইয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। চং-ইয়েন পূর্ব্বেই মোহান্তের অনুচরবর্গের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, মোহান্তজির অভিপ্রায় সাং-চু হইতে তিনি একাকী তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইবেন। এই স্থান হইতে চল্লিশ মাইল দূরে আমরা মোহান্তের অভ্যর্থনার জন্য একখান সাম্পান ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলাম।

'আমাদের পরামর্শে স্থির হইল, পথিমধ্যে চং-ইয়েন মোহান্তকে বলিবে, তাহার একটি জ্ঞাতি ভাই আছে, দস্যুবৃত্তি তাহার উপজীবিকা, দস্যুবৃত্তি করিয়া সে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; কিন্তু হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় সে কোন মাতব্বর লোকের সহায়তা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

'চং-ইয়েন একদিন গোপনে, প্রসঙ্গক্রমে মোহান্তের নিকট এ কথা তুলিলে, অর্থ লোলুপ মোহান্ত তাহাকে বলিলেন, তাহার ভাই যদি তাহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য মোহান্তের হস্তে প্রদান করে, তাহা হইলে তিনি তাহার রক্ষার একটি উপায় করিতে পারেন। মোহান্তজি সেই দস্যু যুবকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও জানিতে চাহিলেন। চং-ইয়েন বলিল, দস্যুবৃত্তির দ্বারা সে তিন চারি লক্ষ ইয়েন সঞ্চয় করিয়াছে! এতগুলি টাকার কথা শুনিয়া লোভ সংবরণ করা মোহান্তজির পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল; তিনি রাত্রিকালে গোপনে চং-ইয়েনের সহিত সেই দস্যু-সম্ভাষণে যাইতে সম্মত হইলেন; চং-ইয়েন তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইলেই টাকাগুলি পাওয়া যাইবে।

'এদিকে আমিও মোহান্তের জন্য ফাঁদ পাতিতে লাগিলাম; আমার এক জন অনুচরকে দস্যু সাজাইয়া একটি নির্জ্জন গৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল; মোহান্তকে বহু দূরে সরাইতে হইবে, সুতরাং তৎপূর্ব্বেই পাল্কী বেহারার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাত্রি আটটার সময় মোহান্ত ছদ্মবেশে চং-ইয়েন কে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন; জাল দস্যু মহা সমাদরে মোহান্ত ও চং-ইয়েনের অভ্যর্থনা করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মোহান্ত প্রথমে জাল দস্যুকে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিস্তর তিরস্কার করিলেন. এবং অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তার পর তাহাকে বলিলেন, যদি সে ধর্ম্মার্থে এই টাকা ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে।—এইরূপ নানা কথার পর সে এই গর্হিত উপায়ে কত

টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, মোহান্তজি তাহা দেখিতে চাহিলেন। আমরা পূর্ব্বেই এ জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম, এবং মোহরে ও মূল্যবান জহরতে তিনটি ব্যাগ পূর্ণ করিয়া মোহান্তকে দেখাইবার জন্য তাহা সেই ঘরে রাখিয়াছিল। ব্যাগগুলি মোহান্তজিকে খুলিয়া দেখান হইল; প্রথমে মোহরগুলি দেখিয়া তিনি বড়ই খুসী হইলেন, তাহার পর জহরৎপূর্ণ ব্যাগটির মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া এক মুঠা জহরত বাহির করিলেন, এবং বাতির কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা আসল জহরত কি না, পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চং-ইয়েন ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিয়া একখানি ক্লোরোফরম্-সিক্ত রুমাল তাঁহার নাসারন্ধ্রে স্থাপন করিল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জাল দস্যু তাঁহার দুই পা ধরিয়া এমন জোরে টানিল যে, তিনি চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িলেন!

'ক্লোরোফর্ম্মের তীব্র গন্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, মোহান্তজি আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইলেন না; পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাঁহার হস্তপদ সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাঁহাকে পাল্কীতে পুরিলাম, এবং বেহারাদিগকে পাল্কী লইয়া দ্রুতবেগে চি-কাউ-হো নামক স্থানে যাইবার আদেশ করিলাম।

'ইতিমধ্যে চং-ইয়েন মোহান্তের আড্ডায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অনুচরগণকে জানাইল, টিন্‌সিন হইতে হঠাৎ একটা জরুরী সংবাদ পাইয়া মোহান্ত মহারাজ একাকী সেখানে চলিয়া গিয়াছেন।—চং-ইয়েন আমাদের নিকট বিদায় লইলে সাগুচি ও আমি ঘোড়ার ডাকে মোহান্তের পাল্কীর অনুসরণ করিলাম।

'মোহান্তের জন্য চল্লিশ মাইল দূরে আমরা যে সাম্‌পান ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলাম, পাল্কী সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে সেই সামপানে তুলিয়া এলং-বে উপসাগরে বোম্বেটেদের জিম্মায় রাখিয়া আসিলাম। এই সময় বৃদ্ধ মোহান্তের আর্ত্তনাদের কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকিবে ! তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক লোক বিপদে পড়িয়া যে এমন বিহ্বল হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না ; কিন্তু তাঁহার এই ব্যাকুলতা নিতান্তই অনর্থক ; তাঁহার সঙ্গে এমন অর্থ নাই যে, বোম্বেটেদের উৎকোচ দিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। কি জানি যদি বোম্বেটে-সর্দ্দার তাঁহার কাতরতায় দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে আমি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছি, সে যদি ছয় মাস পরে ফরমোজা দ্বীপে আমাদের বন্ধুর নিকট তাঁহাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে পাঁচ শত ইয়েন পুরস্কার পাইবে। আর কোন কারণে না হউক, অন্ততঃ এই পুরস্কারের লোভেও বোম্বেটে-সর্দ্দার মোহান্তকে ছাড়িবে না ; এই ছয়মাসের জন্য মোহান্তজির আহারাদির ব্যয়স্বরূপ বোম্বেটে-সর্দ্দারকে পঞ্চাশ ইয়েন দিয়া আসিয়াছি।

'এইরূপে কার্য্য শেষ করিয়া আজ দুই দিন মাত্র আমরা টিনসিনে উপস্থিত হইয়াছি। পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে চং-ইয়েন মোহান্তের অনুচরবর্গের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে ; তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, আমি তাহাকে এক হাজার ইয়েন পুরস্কার দিয়াছি। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার মত লইবার সুবিধা না হইলেও আশা করি এ জন্য আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। চং-ইয়েন আমাদের যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে এই টাকা পুরস্কার প্রদান করা

বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। টাকা লইয়া চং-ইয়েন. হংকং চলিয়া গিয়াছে ; সেখান হইতে সে সিঙ্গাপুর যাইবে, এ রূপ কথা আছে। এই ব্যাপার লইয়া একটা হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিবে সন্দেহ নাই ; গণ্ডগোল যত দিন না থামে, তত দিন পর্য্যন্ত সে সিঙ্গাপুরেই থাকিবে। ইতিমধ্যে যদি কোন কারণে তাহাকে পত্রাদি লিখিতে হয়, এ জন্য তাহার সিঙ্গাপুরের ঠিকানাটি লিখিয়া লইয়াছি। আমার সঙ্গে বা সাগুচির সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের আবশ্যক হইতে পারে ভাবিয়া আমরা দুই সপ্তাহ এখানে থাকিলাম। দুই সপ্তাহ পরে সাগুচি জাপানে যাইবে, আমি হংকংএ ফিরিয়া যাইব ; অতঃপর আমাকে চিঠিপত্র লিখিতে হইলে আমার হংকংএর পুরাতন ঠিকানায় লিখিবেন।

'আমরা যে ভাবে এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি. আশা করি তাহা আপনার মনঃপূত হইবে।'

আপনার চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য

জোরো।'

অকুমা পত্রখানি বন্ধ করিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখিতেছ, আমার এই দুই জন অনুচর আমার সংকল্পসিদ্ধির জন্য কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। এখন আমাদের পথ পরিস্কার। অতঃপর আমি উচাংএর মোহান্ত বলিয়া নিজের পরিচয় দিব। তুমি যখন পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলে, সেই সময় এই মোহান্ত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি ; সুতরাং আমি যে জাল মোহান্ত, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না। কল্য প্রভাতে আমরা লামাসরাইএর মঠে উপস্থিত হইব ; তোমাকে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। আমাদের, বিশেষতঃ

আমার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক ; উচাংএর মোহান্ত অত্যন্ত বৃদ্ধ ; আমাকেও বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে।”

আমি বলিলাম, “বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না, তাহা জানি ; কিন্তু বৃদ্ধের ছদ্মবেশে অধিক দিন কোথাও বাস করা যুবকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ; আপনি তাহা পারিবেন ত ?”

অকুমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “এমন দিন গিয়াছে যখন আমার শক্তির উপর আমার তেমন আস্থা ছিল না ; অনেক কাজেই মনে হইত, হয়ত তাহাতে অকৃতকার্য্য হইব। আত্মনির্ভরের শক্তি না থাকিলে, পৃথিবীতে কেহ কোনও কঠিন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই ; তুমি ভয় পাইও না, বৃদ্ধ মোহান্তের ছদ্মবেশে আমি সকলকেই প্রতারিত করিতে পারিব।”

আমি বলিলাম, “আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।”

অকুমা বলিলেন “আমার উপর তোমার বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক, নতুবা অনেক সময় তুমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, এবং আমার আদেশানুসারে অনেক কঠিন কর্ম্মে ইতস্ততঃ করিবে। চল, এখন শয়ন করিতে যাই ; প্রত্যূষে পাঁচটার সময় উঠিয়া আমাদিগকে নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে।”

আর কোনও কথা না বলিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া আমরা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলাম ; অবিলম্বে আমি নিদ্রিত হইলাম বটে, কিন্তু কত যে দুঃস্বপ্ন দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই !

প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, আমাদের শয়ন কক্ষের অদূরে অশ্বের

পদশব্দ শুনিতে পাইলাম; বুঝিলাম, এই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে লামা সরাইয়ে যাইতে হইবে। আমাদের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে সিরো টিনসিনে যাত্রা করিয়াছিল।

অকুমা বলিলেন, "সিরো জীবনে আর আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

—•—

ইয়ং-হো-কং

অকুমা আমাকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এই কক্ষটি আমাদের শয়ন কক্ষ অপেক্ষাও প্রশস্ততর। কক্ষমধ্যে ছদ্মবেশের নানা উপকরণ সংরক্ষিত ছিল। অকুমা তাহা হইতে দুইটি পরিচ্ছদ বাছিয়া লইলেন, তাহার পর আমাকে বলিলেন, “এবার আমাদের ছদ্মবেশ ধারণে বিশেষ নৈপুণ্যের আবশ্যক; কেবল পরিচ্ছদ নহে, এবার আমাদিগকে আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; আমি উচাংএর মোহান্ত সাজিব, তুমি আমার প্রধান চেলা সাজিবে; সে জন্য যে রূপ পরিচ্ছদের আবশ্যক তাহা এখানেই পাইবে, যত শীঘ্র সম্ভব বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া লও।”

আমি আমার ছদ্মবেশ ধারণের উপযোগী পরিচ্ছদ বাছিয়া লইয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম; প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হইল। আমি যে মোহান্তের চেলা নহি, আমার বেশ দেখিয়া কাহারও এ কথা বলিবার সাধ্য ছিল না, আমার রেশম নির্ম্মিত আলখেল্লাটি যেরূপ স্থূল, সেইরূপ সুচিত্রিত; আমার বেণী যেরূপ স্থূল, সেইরূপ সুদীর্ঘ; আমার পরিচ্ছদ যে দেখিত, সেই বলিতে পারিত আমিই মোহান্ত মহারাজের সর্ব্বপ্রধান চেলা, এবং তাঁহার

গদীর উত্তরাধিকারী। ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হইলে আমি অকুমার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

অল্প ক্ষণ পরে এক জন সুদীর্ঘ দেহ, কৃশ চীনাম্যান আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কম নহে; তাহার পশ্চাতে একটি বৃদ্ধকে দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার বয়স কত অনুমান করিতে পারিলাম না; তাঁহার চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছে, বার্দ্ধক্যভারে তিনি কুব্জ হইয়া চলিতেছিলেন।

প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া অকুমার সহিত তাঁহার দৈর্ঘের সাদৃশ্য বশতঃ আমি মনে করিলাম ইনিই ছদ্মবেশী অকুমা; আমি তাঁহাকে বলিলাম, "পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে আপনার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।"

ছদ্মবেশী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এ সকল কাজ তাড়াতাড়ি শেষ না করিলে কিরূপে চলিবে? অল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগকে অনেক কাজ শেষ করিতে হইবে।"

সেখানে আর অধিক কথা হইল না। আমরা বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কয়েকটি ঘোড়া ছয় জন অশ্বারোহী অনুচর এবং দশ বার জন কুলি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।

যাঁহাকে অকুমা বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে বলিলাম, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

তিনি বলিলেন "এ কথা আপনি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "আমি যাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?"

লোকটি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ভুল করিয়াছেন, আমি ডাক্তার

অকুমা নহি ; ঐ দেখুন ডাক্তার অকুমা ঘোড়ায় চড়িতেছেন।”—তিনি বৃদ্ধটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; এই বৃদ্ধকে দেখিয়া কে বলিবে যে তিনি ডাক্তার অকুমা ? কোনও যুবক যে এরূপ বৃদ্ধ সাজিতে পারে, পূর্ব্বে আমার এ ধারণা ছিল না ; তাঁহার কপালের মাংস কুঞ্চিত, চক্ষু অক্ষি-কোটরগত ; গণ্ডস্থল শুষ্ক; দেহের চর্ম্ম শিথিল ; এই ব্যক্তি অকুমা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি চীন দেশে এমন লোক কেহই নাই যে তাঁহাকে যুবক বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে।

যাহা হউক, আমি অকুমার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, “আপনাকে ডাক্তার অকুমা বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু আপনার অসাধ্য কার্য্য নাই ; আমাদের সঙ্গী আমাকে বলিতেছিলেন আপনিই ডাক্তার অকুমা ; একথা সত্য হইলে এখন আমাকে কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আপনার উপদেশ জানিতে চাই।”

অকুমা হাসিয়া বলিলেন, “তুমিও আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? তাহা হইলে বোধ হয় আমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে ; তুমি যখন আমাকে চিনিতে পার নাই, তখন আমার বিশ্বাস অন্য কেহই আমাকে চিনিতে পারিবে না। তোমার ছদ্মবেশও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে ; তুমি আমার প্রধান চেলা, সর্ব্বদা এ কথা স্মরণ রাখিও ; এখানে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, ঘোড়া ছাড়িয়া দাও, পথে চলিতে চলিতে সকল কথা বলিব।”

আমি অশ্বারোহণ করিয়া অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাদের অন্য সঙ্গীটি কে ?”

অকুমা বলিলেন, "তুমি যখন রোগ শয্যায় পড়িয়াছিলে, সেই সময় আমি উহাকে আমার কাজের সাহায্যের জন্য টিনসিন হইতে আনাইয়াছিলাম ; লোকটি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী অনুচর ; অনেক বার অনেক কঠিন কার্য্যের ভার দিয়া উহার বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতার পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। এ ব্যক্তি লামাসরাই পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাইবে তাহার পর আমার লোকজন লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

আমরা অশ্বারোহণে ইয়ং-হো-কং অর্থাৎ লামা সরাইয়ের সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মঠের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। এই মঠে চীনদেশ বাসী ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোকের বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশাধিকার নাই। ইয়ং-হো-কং পিকিন হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

চলিতে চলিতে আমার মন নানা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হইল! মনে হইল, এই মঠে প্রবেশ করিবার পর কোন রূপে যদি আমাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে, তাহা হইলে আর সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপায় থাকিবে না, মঠ রক্ষকগণের তরবারিতে নিশ্চয়ই আমাদের মস্তক দেহচ্যুত হইবে।

পাঁচ মাইল পথ আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতিক্রম করিলাম ; মঠের সীমায় প্রবেশ করিয়া বিনা বাধায় দুইটী দেউড়ী পার হইলাম ; এই দুইটী দেউড়ীতে আমাদিগকে কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। তৃতীয় দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই দেউড়ীর সুবৃহৎ দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ! এই দ্বার উন্মুক্ত না হইলে মঠের ভিতরে যাইবার কোনও উপায় নাই।

দেউড়ীর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আমাদের একজন অনুচর দ্বারে পুনঃ পুনঃ সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। প্রায় দশ মিনিট পরে এক জন মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দ্বারপ্রান্তস্থ একটি গবাক্ষ খুলিয়া মুখ বাহির করিল, এবং আমরা কে, কি প্রয়োজনেই বা সেখানে আসিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

অকুমা অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিলেন। অকুমার কথা শুনিয়াও সন্ন্যাসী দেউড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল না; তখন অকুমা তাহার আরও নিকটে গিয়া তাহার কানে কানে দুই একটি কথা বলিলেন, এবার সন্ন্যাসী দেউড়ীর দরজা খুলিতে বিলম্ব করিল না।

দেউড়ীর দ্বার উন্মুক্ত হইলে, আর এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া অকুমাকে ও আমাকে ঘোড়া হইতে নামিতে বলিল, আমরা নামিয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই এক জন ভৃত্য অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া নিম্ন স্বরে অকুমাকে কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। অকুমা আমাকে অনুচরবর্গের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিতে বলিলেন; অনুচরেরা আমার নিকট টাকা লইয় তৎক্ষণাৎ পিকিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনুচরেরা বিদায় হইলে, অকুমা পূর্ব্বোক্ত মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "ইনি আমার প্রধান চেলা, আমার সেবা করিবার জন্য ইহাকে সঙ্গে আনিয়াছি, আমার সঙ্গে ইহারও ভিতরে যাওয়া আবশ্যক।"

সন্ন্যাসী অকুমার প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলে, আমরা মঠের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলাম; কয়েক গজ দূরে আমাদিগকে

কতকগুলি সোপানের উপর উঠিতে হইল; এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা একটি চকের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গনটি সুপ্রশস্ত; তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, সেই সকল কক্ষের ছাদ অত্যন্ত উচ্চ। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে বুদ্ধ দেবের একটি দারুময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এরূপ বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি আমি আর কোনও দেশে দেখি নাই, মূর্ত্তিটি প্রায় সত্তর হাত উচ্চ; বুদ্ধ দেবের চক্ষু-তারকা দু'টি দু'খানি গরুর গাড়ীর চাকার মত? নাসিকাটি বোধ হয় পাঁচ হাতের কম নহে! বুদ্ধ দেবের উভয় হস্তে দুইটি শতদল পদ্ম, এক একটি পদ্মের উপর দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ চক্রাকারে বসিয়া ফলাহার করিতে পারে; মস্তকে সুবর্ণ মুকুট, মুকুটটি যেন কলিকাতার মনুমেণ্টের চূড়া! মুকুটটি বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত; সম্ভবতঃ তাহা নির্ম্মাণে প্রায় এক মণ স্বর্ণ লাগিয়াছে। আমি ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে সেই বিরাট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম; হাতীর নিকট মশাকে যেরূপ ক্ষুদ্র দেখায়, সেই বুদ্ধ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকেও সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল।

এই প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে যে সকল সংকীর্ণ কক্ষ ছিল, তাহাদের উপরে দ্বিতল, আরও অনেক উচ্চে দেখিতে পাইলাম, তাহাদের ছাদ চূড়াকার, অনেকটা মন্দিরের চূড়ার মত।

এই প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া আমরা একটি সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দ্বারের উভয় প্রান্তে পিত্তল নির্ম্মিত দুইটী প্রকাণ্ড সিংহ-মূর্ত্তি দেখিলাম; এই দ্বার অতিক্রম করিলে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে মঠের ভিতর প্রবেশ করিলাম। মঠের প্রাচীর প্রাচ্য ভাস্কর

নৈপুণ্যের আদর্শ স্থানীয় ; পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় তাহা বহু বিচিত্র চিত্রে খচিত।

এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া আমাদের পথ-প্রদর্শকের ইঙ্গিতানুসারে আমরা দণ্ডায়মান হইলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক সন্ন্যাসী ত্রস্ত পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বোধ হয় মঠের মোহান্তকে আমাদের আগমন সংবাদ জানাইতে গেল।

আমরা সেখানে প্রায় বিশ মিনিট কাল দণ্ডায়মান রহিলাম। যতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম ক্রমাগত ধূপের সৌরভ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। মঠটি অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হইল, কোন দিকে জন মানবের সমাগম দেখিতে পাইলাম না। এই বহু প্রাচীন প্রকাণ্ড নিস্তব্ধ মঠের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা দুই জনে তাহার বিরাট ও গম্ভীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, কেবল মনে হইতে লাগিল, যদি ঘূর্ণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারে আমরা ভণ্ড তপস্বী, তাহা হইলে কোন রূপেই এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিব না।

অল্প ক্ষণ পরে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম, শব্দ অত্যন্ত গম্ভীর এবং কিছু মাত্র শ্রুতি সুখকর নহে ; বোধ হইল যেন, অন্ধকার গম্বুজের মধ্যে বসিয়া পেচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতেছে! ঘণ্টাধ্বনি অনেক দূর হইতে আসিতেছিল ; তথাপি অনুমান করিলাম ইহা মঠের ঘণ্টা। কতখানি স্থান ব্যাপিয়া এই মঠ অবস্থিত, তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলাম ভাবিতে লাগিলাম, এমন দুঃসাহসের কার্য্যে ইতিপূর্ব্বে কেহ কি এখানে আসিয়াছে ?

বিশ মিনিট পরে বোধ হইল কে 'গেতা' (কাঠের জুতা) পায়ে দিয়া খট্ খট্ শব্দে আমাদের দিকে আসিতেছে; অল্পক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম একটি বৃদ্ধ দুই জন যুবক সন্ন্যাসীর স্কন্ধে দেহের ভার রাখিয়া ধীরে ধীরে আমাদের দিকে আসিতেছে। অনুমানে বোধ হইল, এই বৃদ্ধটির বয়স নব্বই বৎসরের কম নহে। ইহাদের তিন জনের পরিধানেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, তবে বৃদ্ধটির পরিচ্ছদ কিছু স্বতন্ত্র; পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, এই বৃদ্ধই এ মঠের মোহান্ত। বৃদ্ধটির মস্তক কেশ-সংস্পর্শ শূন্য, ঘসা পয়সার মত মসৃণ! কিন্তু তাঁহার দাড়ী ও গোঁফ কেশের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু রাশি শ্বেত চামরের মত তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

যুবক সন্ন্যাসীদ্বয় বৃদ্ধকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইল; বৃদ্ধ আমাদের নিকটে আসিলে বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, বার্দ্ধক্য বশতঃই বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল।

বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "আপনারা কে, জানিতে ইচ্ছা করি; কি অভিপ্রায়ে আপনারা আমার মঠে আগমন করিয়াছেন?"

অকুমা অসঙ্কোচে বলিলেন, "আমি উচাং মঠের মোহান্ত; আমি এখানে কেন আসিয়াছি তাহা যাঁহারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন।"

বৃদ্ধ মোহান্ত বলিলেন, "আপনি যে উচাং মঠের মোহান্ত তাহার প্রমাণ কি?"

অকুমা বলিলেন, "আকাশের চন্দ্র জানেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে কোন্ কোন্ নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে।"——অকুমা এমন স্বরে কথা বলিতে

ছিলেন যে, তিনি যে আসল চীনাম্যান নহেন তাহা অনুমান করা কাহারও সাধ্য ছিল না।

বৃদ্ধ মোহান্ত বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, কিন্তু প্রভাতে কোন নক্ষত্রকেই দেখা যায় না, তখন তাহাদের চিনিবার উপায় কি ? আমরা তিন সপ্তাহ ধরিয়া যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি, আপনি যদি তিনিই হন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইবার নানা উপায় আছে।"

অকুমা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আলখেল্লার ভিতর হইতে খড়মের আধারটি বাহির করিয়া সেই অপূর্ব্ব খড়ম বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলেন ; বৃদ্ধ খড়মটি চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে আনিয়া, তাহাতে অঙ্কিত বর্ণমালার উপর একবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি সেই খড়ম ভক্তিভরে মস্তকে স্পর্শ করিলেন, তাহার পর অকুমার আলখেল্লার প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার এই নিদর্শনই যথেষ্ট ; আমি বুঝিয়াছি জীবন-মরণের রহস্য যে মহাপুরুষগণের সুবিদিত, আপনি তাঁহাদের অনুগৃহীত; আপনি মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি, আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

আমরা উভয়ে বৃদ্ধ মোহান্তের অনুবর্ত্তী হইলাম, এবং একটি সুদীর্ঘ কক্ষের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পাষাণ নির্ম্মিত এই সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্যের বিরাট গাম্ভীর্য্যে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমার মনে হইল, এই মঠ যেরূপ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, তাহাতে বহু শত্রুসৈন্য ইহা আক্রমণ করিয়া ক্রমান্বয় কামানের গোলা ছুড়িলেও সহজে ইহা বিদীর্ণ করিতে পারে না।

আমরা সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলাম, কতকগুলি কক্ষ পার হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলাম, তাহার সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ তলে উঠিলাম, এবং অবশেষে একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এই কক্ষে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন আছে। আমি পরে দেখিয়াছিলাম একটি বাতায়ন পথে পিকিন সহরের দৃশ্য সুন্দররূপে নয়নগোচর হয়।

আমরা সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে, মঠের মোহান্ত অকুমাকে সবিনয়ে বলিলেন, "এ আপনারই মঠ মনে করিবেন, আপনার যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, অসঙ্কোচে আমাকে জানাইবেন ; আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন।"

বৃদ্ধ মোহান্ত অকুমাকে অভিবাদন করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মোহান্ত প্রস্থান করিলে, অকুমা নিম্ন স্বরে আমাকে বলিলেন,"আজ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাটিল, বৃদ্ধের মনে আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই ; আমাদের অভিনয় অতি চমৎকার হইতেছে, কাল যদি এই ভাবে কাটে, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ মোহান্তের নিকট অনেক গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান লইতে পারিব।"

সে দিন আমরা চারি দিকে ঘুরিয়া মঠটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম ; এরূপ সুবিস্তীর্ণ ও প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। যদিও কোন ধর্ম্মেই আমার আস্থা নাই, তথাপি এই মঠের প্রাচীনত্ব ও বিরাট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইল।

অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় ভগবানের উপাসনার জন্য আমরা একটি প্রকাণ্ড হলে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেখানে সমবেত হইয়াছে। কুম্ভমেলা ভিন্ন এত অধিক সংখ্যক সন্ন্যাসীকে আর কোথাও একত্র দেখি নাই। কিন্তু এই সকল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী সেই সকল ভস্মাবৃত, পিঙ্গল জটামণ্ডিত-মস্তক, রুক্ষদেহ গঞ্জিকাপায়ী হিন্দু সন্ন্যাসীর মত নহে; ইহারা সকলেই গৈরিক বর্ণের আলখেল্লাধারী এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য ভব্য; তবে ইহাদের মধ্যে কপট সন্ন্যাসী কতগুলি আছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বিশেষতঃ আমরা যখন জাল-সন্ন্যাসী সাজিয়া প্রতারণার সহায়তায় ইহাদের গুপ্ত রহস্য জানিতে আসিয়াছি, তখন আমাদেরই-বা সে বিচারের অধিকার কি?

উপাসনা আরম্ভ হইল। আমরাও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবান বুদ্ধ দেবের স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমাদিগকে অধিক ক্ষণ এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না; অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই উপাসনা শেষ হইয়া গেল; আমরা আমাদের কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। অল্পক্ষণ পরে অকুমা বৃদ্ধ মোহান্তের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

সেই নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া থাকিতে আমার ভাল লাগিল না; সন্ন্যাসীরা আহারাদি শেষ করিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে যেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিল, আমি ঘুরিতে ঘুরিতে সেইখানে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তাহাদের গল্পের বিষয়টি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে অত্যন্ত কৌতুহলের সঞ্চার হইল, আমি দুই এক পা

করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের দলের মধ্যে গিয়া দাড়াইলাম; আমাকে দেখিয়া তাহারা কিছু বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইল।

তাহাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমি আর অধিক ক্ষণ সেখানে দাড়াইলাম না; প্রাঙ্গনে যেখানে বুদ্ধদেবের বিরাট দারু মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; সেখানে দেখিলাম, দশ বার জন সন্ন্যাসী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বাস এবং প্রত্যেকের হস্তেই এক একটি বিড়ি; অস্তোন্মুখ তপনের পীত রশ্মিরাগ সন্ন্যাসীদের মুখে পতিত হওয়ায় তাহাদিগকে কোন অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্যময় জীব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি সেই সন্ন্যাসী মণ্ডলীকে নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া তাহাদের পার্শ্বদেশে শিলাসনে উপবেশন করিলাম।

এক জন সন্ন্যাসী তখন একটি গল্প বলিতেছিল; অনেকের বিড়ির আগুন পর্য্যন্ত নিভিয়া গিয়াছিল! একটু শুনিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম, গল্পটি ঠাকুরমার উপকথা; তাহাতে দেবতা আছে, দৈত্য আছে, ভূত প্রেত আছে, ডাইনী বুড়ী আছে, যেন তাহা আরব্যোপন্যাসের একটি নূতন সংস্করণ; আমি স্থির ভাবে বসিয়া গল্পটি শেষ পর্য্যন্ত শুনিলাম, এবং গল্প শেষ হইলে সমজদারের মত মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হাঁ, ইহা অতি উত্তম কাহিনী, এমন কাহিনী, সচরাচর সকলের মুখে শোনা যায় না।" -আমার এই চাটুবাক্য নিষ্ফল হইল না, আমার উপর সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হইল; তখন সেই সন্ন্যাসী দলের নিকট বাহাদুরী লইবার জন্য আমার মনে একটু লোভ হইল; আমি স্বয়ং আরব্য উপন্যাসের একটি অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করিলাম। কিয়ৎকাল

বলিবার পর দেখিলাম, সন্ন্যাসীদের কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সন্ন্যাসীটি পূর্ব্বে গল্প বলিয়াছিল, আমার গল্পের প্রতি তাহার মন ছিল না, সে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; গল্প বলিতে বলিতে এক বার তাহার চক্ষুর সহিত আমার চক্ষুর মিলন হইল; তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল, তাহাকে যেন কোথাও দেখিয়াছি! কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ করিবার জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হইলাম। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসীরা কি ভাবিল, বলিতে পারি না। কিন্তু আমি এ সময় অন্যমনস্ক হইয়া ভাল করি নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াই, পুনর্ব্বার গল্পে মনঃ-সংযোগ করিলাম; কিন্তু গল্পটি আর ভাল জমিল না; আমারও মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিলাম, এবার তাহার মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। আমার দুঃখ ভয় ও অনুতাপের সীমা রহিল না; মনে হইল, সন্ন্যাসীর দলে মিসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! কিন্তু 'চৌরে গতে সতি কিমুসাবধানম্।' এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি? এখন যাহাতে প্রাণ রক্ষা হয় তাহারই উপায় স্থির করা সর্ব্ব প্রধান কার্য্য।

কোন রূপে গল্প শেষ করিয়া সন্ন্যাসীগণের নিকট বিদায় লইয়া চিন্তাকুল চিত্তে সেখান হইতে উঠিলাম, কিন্তু কিরূপে যে এই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিব, অনেক ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; মনে হইল, অকুমা ভিন্ন ইহার মীমাংসা হইবে না। আমি তাড়াতাড়ি অকুমার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি একাকী বসিয়া আছেন।

আমাকে দেখিবামাত্র তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ?"

আমি বলিলাম, "আমি মঠের মধ্যেই ঘুরিতেছিলাম ; একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।"

আমার এ কথায় অকুমা হঠাৎ মাথা তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল : তিনি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ? সকল কথা শীঘ্র বল।"

আমি বলিলাম, "এই মঠের এক জন সন্ন্যাসী আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।"

অকুমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন ছদ্মবেশেও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে ? তোমাকে যে কেহ চিনিতে পারিবে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই।"

আমি বলিলাম, "আমাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছে কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, তবে আমার সন্দেহ, বোধ হয় সে চিনিয়াছে। তাহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া আমার এরূপ অনুমান হইতেছে।"

অকুমা বলিলেন, "পূর্ব্বে কি তুমি তাহাকে কোথাও দেখিয়াছিলে ? তাহার সহিত কোথায় তোমার পরিচয় হইয়াছিল ?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক দিনের কথা ; এ লোকটা তখন সন্ন্যাসী ছিল না, সে তখন চুরি করিত ; সে সময় আমি ক্যাণ্টন সহরে ছিলাম। এক দিন সে আমার বাসায় চুরি করিতে গিয়াছিল ; চোরটাকে আমি দুই হাতে জড়াইয়া ধরি, তাহার হাতে একখানি ছোরা ছিল, সে মুক্তি লাভের আশায় সেই ছোরা দিয়া আমার হাতে আঘাত করে ;

কিছুদিন পরে ক্ষত শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আঘাতের চিহ্ন এখন পর্য্যন্তও আছে। ক্যাণ্টনের আদালতে আমি অভিযোগ উপস্থিত করিলে, যে বিচারকের নিকট এই চোরের বিচার হয়, তিনি রায় প্রকাশ করেন আমি আমার আততায়ীকে ঠিক সনাক্ত করিতে পারি নাই; ইহার ফলে সে মুক্তিলাভ করে। এখন দেখিতেছি সেই চোর সাধু সাজিয়া এখানকার সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়াছে।”

অকুমা বলিলেন, “তোমার ক্ষত চিহ্ন দেখি।”

আমি আলখেল্লার হাতা সরাইয়া আমার মণিবন্ধের ক্ষতচিহ্নটি তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম; ছোরার সেই লম্বা দাগ জীবনে মিলাইবার নহে!

ক্ষত চিহ্নটি দেখিয়া অকুমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখিতেছি বড়ই গুরুতর সমস্যা উপস্থিত, এখন হইতে তোমাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে; এ কথা যদি কোন রূপে মোহান্তের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে আর আমাদের নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকিবে না। তুমি তোমার হাত সর্ব্বক্ষণ আলখেল্লার আস্তিনের মধ্যে গুটাইয়া রাখিবে। কাহারও সম্মুখে তাহা বাহির করিবে না; এমন কি কাহাকেও তোমার পাশ দিয়া যাইতে দেখিলে সতর্ক ভাবে চলিবে।”

আমি বলিলাম, “আমি আপনার উপদেশানুসারেই কাজ করিব।”

আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ঢং ঢং করিয়া মঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এইবার শেষ উপাসনা; এ সময় উপাসনার যোগ দান না করিলে পাছে সন্ন্যাসীরা আমাদের অধার্ম্মিক মনে করে এই ভয়ে

আমরাও সন্ন্যাসীর দলে গিয়া বসিলাম; এবং তাহাদের সহিত এক-যোগে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম এবার সন্ন্যাসীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক। অকুমা সাধারণ সন্ন্যাসীর দলে বসেন নাই। তিনি বেদীর উপর মোহান্তের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, উপাসনা আরম্ভ হইলে, একজন সন্ন্যাসী সেইখানে আসিয়া আমার পাশে বসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিবা মাত্র চিনিতে পারিলাম, এ সেই চোর! তাহাকে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু উপাসনায় এই চোর সন্ন্যাসীর কোন ত্রুটি দেখিলাম না; তাহার মুখ-ভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম না, সে একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; যেন সে আমাকে চেনে না, বা আমাকে দেখিতে পায় নাই, এই ভাবে বসিয়া রহিল। কিন্তু উপাসনার পর উঠিবার সময় তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠক্কর খাইয়া এত জোরে আমার গায়ে পড়িল যে, হঠাৎ সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আমি মাটীতে পড়িলাম। সন্ন্যাসীটা আমার উপরে পড়িয়াছিল, সেই অবস্থাতেই সে আমার দক্ষিণ হাত খানি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আমার আল-খেল্লার আস্তিন সরাইয়া ক্ষত চিহ্নটি মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিয়া লইল, এবং অস্ফুট হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম; আমার মনে ভয়ের সীমা রহিল না; বুঝিলাম, অবিলম্বে মঠ পরিত্যাগ না করিলে আমাদের উভয়েরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উপাসনান্তে অধিকাংশ সন্ন্যাসীই সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল; অকুমা বেদীর নিকট দাঁড়াইয়া মোহান্তের সহিত কি কথা কহিতে ছিলেন। আমার মনে হইল, তখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমার বিপদের কথা খুলিয়া বলি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম সে অবস্থায় সেখানে তাঁহাকে কোনও কথা বলা ভয়ঙ্কর বেয়াদপি; অগত্যা, যেখান হইতে তিনি আমাকে দেখিতে পান আমি এমন স্থলে গিয়া দাঁড়াইলাম; অল্পক্ষণ পরেই তিনি আমার দিকে চাহিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিলাম। আমাদের কথা ছিল, সঙ্কটে পড়িলে ও কথা কহিবার প্রতিবন্ধক থাকিলে এই ভাবে ইঙ্গিত করিয়া আমরা পরস্পরকে বিপদের কথা জ্ঞাপন করিব। অকুমা আমার ইঙ্গিত বুঝিলেন, এবং তাড়াতাড়ি মোহান্তের সহিত কথা শেষ করিয়া আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন।

নির্জ্জন স্থানে আসিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন সংবাদ কি?"

আমি বলিলাম, "সেই চোর সন্ন্যাসী সত্যই আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে; সন্ধ্যাকালে আমি উপাসনায় বসিলে, সে আমার পাশে আসিয়া বসে; উপাসনান্তে সে হঠাৎ আমাকে মাটীতে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার হাত ধরিয়া ক্ষত চিহ্নটি দেখিয়াছে; আমাদের বিপদ যে অত্যন্ত আসন্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

আমার কথা শুনিয়া অকুমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিলেন না; পিঞ্জরারুদ্ধ সিংহের ন্যায় অধীর ভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ

করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "দেখিতেছি বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে ; এখন সামান্য একটি ভ্রমে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে! এই চোর সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মোহান্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় জানাইবে ; এরূপ একটি গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া মোহান্ত যে তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, ইহা সম্ভব নহে ; তিনি আমার নিকট আসিয়া তোমাকে দেখিতে চাহিবেন। তাহার পর যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়িবে তুমি ছদ্মবেশী বৈদেশিক, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের উভয়ের মস্তকের উপর শত তরবারি নিষ্কোষিত হইবে! তীরের নিকট আসিয়া নৌকাডুবি হইবে। আমি যে সকল রহস্যের সন্ধান জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা আগামী কল্য প্রভাতে জানিতে পারিব, মোহান্তের নিকট এরূপ আশা পাইয়াছি। তির্ব্বতের দুর্গম বেনজুরু মঠ আমাদের শেষ কার্য্য ক্ষেত্র। যে সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার করিলে সেই মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিতে পারা যায়,সেই কথাটিও আগামী কল্য প্রভাতে জানিতে পারিতাম ; তাহার পর এখান হইতে কোনরূপে এক বার বাহির হইয়া পড়িলে আর আমাদের ভয়ের কারণ থাকিত না ; তখন আমাদের উপর কাহারও সন্দেহ হইলে আমাদের ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু তোমার অবিবেচনায় সেই সকল সুযোগ নষ্ট হইল। এ জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতেছি না, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে হইবে, এ সম্ভাবনা লইয়াই ত এখানে আসিয়াছি ; এখন কিরূপে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়, অবিলম্বে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। আপাততঃ আমি

কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছি, না ; তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি নির্জ্জনে বসিয়া একটা ফন্দী বাহির করি।”

সহসা সিঁড়িতে কাহার পদ শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি এক লম্ফে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, এবং দরজার ফাঁক দিয়া ব্যাপার কি, তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

দুই এক মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধ মোহান্ত তিন জন প্রধান চেলার সহিত অকুমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই চোর সন্ন্যাসীটাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। মোহান্ত সদলবলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই অকুমা পদ্মাসনে বসিয়া নিমিলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইলেন! তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া মোহান্ত ও তাঁহার চেলারা সসম্ভ্রমে একটু দূরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল পর্য্যন্ত অকুমা ধ্যানস্থ রহিলেন ; তাহার পর তিনি উঠিয়া সন্ন্যাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিরক্তিভরে বলিলেন, “এ কিরূপ ব্যবহার! এখানে কি আমার স্বাধীনতা নাই? আমি নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা করিতেছি, এ সময় তোমরা হঠাৎ এখানে আসিয়া আমার উপাসনায় কেন বিঘ্ন উপস্থিত করিলে? যাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। মোহান্তজি, আপনার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?”

অকুমার কথা শুনিয়া মোহান্তের চেলারা চোর সন্ন্যাসীটাকে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল; কেবল বৃদ্ধ মোহান্ত সেখানে দাড়াইয়া রহিলেন।

চেলারা প্রস্থান্ করিলে, বৃদ্ধ মোহান্ত অকুমাকে সবিনয়ে বলিলেন, “মহারাজ, আমাদের উপর অপ্রসন্ন হইবেন না, আপনি যে ধ্যানস্থ

ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে আমরা জানিতে পারি নাই; আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আপনার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একটি গুরুতর সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইহা অমূলক সন্দেহ, আপনি অবিলম্বেই এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। আমাদের দলের একটি নবীন সন্ন্যাসী আজ সন্ধ্যার পর আমাকে বলিতেছিল—আপনার প্রধান চেলাটি চীনাম্যান নহে, সন্ন্যাসীও নহে,একজন ভণ্ড বৈদেশিক!—আমি তাহার এ অভিযোগ বিশ্বাস করি নাই।—আপনার এই চেলা কত দিন পূর্ব্বে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে?"

অকুমা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন আমি অপমানজনক মনে করি। আপনি যে সন্দেহের কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও আপনার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; যদি কোনও ভণ্ড কর্ত্তৃক আমি প্রতারিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। কিন্তু আপনার এই মঠে যখন কোনও বৈদেশিকের প্রবেশাধিকার নাই, তখন এই গুরুতর অভিযোগের বিচার আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার এই চেলাটি যে আপনার আমার মতই চীনাম্যান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তথাপি আপনার মঠের এক জন সন্ন্যাসী কেন এরূপ মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অভিযোগ সত্য হউক মিথ্যা হউক, কল্য প্রভাতে সভাস্থলে ইহার বিচার হইলেই সকল রহস্য প্রকাশ হইবে। যদি আমার চেলা ছদ্মবেশী বৈদেশিক প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সে তাহার কপটতার উপযুক্ত

অতি ভীষণ দণ্ড লাভ করিবে। কিন্তু যদি তাহাকে ছদ্মবেশী বৈদেশিক প্রতিপন্ন করা না যায়, তাহা হইলে আমি আপনার মিথ্যাবাদী অনুচরের জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িব! তবে আজ রাত্রে আমি দীর্ঘ কাল ধ্যানস্থ থাকিব, সুতরাং আজ আর কোন মীমাংসা হইবে না; কল্য প্রভাতে সভা স্থলে ইহার মীমাংসা হইবে, ইহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

বৃদ্ধ মোহান্ত বলিলেন, "আপনার প্রস্তাব অতি সঙ্গত, ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; যদি এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী সন্ন্যাসীকে আপনার যেরূপ অভিরুচি, সেই দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।"

মোহান্ত প্রস্থান করিলেন।

অকুমা অতঃপর আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ মোহান্তকে কথার কৌশলে ভুলাইয়া বিদায় করিয়াছি; আজ রাত্রে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; এখন কিরূপে আমরা এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব, তাহাই স্থির করিতে হইবে।"

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, "আমি ত কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না; এ দারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব মনে হইতেছে।"

অকুমা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নহে; অসম্ভব কথাটি আমার নিকট অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়; এখনও অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা সময় আছে, এই ছয় ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি এই অভিযোগ হইতে তোমার মুক্তি লাভের কোন উপায় আবিষ্কার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিব, যে ভীষণ দুঃসাহসের কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অকুমার কৌশল

অকুমা বলিলেন, "এখন দুইটী কথা ভাবিবার আছে ; প্রথম কথা, প্রমাণ করিতে হইবে তুমি চীনাম্যান ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তুমি চীনাম্যান নহ, তুমি বাঙ্গালী ; দ্বিতীয় কথা, কাল প্রভাতে যদি তুমি তোমার এই ছদ্মবেশে মোহান্তের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে ধরা পড়িতে হইবে। ইহার ফল কি হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ! যদি তুমি পলায়ন কর, তাহা হইলে অগত্যা আমাকেও তোমার সঙ্গে পলাইতে হইবে ; কিন্তু তাহা হইলে, যে জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এরূপ সহস্র বিপদ মাথায় লইয়া এখানে আসিয়াছি, আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং আমি পলায়ন করিব না ; অদৃষ্টে যাহাই থাক্, এখানকার কাজ শেষ না করিয়া আমি মঠ ত্যাগ করিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আজ রাত্রে পলায়নের সুবিধা হইতে পারে। আমি যে চীনাম্যান নহি, কল্য প্রভাতে এ কথা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, সুতরাং পলায়নই আত্ম রক্ষার একমাত্র উপায় ; কিন্তু আমি পলায়ন করিলে কেবল যে আপনার সংকল্প ব্যর্থ হইবে, ইহাই নহে, আপনার প্রতিও ইহাদের সন্দেহ প্রবল হইবে, এবং অবশেষে আপনার

জীবন বিপন্ন হইয়াও বিচিত্র নহে। আপনার ইচ্ছা থাক বা না থাক, আপনাকে বিপদে ফেলিয়া আমি কখনই পলায়ন করিব না; কিন্তু পলায়ন না করিয়া এ বিপদ হইতে মুক্তিলাভের কি কোন উপায় নাই? যে সন্ন্যাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, উৎকোচ দ্বারা কি তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব? সে যদি কা'ল বলে, আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ অমূলক, ভ্রমক্রমে সে আমাকে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহা হইলে কি গোলযোগ সহজে মিটিয়া যাইতে পারে না?"

অকুমা বলিলেন, "এমন নির্ব্বোধের মত কথা মুখে আনিও না; উৎকোচ দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিবার অর্থ—স্বয়ং তাহার বশীভূত হওয়া; উৎকোচ গ্রহণ করিয়াও সে যদি নিমকহারামি করে, তখন কি করিবে?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা সত্য; কিন্তু যদি তাহাকে কোন-রূপে এখান হইতে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত সকলে ভাবিতে পারে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার সাহস না থাকায় সে পলায়ন করিয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "ইহাও বুদ্ধিমানের মত কথা নহে; শত্রুতা সাধনই যাহার উদ্দেশ্য, সে কি কখনও তাহার উদ্দেশ্য ভুলিতে পারে? সুবিধা পাইলেই সে শত্রুতা সাধন করিবে। শত্রুকে শাসন করাই তাহার আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়; তুমি এরূপ কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেছ কৈ? তুমি যেসকল উপায়ের কথা বলিতেছ, তাহা নিতান্ত অসার, তাহাতে কোন কাজ হইবে না।

তুমি তোমার কুঠুরীতে যাও, আমি নির্জ্জনে কিছু কাল চিন্তা করিলেই কোন-না-কোন উপায় স্থির করিতে পারিব।”

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। অকুমা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চঞ্চল ভাবে গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; তাহার পর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “একটা উপায় স্থির করিয়াছি বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করা অতি কঠিন; তথাপি তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না, কঠিন রোগেই উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দুষ্কর কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে; যদি কৃতকার্য্য হইতে পার তাহা হইলে আমাদের সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে, অকৃত কার্য্য হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী! এক বার তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এবারও তোমাকে তাহা করিতে হইবে। তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই তোমার হস্তে এই কঠিন কার্য্যের ভার দিতেছি; যদি তুমি আমার উপদেশানুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না; নতুবা আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবে না। এখন যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি মন দিয়া শোন; এখন রাত্রি প্রায় বারটা; প্রত্যূষে সাড়ে পাঁচটার সময় উপাসনার প্রথম ঘণ্টা বাজিবে, তাহার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঊষার আলোকে চারি দিক পরিষ্কার হইবে; তাহার পূর্ব্বেই সকল কাজ শেষ করিতে হইবে। আমি যেমন করিয়া পারি দশ পনের মিনিটের মধ্যে তোমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দিব; মঠের বাহিরে গিয়া তুমি যেমন করিয়া পার—পথে কাহারও ঘোড়া চুরি করিয়া পার, আর পদব্রজে দৌড়াইয়াই

পার, রাত্রি দেড়টার মধ্যে পিকিনে উপস্থিত হইবে; পিকিনের সদর দেউড়ীর নিকট উ-লা-ওয়ে নামক আমার একজন অনুচরের বাস, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।”

আমি বলিলাম, “কিন্তু আমি কিরূপ পিকিনে প্রবেশ করিব? তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর; সন্ধ্যার সময় সকল দেউড়ী বন্দ হইয়া যায়। প্রভাতের পূর্ব্বে কোনও দেউড়ী খোলা হয় না, এ কথা বোধ হয় আপনার মনে নাই!”

অকুমা বলিলেন, “তোমাকে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইবে।”

আমি বলিলাম, “কিরূপ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিব? নগরের বহির্দ্দেশ হইতে সেই উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

অকুমা বলিলেন, “না অসম্ভব নহে; এই প্রাচীরের বহির্ভাগে এমন একটি স্থান আছে, তুমি চেষ্টা করিলে সেই স্থান দিয়া সহজেই প্রাচীরে উঠিতে পারিবে। প্রাচীরের উপর যে স্থানে বসিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে তুমি হেনাসানের সহিত গল্প করিয়াছিলে, সেই স্থানটা কি রাত্রে চিনিতে পারিবে না?”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয় চিনিতে পারিব; কিন্তু আমরা যে সেখানে বসিয়া গল্প করিয়াছিলাম, এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?”

অকুমা বলিলেন, “সে সময় আমি তোমাদের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার কথা শুনিয়া তুমি যে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলে যে? ভয় নাই, আমি তোমাদের গুপ্ত প্রেমালাপ শুনিতে যাই নাই; কোন কারণে ভবিষ্যতে বাহির হইতে গুপ্ত ভাবে নগরে প্রবেশ করিতে হইলে

কোন্ স্থান দিয়া প্রাচীরে উঠিতে পারা যায়, তাহাই অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি সেখানে গিয়াছিলাম। যাহা হউক, সে দিন তোমরা যে-খানে বসিয়া ছিলে, তাহার পাঁচ সাত হাত পূর্ব্বে প্রাচীরের বহির্দ্দেশের প্রস্তর খণ্ডগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ,যেন দাঁতের মত বাহির হইয়া আছে। আমি জানি গত তিন বৎসর দুই জন সওদাগর তাহাদের পণ্য দ্রব্য রাত্রিকালে গোপনে সহরের বহির্দ্দেশ হইতে এই স্থান দিয়া ভিতরে লইয়া যাইত, এবং এই উপায়ে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক ফাঁকি দিত। এই স্থান দিয়া প্রাচীরে উঠিবে। প্রাচীর হইতে নামিবার সময় কোন অসুবিধা হইবে না, কয়েক পদ দূরে সোপান শ্রেণী দেখিতে পাইবে। সেই সোপানের নিকটে একজন প্রহরী থাকে; তোমাকে প্রাচীর হইতে নামিতে দেখিলে সে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে, কিন্তু তুমি ভয় পাইও না; তাহার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিবে, কোন জরুরী কাজে রাত্রিকালেই নগরে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হওয়ায়, তুমি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছ; এক জন লোককে সঙ্গে লইয়া রাত্রেই আবার ফিরিয়া আসিবে, এবং সে সময়েও তাহাকে পুরস্কার দিবে। নগরে প্রবেশ করিয়া উ-লা-ওযের অনুসন্ধান করিবে; তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমাদের বিপদের কথা তাহার গোচর করিবে, এবং পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে। যদি তাহাকে এখানে আনিবার জন্য পাঁচ শত ইয়েন পুরস্কার দিতে হয়, তাহাতেও সম্মত হইবে। যেমন করিয়া হউক, তাহাকে এখানে আনা চাই। আমি এই মঠের দক্ষিণ দেউড়ীতে তোমাদের প্রতীক্ষা করিব। দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া একটু কাসিয়া

দরজায় চারি বার করাঘাত করিবে; তাহা শুনিলেই আমি বুঝিতে পারিব তোমরা আসিয়াছ, তৎক্ষণাৎ দেউড়ী খুলিয়া দিব। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মঠের ভিতর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা সকলই আমি করিব; বাহিরের সমস্ত কাজ তোমাকে শেষ করিতে হইবে। এখন চল তোমাকে মঠের বাহিরে রাখিয়া আসি।"

আমরা উভয়ে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া ও অনেক কক্ষ ঘুরিয়া একটি প্রশস্ত দালানে প্রবেশ করিলাম। অকুমা এই দালানের দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রাঙ্গনে নামিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি দেউড়া দেখিতে পাইলাম; দেউড়ীতে তখন কোন প্রহরী ছিল না, সন্ন্যাসীরা দেউড়ীসংলগ্ন কক্ষে নিদ্রিত ছিল; তাহাদের নাসাগর্জ্জন শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, তাহাদের গভীর নিদ্রা সহজে ভাঙ্গিবে না। আমরা দু'জনে দেউড়ীর প্রকাণ্ড অর্গল মুক্ত করিয়া ক্ষিপ্র পদে সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছু দূর চলিয়া প্রায় প্রাচীরের নিকট আসিয়াছি, এমন সময় অদূরে যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম।

অকুমা আমার কাণে কাণে বলিলেন, "বামে চল, ঐ দিক দিয়া বাহির হইবার অসুবিধা হইবে না, প্রাচীরের নিকট একটা বড় গাছ আছে, তাহাতে উঠিয়া প্রাচীর পার হইতে হইবে।"

আমি অকুমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, এবং প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে মঠের প্রাচীরের নিকটে আসিলাম, দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ

প্রাচীর ঘেঁসিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে, এবং তাহার অনেক শাখা প্রশাখা প্রাচীরের উপর প্রসারিত রহিয়াছে।

অকুমার সঙ্গে আমি সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, "এই গাছে উঠিয়া ইহার একটি শাখা হইতে তুমি অনায়াসে প্রাচীরের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারিবে ; সেখান হইতে অপর পারে নামিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না। আর বিলম্ব করিওনা ; আশা করি নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ—সেই নিশীথ রাত্রে সেই দুরারোহ উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। এতক্ষণ আমার মনে হইতেছিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যাহা কিছু করিতেছি, তাহা স্বপ্ন ঘোরেই করিতেছি ; কিন্তু বৃক্ষে আরোহণ করিবামাত্র আমার সেই স্বপ্নকুহক দূর হইল। সেই অন্ধকারের মধ্যে অনেক চেষ্টায় আমি বৃক্ষের একটি উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া প্রাচীরের কয়েক হস্ত উর্দ্ধস্থ একটি শাখায় উপবেশন করিলাম ; এবং উভয় হস্তে তাহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িলাম ! সৌভাগ্য ক্রমে আমার পদদ্বয় প্রাচীর স্পর্শ করিল ; তখন আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সেই শাখাটি ছাড়িয়া দিলাম। প্রাচীরটি আট নয় হাতের অধিক উচ্চ নহে ; যে ব্যক্তি এরূপ রাত্রে এমন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, আট নয় হাত উচ্চ প্রাচীর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া তাহার পক্ষে বিশেষ দুরূহ কার্য্য নহে ; আমি উভয় হস্তে প্রাচীরের কার্ণিস চাপিয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, তাহার পর এক লম্ফে নীচে নামিলাম।

প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই, অদূরস্থ পল্লীর দিকে ছুটিলাম,

এই পল্লীর অনেকেই যাত্রীদের ঘোড়া ভাড়া দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নিশীথ রাত্রি, সকলেই নিদ্রাঘোরে অচেতন; সুতরাং ঘোড়া সংগ্রহ করিতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। এক জন ঘোড়া-ওয়ালার আস্তাবলে গিয়া একটি ঘোড়া খুলিয়া লইলাম, সেই আস্তাবলে ঘোড়ার সাজও ছিল, অল্প চেষ্টায় তাহাও হস্তগত হইল। এবার আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। পথে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িলাম; তাহার পর বায়ুবেগে রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলাম। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে পথ বেশ দেখা যাইতেছিল, আমার চলিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। পিকিনের প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল।

অকুমা আমাকে প্রাচীরের যে স্থানটির কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া একটা গাছের ডালে ঘোড়াটিকে বাঁধিলাম, তাহার পর প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

অকুমা কাজটা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, আমি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাহা তত সহজ নহে! আমি প্রাচীরের নিম্নে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে একবার উদ্দাম নৈশ বায়ুর প্রবাহ হু হু শব্দে মাঠের উপর দিয়া বহিয়া গেল, সেই সঙ্গে ধূলিরাশি উড়িয়া আমার চোখ মুখ আচ্ছন্ন করিল। রাত্রি তখন ঝাঁঝাঁ করিতেছিল, কোন দিকে জনমানবের সাড়া শব্দ পাইলাম না; সুতরাং ধরা পড়িবার ভয় নাই বুঝিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। অকুমা যে স্থানের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে সত্যই কয়েকখানি প্রস্তর দাতের মত বাহির হইয়া আছে দেখিলাম; কিন্তু তাহা এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে পদস্থাপন

করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, যদি বা বহু কষ্টে তাহার উপর পা রাখিয়া কিছু দূর উঠিলাম, কিন্তু ঊর্দ্ধে হাত বাড়াইয়া কিছুই ধরিতে পারিলাম না; হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে একটি সরু ফাটল আমার হাতে ঠেকিল, তাহাতে অঙ্গুলি বাধাইয়া, কেবলমাত্র উভয় হস্তের মাংসপেশীর বলে আমি আরও কিছু উপরে উঠিলাম; কিন্তু এইটুকু উঠিতেই আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতে লাগিল। যাহা হউক, পাঁচ মিনিট কাল ধরিয়া এই ভাবে প্রাণপণ চেষ্টায় আমি যতখানি উঠিলাম, ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, আরও ততখানি উপরে উঠিতে হইবে; ইহাতে আমার মন বড় দমিয়া গেল, কিন্তু চেষ্টায় বিরত হইলাম না। আমি যে কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা সফল না হইলে অকুমার প্রাণ যাইবে, এবং সম্ভবতঃ আমারও জীবন রক্ষা হইবে না, এই কথা ভাবিয়া আমি দ্বিগুণ উৎসাহে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিতে লাগিলাম; অবশেষে আমার অধ্যবসায়ের জয় হইল। প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখিলাম, বহু জনপূর্ণ প্রাচ্য মহানগরী পিকিন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড স্পর্শে এই বিরাট নগরী মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে! আমি কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া প্রাচীরের যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলাম, তাহাকে আমার প্রেমের কথা শুনাইয়াছিলাম, ঘর্ম্মাপ্লুত শ্রমখিন্ন দেহে এক বার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম; কত অতীত কথা স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়িয়া গেল! সে ত অধিক দিনের কথা নহে, কিন্তু

এই নিস্তব্ধ নিশীথে এই যুগান্তব্যাপী বিশাল প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্মান সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, সে যেন কত যুগ যুগ পূর্ব্বের কথা! আমার সেই মধুরহৃদয়া, সরলা, প্রেমবিহ্বলা প্রিয়তমার সহিত জীবনে কি কখনও সাক্ষাৎ হইবে? তাহার সহিত মিলনের কি কোনও সম্ভাবনা আছে? আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম; মুক্ত প্রান্তর-প্রবাহিত সুশীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহ আমার ঘর্ম্মাপ্লুত ব্যথিত কপোল শীতল করিতে পারিল না।

কিন্তু এখন প্রেমের স্বপ্নে সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই; সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত! এক দিকে স্বাধীনতা, ভবিষ্যতের সাফল্য, জীবনের সুখ; অন্য দিকে সহস্র বিপদ, কঠোর বন্ধন, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু! আমি মনের আবেগ দমন করিয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাচীরের নিম্নে অবতরণ করিলাম।

একজন প্রহরী সেই নৈশ অন্ধকারে অদূরে কোথায় বসিয়া ঢুলিতেছিল, আমি সোপান হইতে অবতরণ করিবামাত্র, সে একখানি সুদীর্ঘ বল্লম হস্তে কালান্তক যমের মত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল!

অকুমার উপদেশ আমার মনে ছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি একজন প্রজা, বিশেষ বিপদে পড়িয়াই অগত্যা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই।"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলাম, "এই রাত্রেই আমি এক জন রোজাকে লইয়া এই পথ দিয়াই ফিরিয়া যাইব,

সে সময় আবার পুরস্কার পাইবে।"—আশাতীত উৎকোচ লাভ করিয়া প্রহরী সরিয়া দাঁড়াইল, আমিও বায়ুবেগে নগরে প্রবেশ করিলাম।

প্রহরীর সঙ্গে যেখানে আমার দেখা হইয়াছিল, সেখানে হইতে উ-লা-ওয়ের বাড়ী একপোয়া পথ হইতে পারে। অকুমার নির্দ্দেশানুসারে তাহার বাড়ীর কাছে আসিয়া, কিরূপে তাহাকে খুজিয়া বাহির করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; বুঝিলাম, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিলে উ-লা-ওয়ের বাড়ীর সন্ধান পাইব না; সুতরাং পথিপ্রান্তস্থ একটা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিলাম। দরজাটি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, দশ পনের বার ধাক্কা দেওয়ার পর এক জন লোক দরজা খুলিয়া উভয় চক্ষু ডলিতে ডলিতে আমার সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইল, এবং আমি কি চাই তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "আমি উ-লা-ওয়ের কাছে আসিয়াছি, তাহার বাড়ীটা দেখাইয়া দাও।"

গৃহস্বামী বলিল, "তাহার বাড়ী নিকটেই, কিন্তু সেখানে গিয়া বোধ হয় তাহার দেখা পাইবেন না। সন্ধার পর সে জুয়ার আড্ডায় গিয়াছে. এখনও খেলা ভাঙ্গিয়াছে কি না সন্দেহ।"

আমি মহা বিপদে পড়িলাম; লোকটিকে কিছু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া জুয়ার আড্ডায় চলিলাম। অনেক অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়া আমরা একটা—বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইলাম। আমার পথ-প্রদর্শক দরজা ঠেলিয়া সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি চীনাম্যান একটা ঘরে বসিয়া

তত রাত্রেও জুয়া খেলিতেছে ; কিন্তু উ-লা-ওয়েকে সেখানে দেখা গেল না। আমার সঙ্গী সে আড্ডা হইতে বাহির হইয়া আমাকে অদূরবর্ত্তী আর একটি আড্ডায় লইয়া চলিল ; সেখানেও খেলা চলিতেছিল, কিন্তু সেখানেও উ-লা-ওয়েকে পাওয়া গেল না! আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম।

সুখের বিষয়, আমি হতাশ হইলেও কিঞ্চিৎ লাভের আশায় আমার সঙ্গী নিরুৎসাহ হইল না, সে এক জন খেলোয়াড়কে উ-লা-ওয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল ; লোকটি খেলায় এত মত্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে দুই তিন বার প্রশ্ন করিলেও সে কোন উত্তর দিল না ; আমার সঙ্গী তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানিল, এবং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "উ-লা-ওয়ে কোথায় বলিতে পার ?"

লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল, "অনেক ক্ষণ আগে সে এক বার এখানে আসিয়াছিল, তাহার পর কোথায় গিয়াছে আমাকে বলিয়া যায় নাই ; যাও, বিরক্ত করিও না।"

আমার সঙ্গী আমাকে বলিল, "আপনার কোন চিন্তা নাই, সে নিকটেই কোথাও আছে, শীঘ্রই তাহাকে খুজিয়া বাহির করিতে পারিব।"

কিন্তু আমি তাহার এই আশ্বাস বাক্যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না ; রাত্রি ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছিল. অবিলম্বে লামাসরাইয়ে ফিরিতে না পারিলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। জুয়ার আড্ডা হইতে বাহির হইয়া আমরা পথে আসিলাম, এবং আর একটা সরু গলিতে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বের বাড়ীগুলি অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলাম না ; অবশেষে

একটি চণ্ডুর আড্ডায় উপস্থিত হওয়া গেল! সেই স্থানে উ-লা-ওয়ের সন্ধান হইল। সে মনের সুখে চণ্ডু টানিয়া আড্ডার এক কোণে নেশায় বিভোর হইয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিল!

তখন রাত্রি প্রায় দুইটা; সুতরাং যেমন করিয়া হউক এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ফিরিতেই হইবে; কিন্তু এই নিদ্রাভিভূত নেশাখোরকে সঙ্গে লইয়া কিরূপে সেই দুর্গম মঠে ফিরিয়া যাইব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি কোনরূপে তাহাকে জাগাইয়া সঙ্গে লই, তাহা হইলে সে প্রাচীর পার হইবার সময় নিশ্চয়ই পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিবে; তখন তাহাকে লইয়া আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইবে! যাহা হউক, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া আমি উ-লা-ওয়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল না! উপায়ান্তর না দেখিয়া আমিও আমার সঙ্গী তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে দাড় করাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে দাড়াইতে পারিল না। তখন অগত্যা আমরা দু'জনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তাহার বাড়ী লইয়া চলিলাম। পথে আসিতে আসিতে সুশীতল নৈশ বায়ুপ্রবাহে তাহার চেতনা হইল, নেশাও বোধ হইল একটু কাটিয়া গেল; ক্রমাগত আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর তাহাকে সচেতন করিতে পারিলাম; সে আমার দিকে চাহিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "মহাশয় কি মতলবে আমার নেশা ভাঙ্গাইলেন? আপনি কেমন লোক? আমার এমন মজার নেশাটি নষ্ট করিয়া আপনি বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। ছিঃ, ভদ্র লোকের কি এমন কাজ!"

আমি বলিলাম, "ইহার পর তুমি প্রাণ ভরিয়া নেশা করিও, এখনই

তোমাকে আমার সঙ্গে লামাসরাইয়ে যাইতে হইবে। ডাক্তার অকু-মাকে তুমি চেন? সেখানে তিনি তোমাকে ডাকিয়াছেন; তিনি বলিয়া দিয়াছেন, আজ রাত্রে এই কষ্টটুকু স্বীকার করিলে তুমি পাঁচ শত ইয়েন বক্‌শিস্ পাইবে। তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা পরে জানিতে পারিবে।"

অকুমার সহিত উ-লা-ওয়ের কবে কিরূপে পরিচয় হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার নাম শুনিবামাত্র দেখিলাম তাহার নেশা একদম্ ছুটিয়া গেল! সে কুণ্ঠিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিল না।

উ-লা-ওয়েকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি যেখান দিয়া নামিয়া আসিয়াছিলাম, সেই স্থান দিয়া উভয়ে প্রাচীরের উপর উঠিলাম, নামিবার সময় আবার আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল; উঠিবার সময় যত কষ্ট পাইয়াছিলাম, নেশাখোর উ-লা-ওয়েকে সঙ্গে লইয়া নামিবার সময় তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল। যাহা হউক, কোন রকমে নামিতে পারিলাম। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের নিকট আসিবামাত্র, পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রহরী বল্লম ঘাড়ে লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ববৎ একটি স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার লাভ করায় আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়া সে প্রস্থান করিয়াছিল।

ঘোড়াটাকে আমি যেখানে বাধিয়া রাখিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে সেইস্থানেই বাধা দেখিলাম. আমি ঘোড়া খুলিয়া স্বয়ং তাহাতে না চড়িয়া উ-লা-ওয়েকে চড়াইলাম, এবং তাহার সঙ্গে

সঙ্গে ছুটিতে লাগিলাম কিন্তু ঘোড়ার সঙ্গে কতক্ষণ সমান ভাবে দৌড়াইতে পারা যায়? চলিতে চলিতে এক একবার পিছাইয়া পড়ি, আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তাহার সঙ্গ লই। এই ভাবে চলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম, এবং অকুমার নির্দ্দেশানুসারে মঠের দক্ষিণ দেউড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। অকুমা যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমার কোন চিন্তা ছিল না।

ঘোড়াটাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া আমি দেউড়ীর দরজায় চারি বার করাঘাত করিলাম ; তৎক্ষণাৎ অকুমা দেউড়ী খুলিয়া দিলেন ; বুঝিলাম তিনি আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে আমরা ত্রস্ত পদে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তখন পূর্ব্বাকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছিল, প্রভাতের অধিক বিলম্ব ছিল না। আর কিছু কাল বিলম্ব হইলেই আমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইত !

আমরা পূর্ব্ববৎ ভিতরের দেউড়ী অতিক্রম করিলাম ; দেউড়ী সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে সন্ন্যাসীরা তখন পর্য্যন্ত সুখসুপ্তিতে নিমগ্ন ছিল, সুতরাং আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। আমরা অকুমার কক্ষে প্রবেশ করিলে, তিনি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "কারফরমা, তুমি আর এক বার আমার প্রাণরক্ষা করিলে, এ উপকার চিরজীবন আমার মনে থাকিবে ; কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা হইবে না, এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে।"

আমরা তিন জনে আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম, অকুমা

একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স বাহির করিয়া উ-লা-ওয়ের সম্মুখে রাখিলেন; এই বাক্সে নানা প্রকার রং, তুলি ও ছদ্মবেশ ধারণের উপযোগী নানা উপকরণ সংরক্ষিত ছিল; তাহাদের সাহায্যে উ-লা-ওয়ে ছদ্মবেশে সজ্জিত হইতে লাগিল।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "উ-লা-ওয়ের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি তুমি পরিধান কর; তোমার বর্ত্তমান ছদ্মবেশে থাকিলে চলিবে না; নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে।"

আমি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম। তাহার পর উ-লা-ওয়ের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তাহার ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হইয়াছে। তাহার ছদ্মবেশ দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন দর্পণে আমি নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি। ছদ্মবেশ ধারণে এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য আর কাহারও দেখি নাই!

উ-লা-ওয়েকে কি কি করিতে হইবে, পথে আসিতে আসিতে তাহা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাকে সে সকল কথা বুঝাইবার জন্য অকুমাকে আর কষ্ট পাইতে হইল না। অকুমা আমাকে বলিলেন, "তোমার কেবল এই নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিলেই চলিবে না; আরও একটু কাজ করিতে হইবে।"

তিনি একখানি লম্বা ন্যাকড়া ও একখণ্ড পাতলা কাঠ দিয়া আমার হাতে একটি ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিলেন; যেন আমার হাতখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তাহার পর একখানি রুমাল দিয়া সেই হাতখানি আমার গলার সহিত ঝুলাইয়া দিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে প্রাভাতিক উপাসনার ঘণ্টা বাজিল। বুঝিলাম আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্ন্যাসীরা উপাসনার জন্য মঠ-প্রাঙ্গনে সমবেত হইবে। অকুমার পরামর্শানুসারে আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া অতি সন্তর্পণে উপাসনার স্থলে উপস্থিত হইলাম ; তখন সেখানে অধিক লোক সমবেত হয় নাই। ক্রমে ভিড় বাড়িতে লাগিল; দেখিলাম, আমিই যে কেবল সেখানে হাত-ভাঙ্গা সন্ন্যাসী এরূপ নহে, আরও ছয় সাত জন হাতভাঙ্গা সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি অপরিচিত হইলেও ভয়ের কোন কারণ ছিল না, আমার মত অপরিচিত ব্যক্তি এবং বাহিরের অনেক ভিক্ষুক ও সাধু সন্ন্যাসী সেই দলে উপস্থিত ছিল।

আমি উপবেশন করিবার অল্পক্ষণ পরে অকুমা ঈষৎ কুব্জ দেহে যষ্টিতে ভর দিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বেদীর উপর মোহাণ্ডের পাশে গিয়া বসিলেন। অনন্তর উপাসনা আরম্ভ হইল। যথাসময়ে উপাসনা শেষ হইলেও সন্ন্যাসীরা অন্য দিনের মত উঠিয়া চলিয়া গেল না ; সকলেই যেন কোনও বিশেষ ঘটনার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বেদীর পাশে আর একখানি আসন শূন্য ছিল, কোন বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করিবার সময় মোহান্ত এই আসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিতেন। উপাসনান্তে মোহান্ত বেদী হইতে নামিয়া এই আসনে উপবেশন করিলেন। আর একখানি আসন আনীত হইলে অকুমা উঠিয়া গিয়া মোহান্তের পাশে বসিলেন। অল্প ক্ষণ পরে দুই জন বলবান সন্ন্যাসী অভিযোগকারীকে মোহান্তের সম্মুখে লইয়া আসিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, বিচারে যে সে জয়লাভ

করিবে, এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি দূরে বসিয়া সকৌতুকে বিচার দেখিতে লাগিলাম।

বিচার আরম্ভ হইল। প্রথমে মোহান্ত ক্ষীণ স্বরে অভিযোগকারীকে কি বলিলেন, দূর হইতে তাহা শুনিতে পাইলাম না; অভিযোগকারী নিম্ন স্বরে সংক্ষেপে তাঁহার কথার উত্তর দিল। তাহার পর অকুমা দণ্ডায়মান হইয়া সেই চোর সন্ন্যাসীকে যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তাহা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম; তাঁহার কণ্ঠস্বর তেমন উচ্চ নহে, কিন্তু তাহা এমন স্পষ্ট ও সতেজ যে, যাহারা মন্দির প্রাঙ্গনের দূরতম অংশে উপবিষ্ট ছিল, তাহাদেরও তাহা শুনিবার অসুবিধা হইল না।

অকুমা অভিযোগকারী সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে মিথ্যাবাদী! ওরে খল! তুই কি মৎলবে আমার বিশ্বাসী চেলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিস, তাহা আমার অজ্ঞাত; কিন্তু এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা এই সভাস্থলে প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি। তোর অভিযোগ যে সত্য, ইহা তুই প্রমাণ করিতে না পারিলে, আজ তোর নিস্তার নাই।"

অনন্তর অকুমা তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান এক জন সন্ন্যাসীকে মৃদু স্বরে কি বলিলেন; সে তৎক্ষণাৎ আমাদের বাস কক্ষের দিকে ধাবিত হইল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই উ-লা-ওয়কে সঙ্গে লইয়া মোহান্তের সম্মুখে উপস্থিত করিল। অনন্তর মোহান্তের ইঙ্গিতানুসারে অভিযোগকারী তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় আমি অকুমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহার

প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি প্রত্যুষে প্রাভাতিক উপাসনার ঠিক পরেই কেন যে বিচারের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখন পর্য্যন্ত সেখানে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করে নাই, সুতরাং সেই অস্পষ্ট আলোকে উ-লা-ওয়ের ছদ্মবেশের কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা ধরা পড়িবে না, একথা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন।

অভিযোগকারীকে তাহার বক্তব্য বিষয় সর্ব্বসমক্ষে বলিবার জন্য আদেশ করা হইল। আমার সহিত কাণ্টন নগরে কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং কেনই বা সে আমার হাতে ছুরী মারিয়াছিল এ কথা প্রকাশ করিলে, সে যে চোর, তাহা তাহাকে স্বীকার করিতে হইত; একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা বড় দোষের কথা ভাবিয়া সে কথাটা উল্টাইয়া ফেলিল; সে বলিল, আমি তাহার গৃহে চুরি করিতে গিয়াছিলাম, আমি ধরা পড়িয়া পলায়নে উদ্যত হইলে, সে আমার হাতে ছুরি বিধাইয়া দিয়াছিল!—অসঙ্কোচে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া অবশেষে সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মোহান্ত মহারাজ, নূতন মোহান্তের এই চেলা চীনাম্যান নহে; সে হিন্দুস্থানের লোক, তাহার ছদ্মবেশ ভণ্ডামী মাত্র।"

অভিযোগকারী সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইলে, অকুমা মোহান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মোহান্ত মহারাজ, এই দুষ্টবুদ্ধি নীচাশয় যাহা বলিল, তাহা সকলই আপনি শুনিলেন, এই ব্যক্তির সাহস দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এইরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক সন্ন্যাসীর দলে প্রবেশ করে বলিয়াই লোকে সাধু সন্ন্যাসীকে সন্দেহের

চক্ষে দেখে। এই সন্ন্যাসী আমার বহুদিনের বিশ্বাসী চেলাকে অনা-য়াসে ছদ্মবেশী ভণ্ড বৈদেশিক বলিতে সাহসী হইল! এক জন বৈদেশিক ও চোর কি কখনও আমার প্রধান চেলা হইতে পারে? ইহা সম্ভব, না বিশ্বাসযোগ্য? আপনি যে ভাবে ইচ্ছা আমার চেলার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন; যদি অভিযোগকারীর কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার চেলাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব; কিন্তু যদি এই অভি-যোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এই মিথ্যাবাদী কুৎসাকারী সন্ন্যাসীকে আমার দৈব শক্তি-বলে এমন ভাবে দণ্ডিত করিব যে, সে জীবনে তাহা ভুলতে পারিবে না; আপনি অবিলম্বে বিচার শেষ করুন।”

মোহান্ত অকুমার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক লাঠিতে ভর দিয়া নিকটস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ছদ্মবেশী উ-লা-ওয়েকে তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল আমরা সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে সেখানে বসিয়া রহিলাম। বিচারে কি প্রতিপন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য দর্শকগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমি মধ্যে মধ্যে অকুমার দিকে চাহিতে লাগিলাম; দেখিলাম তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও উদ্বেগের চিহ্ন নাই, মুখ গম্ভীর, কিন্তু তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি হাস্যপ্রদীপ্ত।

অনেক ক্ষণ পরে মোহান্ত পূর্ব্ববৎ যষ্টিতে ভর দিয়া বেদীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন; তিনি বিচারাসনে উপবেশন করিলে, উ-লা-ওয়ে গম্ভীর ভাবে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মোহান্ত ধীর স্বরে বলিলেন,“আমি এই চেলাটিকে যথারীতি পরীক্ষা

করিয়াছি ; পরীক্ষান্তে বুঝিতে পারিয়াছি অভিযোগকারীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ; এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করায় তাহাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

তাহার পর তিনি অকুমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী নামের কলঙ্ক ; এমন মিথ্যাবাদী ভণ্ড অতি কঠোর দণ্ড লাভের যোগ্য ; এই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত হওয়ায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। কাহাকেও বিপন্ন করিবার জন্য মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়, তাহা সকলে দেখুক।"

অকুমা তাঁহার আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চোর সন্ন্যাসীকে বলিলেন,"ওরে ভণ্ড, আমি মোহান্ত মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে তোকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব ; শীঘ্র আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া!"

চোর সন্ন্যাসী, এরূপ হইবে তাহা মনে করে নাই ; কিন্তু অকুমার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না, সে সভয়ে অকুমার নিকট অগ্রসর হইল। অকুমা প্রায় এক মিনিট কাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এমন উজ্জ্বল, এমন তীব্র দৃষ্টি আর কখনও দেখি নাই! সেই দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আড়ষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

অকুমা বলিলেন, "আমার আদেশে তুই চলৎশক্তিহীন হইলি ; তোর ইচ্ছা হয় চলিয়া যাইতে পারিস্, কিন্তু তোর আর চলিয়া যাইবার শক্তি নাই।"

এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়া পলায়ন করিতে কাহার না ইচ্ছা

হয় ? কিন্তু সন্ন্যাসী সেখানে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, পদমাত্রও সরিল না, বা সরিয়া যাইতে পারিল না !

অকুমা পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোর এক পা তোল্।"

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ এক পা তুলিয়া অন্য পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকুমা বলিলেন, আমার আদেশে তোর পা এই ভাবেই তোলা থাকিবে, চেষ্টা করিলেও তাহা নামিবে না ; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিস্।"

সন্ন্যাসী সেই পা নামাইয়া মাটী স্পর্শ করিতে পারিল না, যেন কেহ তাহার জানুতে স্ক্রু আঁটিয়া দিয়াছে ! মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত ব্যাঁপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মোহান্তও অকুমার এইরূপ দৈব শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

অকুমা অভিযোগকারীকে বলিলেন, "তোর এক হাত তোল।"

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল।

অকুমা বলিলেন, "ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর মত তোর এ হাত আর নামিবে না, আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয় ;—ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

সন্ন্যাসী চেষ্টা করিল, কিন্তু হাত নামাইতে পারিল না !

অকুমা তাহাকে বলিলেন, "এখন তুই এই মঠ হইতে চলিয়া যা, এমন পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করিবার তোর অধিকার নাই। আমার আদেশে এক দিন তোকে এই ভাবে কাটাইতে হইবে,

হাত পা কিছুই নামিবে না ; বোধ হয় ইহাতেই তোর যথেষ্ট শিক্ষা হইবে।”

অভিযোগকারী সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মঠ-প্রাঙ্গন ত্যাগ করিল। মোহান্ত এক জন সন্ন্যাসীকে বলিলেন, “ইহাকে অবিলম্বে লামা সরাই হইতে দূর করিয়া দাও, এই ভণ্ড যেন আর কখনও সন্ন্যাসীর দলে মিশিতে বা মঠের ছায়া স্পর্শ করিতে না পারে!”

অনন্তর মোহান্ত অকুমার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “মহারাজের দৈব শক্তি অসাধারণ ; আপনিই প্রকৃত সিদ্ধ তপস্বী ; আমরা আপনার চরণ স্পর্শেরও যোগ্য নহি ! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; আজ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। এখন এই দাসের প্রতি কি আদেশ বলুন।”

অকুমা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সে সকল কথা সময়ান্তরে বলিব।”

মোহান্ত বলিলেন, “এখন আমার অবসর আছে, আমার সঙ্গে চলুন গোপনে সকল কথা হইবে।”

অকুমা মোহান্তের সহিত নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী-গণ অকুমার অদ্ভুত দৈব শক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে মন্দির প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিল।

মন্দির প্রাঙ্গন জনশূন্য হইলে আমি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অতি সন্তর্পণে আমার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলাম। উ-লা-ওয়ে পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। অকুমার পূর্ব্ব উপদেশানুসারে উ-লা-ওয়ে ছদ্মবেশ ত্যাগ

করিয়া পরিব্রাজকের বেশে সজ্জিত হইল। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিলাম ; তখন সে আগন্তুক পরিব্রাজকগণের ন্যায় মঠ হইতে প্রস্থান করিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে অকুমা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল ও উৎসাহিত বোধ হইল ; তাঁহার এরূপ প্রফুল্লতা আর কখনও দেখি নাই। তিনি আমাকে বলিলেন,"কারফরমা, আমাদের সকল পরিশ্রম সফল হইয়াছে, যে সকল গুপ্ত তথ্য জানিবার জন্য জীবন বিপন্ন করিয়াও এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই জানিতে পারিয়াছি। এখন আমাদের গন্তব্য স্থান তির্ব্বতের বেনজুরু মঠ ; বেনজুরু বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণের চিকিৎসার দেবতা; তাঁহারই নামে এই মঠ উৎসর্গীকৃত। এই মঠের সন্ন্যাসীগণের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা সময়ান্তরে তোমাকে বলিব ; এই মঠের পথ অতি দুর্গম। কিন্তু পথের নক্সা আমার হস্তগত হইয়াছে ; যে সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্য সেই মঠে প্রবেশ করিতে পারা যায়, সেই শব্দটিও জানিতে পারিয়াছি ; সুতরাং সেখানে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। কল্য প্রত্যুষেই সেখানে যাত্রা করিতে হইবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

——:*:——

ভীষণ ষড়যন্ত্র

পরদিন উষালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই অকুমা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, বলিলেন, "অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদিগকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। আমি ঘোড়া সজ্জিত করিতে বলিয়াছি; বহু দূরে যাত্রা করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে পথে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে।"

আমি উঠিয়া প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মঠের এক জন সন্ন্যাসী আমাদের আহারের জন্য গরম ভাত ও কিছু নিরামিষ তরকারী দিয়া গেল; তাহা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া আমরা মঠের বাহিরে আসিলাম।

সেখানে আমাদের ঘোড়া সজ্জিত ছিল, কয়েকজন কুলিও আমাদের দ্রব্যাদি বহনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা অবিলম্বে অশ্বারোহণে লামাসরাই ত্যাগ করিলাম।

প্রথম দিন পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। মধ্যাহ্ন কালে আমরা পথিপ্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র চটিতে আশ্রয় লইলাম; সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর আমরা হো-ইয়াং-লো নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে উপস্থিত হইলাম; এই নগরটি প্রাকার-বেষ্টিত, তখন সন্ধ্যা অতীত প্রায়, সুতরাং সেই নগরের কোন সরাইয়ে রাত্রি যাপন করাই

সঙ্গত মনে করিলাম। এই দিন আমরা প্রায় কুড়ি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। সুদীর্ঘ পথশ্রমের পর বিশ্রাম করিতে পাইয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম। রাত্রে আহারাদির পর আমি অকুমাকে বলিলাম, "আমরা এপর্য্যন্ত অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, ইহা দেখিয়া কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে আপনার কি অনুমান হয়?"

অকুমা বলিলেন, "আমরা যেরূপ সহজে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, তাহা ভাবিলে মনে সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়; আমার অনুমান হইতেছে, আমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে, প্রথম হইতেই সুলক্ষণ দেখিয়া আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "সেই চোর সন্ন্যাসীটা আমাকে চিনিতে না পারিলে হঠাৎ এত বিপদে পড়িতে হইত না।"

অকুমা বলিলেন, "দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, পদে পদে বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হয়; সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া কে কবে কোন্ দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে? এ সকল ক্ষুদ্র বিপদকে আমি বিপদ বলিয়াই মনে করি না; ভবিষ্যতে হয়ত আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অনেক ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে। যাহা হউক, লামাসরাই মঠের বৃদ্ধ মোহান্ত ও তাঁহার অনুচর-বর্গ আমাকে যে উচাং মঠের মোহান্ত বলিয়া অতি সহজেই বিশ্বাস করিল, ইহাই বিস্ময়ের কথা! আমি এত সহজে যে, সেখানে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব বা মোহান্তের বিশ্বাসভাজন হইব, পূর্ব্বে এরূপ মনে করি নাই।"

আমি বলিলাম, "সত্যই ইহা বিস্ময়ের বিষয়, কিন্তু আর একটি

কারণে আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি ; আপনি যে খড়ম দেখাইয়া মোহান্তের নিকট উচাং মঠের মোহান্ত বলিয়া পরিচিত হইলেন সেই খড়ম যে চুরি গিয়াছে ইহা অনেকেই জানে, অন্ততঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক চীনাম্যানই এই চুরির কথা অবগত আছে ; এ অবস্থায় এই খড়ম চোরাই-মাল বলিয়া মোহান্তের মনে কেন যে সন্দেহ হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য !"

অকুমা বলিলেন, "তুমি বোধ হয় জান না, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমার সংকল্প সিদ্ধির জন্য আমি জলের মত কি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছি ! তাহার তুলনায় তোমাকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছি—তাহা নিতান্তই যৎসামান্য। যখন আমি ইকেউরার নিকট হইতে এই খড়ম আদায় করি, সে সময় সে কথা আমার কয়েক জন বিশ্বাসী লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিতে দিই নাই। আমি তাহা হস্তগত করিয়াই ঘোষণা প্রচার করি, এই খড়ম যদি কেহ উদ্ধার করিতে পারে,তাহা হইলে তাহাকে দশ হাজার ইয়েন পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যে সকল চীনাম্যান এই খড়মের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা এই ঘোষণার কথা শুনিয়া মনে করিল, খড়ম এখন পর্য্যন্ত চোরের নিকটেই আছে ! সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, উহারা যে এই ভাবে প্রতারিত হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, তাহারা শীঘ্রই এ সংবাদ পাইবে ; আমার বিশ্বাস, তাহার পূর্ব্বেই আমরা কার্য্যোদ্ধার করিয়া দেশে ফিরিতে পারিব।"

আমি অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কঠিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত আপনার কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?"

অকুমা বলিলেন, "তোমাকে যাহা দিয়াছি, তাহা ভিন্ন বোধ হয় আরও পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে! আমি জমাখরচ রাখিনা, সুতরাং ঠিক খরচের পরিমাণ তোমাকে বলিতে পারিলাম না, তাহা পাঁচ লক্ষ টাকার অধিকও হইতে পারে। এখনও যে, কত টাকা ব্যয় হইবে, কত নূতন নূতন বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব।"

অকুমার কথা শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি এমন কি অমূল্য রত্ন লাভ করিবেন যে, তাহার আশায় এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ জীবনকে এ ভাবে বিপন্ন করিতেছেন?"

অকুমা বলিলেন, "কারফরমা, আমি যে আশায় এই ভাবে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছি, বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছি, প্রতি-নিয়ত মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছি, আমার সে আশা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও কষ্ট-স্বীকার সার্থক হইবে। অধিক কথা কি, যদি আমার সংকল্প সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ইহার দশগুণ অর্থ ব্যয়েও আমি কুণ্ঠিত হই না; সহস্র সহস্র ভীষণ সঙ্কটে পড়িতেও সঙ্কুচিত হই না। তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ, আমার আশা পূর্ণ হইলে আমি অমূল্য রত্ন লাভ করিব। আমি যে গুপ্ত রত্নের সন্ধানে যাইতেছি, তুমি তাহার মূল্য বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে চিকিৎসা জগতে আমি যুগান্তর উপস্থিত করিব; চিকিৎসা শাস্ত্রের আমুল পরিবর্ত্তন সাধন করিব। এখন যে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ধনবান ও যশস্বী হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাদিগকে কেহ

সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য করিবে না; তাঁহাদের চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতিও কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না। তখন পৃথিবীতে এক জন মাত্র চিকিৎসক থাকিবে, তাঁহার নাম ডাক্তার অকুমা! আমি অহঙ্কার করিয়া এ কথা বলিতেছি, এরূপ মনে করিও না; কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তুমি জানিতে পারিবে, আমার কথা সত্য। যদি আমার যশের কামনা থাকে,তাহা হইলে আমাঅপেক্ষা আর কে অধিক যশস্বী হইতে পারিবে? যদি আমার অর্থলোভ থাকে, তাহা হইলে কে আমাঅপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে? যদি মনুষ্য জাতির হিত-সাধন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও কেহ আমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। আমি তখন জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান পর্য্যন্ত দূর করিতে সমর্থ হইব! তুমি আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছ, কারণ এখন পর্য্যন্ত তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই; আমার প্রকৃতি কি উপাদানে গঠিত, তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হও নাই। আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন উড্ডীয়মান পক্ষীকে বধ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিব, এবং যে উপায়ে পারি নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। আমার সংকল্প এইরূপ সুদৃঢ়, আমার অধ্যবসায় এরূপ দুর্জ্জয়!"

অকুমার কথা যে অতিরঞ্জিত নহে, এই অল্প দিনমাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াই তাহা বেশ বুঝিয়াছি। যাহা হইক, আমরা পথশ্রমে কাতর হইয়াছিলাম, আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া দীপ নির্ব্বাণপূর্ব্বক শয়ন করিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আহার শেষে অকুমা সরাই-ওয়ালার সহিত এক বার দেখা করিতে চলিলেন, সেই অবসরে সরাইয়ের চতুর্দ্দিকে আমি একবার ঘুরিয়া আসিলাম। সরাইয়ের এক প্রান্তে আসিয়া সহসা দুই জন লোককে দেখিতে পাইলাম; আমাকে দেখিবামাত্র যেন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়েই তাহারা বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া গেল! কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের দু'জনেরই আপাদমস্তক আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

এই লোক দুইটীর মধ্যে এক জন দীর্ঘকায় ও বলবান; তাহাকে পূর্ব্বে কথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু বোধ হইল, তাহার সঙ্গীর মুখ আমার অপরিচিত নহে; কিন্তু তখন আমরা সরাই ত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলাম বলিয়া অকুমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

অকুমা অশ্বারোহণে সর্ব্ব প্রথমে চলিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম; ভারবাহী কুলিরা আমাদের অনুসরণ করিল। কিছু দূর পর্য্যন্ত পথ পাইলাম; তাহার পর মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে হইল। দেখিলাম যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবল মাঠ; এই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর অকর্ষিত ও বৃক্ষলতাদি বর্জ্জিত; কেবল দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত দুই চারিখানি ক্ষুদ্র মৃৎকুটীর মাত্র।

আরও কিছু দূর চলিয়া আমরা দূরস্থ ধূসর অনুর্ব্বর সমুচ্চ গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইলাম; মধ্যাহ্ন কালে সে গুলি সুস্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল; এতক্ষণ যাহা মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, এতক্ষণ পরে তাহা উষালোকে দৃশ্যমান বহু দূরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যানীর

ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই পথের অধিকাংশ স্থলই জনমানব শূন্য; কেবল মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন স্বার্থবাহ উটের পিঠে পণ্যদ্রব্য বোঝাই দিয়া রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখা গেল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির ব্যবধান অত্যন্ত অধিক, বহু জনপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম একখানিও দেখিলাম না।

সেই রাত্রে পর্ব্বতোপত্যকায় একটি চটিতে আমরা আশ্রয় লইলাম; পরদিন আমাদিগকে আবার অধিত্যকায় নামিতে হইবে। পথের দুর্গমতার জন্য এই দিন আমরা পনের ক্রোশের অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। আমাদের পথ ক্রমেই অধিকতর দুর্গম হইয়া উঠিতেছিল; কখনও উচ্চে উঠিতে,কখনও বা নিম্নে নামিতে হইতেছিল; পথের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, এ পথে আর অধিক দিন ঘোড়া লইয়া চলিতে পারা যাইবে না; সুতরাং অন্য আড্ডায় উপস্থিত হইয়া ঘোড়ার পরিবর্ত্তে পাঁচ সাতটি গাধা লওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম। শুনিলাম, এই সকল খর্ব্বাকৃতি দৃঢ়কায় গর্দ্দভ পর্ব্বত ভ্রমণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

পিকিন ত্যাগের পর চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় আমরা গিরিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধমঠে আশ্রয় লইলাম। মঠে প্রবেশ করিতে কোন অসুবিধা হইল না; মঠদ্বারে আঘাত করিবামাত্র, এক জন দ্বাররক্ষক দ্বার খুলিয়া দিল। এই মঠে একজন মোহান্ত ও পাঁচজন সন্ন্যাসীর বাস। মঠটি বহু পুরাতন; কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ মঠের ন্যায় ইহারও চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। আমরা মঠে প্রবেশ করিলে,মোহান্ত সসম্ভ্রমে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগের

রাত্রিবাসের জন্য দুইটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। আমাদের দেশের ঘোড়ার আস্তাবলের সহিত এই সকল কক্ষের তুলনা হইতে পারে। আমার বাসের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাতে দুইটি বাতায়ন ছিল; সেই বাতায়নপথে এক দিকে দূরস্থ পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল, অন্য দিকে গিরিপাদমূলে একটি অতি গভীর গুহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল; সমগ্র পার্ব্বত্য প্রকৃতি স্থির, কেবল মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের কোন্ অন্ধকার গুহায় ঝিল্লীজাতীয় পতঙ্গের সঙ্গীতালাপে সেই নৈশ প্রকৃতির সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ও নিশীথিনীর বিরাট গাম্ভীর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সন্ন্যাসীরা আমাদের শয়ন কক্ষে যে প্রজ্বলিত দীপটি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার আলোক তেমন উজ্জ্বল নহে, সেই দীপ-শিখা বায়ুপ্রবাহে এক একবার কম্পিত ও নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল। সেই নৈশ-বায়ু-বিকম্পিত অস্পষ্ট দীপালোকে অদ্ভুত পরিচ্ছদপরিহিত মুণ্ডিত মস্তক মঠবাসী সন্ন্যাসীগণকে ইতস্ততঃ ধাবমান দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, ইহলোকের পরপ্রান্তে আমরা কোনও রহস্যাবৃত ছায়াময় প্রেতলোকে উপস্থিত হইয়াছি!—নানা চিন্তায় আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিলাম। অনেক রাত্রে সন্ন্যাসীদের প্রদত্ত অখাদ্য খাদ্য দ্রব্য কোনরূপে গলাধঃকরণ করা গেল।

আহারের পর ধূমপান শেষ করিয়া আমি মঠের সম্মুখস্থ বারান্দায় পাদচারণ করিতেছি, এমন সময় দেউড়ীর বাহির হইতে দরজায় কাহার করাঘাত শব্দ শুনিতে পাইলাম। এই শব্দ শুনিয়া দুই জন

সন্ন্যাসী দেউড়ীর দ্বার খুলিয়া দিলে কয়েক জন লোক গাধায় চড়িয়া মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। লোকগুলি এত রাত্রে কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল, আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আগন্তুকেরা সংখ্যায় পাঁচ জন; তন্মধ্যে দুই জন ভারবাহী কুলি। ইহারা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা বুঝিতে পারিলাম না; দেখিলাম, উভয়েই সশস্ত্র, অথচ তাহাদিগকে দেখিয়া স্বার্থবাহ বলিয়া বোধ হইল না; তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য ছিল না। আরোহীত্রয় গাধা হইতে নামিলে, মঠের মোহান্ত তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের বাসের জন্য ভিন্ন দিকে অবস্থিত আর দুইটী ক্ষুদ্র কক্ষ ছাড়িয়া দিলেন; আমরা যে দুইটী কক্ষে বাস করিতেছিলাম—এই কক্ষ দুইটী তাহার সম্মুখেই অবস্থিত, মধ্যে কয়েক হাত প্রাঙ্গন মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এই সকল কক্ষের ভিত্তি এত উচ্চ যে, প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কক্ষস্থ কোনও দ্রব্য দেখা যায় না।

আগন্তুকত্রয় বিশ্রামার্থ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলে, কুলিরা গাধার পিঠ্ হইতে জিনিসপত্র নীচে নামাইতে লাগিল; আমি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এক জন আগন্তুক বিশ্রাম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কুলিদের নিকটে আসিল, সে আমার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেও প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র সে মুখ ফিরাইয়া নতমস্তকে একটা গাঁটরি খুলিতে আরম্ভ করিল! আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, গাঁটরি হইতে সে কিছুই বাহির না করিয়া ঘুরিয়া

দাঁড়াইল ; তাহার পর অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাহার বিশ্রামকক্ষে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, আমি তাহার মুখ দেখিতে পাই, ইহা তাহার অভিপ্রেত নহে। লোকটা কি তবে আমার পরিচিত? সম্ভবতঃ সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু সে কে?

আমি প্রায় পনের মিনিট কাল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম ; কুলিরা আগন্তুকগণের ঘরে তাহাদের জিনিসপত্র রাখিয়া আসিল, কিন্তু সেই লোকটিকে আর সেখানে আসিতে দেখিলাম না। তখন আমি ধীরে ধীরে আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ; কিন্তু অকুমাকে হঠাৎ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আবশ্যক মনে করিলাম না। আগন্তুকগণের পরিচয় জানিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আমার মনে যে কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছিল, এই লোকটির বিচিত্র ব্যবহারে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল ; আমি সংকল্প করিলাম, ইহারা কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছে, এবং কোথায় যাইতেছে, যেমন করিয়া হউক, আমাকে জানিতেই হইবে ; কিন্তু কি উপায়ে তাহা জানিব, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না ; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন ফল নাই।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমি মঠপ্রাঙ্গনে নামিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহারা যে কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে একটি অনতিবৃহৎ বাতায়ন আছে ; দক্ষিণেও সেইরূপ একটি বাতায়ন আছে ; কিন্তু এই দক্ষিণের বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিলে, হঠাৎ ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। বাহিরের দিক হইতে পশ্চাতে বাতায়নের

নিকট উপস্থিত হইলে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের আলাপ শুনিতে পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আগন্তুকেরা যে কক্ষে ছিল, সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি সে দিকে অগ্রসর হইলাম না। আমার কক্ষের সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিংএর উপর দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সহজেই ঘরের ছাদ স্পর্শ করিতে পারা যায়। আমি উভয় হস্তে ছাদের কার্ণিস ধরিয়া অতি কষ্টে ছাদে উঠিলাম, এবং আমাদের ছাদের উপর দিয়া, তাহারা যে ঘরে বাস করিতেছিল, মঠের কার্ণিস অতিক্রম করিয়া সেই ঘরের ছাদে আসিলাম। কিন্তু ছাদের উপর হইতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্য কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না ; বুঝিলাম যেমন করিয়া হউক, পশ্চাতের বাতায়নের নিকট না যাইলে উপায় নাই ; কিন্তু কাজটী কিরূপ কঠিন ও বিপজ্জনক, তাহা অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম। তখন কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল, তাহার মৃদু আলোকে ছাদ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে পাইলাম, ছাদের প্রায় তিন হাত নীচে—গৃহের ভিত্তি হইতে যেখানে প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি অতি অপ্রশস্ত 'আলিসা' আছে ; জানালাটির অব্যবহিত নিম্নেই এই 'আলিসা'। এই 'আলিসা'য় পা রাখিয়া প্রাচীর ধরিয়া জানালার পাশ হইতে ঘরের লোকের কথা শুনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু যদি দৈবক্রমে পা একটু সরিয়া যায়—তাহা হইলেই পাঁচ শত ফিট নিম্নে পর্ব্বত-গুহায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে! তবে আশার কথা এই যে, এই বাতায়নের

প্রায় এক হাত দূরে সে দিকের প্রাচীর শেষ হইয়াছিল; সুতরাং হাত বাড়াইয়া প্রাচীরের কোণ ধরিবার সুবিধা ছিল।

প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, ইহাদের উদ্দেশ্য কি তাহা জানিতেই হইবে, ভাবিয়া আমি সেই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই স্থানের ছাদ ধরিয়া বাতায়ন প্রান্তবর্ত্তী কার্ণিসে পা রাখিবার জন্য শূন্যে ঝুলিয়া পড়িলাম। মনে হইল যদি দৈবাৎ হাত খুলিয়া যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে পাঁচ শত ফিট নিম্নে পড়িতে হইবে; কিন্তু তখন বিচলিত হইলে সর্ব্বনাশ, বুঝিয়া আমি মন সংযত করিলাম; তখন আর এক অসুবিধা উপস্থিত হইল, দেখিলাম, আরও প্রায় এক ফুট নীচে পা বাড়াইতে না পারিলে পূর্ব্বোক্ত 'আলিসা'টি স্পর্শ করা যায় না! সুতরাং আমি অতি সাবধানে এক হাত দিয়া উভয় দিকের প্রাচীরের সংযোগ স্থল চাপিয়া ধরিলাম, এবং আরও একটু ঝুলিয়া পড়িয়া সেই 'আলিসা'র উপর পা রাখিলাম। সেই অবস্থায় জানালার দিকে মুখ বাড়াইয়া কক্ষস্থিত দীপালোকে লোক তিন জনকে দেখিতে পাইলাম; তাহারা ঘরের মেঝেতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে যে লোকটিকে দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে তখন ধূমপান করিতেছিল; সে তাহার সঙ্গীদের কি কথা বলিবার জন্য মুখ ফিরাইলে তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম; এ মুখ অপরিচিত নহে! এই ব্যক্তিকে সাংহাই নগরে একাধিকবার দেখিয়াছি। আমরা যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গুপ্ত রহস্য জানিবার জন্য তিব্বতে যাত্রা করিয়াছি, এ ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়েরই এক জন নেতা!

তাহাকে চিনিবামাত্র, আমার সর্ব্বশরীর ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

সে সময় যদি আমি আত্মসংবরণে সমর্থ না হইতাম, তাহা হইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ পদতলস্থ গুহায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমার মনে পড়িল, দুই দিন পূর্ব্বে পথিপ্রান্তস্থ সরাইয়ে ইহাকেই মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম। তাহা হইলে কি এ ব্যক্তি আমাদেরই অনুসরণ করিতেছে? আমাদের ছদ্মবেশেও যে সে আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রহিল না। কে ইহাকে আমাদের অনুসরণে পাঠাইয়াছে? অনুসরণের উদ্দেশ্যই বা কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আগন্তুকগণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ধূমপান করিল; তাহাদের ধূমপান আর শেষ হয় না। আমি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম। সেই সঙ্কট-জনক স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার পা অবশ হইয়া উঠিল; হঠাৎ নীচে পড়িয়া যাওয়া বিচিত্র নহে ভাবিয়া সেখান হইতে আমি ছাদে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ধূমপান শেষ করিয়া তাহারা কথা আরম্ভ করিল।

আমি যাহাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারিয়াছিলাম, সে তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আমাদের আর কোন চিন্তা নাই, এত দিন পরে এই ধূর্ত্তদের হাতে পাইয়াছি; আমরা যে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছি তাহা তাহারা এখনও জানিতে পারে নাই, আর তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। কং-ইয়াং-মিউনের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে সকল কাজ সহজ হইয়া আসিবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "যেমন করিয়া হউক, খড়্গ আদায় করা চাই; তাহা না লইয়া পিকিনে ফিরিলে আমাদের রক্ষা নাই।"

প্রথম বক্তা বলিল, "ইহা হস্তগত করিতে পারিলে আমরা প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইব ; এই প্রবঞ্চকদের পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়া গিয়াছে।"

তৃতীয় বক্তা বলিল, "ইহাদের সাহস ত কম নয়, বেনজুরু মঠের প্রধান মোহান্ত সাক্ষাৎ বুদ্ধতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে চালাকি ! ভগবান কখনও ইহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "শুনিয়াছি বেনজুরু মঠের প্রধান মোহান্ত-মহারাজ অপরাধীকে জব্দ করিবার নানা কৌশল জানেন ; এমন কি, তিনি ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া যে কোনও ব্যক্তিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম করিতে পারেন ; এই হতভাগা প্রবঞ্চকদের অদৃষ্টে বোধ হয় বিস্তর যন্ত্রণাভোগ আছে, হয় ত তিনি নিমেষ মধ্যে ইহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ! তাঁহার দৃষ্টিপাতে সহজ মানুষ বিনা অগ্নিতে কিরূপে ভস্ম হয়, তাহা দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে ; ইচ্ছা হইতেছে, এক বার সেখান পর্য্যন্ত গিয়া মজা দেখিয়া আসি।"

তৃতীয় বক্তা বলিল, "কিন্তু ইচ্ছা হইলেই ত আর আমরা সেখানে যাইতে পাইব না, সে মঠে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই ; আর এত কষ্ট স্বীকারেরই বা দরকার কি ? যাহা হউক, দেখিতেছি এই ধূর্ত্তের অসাধ্য কর্ম্ম নাই ! সে অনায়াসে উচাংএর মোহান্ত মহারাজের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দুর্গম বেনজুরু মঠে প্রবেশের সাঙ্কেতিক শব্দ জানিয়া লইল ! যদি এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে পাইতাম তাহা হইলে উহাকে এত দূর আসিতে হইত না। ভাগ্যে উ-লা-ওয়ে আমাদের টাকা খাইয়া এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, তাই উহাদের সন্ধানে সন্ধানে

এত দূর আসিতে পারিয়াছি ; কং-ইয়াং-মিউনের সহিত কোথায় দেখা হইবে বলিলে ?”

প্রথম বক্তা বলিল, “এখান হইতে বাহির হইয়া তিব্বতের দিকে যাইতে যাইতে পাহাড়ের মধ্যে যে নদী আমাদের সম্মুখে পড়িবে, সেই নদীর তীরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।”

তৃতীয় বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, “তাহাকে চিনিবার উপায় কি ?”

প্রথম বক্তা বলিল, “তাহাকে সহজেই চিনিতে পারা যাইবে ; সে উটে চড়িয়া আসিবে ; তাহার উটের হাওদার আস্তরণটি নীল বর্ণের, তাহার একটি চক্ষু নাই, বাঁ হাতখানি পঙ্গু !”

তৃতীয় বক্তা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, “আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এ কথা কি সে জানে ?

প্রথম বক্তা বলিল, “না, তাহা জানে না ; বেনজুরু মঠের প্রধান মোহান্ত প্রতি মাসে এক বার করিয়া অন্যান্য মঠের সংবাদ লইবার জন্য ও ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত এ অঞ্চলে তাঁহার সেই দূতটিকে পাঠাইয়া থাকেন ; আমরা তাহার হাতেই পত্র দিব।—রাত্রি অনেক হইয়াছে, পরিশ্রমও বড় কম হয় নাই, আবার খুব সকালে উঠিতে হইবে, এখন শয়ন করা যাক্ ; বাকী কাজটুকু শেষ না হইলে আর আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।”

আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না ; আমাদের অনুসরণকারীরা দীপনির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিল। আমিও অতি সাবধানে ছাদে উঠিয়া ধীরে ধীরে আমার শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, অকুমা হয় ত এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন ; কিন্তু

দেখিলাম, তিনি তখনও বসিয়া আছেন, বসিয়া একখানি কয়লা লইয়া মেজেতে কি হিজিবিজি দাগ কাটিতেছেন! আমাকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জানিতে পারিলে ?"

আমি যে কিছু জানিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু আমি যে সকল গুপ্ত কথা শুনিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সবিস্তারে তাঁহার গোচর করিলাম। যে, যে কথা বলিয়াছিল, তাহা যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া অকুমা কোন উত্তর করিলেন না, স্থির দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; বোধ হইল, তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত কয়লাখণ্ড দিয়া মেঝের উপর একটি বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করিলেন, তাহার পর সেই বৃত্তের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত আঁকিলেন ; এরূপ কতকগুলি বৃত্তে সেই বৃহৎ বৃত্তটি পূর্ণ হইল, ক্ষুদ্রতম বৃত্তটির আকার একটি দুয়ানির মত।

অকুমা কয়লাখানি ফেলিয়া দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "দেখিতেছি আবার একটি নূতন সঙ্কট উপস্থিত! যদি তুমি আমার সঙ্গে না থাকিতে তাহা হইলে আমি অনায়াসে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিতাম ; এবং উহাদের ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া কার্য্য শেষে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতাম। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে না লইলে তুমি এক দিনও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না ; উহাদের হস্তে হত হইবে। তোমাকে সঙ্গে আনিয়া এ ভাবে বিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই, তাহা আমার কর্ত্তব্যও নহে। তুমি একাধিক বার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তোমাকে রক্ষা করা আমার প্রধান

কর্ত্তব্য। সুতরাং এই বিভ্রাট হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যায় তাহার উপায় স্থির করিতে হইবে। যদি ইহারা আমাদের পূর্ব্বেই নদীতীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত সংবাদবাহককে তাহাদের পত্র দিতে পারে, তাহা হইলে আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে, প্রাণও যাইবে। এ অবস্থায় যদি আমরা তাহাদের অগ্রে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সংবাদবাহককে বিদায় করিতে পারি,এবং তাহার পর কোনও কৌশলে শত্রু পক্ষের পত্রখানি হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে পিকিনে ফেরত পাঠাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল ; কিন্তু কি কৌশলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ?"

আমি বলিলাম, "এ অতি দুরূহ কার্য্য ; কোনও ফন্দীই আমার মাথায় আসিতেছে না।"

অকুমা বলিলেন, "আমি একটু ভাবিয়া দেখি।"

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তিনি চিন্তামগ্ন রহিলেন ; তারপর বলিলেন, "আমাদিগকে এমন কোনও কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে পথিমধ্যে ইহাদের দুই তিন ঘণ্টা বিলম্ব হয় ; এই সুযোগে তুমি নদীর ধারে উপস্থিত হইয়া সেই সংবাদবাহকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং লামাসরাইয়ের মোহান্ত বেনজুর্ মঠের মোহান্তকে আমার যে পরিচয়-পত্র দিয়াছেন, তাহা তাহাকে দিবে ; সেই পত্র লইয়া সে চলিয়া যাইবে। ইত্যবসরে আমি সেই পত্রবাহকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নদীর তীরে বসিয়া থাকিব, আমার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া আমাদের অনুসরণকারীরা তাহাদের পত্রখানি আমাকে প্রদান করিবে। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

আমি অকুমার এইরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা, মনুষ্য সমাজে আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই ; আপনি যে উপায় স্থির করিয়াছেন, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

অকুমা বলিলেন, "আত্মপ্রশংসা শুনিবার এখন আমার অবসর নাই ; একটা কথা স্মরণ রাখিও, আমাদের অনুসরণকারীরা এখান হইতে যাত্রা করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাদের রওনা হইতে হইবে ; পথে কিরূপে তাহাদের গমনের ব্যাঘাত উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহাই আপাততঃ স্থির করা আবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "যদি কোন উপায়ে গ্রামবাসীদের দ্বারা তাহাদের গমনে বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেমন হয় ?"

অকুমা বলিলেন, "না, ইহা সুবিধার কথা নহে ; গ্রামবাসীরা আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, তখন উপায় কি ? উ-লা-ওয়ে এত টাকা খাইয়া আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহা কে মনে করিয়াছিল ? না, এ উপায়ে হইবে না, অন্য কোনও উপায় স্থির করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি ত অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।"

অকুমা বলিলেন, "বুদ্ধি থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। আগামী কল্য বেলা বারটার মধ্যে এখান হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য চটীতে আমাদের উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এখান হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে এই চটী ভিন্ন দ্বিতীয়

লোকালয় নাই। আমি আমার কুলিদের মধ্যে একজনকে পথে রাখিয়া যাইব ; সে কোন কৌশলে আমাদের অনুসরণকারীদের দলে মিশিয়া তাহাদের গাধাগুলিকে জলের সহিত এক প্রকার মাদক দ্রব্য খাইতে দিবে ; সেই জল পান করিয়া গাধাগুলা দুই তিন ক্রোশ দূর গিয়াই দুই তিন ঘণ্টার জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যদি এ কৌশল না খাটে, তাহা হইলে আমাদিগকে অন্য কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।”

আমি বলিলাম, “ইহাতেই বোধ হয় কাজ হইবে ; কিন্তু উ-লা-ওয়ে কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাস ঘাতক!”

অকুমা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সে বোধ হয় মনে করিয়াছে, আমরা যেখানে যাইতেছি সেখান হইতে আর আমাদিগকে ফিরিতে হইবে না ; সুতরাং আমাদের গুপ্ত কথা বিক্রয় করিয়া কিছু লাভবান হওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল ; কিন্তু সে এক দিন এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত দণ্ড লাভ করিবে। বিশ্বাসঘাতককে আমি কখনও ক্ষমা করি না। যাহা হউক, তুমি অবিলম্বে কুলিদের বলিয়া দাও, রাত্রি তিনটার মধ্যে আমাদিগকে এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে ; আর এ কথা যেন তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ না করে।”

আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুলিদিগকে এই সংবাদ জানাইয়া আসিলাম ; তাহার পর কম্বল মুড়ি দিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

——:০:——

পথের সঙ্কট

রাত্রি তিনটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই আমরা শয্যা ত্যাগ করিয়া মঠ হইতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, এবং পরদিন পথে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া সেই শেষ রাত্রেই কিছু খাইয়া লইলাম। গাধার পিঠে মোট দিয়া পথে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনটা বাজিয়া গেল ; সে সময় মঠের একজন মাত্র সন্ন্যাসী জাগিয়াছিল ; তাহার সাহায্যে আমরা খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যাত্রাকালে অকুমা তাহাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া বলিলেন, "আমরা একটু রাত্রি থাকিতেই রওনা হইতেছি ; আমাদিগকে অনেক দূর যাইতে হইবে, বিলম্বে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে, তুমি দেউড়ীর দরজা খুলিয়া দাও ; গোলমাল করিয়া অন্যের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইবার আবশ্যক নাই।"

মঠ হইতে বাহির হইয়া আমরা ক্রমাগত নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম ; কিছু দূর নামিয়া আবার আমাদিগকে ঊর্দ্ধে উঠিতে হইল। এই ভাবে যে কত বার উঠিতে নামিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেই পূর্ব্বাকাশে প্রাতঃসূর্য্যের উদয় হইল ; শিশিরসিক্ত সুশীতল প্রভাত আমাদের নিকট

অতি মধুর বোধ হইল। আরও কিছু পথ অতিক্রম করিয়া দূরস্থ পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গগুলি শুভ্র তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন দেখিতে পাইলাম।

অসমতল, নির্জ্জন, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন কালে আমরা একটি চটীতে উপস্থিত হইলাম ; এই চটীটি গিরিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত। সেখানে গিয়া স্থির হইল, আমাদের এক জন অনুচরকে সেখানে রাখিয়া যাইব ; সে কোন কৌশল আমাদের অনুসরণকারীদের গাধাগুলিকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অকর্ম্মণ্য করিবে, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া আমাদের দলে যোগদান করিবে। অকুমা তাহাকে এ কথাও জানাইলেন যে, যদি সে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে এত অধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে যে, জীবনে আর তাহাকে কুলিগিরি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না।

এই চটীতে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আমরা সেখান হইতে উঠিলাম। কিছু দূরে আসিয়া অকুমা আমাকে বলিলেন, "আর অল্পক্ষণ পরেই আমি এই পথ ছাড়িয়া একটি গ্রামে প্রবেশ করিব ; এখান হইতে কয়েক মাইল উত্তরে এই গ্রামখানি অবস্থিত ; শুনিয়াছি, সেখানে উট কিনিতে পাওয়া যায়। যেমন করিয়াই হউক, আমাকে একটা উট সংগ্রহ করিতেই হইবে, এবং তাহার হাওদার জন্য একটি নীলবর্ণ আস্তরণ না কিনিলে চলিবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এ সকল কাজ শেষ করা আবশ্যক ; সন্ধ্যার পর কোন কাজই হইবে না। তুমি কোথাও না থামিয়া পূর্ব্বকথিত নদীতীরে উপস্থিত হইবে ; বোধ হয় সেখানে সেই পত্রবাহককে দেখিতে পাইবে। আমার এই পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিবে, 'ইহা লামা সরাইয়ের মোহান্ত মহারাজের পত্র, টচাংএর

মোহান্ত-মহারাজ শীঘ্রই বেন্‌জুরু মঠে যাত্রা করিবেন।' তুমি পত্র বাহককে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বিদায় করিবে; সে যদি কোন কারণে সেখানে বিলম্ব করে, তাহা হইলে আমাদের শত্রু পক্ষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র সেখানে যাও।"—অকুমা আমার হস্তে পত্র ও কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

আমি বলিলাম, "পত্রবাহককে বিদায় করিয়া তাহার পর আমি কোথায় যাইব?"

অকুমা বলিলেন, "পত্রবাহক অদৃশ্য হইলে সে যে পথে যাইবে, সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের অন্তরালে তাম্বু খাটাইবে; আমি যতক্ষণ সেখানে না যাই, ততক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবে।"

অকুমা গ্রামের সন্ধানে ধাবিত হইলেন, কয়েক জন কুলিও তাঁহার সঙ্গে চলিল। অকুমার আদেশানুসারে আমি আমার গন্তব্য পথে যাত্রা করিলাম। দুরারোহ পার্ব্বত্য পথ দিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম; পথেরও শেষ হয় না, নদীও দেখা যায় না! এই ভাবে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিলাম। শ্রান্ত তপন পশ্চিমাকাশে গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। ক্রমে পর্ব্বত ঢালু হইয়া আসিল, এবং একটি গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিলে আমি দেখিতে পাইলাম, আমার সম্মুখে একটি অপ্রশস্ত গিরি-নদীর স্বচ্ছ জলরাশি লহরী-লীলায় নাচিতে নাচিতে পর্ব্বতের অন্য প্রান্তে ধাবিত হইতেছে।

আমার মন তখন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত; আমার কার্য্য-তৎপরতা ও বুদ্ধি কৌশলের উপর এই অভিযানের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর

করিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না ; যদি কোনও কারণে পত্রবাহক আমাকে সন্দেহ করে, এবং সে আমাদের অনুসরণকারীগণের প্রতীক্ষায় নদীতীরে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যকথা প্রকাশে বিলম্ব হইবে না, এবং আমাকেও তাহাদের হস্তে বন্দী হইতে হইবে ! তাহারা সংখ্যায় অধিক, সুতরাং তাহাদের সহিত বিরোধ করিয়া কোনও ফল নাই ; হয় তাহারা সেই স্থানে আমাকে হত্যা করিবে, না হয় আমাকে বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে। উভয় কার্য্যেরই ফল একরূপ হইবে ; ধরা পড়িলে নিস্তার লাভের বিন্দুমাত্র আশা নাই।—এ অবস্থায় আমার মন যে নানা উদ্বেগে আন্দোলিত হইতে থাকিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে নদীতীরে আসিয়া গাধার পিঠ হইতে নামিলাম। দেখিলাম, সেখানে নদী প্রায় দেড় শত হাত প্রশস্ত ; কিন্তু তাহার গভীরতা যে অধিক, এরূপ বোধ হইল না। নদীর পর পারে পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ, তাহা ঠিক সোজা হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার সর্ব্বনিম্ন অধিত্যকাটি তিন শত হস্তের কম নহে !

নদীতীরে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি পুনর্ব্বার গাধায় চড়িলাম, এবং গাধাটাকে জলের দিকে লইয়া চলিলাম ; সে প্রথমে কিছুতেই জলে নামিতে চাহিল না ; অনেক চেষ্টায় তাহাকে জলে নামাইলাম। দেখিলাম, নদীর মধ্যস্থলেও জল দুই হস্তের অধিক গভীর নহে। গাধাটা জলে নামিয়া সহজেই অপর পারের দিকে চলিল, সুতরাং তাহাকে লইয়া আমাকে আর কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। নির্ব্বিঘ্নে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলাম।

অপর পারে আসিয়া আমি জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না; ইহাতে আমার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। যদি পত্রবাহকের সেখানে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুসরণ-কারীরা সেই অবসরে সেখানে আসিয়া পড়িবে, এবং আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি অধীর হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু আমাকে অধিক কাল দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইল না; প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটি লোক উটে চড়িয়া পাহাড়ের উপর হইতে নদীর ধারে নামিয়া আসিল; সে আমার নিকটে আসিলে দেখিলাম, তাহার উটের হাওদার আস্তরণ নীল বর্ণ; তাহার বাম হস্তখানি পঙ্গু, এবং একটি চক্ষু নাই।

লোকটি উট হইতে নামিয়া আমার সম্মুখে আসিলে, আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি এখানে বেন্‌জুরু মঠের মোহান্ত-মহারাজের এক জন পত্র বাহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, আপনি কি সেই লোক?"

আগন্তুক আমার কথার উত্তর না দিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমি লামাসরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের নিকট হইতে আসিতেছি; তিনি আমাকে একখানি জরুরী পত্র দিয়াছেন; বেন্‌জুরু মঠের মোহান্ত-মহারাজের পত্রবাহকের সহিত এই নদীতীরে আমার সাক্ষাৎ হইবার কথা আছে। আমি যে পত্র লইয়া আসিয়াছি, সেই পত্র লইয়া তিনি এখান হইতে মঠে ফিরিয়া যাইবেন।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার পত্র বাহির কর, দেখি; এ পত্রে যদি লামাসরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের মোহর থাকে, তাহা হইলে আমার উপর তাহা লইয়া যাইবার হুকুম আছে; মোহান্ত-মহারাজের মোহরহীন পত্র আমি লইয়া যাইতে পারিব না।"

আমি আগন্তুকের হস্তে অকুমাপ্রদত্ত পত্রখানি প্রদান করিলাম; সে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "হাঁ এ মোহর লামাসরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের মোহরই বটে; কিন্তু আমি এখনই ফিরিয়া যাইতে পারিব না; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার এখানে প্রতীক্ষা করিবার কথা আছে।"

আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম! কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিলাম, "আপনাকে এখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, আমিও তাহা জানি; কিন্তু পত্রখানি বড় জরুরী। উচাংএর মোহান্ত-মহারাজ কখন এখানে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই; তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পত্রখানি বেনজুরু মঠে সেখানকার মোহান্ত মহারাজের নিকট পৌঁছানো আবশ্যক।"—আমি আমার কথা শেষ করিয়া তাহার হস্তে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলাম।

আগন্তুক অকুণ্ঠিত চিত্তে মোহর কয়টা লইয়া তাহার থলির মধ্যে ফেলিল, কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করিল না; বলিল, "যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না; এত পথ আসিয়াছি, কিছুকাল বিশ্রাম করাও ত আবশ্যক।"

অধিক পীড়াপীড়ি করিলে পাছে তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ

জন্মে, এই ভয়ে আমি আর তাহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না, নদীতীরে শিলাখণ্ডে বসিয়া ধূমপানে মনঃসংযোগ করিলাম ; আগন্তুকও নিবিষ্ট চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, আমাদের অনুসরণকারীরা হয়ত এখনই আসিয়া পড়িবে! আমার মন দুশ্চিন্তায় কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার নহে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সূর্য্যাস্তের পরও তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে অস্তমিত তপনের শেষ রশ্মিরাগ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল। পর্ব্বতের দীর্ঘচ্ছায়া নদীর জলে প্রতিফলিত হইল ; এবং সন্ধ্যার উদ্দাম বায়ু-প্রবাহ গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধ দানবের বিকট হাস্যের ন্যায় ভীষণ শব্দ উৎপন্ন করিতে লাগিল ; এবং তাহা গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হওয়ায় বোধ হইল, সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে শত দানব পর্ব্বতের নিভৃত উপত্যকায় সমবেত হইয়া অট্টহাস্যে ধরা কম্পিত করিতেছে! আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নদীর পরপারে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু তখনও জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইলাম না। আর যদি দশ পনের মিনিট এই ভাবে কাটাইতে পারি, ও আমাদের অনুসরণকারীরা তখন পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হইতে না পারে,তাহা হইলে আর আশঙ্কার কোনও কারণ থাকিবে না।

কিন্তু আর একটি নূতন চিন্তায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অকুমা যদি উট কিনিতে না পান, কিংবা উটের হাওদার নীলবর্ণ আস্তরণ সংগ্রহ করিতে না পারেন, এবং কোন কারণে যদি তাঁহার নদীতীরে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলেও

হয়ত আর এক বিপদে পড়িতে হইবে। আমাদের অনুসরণকারীরা পত্রবাহককে নদীতীরে আসিয়া দেখিতে না পাইলে, তাহাদের মনে সন্দেহের উদয় হইবে, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই তাহার অনুসরণ করিবে; ইহা আমাদের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক হইবে না। আমি ব্যাকুলভাবে আগন্তুক পত্রবাহকের দিকে চাহিলাম, সে তখনও বসিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতেছিল! অগত্যা আমিও সেই খানে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলাম। ক্রমে আকাশে দুই একটী করিয়া অনেকগুলি নক্ষত্রের বিকাশ হইল; বায়ুর বেগও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল।

এই বার পত্রবাহক তাহার নিঃশেষিত প্রায় বিড়ীটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাকে বলিল, "অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করা গিয়াছে; আর কোন যাত্রীর সহিত সাক্ষাতেরও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। জলের ধারে বসিয়া সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের মধ্যে কম্প আরম্ভ হইয়াছে! আমি চলিলাম, আপনি এখন কি করিবেন?"

আমি বলিলাম; "আমার মোহান্ত-মহারাজ কখন এখানে উপস্থিত হইবেন, কিছুই নিশ্চয় নাই; তিনি আগমন না করিলে, আমি কোথাও যাইতে পারিব না; তাঁহার জন্য আমাকে এইখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে, আপনি অগ্রসর হউন।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পত্রবাহক তাহার উটের হাওদার উপর উঠিয়া, সে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পত্রবাহক অদৃশ্য হইলে, আমি আমার অনুচরগণকে ডাকিলাম ; তাহারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত নদীর অপর পারে গোপনে বসিয়া আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমার আহ্বানে তাহারা নদী পার হইয়া আমার নিকটে আসিলে, অকুমার উপদেশানুসারে আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। তাহার পর একটি পাহাড়ের অন্তরালে গিয়া তাম্বু খাটাইবার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে লাগিলাম। এ জন্য আমাদিগকে অধিক চেষ্টা করিতে হইল না, একটি স্থান মনোনীত করিয়া আমার অনুচরেরা তাম্বু খাটাইল ; এবং কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিল। অনন্তর তাহারা আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, আমি পুনর্ব্বার নদীতীরে ফিরিয়া আসিলাম।

নদীতীরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মৃদু বংশীধ্বনির সঙ্কেতে বুঝিতে পারিলাম অকুমা আসিতেছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি একটি উটে আরোহণ করিয়া আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন ; তখন অন্ধকার গাঢ় হইলেও উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার একটি হাত পঙ্গু, এবং তিনি একটি চক্ষু এমন ভাবে মুদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কাণা বলিয়াই মনে হইল! উটের হাওদার আস্তরণটিও নীলবর্ণ বলিয়াই বোধ হইল।

অকুমা আমাকে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "অদূরে ঐ যে পাহাড়টি দেখিতেছ, উহার অন্তরালে পিস্তল হাতে লইয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিবে, যদি কোন কারণে তোমার সাহায্যের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি বাঁশীতে শব্দ করিবামাত্র এখানে আসিবে ;—কিন্তু তাহার বোধ হয় আবশ্যক হইবে না।"

আমি বলিলাল, "উট ও উটের হাওদাদি সংগ্রহ করিতে বোধ হয় আপনাকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন "না, তাহা সহজেই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তবে হাওদার নীলবর্ণ আস্তরণ খুজিয়া না পাওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ আস্তরণ লইতে হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কোন অসুবিধা হইবে না, অন্ধকার রাত্রে নীল ও কৃষ্ণ বর্ণের প্রভেদ ধরা সহজ নহে। আমাদের অনুসরণ-কারীরা এই পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। যাহা হউক, আমাকে সেই পত্রবাহকের মত দেখাইতেছে ত?"

আমি বলিলাম "খুব ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখিলে হয় ত কিছু কিছু পার্থক্য ধরা পড়িতে পারে, কিন্তু সে জন্য চিন্তার কোনও কারণ নাই, অনুসরণকারীরা আপনাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

অকুমা বলিলেন, "আমারও সেইরূপ বিশ্বাস। আমাদের অনুচরেরা কোথায়?"

আমি বলিলাম, "কিছু দূরে পাহাড়ের আড়ালে তাম্বু খাটাইয়া তাহারা আহারাদির আয়োজন করিতেছে।"

অকুমা বলিলেন, "উত্তম, এখন যাও, আমার উপদেশানুসারে কাজ কর; সঙ্কেত করিবামাত্র আমার নিকট আসিতে ভুলিও না।"

আমি সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম, কয়েক গজ দূরে তিনখানি উচ্চ শিলাখণ্ডের আড়ালে আমি পিস্তল লইয়া উপবেশন করিলাম। আমার সম্মুখে যে শিলাখণ্ড ছিল, তাহার পাশ দিয়া নদীর অপর পার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি বেশ দেখা যাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরে আমাদের অনুসরণকারীরা নদীর অপর পারে আসিয়া দাড়াইল, এবং সেখানে

বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি নদী পার হইতে লাগিল; পার হইতে হইতে তাহাদের এক জন পত্র-বাহককে সম্বোধন করিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা আমাদের পারে উপস্থিত হইল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে তাহাদের দূরত্ব ত্রিশ হাতের অধিক হইবে না; নক্ষত্রালোকে তাহাদের সকলকেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

আগন্তুকগণের দলপতি অকুমাকে বলিল, "পথে আমাদের কয়েকটা গাধার হঠাৎ অসুখ হওয়ায়—এখানে আসিতে আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে: আমাদের অগ্রে কি কোন লোক নদী পার হইয়া গিয়াছে?"

অকুমা বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এক দল লোক নদী পার হইয়া পাহাড়ের দিকে গিয়াছে; এতক্ষণ বোধ হয় তাহারা পথ হারাইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমি তাহাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমাকে ভিক্ষা না দেওয়ায় তাহাদিগকে এমন পথ দেখাইয়া দিয়াছি যে, সে পথ দিয়া যমের বাড়ী ভিন্ন অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। কাল এক সময় শকুনিতে তাহা-দের দেহের মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে।"

দলপতি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাহাদের যাইতে দেখিয়াছেন, তাহাদের দলে কয় জন লোক ছিল?"

অকুমা বলিলেন, "পাঁচ-ছয় জন হইবে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না; পাহাড়ের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়! এ সকল কথা যাক্, তোমরা কে?"

দলপতি বলিল, "আমরা পিকিন হইতে আসিতেছি; লামাসরাই-য়ের মোহান্ত-মহারাজ—বেনজুরু মঠের বড় মোহান্ত-মহারাজকে এক-খানি পত্র দিয়াছেন, আমরা সেই পত্র লইয়া আসিতেছি। দুই জন বিদেশী লোক গুপ্তবিদ্যা শিখিবার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের এক জন মোহান্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তিব্বতের পথে যাত্রা করিয়াছে! আপনি যাহাদের যাইতে দেখিয়াছেন, তাহারাই সেই দলের লোক; যদি তাহারা বেনজুরু মঠে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!"

অকুমা বলিলেন, "তিব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের যাইতে হইবে না, বেনজুরু মঠে প্রবেশ করাত দূরের কথা! কাল পরশুর মধ্যেই তাহাদের মাংসে অনেক গুলি ক্ষুধার্ত্ত শকুনির উদর পূর্ণ হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।—তোমরা আমার কাছে কি চাও?"

দলপতি বলিল, "জাল মোহান্ত যাহাতে বেন্‌জুরু মঠে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায় এই পত্রখানি লইয়া আপনি শীঘ্র ফিরিয়া যান, পথে যেন বিলম্ব না হয়।"

দলপতি তাহার বুকের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া অকুমার হস্তে প্রদান করিল। অকুমা তাহা লইয়া উটে চড়িলেন; তাহার পর দলপতিকে বলিলেন, "আমি চলিলাম, তোমরা যত শীঘ্র পার পিকিনে ফিরিয়া যাও। রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতেছে; রাত্রে এখানে থাকা নিরাপদ নহে, আমি অনেক বার এখানে আসি-য়াছি; স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রাত্রি অধিক হইলে তাল গাছের মত লম্বা লম্বা অনেক পাহাড়ে ভূত নাচিতে নাচিতে এইখানে স্নান করিতে

আসে ; মানুষ দেখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া তাহার ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খায় !—তোমরা এখানে আর বিলম্ব করিও না ; ভূতের আসিবার প্রায় সময় হইয়াছে।”

কুসংস্কারান্ধ লোকগুলা অকুমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ গাধায় চড়িয়া, যে দিক হইতে আসিয়াছিল নদী পার হইয়া সেই দিকে চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য হইলে আমি গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া অকুমাকে সঙ্গে লইয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম।

অকুমা বলিলেন, “এ সঙ্কট হইতেও ত অতি সহজে পরিত্রাণ লাভ করা গেল ; কিন্তু কারফরমা, তোমার সাহস ও দূরদর্শিতাতেই এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম। যদি তুমি জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদের অনুসরণকারীদের গুপ্ত পরামর্শ না শুনিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা মহা বিপদে পড়িতাম ; সে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইত না, হয় ত তাহাতেই আমাদের প্রাণ যাইত। যাহা হউক, আশা করি পথে আর কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইবে না। আমরা যেরূপ তাড়াতাড়ি এত দূর আসিয়াছি, সেইরূপ তাড়াতাড়ি যদি অবশিষ্ট পথ যাইতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় আগামী কল্য সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব। শত্রুপক্ষ আপাততঃ প্রতারিত হইল বটে, কিন্তু আমাদের কৌশল দীর্ঘকাল তাহাদের অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা অল্প ; তাহার পূর্ব্বেই সকল কাজ শেষ করিয়া বেনজুরু মঠ হইতে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে।”

আমি বলিলাম, “ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, পূর্ব্বে তাহা অনু-

করা অসম্ভব ; হয়ত কালই আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হইতে পারে ; কার্য্যোদ্ধার না হইলে আর বিশ্বাস নাই।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার এ কথা সত্য।"

সেই তাম্বুতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের আহারাদি শেষ হইল ; তাম্বুর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া আমরা ধূমপান করিতে করিতে নানাবিধ গল্পে সময় কাটাইতে লাগিলাম। অগ্নিশিখা নৈশ বায়ু-প্রবাহে কম্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ধূসর পর্ব্বতগাত্রে প্রতিফলিত হইতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন শত শত পিশাচ ছায়াময় দেহে গিরিশৃঙ্গে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে ! ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, নির্ম্মল আকাশে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল তারকা নীল সরোবরে রজত কমলের ন্যায় বিকসিত হইয়া আছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল দূর দূরান্তরবর্ত্তী পাহাড়ের ফাটলস্থিত দুই একটি পার্ব্বত্য পক্ষীর বিকট শব্দে বা অরণ্যান্তরালবর্ত্তী দুই একটি শৃগালের সঙ্গীতালাপে সেই স্তব্ধ যামিনীর মৌনব্রত ভঙ্গ হইতেছে।

আমাদের গল্প শেষ হইলে,আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। আমার প্রিয়তমা হেনার কথা হায় ! পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল ; আমার কথা কি এখনও তাহার মনে আছে ? আমি এখন কোথায়, কি করিতেছি, তাহা অনুমান করাও তাহার অসাধ্য ! আগামী কল্য এক সময় সম্ভবতঃ আমরা বেনজুরু মঠে উপস্থিত হইতে পারিব ; কিন্তু সেখানে আমাদের কত বিলম্ব হইবে, আবার কোনও নূতন বিপদে পড়িয়া জীবন বিপন্ন হইবে কি না, কে বলিতে পারে ? কিন্তু যদি সৌভাগ্যক্রমে এই দুর্গম প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া কখনও চীনদেশে

প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হেনাকে খুজিয়া বাহির করিব, এবং তাহার ভগিনীর ও ভগিনীপতির সম্মতি লইয়া তাহাকে বিবাহ করিব। এত দুঃখ,কষ্ট, বিপদের পরও কি বিধাতা আমার অদৃষ্টে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই? আমি মনশ্চক্ষে ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর চিত্র দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু তখনই আমার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল! দুঃখের অকূল সমুদ্রে পড়িয়াও সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—ভাবিয়া আমার হাসি আসিল; প্রতিজ্ঞা করিলাম, হেনাকে লাভ করিতে পারিলে জীবনে আর কখনও চীনদেশে পদার্পণ করিব না।

পর দিন প্রভাতে আমরা তাম্বু তুলিয়া তাহা গাধার পিঠে চাপাইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। প্রথম দশ মাইল পথ তেমন দুর্গম বা দুরারোহ বোধ হইল না; কিন্তু তাহার পর হইতেই এমন চড়াই আরম্ভ হইল যে প্রতি পদক্ষেপেই মনে হইতে লাগিল, গাধা সঙ্গে লইয়া আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না; অকুমার সঙ্গে যে উটটি ছিল, তাহাকে পথিমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গাধাগুলিকে তখনও আমরা সঙ্গে রাখিলাম, এবং কেবল বিপুল উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলেই সেই দুরারোহ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে চলিতে সমর্থ হইলাম।

মধ্যাহ্ন কালে আমরা যেস্থানে উপস্থিত হইলাম, সেখান হইতে পথের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আমরা তখন একটি পর্ব্বতের অতি উচ্চ উপত্যকা দিয়া চলিতেছিলাম। সেই মধ্যাহ্নকালেও পার্ব্বত্য প্রদেশের দুঃসহ শীতে আমাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল, বুঝিলাম, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তুষারপাত আরম্ভ হইবে! মধ্যাহ্ন কালেই যখন এরূপ শীত, তখন রাত্রে এই অনাবৃত গিরিপৃষ্ঠে অল্পমাত্র

গাত্রবস্ত্রের সাহায্যে শীতের হাত হইতে কিরূপে নিস্তার লাভ করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বেলা প্রায় চারিটার সময় হইতে অল্প অল্প বরফপাত আরম্ভ হইল, সুতরাং আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পর্ব্বতের উপর কোন সমতল স্থলে তাম্বু স্থাপন আবশ্যক মনে করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই একটি সুবিধামত স্থান দেখিতে পাওয়ায় সেখানে তাম্বু খাটাইলাম।

আমাদের সঙ্গে যে গাত্র বস্ত্র ছিল, তাহাতে আমাদের দুই জনের কোন রকমে শীত নিবারণ হইতে পারিত; আমাদের অনুচরবর্গের শীত নিবারণের কি উপায় করা যায়, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না; তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগকে এইরূপ ভয়ানক স্থানে আসিতে হইবে। চীনের সমতল ক্ষেত্রে থাকিয়া তাহারা এক বার কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাদিগকে এমন ভীষণ শীতে আক্রান্ত হইতে হইবে। সুতরাং তাহারা কম্বল প্রভৃতি কোনরূপ গরম কাপড় সঙ্গে লইয়া আসে নাই। অনেক চিন্তার পর, নিকটে কোথাও পর্ব্বত-গুহা আছে কিনা খুজিতে বাহির হইলাম। এরূপ পর্ব্বতাকীর্ণ স্থানে যে গুহার অভাব হইবে, ইহা একবারও মনে হয় নাই। কিছুকাল খুজিতে খুজিতে অদূরে একটি সুপ্রশস্ত গুহা দেখিতে পাইলাম। আমার পরামর্শানুসারে কুলিরা সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া গুহামধ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল; অগ্নিকুণ্ডের অদূরে গাধাগুলিকে বাঁধিয়া রাখা হইল। ইহাতে তাহারা শীতের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাইল।

আমি তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম, রাত্রি যতই অধিক হইতে

লাগিল, ততই অধিক পরিমাণে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। আমাদের তাম্বুর বাহিরে প্রায় চারি ইঞ্চি উঁচু হইয়া বরফ পড়িল! নিদারুণ শীতে আমাদের হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। এমন দারুণ শীতে সুনিদ্রার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমরা কতক রাত্রি ঘুমাইয়া ও কতক রাত্রি জাগিয়া অতি কষ্টে নিশা যাপন করিলাম।

পর দিন প্রভাতে তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখি—যত দূর দৃষ্টি যায় পার্ব্বত্য প্রকৃতি শুভ্র তুষার রাশিতে সমাচ্ছন্ন; যেন কোন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-কৌশলে এক রাত্রির মধ্যে প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বাঙ্গে লংক্লথের চাদর আঁটিয়া দিয়াছে! আমাদের একটা গাধা শীতের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশেই মরিয়া পড়িয়াছিল! একটি অল্প বয়স্ক কুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় দেখিলাম; শীতে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত জমিয়া গিয়াছে, হাত পা আড়ষ্ট হইয়াছে, তাহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অকুমা এই দুর্গম স্থানেও তাঁহার ঔষধাধারটি লইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি এই কুলিটির অবস্থা দেখিয়া একটি ঔষধের কয়েক বিন্দু তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, সে অতি কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিল, এবং তাহার দশ পনর মিনিট পরেই সে উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। কিন্তু তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মোট লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব মনে হইল। আমরা সেখান হইতে প্রস্থানের আয়োজন করিলে অন্যান্য কুলিরা মোট লইয়া চলিতে লাগিল; সেই আড়ষ্ট কুলিটা মাতালের মত টলিতে টলিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে চলিল, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে অবসন্ন ভাবে পথিমধ্যে শুইয়া পড়িল, বিস্তর চেষ্টাতেও

আমরা তাহাকে উঠাইয়া বসাইতে পারিলাম না। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। মৃত দেহটি বরফ চাপা দিয়া আমরা পুনর্ব্বার আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম।

সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ তুষারাচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা পথের কোন নিদর্শন খুজিয়া পাইলাম না; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। এরূপ লক্ষ্যহীন ভাবে অজ্ঞাত রাজ্যে চলিতে চলিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।

সেই দিন অপরাহ্ণে আমাদের আর এক জন কুলি মোট লইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমরা আর অগ্রসর না হইয়া সেই স্থানেই তাম্বু ফেলিলাম। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সেখানেও এক হাঁটু বরফ পড়িয়াছিল! তাম্বুর ভিতর হইতে সেই বরফরাশি সরাইয়া ফেলিয়া কম্বলাদি শীতবস্ত্র প্রসারিত করিয়া আমরা শয্যা রচনা করিলাম; তাহার পর অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া গাধা ও কুলিদের শরীর গরম করিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের আরও এক জন কুলি শীতে আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাকে আমাদের শীত-বস্ত্রের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, বিষম শীতে সেই কুলিটিও সেই রাত্রে ইহলোকের যাত্রা শেষ করিল।

এই সকল শোচনীয় দৃশ্যে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মনে কিছুমাত্র সাহস বা উৎসাহ রহিল না; কিন্তু অকুমাকে বিন্দুমাত্র

চঞ্চল দেখিলাম না! এরূপ ধৈর্য্য, এমন অধ্যবসায় মনুষ্যলোকে দুর্ল্লভ।

অকুমা আমার মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে বলিলেন, "কুলিগুলা পড়িতেছে আর মরিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, বিশেষ অসুবিধার কথাও বটে; কিন্তু ইহাতে আমাদের নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। যে কুলিটা এখন মরিল, অবিলম্বে তাহার মৃত দেহ বরফস্তূপে সমাহিত করা আবশ্যক।"

এমন ভয়ঙ্কর স্থানে মৃতের পার্শ্বে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? আমি তৎক্ষণাৎ অকুমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এবং আমরা কয়েক জনে মৃত দেহটি ধরাধরি করিয়া তাম্বুর কিছু দূরে একটি গুহায় নিক্ষেপ করিলাম, তাহার পর বরফ স্তূপ দিয়া সেই গুহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখি—আমাদের গাধা দুইটী শীতে আড়ষ্ট হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, প্রভাত পর্য্যন্ত তাহাদের জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছে দেখিয়া অকুমা শীঘ্র তাহাদের ভবযন্ত্রণা দূর করিবার জন্য গুলি করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন! তাহার পর তাহাদের মস্তক কাটিয়া লইয়া তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন।

আমি তাঁহার কার্য্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "গাধার মাথা লইয়া আমরা কি করিব?"

অকুমা বলিলেন, "সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়;

আমাদের রসদ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, কুলিদেরও ত এই অবস্থা! আমার বিশ্বাস তাহারা একজনও বাঁচিবে না; সুতরাং আমাদের সঙ্গে যে সকল জিনিস পত্র আছে; তাহার অধিকাংশই ফেলিয়া যাইতে হইবে। আমরা পর্ব্বতের অতি দুরারোহ দুর্গম স্থান দিয়া যাইতেছি, কোনপথে যাইতেছি, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। বেনজুরু মঠ যে এখান হইতে কত দূরে, তাহা কে বলিবে? এ অবস্থায় পথে আমাদিগকে কয় দিন ঘুরিতে হইবে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। রসদ ফুরাইলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? গাধার মাংস তেমন সুখাদ্য নহে স্বীকার করি, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের অভাবে আমরা বরফ খাইয়া বাঁচিব না; গাধার মাংস খাইয়া অন্ততঃ দুই এক দিনও প্রাণ রক্ষা হইবার আশা আছে।”

শীতে সমস্ত রাত্রি পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কষ্ট পাইলাম। প্রভাতে উঠিয়া আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম, গাধার অভাবে গাধার বোঝা নিজের ঘাড়েই লইলাম! যে সকল জিনিস সঙ্গে না লইলে নয় কেবল মাত্র তাহাই লইলাম; অবশিষ্ট সকল জিনিসই সেখানে পড়িয়া রহিল। আমাদের সঙ্গে তখন কেবল একটি মাত্র কুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল, সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সূত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

সেইদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও আমাদের গন্তব্য মঠের কোনও সন্ধান করিতে পারিলাম না; আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল; হস্ত পদে এমন বেদনা যে, বোধ হয় কেবল প্রাণের মায়াতেই তখন অকুমার সহিত চলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

এই দুর্দ্দিনের বহু দিন পরে আমি তোমাকে আমার এই বিচিত্র অভিযান-কাহিনী লিখিতেছি ; কিন্তু এখনও এক এক দিন রাত্রে সেই সকল ভীষণ দৃশ্য স্বপ্নঘোরে আমার নয়ন সমক্ষে সমুদিত হয়; ভয়ে আমি চমকিয়া উঠি। আমি কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাই, আমার চতুর্দ্দিকে চিরতুষারাচ্ছন্ন দিগন্ত-বিস্তৃত গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা ; সেই সকল পর্ব্বতের উপর দিয়া ব্যথিত পদে ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে ডাক্তার অকুমার সহিত আমি নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছি, অগ্রে অকুমা, মধ্যে আমি, পশ্চাতে সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য কুলি! যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোক সেই শুভ্র তুষার রাশিতে প্রতিফলিত হইয়া আমার উভয় চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে ; মস্তকের উপর বহু উর্দ্ধে দুই একটি সুবৃহৎ পার্ব্বত্য পক্ষী খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, এবং তাহাদের বিপুল পক্ষচ্ছায়া শুভ্র তুষার স্তূপে নিপতিত হইতেছে।—নিদ্রা ঘোরে এই অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠে, জাগ্রত হইয়াও আমি আতঙ্কে কাঁপিতে থাকি। যাহা হউক, আমার পথের কথা এখনও শেষ হয় নাই।

সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাদের শেষ কুলিটিও চলৎ-শক্তিহীন হইয়া পড়িল ; অগত্যা আমাদিগকে সে দিনের মত সেখানেই তাম্বু খাটাইতে হইল। সে দিন আমার অবস্থাও এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, জীবনে কখনও সেই দুর্দ্দিনের কথা ভুলিব না। আমি ও অকুমা—আমরা উভয়েই সে দিন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র তাম্বুটি খাটাইতেও আমাদের শরীর অবসন্ন

হইয়া আসিল; তাহার পর আর দাঁড়াইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত রহিল না। কুলিটা বিকার ঘোরে পাগলের মত প্রলাপ বকিতে লাগিল; তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি আরও অস্থির হইয়া উঠিলাম।

যাহা হউক, প্রাণের দায়ে বহু কষ্টে অগ্নি জ্বালিয়া আমরা হাত পা গরম করিতে লাগিলাম। অকুমা আমাকে বলিলেন, "কারফরমা, আজ আমাদের অতি দুর্দ্দিন, কিন্তু সে জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। আমাদের এ কুলিটাও এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়িবে। তুমি যদি আজ রাত্রে শয়ন কর, তাহা হইলে তোমাকেও উহার অনুসরণ করিতে হইবে। শয়ন করিলে আমার অবস্থাও যে কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন; সেই জন্য মনে করিতেছি আজ রাত্রে আর শয়ন করিব না; সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইবে। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এই নিদারুণ পথশ্রমের পর আমাদের নিশ্চয়ই ঘুম আসিবে; যাহাতে ঘুম না আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

অকুমার সঙ্গে সন্ন্যাসীদের ঝোলার মত একটি গেরুয়া রংএর ঝোলা ছিল; এই ঝোলার মধ্যে না পাওয়া যাইত—এমন সামগ্রী ছিল না। অকুমা সেই ঝোলার ভিতর হইতে একটা দাবার ছক ও গজদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবা-বড়ে বাহির করিলেন, এবং মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার সতরঞ্চ খেলায় অভ্যাস আছে ত?"

সৌভাগ্যক্রমে কোন খেলাতেই আমার বিরাগ ছিল না; আমি বলিলাম, "আমি পাকা খেলোয়াড় না হইলেও ইহা লইয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইতে পারিব।"

সত্য কথা বলিতে কি, স্বদেশে আমার বন্ধুগণ দাবা খেলায় আমাকে কিরূপ ওস্তাদ মনে করিত, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে; স্বদেশের বাহিরে চীনে ও জাপানে অনেক বড় বড় খেলোয়াড়ের সহিত দাবা খেলিয়াছি। কখনও হারিয়াছি কখনও হারাইয়াছি; কিন্তু সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, খেলায় আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি; যাহা হউক, অকুমাকে সে কথা বলা আবশ্যক মনে করিলাম না।

আমরা উভয়ে তাম্বুর মধ্যে বাতি জ্বালিয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শতরঞ্চ খেলিতে আরম্ভ করিলাম! আমার কথার ভাবে অকুমা বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন আমি একজন শিক্ষানবীশ খেলোয়াড় মাত্র, এই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রথমে খেলায় তেমন সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু আমার দুই চারিটি চাল্ দেখিয়াই তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যে পাকা খেলোয়াড়!"

তাহার পর হইতেই তিনি সাবধানতার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও যাহাতে পরাস্ত না হই, এই অভিপ্রায়ে অত্যন্ত উৎসাহে যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত চাল দিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের মন খেলায় এমন আকৃষ্ট হইল যে, আমরা স্থান কাল ও আমাদের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলাম; দুই তিন ঘণ্টা খেলিয়াও আমাদের এক বাজি খেলা শেষ হইল না। কিন্তু তিন চারি বাজি খেলিয়াও কোন বাজিতে আমি অকুমাকে হারাইতে পারিলাম না। কেবল মধ্যে মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে

জ্বালানী কাঠ ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি ছিল না। চারি বাজি খেলার পর প্রভাতের আলোকে আমাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, খেলা বন্ধ করিয়া উঠিলাম; দেখিলাম, আমাদের শেষ কুলিটিও পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে!

আমরা যৎসামান্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিলাম; কে বলিতে পারে, কত দিনে কি ভাবে এই যাত্রার অবসান হইবে? কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র বিধান! আমরা যে পথে চলিতেছিলাম, তাহার মোড় ঘুরিবামাত্র সম্মুখস্থ পর্ব্বতের একটি সমুন্নত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকায় একটি সুবৃহৎ পাষাণময় মঠ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এই মঠই আমাদের গন্তব্য স্থান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বেন্‌জুরু মঠ

আমরা একবারও আশা করি নাই যে, এত শীঘ্রই আমাদের গন্তব্য মঠের সন্নিধানে উপস্থিত হইব। চলিতে চলিতে আর আমাদের চরণ চলিল না, স্তম্ভিত ভাবে সেই গিরি-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই বহু প্রাচীন, বিপুল রহস্যের আধার, বিরাট বিশাল বৌদ্ধ মঠের দিকে চাহিয়া রহিলাম; চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, মনে হইল, এই দিগন্ত বিস্তৃত তুষার মরুভূমিতে প্রভাত সূর্য্যালোকে আমাদের নয়ন-সমক্ষে, সাহারা বক্ষে পথভ্রান্ত পথিকের সম্মুখে যেমন মরীচিকার বিকাশ হয়,—সেইরূপ মরীচিকার বিকাশ হইয়াছে; অথবা আমরা জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছি! কিন্তু আমাদের উভয়েরই কি দৃষ্টি-বিভ্রম উপস্থিত হইল? যে দুর্গম তীর্থে উপস্থিত হইবার জন্য আমরা জীবনের সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছি, শত বিপদ মাথায় পাতিয়া লইয়াছি, অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে ও চাতুর্য্যবলে বহু শত্রুকে পরাজিত করিয়া, কত দিন অনাহারে থাকিয়া, বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিয়া—প্রাণ মাত্র লইয়া এত দূরে আসিয়াছি; অসাধ্য সাধনার অবসানে সেই সাধনার ধনকে কি ঐ অদূরে দেখিতে পাইতেছি? ইহা কি সত্য? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। মঠের অবস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আমাদের দুষ্কার্য্য সাধনার এখনও অবসান হয় নাই ; এখনও অনেক কষ্ট, অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে ; কারণ, যে গিরি উপত্যকায় এই সুবিশাল মঠ সংস্থাপিত ছিল, আমরা যে পর্ব্বতে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে সেই উপত্যকায় যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। আমাদের সম্মুখে সুপ্রশস্ত ও সুগভীর খদ। সেই ব্যবধানের অপর প্রান্তে পর্ব্বত প্রায় দেড় হাজার ফিট সরল ভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার উপর এই মঠ সংস্থাপিত! অনেক দূরে এই উভয় পর্ব্বত পরস্পরের সহিত সংযুক্ত দেখা গেল বটে, কিন্তু সেই স্থান এরূপ দুরারোহ যে, পর্ব্বতারোহণে সুনিপুণ তিব্বত দেশীয় ছাগও সেখানে উঠিতে পারে না। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেহই তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

অনেক ক্ষণ পরে অকুমা প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, "বোধ হইতেছে আমরা মঠের সম্মুখে না গিয়া ভুল পথে মঠের পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এই পর্ব্বত ঘুরিয়া মঠের সম্মুখে যাইতে হইলে অন্ততঃ আরও এক সপ্তাহ পথে পথে কাটাইতে হইবে, কিন্তু এক সপ্তাহ দূরের কথা, আর একদিনও আমাদের চলিবার শক্তি নাই ; মঠের সম্মুখে যাইবার চেষ্টা করিলে অনাহারে ও দারুণ শীতে এই পর্ব্বতপৃষ্ঠেই আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

আমি চিন্তাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা হইলে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি?"

অকুমা বলিলেন, "একটি মাত্র উপায় দেখিতেছি, আমাদের সম্মুখে এই খদে নামিয়া সেখান হইতে মঠে উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিতেছেন, আমাদের পক্ষে তাহা অসাধ্য ; বোধ হয় কোন মনুষ্যেরই ইহা সাধ্য নহে।"

অকুমা বলিলেন, "আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি, সুতরাং মৃত্যু ভয়ে আমাদের কাতর হইলে চলিবে না ; পাহাড় ঘুরিয়া মঠের সম্মুখে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিলে পথিমধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য ! তাহা অপেক্ষা খদে নামিয়া মঠের নিকট উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতেও পারে ; এক দিকে নিশ্চয় মৃত্যু, অন্য দিকে সাফল্যের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা আছে, এ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করা সঙ্গত ? খদে নামিতেই হইবে ; তবে এখনও একটা কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, খদ হইতে কিরূপে চড়াই ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধে মঠের নিকটে যাইব ?—কিন্তু সে চিন্তা পরে হইবে, এখন খদে নামিয়া পড়।"

কিন্তু খদে অবতরণ করাও সহজ হইল না ; অবতরণের জন্য সুবিধামত স্থান খুজিতে প্রায় দশ মিনিট লাগিল। একটি স্থানে আসিয়া মনে হইল, সেখান দিয়া অবতরণ করা তেমন কঠিন হইবে না। সেই স্থান হইতে আমরা প্রায় এক শত হাত নামিলাম, কিন্তু সহজে নামিতে পারিলাম না, একখানি পাথর হইতে আর একখানি পাথরে লাফাইয়া লাফাইয়া সেই পর্য্যন্ত নামিয়া দেখিলাম, আর সে ভাবে নামিবার সুবিধা নাই। তখন আমরা গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া আর একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম ; কিন্তু সেখানেও নিম্নে বিশ হাতের মধ্যে পা রাখিবার

মত একটু স্থান দেখিতে পাইলাম না। পিকিনের প্রাচীর ইহার তুলনায় যেন সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ!

আমি অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন উপায় কি?"

অকুমা ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিলেন, "তোমার আলখেল্লাটা খুলিয়া আমার হাতে দাও।"

আমি আমার লম্বা আলখেল্লাটি খুলিয়া অকুমার হস্তে প্রদান করিলাম। অকুমাও তাঁহার আলখেল্লাটি খুলিয়া উভয় আলখেল্লার আস্তিন একত্র বাঁধিলেন। আমাদের অদূরে পর্ব্বত-গাত্রে একটি নিস্তেজ বৃক্ষ সেই পর্ব্বতের ভিতর হইতে অতি কষ্টে রস সঞ্চয় করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া ছিল; তাহার শিকড়ের যে অংশটা বাহিরে ছিল অকুমা তাহাতেই আলখেল্লার এক প্রান্ত বাঁধিলেন, তাহার পর আলখেল্লার অন্য প্রান্ত ধরিয়া পাহাড়ে দুই পা বাধাইয়া ঝুলিয়া পড়িলেন; দেখিলাম, তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে তাঁহার পদনিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ডের ব্যবধান সাত আট হাতের অধিক নহে; তিনি অনায়াসেই তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

অকুমা তাঁহার ঔষধের বাক্স ঝুলির মধ্যে লইয়া সেই ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া যে ভাবে নামিলেন, আমি যে তেমন অবলীলাক্রমে নামিতে পারিব, তাহা বোধ হইল না; কারণ, আমার শরীর তাঁহার শরীর অপেক্ষা অনেক ভারী। কিন্তু না নামিয়া উপায় নাই, আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সেই আলখেল্লার রজ্জু উভয় হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। গাছের সরু শিকড় অকুমার ভার সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আমার ভার সহ্য করিতে পারিল না; আমি ঝুলিয়া পড়িবামাত্র,

আমাকে লইয়া গাছটা মড়মড় শব্দে উপড়াইয়া গেল! সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, এবার আমি গিয়াছি, গাছের সহিত এখনই হয়ত সহস্র হাত নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইব! কিন্তু অকুমার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব বলে সেবারেও আমার প্রাণরক্ষা হইল। তিনি পর্ব্বতে পৃষ্ঠ সংস্থাপিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই উৎপাটিত বৃক্ষটির শাখা চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাহা কোলের দিকে টানিয়া রাখিলেন; আমি নিম্নস্থ গুহায় পড়িতে পড়িতে শূন্যে তাঁহার পদপ্রান্তে আলখেল্লা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম; এবং পতনের বেগ সামলাইয়া লইয়া এক হস্তে আলখেল্লা ধরিয়া রাখিলাম, অন্য হস্তে অকুমার পদপ্রান্তস্থ সেই সংকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড ধরিয়া তাঁহার পাশে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অকুমার সাহায্যে সেখানে উঠিতে আমার বিশেষ কষ্ট হইল না।

এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে অকুমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীরে কি কোথাও আঘাত লাগিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "না আঘাত লাগে নাই, কিন্তু ভয়েই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, ভাগ্যে আপনি গাছটা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন! যাহা হউক, এখন আমাদিগকে অনেক দূর নামিতে হইবে, আবার এরূপ বিপদে পড়িতে হইবে কি না, কে বলিতে পারে?"

কিন্তু অতঃপর অবতরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। নিরাপদ স্থানে আসিয়া অকুমা তাঁহার অষ্টসিদ্ধির ঝুলিটি খুলিয়া তাঁহার ঔষধের বাক্স ভাঙ্গিয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাঁহার বাক্সের কোন ক্ষতি হয় নাই দেখিয়া তিনি যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহাতে

আমার বোধ হইল, এই বাক্সটির ক্ষতির পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিতেও রাজি ছিলেন! যাহা হউক, আমরা পুনর্ব্বার আমাদের আলখেল্লা পরিধান করিলাম। অকুমা বলিলেন, "রেশমী আল্‌খেল্লা আজ আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে; রেশমের সূতা যে এত শক্ত হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

আমরা উপত্যকার পাদদেশে পূর্ব্ববর্ণিত গভীর খদে অবতরণ করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমাদের উভয় পার্শ্বেই গগনস্পর্শী গিরিমালা! অতঃপর আমরা কি করিব, সেই অতলস্পর্শ রসাতলে দাড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু আমাদিগকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না. আচম্বিতে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল! সে আমাদিগকে তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? এখানে কিরূপে আসিলে? কেন আসিয়াছ?"

এক সঙ্গে তিন প্রশ্ন! কি উত্তর দিব, তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না। অকুমা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি উচাংএর মোহান্ত, এটি আমার প্রধান চেলা, এখানে আমার আসিবার কথা আছে বলিয়াই আসিয়াছি।"

আগন্তুক সন্ন্যাসী বাঁশীর মত আওয়াজ করিয়া বলিল, "এটি মঠের পশ্চাৎ দিক! এখানে সহজে কেহ আসিতে পারে না, এখান হইতে যে মঠে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহাও কেহ জানে না; আপনাদের পরম সৌভাগ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, নতুবা আপনাদিগকে এই খদেই মরিয়া থাকিতে হইত। এখান হইতে প্রায় বিশ হাত

পশ্চিমে একটি খোলা যায়গা দেখিতে পাইবেন, আপনারা সেখানে গিয়া অপেক্ষা করুন।”

আমি নীরবে আগন্তুক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত চেহারা দেখিতে লাগিলাম ; তাহার পরিচ্ছদ অনেকটা চীনাম্যানের মত ; মাথায় একটি দীর্ঘ বেণী আছে, একটি গোলাকার টুপির নীচ দিয়া বেণীটি পিঠে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। লোকটি অত্যন্ত খর্ব্বকায়, বোধ হয় আড়াই হাতের অধিক দীর্ঘ হইবে না। তাহার গলা নাই বলিলেও চলে, মাথাটি যেন কাঁধের উপর বসান ; পদদ্বয় ধনুর ন্যায় বক্র !

আগন্তুক সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশানুসারে আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম ; সে কয়েক পদমাত্র আমাদের অনুসরণ করিয়া সহসা পর্ব্বতের একটি গুহার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, স্থানটি শুষ্ক নদীগর্ভের মত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর ও বালুকা রাশিতে অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন ; তাহার অদূরে একটি প্রশস্ত গহ্বর। সেই গহ্বরের দ্বারে সেই সন্ন্যাসীর মত খর্ব্বকায় দশ বার জন সন্ন্যাসীকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিলাম ; সকলেই অত্যন্ত কদাকার, এবং তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি মশাল। এই সন্ন্যাসীরা আমাদিগকে দেখিবামাত্র, তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া সেই গুহায় প্রবেশ করিল। গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রথমে যে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া ছিল, সে-ও সেই দলে যোগদান করিয়াছে।

চলিতে চলিতে আমার বোধ হইল, আমরা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছি ! অনেক দূর চলিয়া গুহা প্রান্তে একটি সুড়ঙ্গের দ্বার দেখিতে

পাইলাম; সেই পথে সুড়ঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুড়ঙ্গটি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাহার ভিতর দিয়া সোজা হইয়া চলা কঠিন! মাথা নীচু করিয়া চলিতে চলিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হাঁফাইয়া উঠিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল চলিতে হইল না। সুড়ঙ্গের ভিতর গোলাকার সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলাম; মনুমেণ্টের সিঁড়ির মত তাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ীর মধ্যে যেরূপ অন্ধকার, তাহাতে বোধ হইল সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দশ বারটা প্রজ্জ্বলিত মশাল না থাকিলে, সে পথে আমরা কখনই উপরে উঠিতে পারিতাম না। মশালের আলোকে ও ধূমে ভীত হইয়া শত শত চৰ্ম্মচটিকা আমাদের মস্তকের উপর বন্ বন্ করিয়া উড়িতে লাগিল; তাহা দেখিয়া মনে হইল, বহু দূরে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভূগর্ভস্থ চৰ্ম্মচটিকার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি! এক এক বার মনে হইতে লাগিল, আমি হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছি! সম্ভবতঃ আর কখনও কোন বৈদেশিক এই ভীষণ পথে পদার্পণ করেন নাই।

অকুমা আমার অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। সেই সোপানশ্রেণীর সাহায্যে আমরা যে কত দূর উঠিলাম, এবং উঠিতে কত সময় লাগিল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; একেই পথশ্রমে অবসন্ন হইয়াছিলাম, উঠিতে উঠিতে আমার পা ধরিয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল।

যাহা হউক, পৃথিবীতে সকলেরই শেষ আছে, অনেকক্ষণ পরে এই ঘূর্ণিত সোপানশ্রেণীরও শেষ দেখিতে পাইলাম। আমরা একটি সুবৃহৎ

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অগ্রবর্ত্তী সন্ন্যাসী দ্বার খুলিবামাত্র দ্বাদশ জন নূতন সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি অতি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষের ছাদ প্রায় এক শত হাত উচ্চ, গৃহের চতুর্দ্দিকে গোলাকার স্থূল স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত; এবং স্তম্ভগুলিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিচিত্র দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। মধ্যাহ্ন-কালেও এই গৃহের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। স্থানটি দেখিয়া তাহা ভগবানের উপাসনার স্থান বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু সেখানে কোনও বেদী দেখিতে পাইলাম না।

সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা আর একটি গৃহে উপস্থিত হইলাম: যে সন্ন্যাসীর সহিত খদে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কেহ সেখানে আমাদের সঙ্গে রহিল না। এই শেষোক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সন্ন্যাসী আমাদিগকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। প্রায় দশ মিনিট কাল আমরা সেখানে দণ্ডায়মান রহিলাম, এবং এই বিচিত্র অভিযানের পরিণাম কি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক এমন নিস্তব্ধ যে, তাহা ভীতিজনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল; অতি কষ্টে আমি আত্ম-সংযমে সমর্থ হইলাম।

সহসা দূরস্থ বীণা ঝঙ্কারবৎ অতি মধুর বাদ্যধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল; বোধ হইল, মঠের কোন দূরতর অংশে ভক্তবৃন্দ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সেখান হইতে এই বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রায় ৫ মিনিট পরে বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইল; তাহার পর আমরা যে গৃহে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই গৃহের উভয় পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া কতক

গুলি লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে মানুষ বলিব, কি প্রেত বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থিরকরিতে পারিলাম না; তাহাদের প্রত্যেকেরই আপাদ-মস্তক পীতবর্ণের আলখেল্লায় আচ্ছাদিত. কেবল উভয় চক্ষুর সম্মুখে দুইটী করিয়া ছিদ্র ; এই ছিদ্রপথে তাহাদের স্তিমিত নেত্র দেখিতে পাইলাম। তাহাদের আলখেল্লার আস্তিনগুলি এরূপ ঢিলা যে. তাহার মধ্যে অনায়াসে মনুষ্যের মস্তক প্রবেশ করিতে পারে!

ঘাটাটোপ ঢাকা সন্ন্যাসীরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আমাদের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ; যে দুইটী দ্বার দিয়া তাহারা সেই গৃহে উপহইয়াছিল. অল্পক্ষণ পরে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, সন্ন্যাসীরা সেই ঘরে উপাসনা আরম্ভ করিল। তখন মনে হইল, পূর্ব্বে যে বাদ্যধ্বনি শুনিয়াছি, তাহা উপাসনারম্ভের ঘোষণামাত্র। প্রায় পনের মিনিট তাহাদের উপাসনা চলিল ; তাহার পর তাহারা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল, আমরা পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অকুমা আমার কাণে কাণে বলিলেন, "ইহাদের অভিপ্রায় কি ? এখন পর্য্যন্ত কেহ আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে না কেন ?"

এ কথার আমি আর কি উত্তর দিব ? আমাদের উভয়ের অবস্থাই সমান, সুতরাং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে ঘাটাটোপ-ঢাকা আর একটি সন্ন্যাসী আমাদের সম্মুখে আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমরা তাহার সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ বারান্দা দিয়া চলিতে লাগিলাম। বারান্দার পাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, এক একটি কক্ষ চোর-কুঠরী অপেক্ষা বৃহৎ নহে ; একটি কুঠরীতেও গবাক্ষ বা জানালা দেখিতে

পাইলাম না ; তাহার ভিতর এত অন্ধকার যে, দিবসেও বাতি না জ্বালিলে ভিতরের জিনিস দেখা যায় না ! এই কুঠরীগুলি কি অভি-প্রায়ে নির্ম্মিত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বারান্দার প্রান্তভাগে আসিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে ফিরিলাম ; বোধ হইল, সেটি দক্ষিণ দিক ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন্ দিক্, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন ; এই অদ্ভুত স্থানে আসিয়া আমাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল।

যাহা হউক, তিনটি সোপান পার হইয়া আমরা একটি দ্বার পাইলাম, এবং সেই দ্বার ঠেলিয়া একটি সংকীর্ণ কক্ষে উপস্থিত হইলাম ; সংকীর্ণ হইলেও এই কক্ষটির ছাদ অত্যন্ত উচ্চ। কক্ষমধ্যে কয়েকখানি প্রস্তর নির্ম্মিত জলচৌকী ও একখানি কম্বলাসন বিস্তৃত ছিল। অনেক উচ্চে একটি গবাক্ষ, সেই গবাক্ষ-পথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া কক্ষ-টিকে আলোকিত করিতেছিল।

আমাদের পথ প্রদর্শক সন্ন্যাসী কোন কথা না বলিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, অকুমার বাসের জন্য এই কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে। তাহার পর, সে যে পথে আসিয়াছিল—সেই পথে প্রস্থান করিল। এই কক্ষের পাশে আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ দেখিতে পাইলাম, তাহাতেও একখানি কম্বল প্রসারিত ছিল ; বুঝিলাম এই কক্ষটি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাত্রে কক্ষ দুইটি আলোকিত করিবার জন্য প্রতি কক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র কুলঙ্গি ; তাহাতে অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত দীপ সংরক্ষিত ছিল।

অকুমা বলিলেন, "কোন উপায়ে ত মঠের ভিতর আসা গিয়াছে, এখন হয় আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে,—না হয় সেই চেষ্টায় প্রাণ যাইবে।"

আমি বলিলাম, "শেষের সম্ভাবনাটাই প্রবল।"

অকুমা বলিলেন, "কারফরমা, তুমি একটা কথা স্মরণ রাখিবে, এই বৌদ্ধ মঠ সাধারণ মঠের মত নহে। এখানকার সন্ন্যাসীরা সকলেই অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও সংযমী; ইহাদের আহারাদিতে কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই; যে কয় দিন এখানে থাকিবে, ইহাদের প্রদত্ত খাদ্যে তৃপ্তিলাভ করিবে না, কিন্তু সে জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না, কোন রূপে ক্ষুন্নিবারণ করিও। ইহাদের মনে যাহাতে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোনও কার্য্য করিও না; কাহারও সহিত কথা কহিতে হইলে অতি সাবধানে কথা কহিবে, অনাবশ্যক কথা একটিও বলিবে না। ইহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চলিবে। যাহাতে কাহারও মনে আমাদের প্রতি কোন রূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কোন বিষয় জানিবার জন্য কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিবে না; যখন যে আদেশ পাইবে, বিনা প্রতিবাদে বিনীত ভাবে তাহা পালন করিবে।"

আমি বলিলাম, "আপনার সকল উপদেশই আমার স্মরণ থাকিবে; কিন্তু আপনি যে, আহারের অসুবিধার কথা বলিলেন, ঐটিই বড় ভয়ের কথা! আমি বাঙ্গালী মানুষ; আহারের বাচ-বিচার আমাদের কিছু অতিরিক্ত; ক্ষুধার তাড়নায় আপনি অনায়াসে কাঁচা গাধার মাংস খাইতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধায় মরণাপন্ন হইলেও আমরা তাহা পারি না। যাহা হউক, কোন রকমে কয়েক দিন কাটাইয়া দেওয়া যাইবে, অন্য উপায় ত নাই!"

অকুমা বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; ইহারা যাহা খাইতে দিবে তাহা রুচিকর না হইলেও খাইবে; না খাইলে ইহাদের সন্দেহ হইতে পারে।"

অকুমার কথা শেষ হইলে, আমি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রসারিত কম্বলের উপর শয়ন করিলাম; তখন বোধ হয় মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল; পূর্ব্ব দিন হইতেই উপবাসী আছি, সুতরাং ক্ষুধা কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ; যাহা হউক, অধিক ক্ষণ ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না, পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, শয়নমাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইল।

বোধ হয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল নিদ্রিত ছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হইল; যদি কিছু উপায় হয় ভাবিয়া অকুমার কক্ষে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, তিনি বসিয়া বসিয়া একখানি কাগজ ও একটি পেন্সিল লইয়া কি অঙ্ক কষিতেছেন! তাঁহার কি ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই? বস্তুতঃ, তাঁহাতে মুক্ত পুরুষের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাই; এমন সহিষ্ণুতা, মনঃসংযোগের এরূপ শক্তি, চিত্তের এ প্রকার দৃঢ়তা, মনুষ্য-সমাজে আর কোথাও দেখি নাই; এ সকল ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। অকুমা যদি বৌদ্ধ যতি হইতেন, তাহা হইলে মোক্ষের সাধনায় তিনি অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, সংসারের কোনও বন্ধন নাই, তথাপি তিনি কোন্ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কি দুর্লভ ফল লাভের আশায় ছদ্মবেশে ভণ্ড তপস্বীর ন্যায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা কিরূপে বলিব? তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, পারলৌকিক মঙ্গলার্থ সুকঠোর তপ-

শ্চর্য্যায় জীবনপাত না করিয়া মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত যদি তিনি এই দুষ্কর সাধনায় ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জাল-সন্ন্যাসী হইলেও তপঃপরায়ণ স্বার্থপর যোগী ঋষিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

অকুমাকে আর বিরক্ত না করিয়া আমার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলাম; অকুমার সহিষ্ণুতার কথা ভাবিয়া নিজের ক্ষুধার কথা বিস্মৃত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, ডাক্তার অকুমা অপেক্ষা আমি কত ক্ষুদ্র, ধৈর্য্যে ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় আমি তাঁহার ছায়াস্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, অথচ আমি সেই পূণ্যভূমির লোক, যে দেশে জাপানীদিগের ধর্ম্ম গুরু মহাপুরুষ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে মোক্ষের অমৃত-ময় বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন! বুঝিলাম, আমি কেন চিরপরাধীন বাঙ্গালী, আর অকুমার জাতি মুষ্টিমেয় লোক লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অগ্রসর! নিজের অপদার্থতায় নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল।

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে অকুমা আমাকে ডাকিলেন। মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, এত ক্ষণ পরে হয় ত উদরের প্রজ্বলিত হুতাশনে ইন্ধন নিক্ষেপের সুবিধা হইবে। আমি অকুমার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীতবর্ণ ঘাটাটোপ-ঢাকা একটি সন্ন্যাসী চলন্ত পাশ বালিসের মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়াই অকুমা ধ্যানে বসিয়াছিলেন; তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিলে কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে; তিনি ভণ্ড তপস্বী। তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আগন্তুক সন্ন্যাসী দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল; তাহার উভয়-

হস্তে দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত "খোরা" (পাথরের বড় বাটী) ; এই খোরা দু'টিতে কিরূপ খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহা দেখিবার জন্য বড় আগ্রহ হইল ; কিন্তু অকুমার ধ্যানভঙ্গ না হইলে আগ্রহ প্রকাশ নিষ্ফল, সন্ন্যাসীকে খোরা নামাইতে বলিতে সাহস হইল না ; কি জানি লোকটা যদি পেটুক মনে করে ! ব্রাহ্মণেরা মিতাহারী হইলেও তাঁহাদিগকে পেটুকের দুর্ণাম বহন করিতে হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের স্থাবর জঙ্গম পরিপাক করিবার শক্তি থাকিলেও তাঁহারা সংযমী ! অকুমার উপদেশ মনে ছিল, অসংযত হইতে পারিলাম না।

অকুমারও ক্ষুধার অভাব ছিল এরূপ বোধ হয় না ; সুতরাং কিছু-কাল পরে-তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসী অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া খোরা দু'টি জলচৌকীর উপর রাখিয়া চলিয়া গেল ; বুঝিলাম, এখানে জলচৌকীর উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহা আহার করিবার নিয়ম। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ ; একবার গুজরাটে গিয়াছিলাম, দেখিয়াছি সেই স্থানের লোক এক জলচৌকীতে বসিয়া অন্য জলচৌকীর উপর রুটিভাত প্রভৃতি রাখিয়া আহার করে। এখানে বোধ হয় মাটীতে বসিয়া জলচৌকীর উপর রক্ষিত ভোজ্যদ্রব্য আহার করিতে হইবে !

সতৃষ্ণ নয়নে 'খোরা'র দিকে চাহিয়া দেখিলাম, খোরায় পায়সান্ন ও তাহার উপর অতি স্থূল অর্দ্ধদগ্ধ দুই একখানি রুটি। আমি বঙ্গ-সন্তান, পায়সে চিরদিন অভ্যস্ত ; সুতরাং ইহা মন্দের ভাল ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দান করিলাম। কিন্তু জাপানীরা পায়সের মর্ম্ম বুঝে কি না সন্দেহ ; ইহা অকুমার প্রীতিকর হইবে কি না, বুঝিবার জন্য

একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম তিনি নির্ব্বিকার ! পায়েসের পরিবর্ত্তে যদি এক এক খোরা আমানি থাকিত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার মুখ সেইরূপই নির্ব্বিকার দেখিতাম।

আমি যেরূপ ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, তাহাতে দুই খোরা পায়েসই জঠরানলে আহুতি প্রদান করিতে পারিতাম ; যাহা হউক, এক খোরা পায়েস ও সেই পোড়া রুটিতে পরিতৃপ্ত হইলাম ; অকুমা বড় অল্পাহারী, তিনি অধিক খাইতে পারিলেন না। আমাদের কক্ষেই জলের কলসি ও লোটা ছিল, আচমন শেষ করিয়া উঠিলাম।

সূর্য্যাস্তের পর আমাদের বাস-কক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, কিন্তু আলোক দানের জন্য কাহাকেও আসিতে দেখিলাম না। অকুমাকে বলিলাম, "ইহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত অতি চমৎকার, অভ্যর্থনার প্রণালীতেও কেহ দোষ ধরিতে পারে না ! সন্ধ্যার পর ঘরে আলো জ্বালাও বোধ হয় ইহাদের নিয়ম বহির্ভূত ; এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী জীবনে দেখি নাই।"

অকুমা বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ? এ সকল বিষয়ের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি ; আমি ভাবিতেছি হঠাৎ আবার কোনও বিপদ উপস্থিত না হয়।"

অকুমার মুখে এই কথাটি নূতন মনে হইল ; বিপদের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ ভাব কখনও দেখি নাই।

আমি বলিলাম, "সমুদ্র যাহার শয্যা, শিশিরপাতে আর তাহার ভয় কি ? বিপদের সমুদ্রে শয়ন করিয়া তরঙ্গ দেখিয়া আকুল হইলে চলিবে কেন ? আপনি কিরূপ বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন ?"

অকুমা বলিলেন, "ঘরে যাও, বোধহয় কেহ আসিতেছে।"

আমি এক লম্ফে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম, এক জন সন্ন্যাসী উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সসম্ভ্রমে অকুমার অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "মোহান্ত-মহারাজেরা যতি-বরকে স্মরণ করিয়াছেন।"

সকল মঠের মোহান্ত এক জন, এ মঠের মোহান্ত তিন জন! হিন্দু ধর্ম্মের রূপকের ছাঁচে ফেলিলে বলিতে পারিতাম, তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিদর্শন স্বরূপ। যাহা হউক,এই তিন জন মোহান্তের মধ্যে দুই জন যে, অকুমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তৃতীয় মোহান্তের অভাব হওয়ায় তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্যই অকুমা এইখানে জাল মোহান্ত সাজিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখিও।

অকুমা উঠিয়া সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলেন, আমাকে ডাকিলেন না, কোন কথা বলিয়া যাওয়াও আবশ্যক মনে করিলেন না!

এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি এখন অকুমার বেতনভোগী ভৃত্য, তিনি কোনরূপে বিপন্ন হইলে তাহাতে আমার উদাসীন থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে; তিনি এই সন্ন্যাসীর সহিত যেখানে যাইতেছেন, সেখানে যে তাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? আমি সেখানে থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

সন্ন্যাসী দ্বারপ্রান্ত হইতে একটি মশাল লইয়া অগ্রসর হইল। আমরা কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেখান হইতে অপর কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘাটাটোপ-পরিহিত কতকগুলা সন্ন্যাসী সে কক্ষটির পাহারায় নিযুক্ত আছে,

আমাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া দিল।

সেই কক্ষ হইতে আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেই কক্ষের দ্বারদেশে এক জন মাত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল; পথ প্রদর্শক সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে সে অকুমাকে ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু আমার সম্মুখে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম, "আমি উচাং মঠের প্রধান চেলা, দুই এক দিনের মধ্যেই এখানকার বড় চেলা হইব; আমায় পথ ছাড়িয়া দাও, আমাকে আমার মোহান্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়।"

প্রহরী ইতঃস্তত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর আর কোনও দ্বারে প্রহরীর নিকট বাধা পাই নাই। একটি দ্বারের নিকট আসিয়া আর এক জন প্রহরী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি প্রকাণ্ড দালানে উপস্থিত হইল। তাহার ছাদ এত উচ্চ যে, শত শত মশালের আলোকেও ছাদ পর্য্যন্ত আলোকিত হয় নাই। এই প্রকাণ্ড দালানটি অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ; সন্ধ্যা কালে আরতির সময় দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলে মনের যেরূপ ভাব হয়; এই বিস্তীর্ণ দালানে আসিয়াও আমার মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইল। সেই দালানের এক প্রান্তে একটী বেদীর উপর কাষ্ঠাসনে দুই জন বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিলাম। অকুমা বেদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বেদীতে যে দুই জন বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাই যে মোহান্ত, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা অকুমার মুখের দিকে সেই উজ্জ্বল মশালের আলোকে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া

রহিলেন ; তাহার পর একজন মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগন্তুক, তুমি কে? কি অভিপ্রায়ে কাহার অনুমতি লইয়া আমাদের এই সুপবিত্র মঠে পদার্পণ করিয়াছ?"

অকুমা বলিলেন "আমি চীন দেশের উচাং মঠের মোহান্ত,মহারাজগণের অভিপ্রায়ানুসারেই আমি এখানে আসিয়াছি, এবং আমি আসিতেছি এ সংবাদ পত্রযোগে পূর্ব্বেই এ মঠে প্রেরণ করিয়াছি।"

মোহান্ত বলিলেন, "আপনার পরিচয়জ্ঞাপক কোনও অভিজ্ঞান সঙ্গে আছে?"

অকুমা বলিলেন, "লামা সরাইয়ের মোহান্ত মহারাজ এই মঠের পত্রবাহক মারফৎ আমার পরিচয়জ্ঞাপক পত্র পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছেন ; তাহাও যদি যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে মহারাজেরা বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞান আমার নিকট দেখিতে পারেন।"

অকুমা ঝুলির ভিতর হইতে পূর্ব্ব বর্ণিত খড়ম বাহির করিয়া মোহান্ত দ্বয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

উভয় মোহান্তই সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেই খড়ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ললাটে স্পর্শ করিলেন ; তাহার পর যিনি কথা বলিতেছিলেন, সেই মোহান্ত বলিলেন, "আপনার অভিজ্ঞানে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি ; কি আকাঙ্ক্ষায় আপনি এই পদের প্রার্থী?"

অকুমা বলিলেন, "মহতের পদচ্ছায়ায় বসিয়া শিক্ষা লাভ ; যে জ্ঞানে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান দূর হইতে পারে, সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।"

মোহান্ত বলিলেন, "আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়।"

মোহান্ত নীরব হইলে দ্বিতীয় মোহান্ত বলিলেন, "আপনি যে পদের প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছেন সেই পদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক; সেই গুরুতর দায়িত্বভার স্কন্ধে লইবার জন্য আপনি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন ত?"

অকুমা বলিলেন,"ভগবান আমার হৃদয় সে জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।"

মোহান্ত বলিলেন, "হৃদয় হইতে ভয় ও মোহকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিতে পারিয়াছেন? ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছেন?"

অকুমা বলিলেন, "যাহা পরীক্ষাসাধ্য, পরীক্ষা দ্বারা তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করাই বিবেচনাসঙ্গত।"

মোহান্ত এবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন?"

অকুমা বলিলেন, "মহারাজের এই প্রশ্ন অতি কঠিন প্রশ্ন। পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এ কথা বলা বড় দম্ভের কথা, অতি স্পর্দ্ধার কথা; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ভগবান এরূপ দম্ভ ও স্পর্দ্ধা হইতে আমার হৃদয় নির্ম্মুক্ত রাখিয়াছেন। যিনি এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালন করিতেছেন, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার এই অযোগ্য ভক্তকে যে টুকু জ্ঞান দান করিয়াছেন, অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের তুলনায় তাহা গোস্পদ অপেক্ষাও সামান্য; সে জ্ঞানের জন্য আমার বিন্দুমাত্রও অভিমান নাই। সাগর শোষণের জন্য যাহার কণ্ঠ তৃষিত, বিন্দু লাভ করিয়া কিরূপে তাহার পিপাসার উপশম হইবে?"

অকুমার কথা শুনিয়া উভয় মোহান্তই অনুমোদনসূচক মাথা নাড়িলেন। যে মোহান্ত কথা বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি

জ্ঞানীর মতই কথা বলিতেছেন; আগামী কল্য রাত্রে আপনার পরীক্ষা লইব। আজ আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করুন।"

অতঃপর অকুমার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ হইল; পথ প্রদর্শক সন্ন্যাসীর সহিত আমরা আমাদের কক্ষে উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে অকুমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝিতেছ?"

আমি বলিলাম, "বুঝিতেছি অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয় অনেক বিচিত্র অভিনয় দেখিতে পাইব; তবে শেষ পর্য্যন্ত কাঁধে মাথা থাকিবে কি না সন্দেহ।"

অকুমা বলিলেন "সে জন্য ত প্রস্তুতই আছি; কিন্তু আজ আমি যে সকল উত্তর দিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ত?"

আমি বলিলাম, "উচাংএর আসল মোহান্ত আসিলেও বোধ হয় তিনি এই মঠের মোহান্তদের আপনার অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না, আপনার সংকল্প সিদ্ধ হউক।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিস্ময়কর দৃশ্য

পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলাম; সে দিনও যথা সময়ে আমাদের ভোজনের জন্য পূর্ব্ব দিনের মত দুই খোরা পরমান্ন আসিল। পরমান্ন ভিন্ন ইহারা কি আর কিছু খায় না? ইহাদের পরমান্নের স্বাদ আমাদের দেশের পরমান্নের মত মধুর নহে; ক্ষুধা প্রশমনের জন্য তাহাই গলাধঃকরণ করা গেল। সে দিন আর আমরা কক্ষের বাহিরে যাই নাই; কোন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎও করি নাই।

সন্ধ্যার পর আবার এক এক খোরা পরমান্ন উপস্থিত! এই দুই দিনেই পরমান্নে অরুচি হইয়া গেল। আমাদের আহার শেষ হইলে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া অকুমাকে মোহান্তদ্বয়ের নিকট লইয়া চলিল, আমিও পূর্ব্ব দিনের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

পূর্ব্ব দিন আমরা যে পথে মোহান্তদ্বয়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পথপ্রদর্শক সে দিন আমাদিগকে সে পথে লইয়া না গিয়া একটি নূতন পথ দিয়া লইয়া চলিল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় অনেক কক্ষ ও বহুতর সোপান অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম; চলিতে চলিতে আমি গৃহের দেওয়াল গুলি পরীক্ষা করিলাম; পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল এই সকল গৃহ পাহাড় খুদিয়া প্রস্তুত করা, কিন্তু পরীক্ষার

পর বুঝিতে পারিলাম, অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পরস্পরের উপর গাঁথিয়া এই বিরাট পাষাণ হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে! কত কাল পূর্ব্বে এই মঠ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে; কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবেষ্টিত এই অসভ্য দেশের বহুপ্রাচীন যুগের স্থপতিগণের স্থাপত্য-নৈপুণ্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না; এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া কি কৌশলে তাহারা পর্ব্বতের এই উচ্চ উপত্যকায় এইরূপ বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিল, এবং কিরূপ রসায়নিক কৌশলে খণ্ড খণ্ড প্রস্তরকে এমন স্থায়ী ভাবে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ করিল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

একটি সুদীর্ঘ দালানের ভিতর দিয়া আমরা কতকগুলি সোপান পার হইলাম; সহসা আমাদের কর্ণে শত বজ্রনাদের ন্যায় গম্ভীর শব্দ প্রবেশ করিল! এ শব্দের বিরাম বিশ্রাম নাই। ক্রমাগত শব্দ হইতে লাগিল। যেন মহাপ্রলয়ে পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইবার জন্য কোথাও কোনরূপ আয়োজন হইতেছে!

এ সকল শব্দ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য কেবল যে আমারই কৌতূহল হইল, এরূপ নহে; অকুমাও ইহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কিসের শব্দ?"

আমাদের পথপ্রদর্শক এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমাদিগকে একটা গলির মধ্যে লইয়া গেল; গলির প্রান্ত-ভাগে উপস্থিত হইয়া সে মশালটা সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিল, এবং আমাদিগকে সেই দিকে চাহিতে বলিল।

মশালের উজ্জ্বল আলোকে প্রথমে আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না ; তাহার পর চক্ষুতে সেই আলোক সহ্য হইলে, আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমরা একটি সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছি ; নৈশ বায়ু-প্রবাহ বন্ বন্ শব্দে সেই গুহাপথে প্রবেশ করিতেছে, এবং প্রায় বিশ হাত দূরে একটি জলপ্রপাতের বিপুল জলরাশি মহাশব্দে সহস্রাধিক ফিট নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে ! সেই নিশীথ রাত্রে পর্ব্বতের সেই সমুন্নত শৃঙ্গে জলপ্রপাতের অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া এই বিরাট দৃশ্যে আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম ; আমাদের কথা কহিবারও শক্তি রহিল না !

কয়েক মিনিট পরে আমাদের বিস্ময় অপনীত হইলে, অকুমা পথ-প্রদর্শককে আমাদের গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। অগত্যা অকুমা তাহাকে হাত ধরিয়া ফিরাইলেন। আমরা একটা প্রকাণ্ড খিলানের ভিতর দিয়া একটি সুড়ঙ্গ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে মশাল-হস্তে আর এক জন সন্ন্যাসী দাড়াইয়াছিল। আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদিগকে তাহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিলে, আমরা সেই সুড়ঙ্গপথে এই নূতন সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলাম। দেখিলাম সুড়ঙ্গটি অত্যন্ত জলসিক্ত ; তাহার ভিতর অনেক স্থান দিয়াই টুপ্ টাপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল ; বোধ হয় জলপ্রপাতের জল পর্ব্বতের অদৃশ্য ছিদ্রপথে এই ভাবে সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িতেছিল।

সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার একটি দালানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে কোন লোক জন দেখিতে পাইলাম না। সেই

দালানের বিভিন্ন বাতায়নপথে উদ্দাম নৈশ বায়ুঝটিকার ন্যায় মহাবেগে প্রবেশ করিতেছিল; সেই শব্দে আমাদের কানে তালা লাগিয়া গেল! আমি অকুমাকে নিম্ন স্বরে বলিলাম, "স্থানটি যমদ্বারের ন্যায় ভয়ানক; এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়।"

অকুমা ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "চুপ কর; কে কোথা হইতে আমাদের কথা শুনিতে পাইবে।"

সেই স্থানে কিছু কাল অপেক্ষা করিবার পর, মশালের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম, একটি ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে; প্রথমে মনে হইল, ইহা মনুষ্যমূর্ত্তি নহে, সহসা কোন প্রেতাত্মা ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া তাহার অশরীরী ছায়াময় দেহে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত আমাদের নিকটে আসিলে দেখিলাম, তাহা মনুষ্যমূর্ত্তি!

আগন্তুক মনুষ্যই হউক, আর অপদেবতাই হউক, আমাদের সম্মুখে আসিয়া মনুষ্যের ভাষায় অকুমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনি স্বেচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জ্ঞান ও শক্তি আয়ত্ব করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু সে জন্য যে পরিমাণ মনের বলের আবশ্যক, তাহা আপনার আছে কি না আমরা জানিতে পারি নাই। আপনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আছে; এখনও আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করিতে পারেন।"

অকুমা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "সংকল্প ত্যাগ করিব বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসি নাই।"

আগন্তুক পুনর্ব্বার বলিল, "আপনার কার্য্যের জন্য অতঃপর আপনি অনুতাপ করিবেন না ত ?"

অকুমা বলিলেন, "না, নিশ্চয়ই নহে ; ইহাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।"

আগন্তুক সন্ন্যাসী বলিল, "উত্তম, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

অকুমা সেই সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সন্ন্যাসী ফিরিয়া আমাকে বলিল, "আপনি আসিবেন না, আপনার মোহান্ত এখানে যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন, আপনার তাহা দেখিবার অধিকার জন্মে নাই।"

অকুমা আমাকে বলিলেন,"তাহা হইলে তুমি এখানেই অপেক্ষা কর।"

অকুমা সন্ন্যাসীর সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলে, কয়েক মিনিটকাল আমি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম ; শত শত চর্ম্মচটিকা দলে দলে আমার মস্তকের উপর মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল ; চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা এমন দুঃসহ হইয়া উঠিল যে, সেখানে আর একাকী দণ্ডায়মান থাকিতে সাহস হইল না, নিজের ছায়া দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম ; স্থির করিলাম, অকুমা এই সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় যাইতেছেন তাহা দেখিতেই হইবে। তিনি কি অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল ; মনে হইল, অন্ততঃ অকুমার সাহায্যের জন্যও তাঁহার অনুসরণ করা আমার কর্ত্তব্য, হঠাৎ তাঁহার কোন বিপদ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, অকুমার নিষেধাজ্ঞা না মানিয়াই—তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, আমি অতি সন্তর্পণে সেইপথে

অগ্রসর হইলাম ; বিশ পঁচিশ হাত অন্তর এক একটি প্রজ্জ্বলিত মশাল গৃহ প্রাচীরে আবদ্ধ থাকায় পথ দেখিয়া চলিতে আমার অসুবিধা হইল না। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ পাইলাম, সেই পথের শেষে কতকগুলি সোপান যেন ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সেই সোপান শ্রেণী দিয়া আমি নামিতে লাগিলাম ; কত দূর নামিলাম, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না।

সোপানশ্রেণী শেষ হইলে আমি প্রকাণ্ড গম্বুজ-মধ্যবর্ত্তী খিলানের ন্যায় একটি স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম ; তাহার চারিদিকে কতকগুলি গোলাকার স্তম্ভ ; এই স্থানটি চারিটী সুবৃহৎ মশাল দ্বারা আলোকিত। এই সকল স্তম্ভের পাশে কোনও দ্বার আছে কি না,খুঁজিতে লাগিলাম ; কারণ সম্মুখে আর অগ্রসর হইবার পথ ছিল না, অথচ কয়েক মিনিট পূর্ব্বে অকুমা তাঁহার পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে এই স্তম্ভশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিলেন দূর হইতে তাহা দেখিয়াছিলাম, প্রায় দশমিনিট-কাল খুঁজিয়াও কোন দ্বার দেখিতে না পাইয়া আমি বড় ধাঁধায় পড়িলাম ; সম্মুখে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব, যে দিক দিয়া আসিয়াছি সে দিকের দ্বারও যদি হঠাৎ কেহ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে এখান হইতে বাহির হইবার আর কোন উপায় থাকিবে না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। বিশেষতঃ, অকুমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি তাহা জানিতে পারিলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, সে আশাও ছিল না। এই সকল কথা ভাবিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করাই আমার সঙ্গত মনে হইল।

আমি দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় সহসা অদূরস্থ

স্তম্ভের পাদদেশে আমার দৃষ্টি পড়িল ; সেই স্থানে আমি একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলাম, ছিদ্রপথে ভূগর্ভ হইতে একটি আলোকশিখা বিকীর্ণ হইতে দেখিলাম, তাহা মশালের আলোক বলিয়াই বোধ হইল ; তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানটি স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, সেখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, দ্বারটি ভিতর হইতে টানিয়া বন্ধ করা ছিল ! আমি আমার ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা তাহা উপরে টানিয়া তুলিতেই একটি চতুষ্কোণ গহ্বর দেখিতে পাইলাম, আমি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই গহ্বরে নামিয়া পড়িলাম. দেখিলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া যাওয়া যায় ।

এই ব্যাপারে আমার প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল ; অকুমা কি দেখিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য, আমার এরূপ ঔৎসুক্য জন্মিল যে, আমি ধরা পড়িলে কি হইবে তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই সোপানশ্রেণীর সহায়তায় সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হইলাম ।

কিছু দূর গমনের পর আর মশালের আলোক দেখিতে পাইলাম না, অগত্যা অন্ধকারের ভিতর দিয়াই চলিলাম ; সৌভাগ্যক্রমে সম্মুখে কোনও বাধা পাইলাম না । অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া একটি কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম । কক্ষদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল ; দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিলাম, কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত । আমি অত্যন্ত সাবধানে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ।

কক্ষমধ্যে উচ্চ বেদীর মত একটি প্রস্তরবদ্ধ স্থান দেখিলাম, তাহার

এক প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড লৌহ কটাহে কয়লার আগুন জ্বলিতেছিল। অকুমা সেই অগ্নিকুণ্ডের অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার বাম হস্তে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বোতল দেখিলাম। যে ঘাটাটোপ-ঢাকা সন্ন্যাসী তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু আর দুই জন লোককে দেখিলাম, তাঁহারা দুই জনই সন্ন্যাসী; কিন্তু তাঁহাদের মস্তক ঘাটাটোপ ঢাকা নহে, সাধারণ সন্ন্যাসীগণের পরিচ্ছদ হইতে তাঁহাদের পরিচ্ছদে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইল; উভয়েরই আলখেল্লা কণ্ঠদেশ হইতে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিলম্বিত, আস্তিন দুটি এত দীর্ঘ যে, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই করতল আবৃত ছিল। সন্ন্যাসীদ্বয়ের এক জন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপস্থিত, তাঁহার মস্তকে একগাছিও কেশ দেখিলাম না; আর এক জন এরূপ বৃদ্ধ যে, সেরূপ অধিক বয়স্ক লোক আর কখনও দেখি নাই।—এই বৃদ্ধ অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল, মুখখানি পীতাভ; তাঁহার বয়স অত্যন্ত অধিক বলিয়া তাঁহার ললাটের ও চিবুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, দেহে মাংসের সম্পর্ক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু যৌবন কালে তিনি যে অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার কোটরগত চক্ষু হইতে প্রতিভার আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। তাঁহাদের উভয়েরই শ্মশ্রুরাশি নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। বৃদ্ধের শ্মশ্রু তুষার শুভ্র; তাঁহাকে দেখিয়াই যুগান্তর পূর্ব্বের প্রাচীন যোগী ঋষির কথা আমার মনে পড়িয়া গেল।

এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী—তিনি মোহান্ত কি ঋষি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—অকুমাকে স্নেহমধুর স্বরে বলিলেন, "বৎস, আত্মসংযম, যোগাভ্যাস,

দীর্ঘকাল ভগবানের ধ্যানধারণাভ্যাস দ্বারা যে শক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইলে; কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা মানুষ কিরূপ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, মনুষ্য দ্বারা কিরূপ অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাইব। স্মরণ রাখিও, মানুষ এই নশ্বর দেহ যুগ যুগ কাল স্থায়ী করিবার জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে ক্রমাগত সাধনা করিয়া আসিতেছে; সংসার-সুখবিমুগ্ধ গৃহীর পক্ষে এরূপ সাধনা অসম্ভব, ষড়রিপুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে না পারিলে এই দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। ভোগবিলাসের ক্রীতদাস হইয়া সুস্থ দেহে চির জীবন ইন্দ্রিয় সেবা এই সাধনার উদ্দেশ্য নহে; পরমপুরুষের ধ্যানে চিরকাল অতিবাহিত করিয়া অন্তিমে নির্ব্বাণ-সুখ লাভই এই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা সাধনা বলে যে সকল অদ্ভুত দ্রব্যগুণের কথা অবগত হইয়াছি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের এখানে সন্ন্যাসীগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দিবা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিয়া, নিরন্তর পাঠ ও বহুদর্শীতার সাহায্যে বহু অমূল্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছেন। আমাদের এই মঠ অত্যন্ত দুর্গম ও সভ্য জনপদ সমূহের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধবর্জ্জিত হইলেও, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য পৃথিবীর যে অংশে—যে সকল অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক আবিষ্কার হইতেছে, তাহার কিছুই আমাদের অবিদিত থাকে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কোন অংশে কোনও জাতি সাধনাদ্বারা জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, কিন্তু ভগবদাশীর্ব্বাদে আমরা ইহাতে সমর্থ হইয়াছি। আমার কথা শুনিয়া ইহার

সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তোমার সকল সংশয় দূর হইবে।"

বেদীর উপর একটি কৃষ্ণবর্ণ ঘণ্টা ছিল; সন্ন্যাসী তাহা তুলিয়া লইয়া দুই এক বার আন্দোলিত করিবামাত্র, ভিন্ন কক্ষ হইতে আর এক জন সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। তিনি নিম্ন স্বরে তাহাকে দুই একটি কথা বলিবামাত্র, সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, সেই সন্ন্যাসী ও আর এক জন সন্ন্যাসী একখানি খাটিয়া লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। খাটিয়ার উপর একটি মনুষ্য-দেহ সংরক্ষিত ছিল; দেখিলাম লোকটি মৃতবৎ পড়িয়া আছে।

সন্ন্যাসীদ্বয় খাটিয়া নামাইয়া রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমাকে খাটিয়ায় সংরক্ষিত দেহটি পরীক্ষা করিতে বলিলেন। অকুমা প্রায় পাঁচ মিনিট কাল সেই অসাড় দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "যতদূর বুঝিতেছি পক্ষাঘাতে লোকটি মৃতবৎ হইয়াছে। দেহে এখনও প্রাণ আছে বটে, কিন্তু ইহার কোন অঙ্গই নাড়িবার সামর্থ্য নাই; অনাহারেই দুই এক দিনের মধ্যে ইহার মৃত্যু হইবে।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কর, চিকিৎসা শাস্ত্রের সহায়তায় এই মৃতকল্প রোগীর আরোগ্যবিধান সম্ভব?"

অকুমা বলিলেন, "ধর্ম্ম-যাজকতা করিয়াই আমার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই; কিন্তু রোগ সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি পৃথিবীর কোনও দেশে এমন চিকিৎসা শাস্ত্র নাই,

যাহার সাহায্যে এই প্রকার পঙ্গুকে রোগমুক্ত করা সম্ভব। যাহার মুখ পর্য্যন্ত নাড়িবার সামর্থ্য নাই, যে কোন সামগ্রীই বিন্দু মাত্রও গলাধঃকরণ করিতে পারে না, তাহার আরোগ্যর আশা—স্থূল দৃষ্টিতে বাতুলতামাত্র বলিয়াই মনে হয়।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখন দ্রব্যগুণের শক্তি পরীক্ষা কর, ভগবানের অনুগ্রহে—জ্ঞানবলে মনুষ্য কিরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিতে পারে, তাহা চাহিয়া দেখ; স্মরণ রাখিও, ইহা ইন্দ্রজাল নহে, সম্মোহন বিদ্যাও নহে; সে সকল অতি নিকৃষ্ট বিদ্যা, ভিক্ষাজীবি ফকিরগণের তাহা ভিক্ষা লাভের ফিকির মাত্র, তাহার ফল ক্ষণকাল স্থায়ী; কিন্তু আমাদের দুষ্কর তপস্যালব্ধ সাধনার ফল স্থায়ী।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমার হস্ত হইতে পূর্ব্বোক্ত শিশিটা গ্রহণ করিয়াই কয়েকবিন্দু দ্রব পদার্থ তাঁহার সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। আমি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই ধূমের গন্ধ পাইলাম; কর্পূরের সহিত চন্দন মিশ্রিত হইলে যেরূপ মিশ্র গন্ধ উৎপন্ন হয়, এই ধূমের গন্ধও কতকটা সেইরূপ।

অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী রোগীর পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, এবং সেই শিশির ঔষধ—দুই এক বিন্দু তাহার মুখে ঢালিয়া দিয়া তাহার নাসিকা ও মুখ বস্ত্রাবৃত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

অনন্তর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর একটি শিশি হইতে আর এক প্রকার আরক ঢালিয়া—উভয় হস্তে তাহা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দুই তিন বার

মালিস করিলেন; এবং অগ্নিকুণ্ডের ধূম যাহাতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করে, এই অভিপ্রায়ে উভয় সন্ন্যাসী তাহাকে অগ্নিকুণ্ডের প্রায় দুই হস্ত উর্দ্ধে কিছু কাল ধরিয়া রাখিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সেই কক্ষে আর বিন্দুমাত্র ধূম রহিল না। সন্ন্যাসীদ্বয় তখন সংজ্ঞাহীন রোগীকে সেই বেদীর উপর জানু পাতিয়া বসাইলেন। আমি পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, রোগীর দেহ বিবর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এই বার তাহার বর্ণ সুস্থ ব্যক্তির দেহের বর্ণের মত দেখিতে পাইলাম। উভয় সন্ন্যাসী রোগীর সর্ব্বাঙ্গে সবেগে কর চালনা করিতে লাগিলেন; তাহার পর তাহাকে খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া তাহার হস্ত পদ কয়েক বার মুড়িলেন ও সোজা করিলেন। এই প্রক্রিয়ায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, রোগীর নাসিকা ও মুখের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল; সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। বুঝিলাম, রোগী সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাহাকে বলিলেন, "তোমার দুই হাত তুলিয়া আন্দোলিত কর।"

রোগী তাহাই করিল।

পুনর্ব্বার আদেশ হইল, "তোমার দুই পা উঁচু করিয়া তোল।"

রোগী পিঠে ভর দিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধে তুলিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার দুই পা সোজা করিয়া খাটিয়ায় রাখ।"

রোগী তাহাই করিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার খাটিয়া হইতে উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও।"

রোগী তৎক্ষণাৎ খাটিয়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দেখিলাম তাহার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ, তাহার যে কখনও পক্ষাঘাত বা অন্য কোন রোগ হইয়াছিল ; তখন তাহাকে দেখিয়া এরূপ অনুমান করা কাহারও সাধ্য ছিল না।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাহাকে বলিলেন, "কাল আর একবার তোমার চিকিৎসার আবশ্যক হইবে, তাহার পর তুমি সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করিবে। আশা করি জীবনে আর তোমার পক্ষাঘাত হইবে না ; এখন যাও।"

অনন্তর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি দ্রব্য-গুণের কিছু কিছু পরিচয় পাইলে ; তুমি চীন দেশ হইতে আসিতেছ, অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সহিত তোমার পরিচয় আছে, দ্রব্যগুণের এরূপ প্রভাব আর কখনও দেখিয়াছ কি ?"

অকুমা বলিলেন, "না ; যাহা দেখিলাম, তাহা ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভূত। আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর লোকেরা কীটতুল্য। যাঁহার অনুগ্রহে আপনারা দ্রব্যগুণের এই অসীম শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তি ভরে নমস্কার করি।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "তিনিই আমাদের এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা বেনজুরুদেব; অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি বোধিসত্বের তিনি প্রতিনিধি। পৃথিবীর মানবগণকে নিত্য রোগ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ ও শোকে দুঃখে সন্তপ্ত দেখিয়া বেনজুরুদেব দয়া করিয়া জরা মৃত্যুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অব্যর্থ দ্রব্যগুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি সর্ব্ব মূলাধার, যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশাল বিশ্ব সংসার চলিতেছে, যথাকালে দিবা রাত্রি হইতেছে, নিয়মিত

ভাবে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, অতি ক্ষুদ্র বীজকণা হইতে মহা মহীরুহের সৃষ্টি হইতেছে ; তাঁহার ইচ্ছায় কি অসম্ভব ? কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা তোমাকে দেখাইলাম, তাহা তেমন অদ্ভুত কার্য্য নহে; মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার শক্তি কিছু পরীক্ষা করিতে চাও ? ভয় পাইবে না ত ?"

অকুমা বলিলেন, "না ; আর কিছু না পারি, অন্ততঃ ভয়কে জয় করিতে পারিয়াছি।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "উত্তম কথা।"—দ্বিতীয় বার ঘণ্টাধ্বনি হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে এক জন নূতন সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; বৃদ্ধ অস্ফুট স্বরে তাহাকে কি আদেশ করিবামাত্র, সে প্রস্থান করিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুই জন সন্ন্যাসী আর একখানি খাটুলি লইয়া আসিল। খাটুলির উপর একটি মৃত দেহ সংরক্ষিত ছিল।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, এই লোকটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহার ইহজীবনের অবসান হইয়াছে. এ ব্যক্তি বৃদ্ধ. সুতরাং ইহার মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলিতে পার না। বার্দ্ধক্যহেতু অদ্য মধ্যাহ্ন কালে এই ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এ ব্যক্তি আমাদের এই মঠেরই এক জন সন্ন্যাসী, সিদ্ধযোগী না হইলেও সাধু বটে ; আমার কথায় তোমার নির্ভর করিবার আবশ্যক নাই, তুমি স্বয়ং ইহার দেহ পরীক্ষা কর।"

অকুমা মৃতদেহটি মুহূর্ত্ত কাল পরীক্ষা করিলেন ; কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না ইহা পরীক্ষা করিতে অধিক সময় লাগে না ; পরীক্ষান্তে

তিনি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক, ইহার দেহে প্রাণ নাই ; আট দশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ত ?"

অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "না, আমি এত অজ্ঞ নহি · জীবিতকে মৃত বলিয়া অতি মূর্খেরও ভ্রম হয় না।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহা হইলে এখন পরাজ্ঞানের শক্তি পরীক্ষা কর।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গীর সহায়তার মৃত ব্যক্তির পদপ্রান্তে একটি বৃহৎ যন্ত্র রাখিলেন ; যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা বৈদ্যুতিক ব্যাটারির মত। সন্ন্যাসী সেই যন্ত্রসংলগ্ন দুইটি তার মৃত ব্যক্তির উভয় পদে সংযুক্ত করিলেন, তাহার পর তাঁহারা দুই জনে সেই যন্ত্রের হাতল ধরিয়া কয়েক মিনিট ঘুরাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আর কি করিলেন, দ্বারপ্রান্তে দাড়াইয়া তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। অনেক ক্ষণ পরে, মৃত ব্যক্তি যেন অত্যন্ত হাঁপাইয়াছে, এই ভাবে অতি কষ্টে নিশ্বাস টানিতে লাগিল ; এবং তিন চারি মিনিট পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অল্প অল্প নড়িতে লাগিল ! বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা মৃত ব্যক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ; অন্য সন্ন্যাসী মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ মণিবন্ধ ধরিয়া তাহার ধমণীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে, মৃত ব্যক্তি সহসা দুই হাত তুলিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে রাখিল ; তাহার পর সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল !

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমাকে বলিলেন, "মৃত ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারে, স্বেচ্ছায় উভয় হাত নাড়িতে পারে, ইহা আর কখনও দেখিয়াছ ?"

অকুমা বলিলেন, "না, এমন অদ্ভূত ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই ; প্রত্যক্ষ করা দূরে থাক্, এমন কথা কখনও শুনি নাই।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "মনে করিও না এখানেই যোগ-শক্তির শেষ।"

অকুমা বলিলেন, "পিতা, আমি আপনার অদ্ভুত শক্তির আরও কিছু পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কোন উত্তর না দিয়া, পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন ; তাহার পর ধ্যানভঙ্গে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির মত যন্ত্রটির হাতল এক হাতে ধরিয়া ও অন্য হস্তে মৃতের ললাট স্পর্শ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "সন্ন্যাসী, তুমি গাত্রোত্থান কর।"

তাহার পর আমি যাহা দেখিলাম, সে কথা শুনিয়া কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না ; কারণ এরূপ অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর কোথাও কখনও ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই ; আমাদের দেশের পুরাণাদিতে কোথাও কোথাও তাহার উল্লেখ দেখিয়াছি মাত্র। আমি দেখিলাম, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আদেশে সেই মৃত ব্যক্তি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তাহার পর খাটুলি হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অকুমাকে আমি এ পর্য্যন্ত কোন দিন ভীত বা বিস্মিত হইতে দেখি নাই ; জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট কালেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ অচঞ্চল দেখিয়াছি।

সম্মুখে ভীষণ মৃত্যুস্রোত সবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে, বিশ্বাসঘাতকের তীক্ষ্ণধার বক্র ছুরিকা তাঁহার বক্ষে উদ্যত হইয়াছে,আততায়ীর তরবারি তাঁহার মস্তকের উপর ঘূর্ণিত হইতেছে; সে অবস্থাতেও তাঁহাকে যেরূপ ধীর ও অচঞ্চল দেখিয়াছি, জীবনে কোন মনুষ্যকে সেরূপ দেখি নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, সেই অকুমাও মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সুস্থ দেহে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া,ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে সভয়ে দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, তাঁহার মস্তকের কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া পতনোন্মুক্ত হইলেন; দেখিয়া দ্বিতীয় সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন, কিন্তু অকুমা মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংযমে সমর্থ হইলেন। মৃত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ক্ষণকাল মাত্র বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর মুহূর্ত্তেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল; আর তাহার জীবনের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না। তখন সন্ন্যাসীদ্বয় মৃতদেহটি ধরাধরি করিয়া পুনর্ব্বার খাটুলির উপর সংস্থাপিত করিলেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুমাকে বলিলেন, "যোগের শক্তি পরীক্ষা করিলে, আশা করি সন্তুষ্ট হইয়াছ।"

অকুমা বলিলেন, "এই অলৌকিক দৃশ্যে আমি বিস্মিত হইয়াছি, স্তম্ভিত হইয়াছি। মনুষ্যলোকে ইহা যে সম্ভব, পূর্ব্বে এরূপ আমার ধারণা ছিল না। আমি আরও নূতন কিছু দেখিবার ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি আরও কিছু দেখিতে চাও? তোমার

জ্ঞানপিপাসা প্রবল ; আচ্ছা, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। তুমি এই মঠের তৃতীয় মোহান্তের পদাভিষিক্ত হইতে আসিয়াছ, সুতরাং আমাদের কোন গুপ্ত রহস্যই তোমার অজ্ঞাত রহিবে না ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাকে যোগশক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। তুমি ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের অনেক বিচিত্র বিস্ময়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবে। আমাদের এই মঠের যে সকল সিদ্ধ যোগী, ঋষি, যতি ও তপস্বী বহু-কাল পূর্ব্বে ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা ছায়াময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মোক্ষলোক হইতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।”

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে কতকগুলি শুষ্ক বৃক্ষপত্র বাহির করিলেন, পত্রগুলি দেখিতে দাড়িম্ব পত্রের মত। তিনি মন্ত্রো-চ্চারণ পূর্ব্বক একমুষ্টি পত্র অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রে অগ্নি সংযোগ হইবামাত্র, সেই কক্ষটি ধূমরাশিতে পূর্ণ হইল ; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কক্ষস্থ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; অবশেষে সেই নিবিড় ধূম্ররাশি অপসৃত হইলে, আমি দেখিলাম,—কি দেখিলাম, তাহা ঠিক বুঝাইতে পারিব না, আমি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম কি না, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, আমার নয়ন সমক্ষে অপূর্ব্ব মায়াচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে! আমি দেখিলাম, গৃহটি ছায়াময় মনুষ্য-মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ; দেহগুলি ছায়াময় হইলেও, মূর্ত্তি এমন পরিস্ফুট যে, তাঁহা দেখিয়া তাহারা কোন্ দেশের লোক, ইহাও বুঝিতে পারিলাম ; তাহাদের মধ্যে চীন, তিব্বত, ও ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসী অনেক দেখিলাম। এই সকল ছায়াদেহ সেই কক্ষে সচ্ছন্দে ঘুরিয়া

বেড়াইতে লাগিল! কিন্তু বিন্দুমাত্র শব্দ হইল না। আমি স্থান, কাল বিস্মৃত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম,দেখিতে দেখিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল ; আমার চক্ষুর স্পন্দন রহিত হইল! বুঝিলাম, আর অধিক কাল এখানে অপেক্ষা করিলে আমার বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত রহিত হইতে পারে। আমার আর সেখানে দাঁড়াইবার সাহস হইল না, যে দিক হইতে আসিয়াছিলাম, সেই দিকে ছুটিয়া চলিলাম ; এবং অকুমা আমাকে যে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

আমি কতক্ষণ সেখানে অচেতন ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু অবশেষে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল ; দেখিলাম অকুমা তখনও সেখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, অন্য কোন সন্ন্যাসীকেও দেখিতে পাই-লাম না।

অনেকক্ষণ পরে প্রায় রাত্রিশেষে অকুমা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ; পথপ্রদর্শক সন্ন্যাসী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের শয়ন কক্ষে রাখিয়া গেল।

অকুমা কোন্ কথা না বলিয়াই তাঁহার শয্যায় শয়ন করিলেন, আমিও তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না ; নির্ব্বাক ভাবে ধীরে ধীরে আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কম্বলে দেহ প্রসারিত করিলাম ; কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অকুমা আমার কক্ষে আসিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন, এবং সদয় ভাবে আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমার

মুখের দিকে চাহিলেম ; দীপালোকে আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, চক্ষু দীপ্তিহীন।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "কারফরমা, এই প্রথম বার তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ ; কেন এরূপ করিলে ?"

আমি অনুতপ্ত স্বরে বলিলাম, "কৌতূহলই আমার মহাশত্রু ; কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, বড় অন্যায় করিয়াছি,—আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেই দণ্ডে আমাকে দণ্ডিত করুন।"

অকুমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছায় দণ্ড ভোগ করিয়াছ, অন্য দণ্ড অনাবশ্যক। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহার স্মৃতি আজীবন তোমার হৃদয় অঙ্কিত থাকিবে, মৃত্যু কালেও তুমি এই ভয়াবহ দৃশ্য ভুলিতে পারিবে না ; আমার আদেশ লঙ্ঘনের জন্যই তোমাকে আজীবন এই গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও আমি এরূপ কঠোর পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইব না ; যথেষ্ট হইয়াছে, আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, চলুন, অদ্যই এই ভয়ানক স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই ; এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

অকুমা বলিলেন, "তুমি কি ভয় পাইয়াছ ? কারফরমা, তুমি আর যাহাই হও, কাপুরুষ নহ বলিয়াই জানিতাম।"

আমি বলিলাম, "এরূপ অলৌকিক ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া যদি আমি ভীত হইয়া থাকি, এবং সে জন্য যদি আপনি আমাকে" কাপুরুষ

মনে করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি লজ্জিত হইবার কারণ দেখিতেছি না ; ইহা কাপুরুষের লক্ষণ হইলে সহস্র বার স্বীকার করিব আমি কাপুরুষ ; কিন্তু আপনি জানেন, সহস্র বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আমি ক্ষণকালের জন্যও পশ্চাৎপদ নহি ।"

অকুমা বলিলেন "তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়াছ, এত দূর অগ্রসর হইয়া এখন হতাশ হইলে সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন ঘটিবে. আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, সকল বাধাবিঘ্ন প্রায় অতিক্রম করিয়াছি। আমাদের ছদ্মবেশে কাহারও সন্দেহ হয় নাই ; আমি আগামী কল্যই এই মঠের তৃতীয় মোহান্তের পদে অভিষিক্ত হইব ; তাহা হইলেই ইহাদের অবশিষ্ট সকল গুপ্ত রহস্য আমার আয়ত্ত হইবে । তখন কোনও কৌশলে এখান হইতে পলায়ন করা কঠিন হইবে না। আমাদের পলায়নের পর আমাদের কৌশল ও ধূর্ত্ততার কথা ইহাদের অবিদিত রহিবে না, সুতরাং আমরা যে ভাবে আসিয়াছি, সভ্য জগতের কোনও লোক ভবিষ্যতে সে ভাবে বা অন্য কোন কৌশলে এই মঠে পদার্পণ করিতে পারিবে না। এখান হইতে আমি যাহা সঙ্গে লইয়া যাইব, তাহা অমূল্য ; তুমি আর কয়েক দিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক ।"

আমি বলিলাম, আপনার আদেশ আমাকে পালন করিতেই হইবে, কিন্তু আমি আর কোনও দিন এরূপ ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হইব না।"

অকুমা বলিলেন, "এ জন্য তোমাকে কেহ অনুরোধ করে নাই, তুমি নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিয়াছ, যাহা হউক,

এ সম্বন্ধে আর কোন কথার আবশ্যক নাই, অতঃপর তুমি কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিলেই মঙ্গল।"

কথা শেষ হইলে, অকুমা উঠিয়া শয়ন করিতে চলিলেন; কিন্তু সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মেঘ—বিদ্যুৎ—বজ্রাঘাত

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া অকুমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার শয্যা শূন্য। এত প্রত্যুষে তিনি আমাকে না বলিয়া কোথায় গিয়াছেন, বুঝিতে না পারিয়া বড় চিন্তিত হইলাম। আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম; প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি যে ক্লান্ত হইয়াছেন, ইহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত সকালে কোথায় গিয়াছিলেন?"

অকুমা বলিলেন, "আমি আর কতকগুলি গুপ্ততত্ত্ব সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম; এই উপলক্ষে আমি যে সকল অদ্ভুত ও ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা তোমার কল্পনা করিবারও শক্তি নাই! তুমি সে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া যাইতে। সে সকল ব্যাপার দেখিয়া আমিই যখন ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম, তখন তাহা দেখিলে তোমার মনের ভাব কিরূপ হইত, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আর নূতন কি দেখিলেন?"

অকুমা বলিলেন, "এমন অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি, মানবের চিন্তায় যাহা ধারণা হওয়া অসম্ভব। যাহা যাহা দেখিয়াছি,

তন্মধ্যে যে ব্যাপারটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ও বিচিত্র, তাহার কথাই তোমাকে বলি। আমার সম্মুখে একটি শুষ্ক মৃত দেহ আনীত হইল। কত দিন পূর্ব্বে সে লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে,তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না; মোহান্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে! মোহান্তের এ কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, তিনি মিথ্যা কথা কেন বলিবেন? বিশেষতঃ, মৃত ব্যক্তির দেহের চর্ম্ম এরূপ শুষ্ক দেখিলাম যে, করস্পর্শ মাত্র তাহা ধূলিরাশিতে পরিণত হইতে পারে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দ্রব্যগুণে সেই মৃতের দেহচর্ম্ম বালকের দেহের চর্ম্মের ন্যায় সুকোমল সরস ও লাবণ্যময় করিলেন। তদ্ভিন্ন, আমি এরূপ অদ্ভুত অস্ত্র চিকিৎসার দৃষ্টান্ত দেখিলাম যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সত্বেও আধুনিক যুগে ইউরোপের কোনও দেশে বা আমেরিকায় অস্ত্র চিকিৎসার সেরূপ পরিণতি দেখা যায় না। আমি এরূপ ঔষধ দেখিলাম, যাহা ব্যবহার করিলে রোগীকে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে অজ্ঞান করিবার আবশ্যক হয় না, তাহাকে অজ্ঞান না করিয়াও অতি জটিল অস্ত্র চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ রোগীকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না!—আরও অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ না করাই ভাল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সকল দেখিয়া কি ভয়ে আপনার পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয় নাই?"

অকুমা বলিলেন, "হাঁ, একবার মাত্র আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া ছিলাম, সেখানে দাঁড়াইতেও সাহস হইতেছিল না; কিন্তু কয়েক

মিনিটের মধ্যেই আমার দৃঢ়তা ও আত্মসংযম ফিরিয়া আসিল ; তাহার পর আমি আর বিচলিত হই নাই। কিন্তু আর আমি তোমার সহিত এখানে বসিয়া গল্প করিতে পারিতেছি না ; আজ আমার জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই মঠের তৃতীয় মোহান্তের পদে আজ আমার অভিষেক হইবে। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কিছুকাল বিশ্রামের আবশ্যক ; আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইও না।”

অকুমা তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ; দুই ঘণ্টার মধ্যে আর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। মধ্যাহ্ন কালে অকুমা জাগিয়া উঠিয়া আমাকে ডাকিলেন। অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল হয় ত কোন্ দিক হইতে কোন্ নূতন বিপদে আমরা আক্রান্ত হইব ; অকুমা কার্য্যোদ্ধার যত সহজ মনে করিতেছিলেন, আমার তাহা তত সহজ মনে হয় নাই। আমি আমার আশঙ্কার কথা অকুমাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, “যতই বিপদ ঘটুক, কার্য্যোদ্ধার না করিয়া আমি এখান হইতে ফিরিতেছি না, এই চেষ্টায় যদি প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই।”

বেলা প্রায় দুইটার সময় এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া অকুমাকে জানাইল, তাঁহাকে শীঘ্রই উপাসনায় যাইতে হইবে। অকুমা আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি আর ফিরিলেন না।

সায়ং কালে তিনি তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! তাঁহার মুখ যেন মৃত ব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ ও শুষ্ক, তাঁহার দৃষ্টি উদাস, চক্ষুদুটি জ্যোতিহীন; বোধ হইল, তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র সাহস, ধৈর্য্য বা উৎসাহ নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না। তিনিও কোন কথা না বলিয়া বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং পেন্সিল ও কাগজ লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে লিখিতে লাগিলেন। আমি আমার শয়ন কক্ষে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলাম, এখন তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিব না। বোধ হয় আমার জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা করিতেছিলাম। মনে হইল, বাল্যজীবন কেমন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইয়াছে; তাহার পর যৌবনে সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছি, উদ্দেশ্যহীন ভাবে বন্ধনহীন সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়াছি; কোন দিন সুখের মুখ দেখিয়াছি কি না স্মরণ নাই, কিন্তু সহস্র সহস্র বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হইয়াছে। তাহার পর কয়েক দিনের জন্য সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; হেনাকে ভালবাসিয়া আমার অন্ধকার পূর্ণ নিরাশ হৃদয় পবিত্র প্রেমের শুভ্র জ্যোৎস্না রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শীতের কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দময় দীর্ঘ যামিনীর অবসানে এক দিন যেমন সহসা নব বসন্তের সমাগম হয়, আমার জীবনে সেইরূপ এক দিন মাত্র নব বসন্তের উদয় হইয়াছিল; সে দিন সমগ্র প্রকৃতি আমার নিকট অতি মধুর শোভা ধারণ করিয়াছিল; মোহমুগ্ধ নয়নসমক্ষে বিশ্বচরাচর যেন অমৃতালোক পূর্ণ হইয়াছিল;

বোধ হইয়াছিল যেন জগতের কোথাও কোন দৈন্য নাই, দুঃখ নাই। নারীর প্রেম আমাকে সকল শোক দুঃখের অতীত অপার্থিব লোকে লইয়া গিয়াছিল। সে সেই দিন—যে দিন আমি প্রথম জানিতে পারি, হেনা আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে।

হেনার প্রদত্ত লকেটটি আমার কণ্ঠদেশ হইতে খুলিয়া তাহা দেখিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় আমার সুখের স্বপ্ন সহসা শূন্যে বিলীন হইল। এক জন সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল; উঠিয়া দেখিলাম, অক্‌মা অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া দ্বার প্রান্তে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।—আমরা উভয়ে সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলাম।

আবার সেই অসংখ্য সোপানশ্রেণী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শত শত কক্ষ, বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ, এবং সুপ্রশস্ত সমুচ্চ অলিন্দ অতিক্রম করিয়া আমরা একটি দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; সেখানে দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী প্রহরী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল; পূর্ব্বে কোনও দ্বারে এতগুলি প্রহরী একত্র দেখি নাই।

এই দ্বার অতিক্রম করিয়া, আমরা সুবিস্তীর্ণ উপাসনার গৃহে উপস্থিত হইলাম; এই গৃহের প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ছিদ্র পথে শত শত মশাল প্রোথিত ছিল; সেই সকল মশালে হুতাশনের সুদীর্ঘ লেলিহান জিহ্বা চঞ্চল ভাবে নৃত্য করিতেছিল; সুবিস্তীর্ণ দেওয়ালে তাহাদের দীর্ঘ ছায়া দেখিয়া মনে হইতেছিল, অশরীরী দানবদল সেখানে সমাগত হইয়া উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে!

এই সুবিস্তীর্ণ হলের এক প্রান্তে কোটী কোটী মুদ্রা মূল্যের হীরক-

মণি-মাণিক্য-খচিত একখানি স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত দেখিলাম; সে দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিতে পারিলাম না; মশালের চঞ্চল আলোকশিখা সেই সিংহাসনস্থ সুবৃহৎ শুভ্র দ্যুতিমান হীরক সমূহে প্রতিফলিত হইয়া আমার নয়ন ধাঁধিয়া দিতে লাগিল। মোগল বাদসাহগণের নন্দন-ভবন তুল্য শোভাময় দিল্লী নগরীতে মহাপ্রতাপান্বিত মোগল বাদ-সাহেরা যে সিংহাসনে বসিয়া দরবার করিতেন,—যে সিংহাসনপ্রান্তে ভারতের শত রাজেন্দ্র-শির নিয়ত প্রণত হইত; এবং মোগল সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইলে, যে সিংহাসন নাদির সাহ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই মহামূল্য ময়ুর-সিংহাসন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু এই মঠের রত্নসিংহাসন দেখিয়া আমার মনে হইল, মোগলের ময়ুর-সিংহাসন ইহার পাদপীঠ হইবারও যোগ্য নহে!

এই সিংহাসনের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম; তাহাতে বসিবার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র আসন ছিল। সিংহাসনের সম্মুখস্থ বেদী সে দিন বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত ও মুক্তার ঝালরবিশিষ্ট বহুমূল্য চীনাংশুকে আবৃত দেখিলাম।

দ্বার সন্নিধানে আমাদিগকে অল্প ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, তাহার পর এক জন পদস্থ সন্ন্যাসী আসিয়া যাকুমাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বেদীর সম্মুখে লইয়া গেল; আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। দেখিলাম, অগণ্য উপাসকমণ্ডলী সে দিন সেখানে সমাগত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকেই কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা। সহসা ঢং ঢং করিয়া তিন বার ঘণ্টা ধ্বনি হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কোলাহল নিবৃত্ত হইল; সহস্র মনুষ্য কণ্ঠের বিচিত্র ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সেই বিশাল হর্ম্ম্য মুহূর্ত্ত মধ্যে

শ্মশানের নিস্তব্ধতা ধারণ করিল; সন্ন্যাসীগণ সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের পরিধানে গৈরিক আলখেল্লা, মস্তকে পীতবর্ণের ঘাটাটোপ।—সেই অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।

বেদীর সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ জন পকশ্মশ্রু পদস্থ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও মস্তক ঘাটাটোপে আবৃত ছিল না।

অকুমা বেদীর অদূরে কয়েক জন প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার চেলা মাত্র; সুতরাং আমার স্থান কিছু দূরে নির্দ্দিষ্ট হইল।

অতঃপর উপাসনা আরম্ভ হইল। সহস্র ভক্ত যখন সমবেত কণ্ঠে মুক্তিদাতা পরমগুরু ভগবান বুদ্ধদেবের স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন আমার ন্যায় ভগবৎ প্রেমবঞ্চিত অবিশ্বাসীর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। তাহাদের সেই সুমধুর ভক্তি-গাথার প্রত্যেক ছত্রে যে বৈরাগ্য, যে আকুলতা, যে সুগভীর বিশ্বাস পরিব্যক্ত হইতেছিল, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। বেদীর পার্শ্বে কয়েকজন শুভ্র আলখেল্লা পরিহিত প্রবীন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; উপাসনা শেষে তাঁহাদেরই এক জন গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, "এই মঠের মোহান্ত মহারাজদ্বয় তৃতীয় মোহান্তের অভাবে সিংহাসনের এক অংশ দীর্ঘকাল শূন্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এত দিন পরে সেই শূন্য আসন পূর্ণ করিবার উপযুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি মহা জ্ঞানী এবং পরম পবিত্রচেতা। আমাদের সেই নূতন মোহান্ত-মহারাজ এখানেই উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একটি মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। বিশেষ পরীক্ষায়

প্রতিপন্ন হইয়াছে, তিনি সিংহাসনের শূন্য আসন পূর্ণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। আমাদের সকলের ইচ্ছা তিনি এই মহা গৌরবজনক পদ গ্রহণ করুন।”

বক্তা উপবেশন করিলে, চারি জন মাতব্বর সন্ন্যাসী অকুমাকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার উপর সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি পতিত হইল। সকলেই নির্ব্বাক ভাবে তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে সন্ন্যাসীরা অকুমাকে মোহান্তের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া বেদীর নিকটে লইয়া আসিল।

অকুমা আসন গ্রহণ করিবামাত্র ঠং করিয়া এক বার ঘন্টাধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন সন্ন্যাসী বেদীর নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “উচাং মঠের ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত বেনুক্রু-মঠের তৃতীয় মোহান্ত-মহারাজের পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার দায়িত্ব পরিচালনে সম্মত হইয়াছেন।”

বক্তা উপবেশন করিলে, দুই জন সন্ন্যাসী অকুমাকে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত করিল। এই মঠের মোহান্তদ্বয় পূর্ব্বোক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহারা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া অকুমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর বেদীর উপর সংরক্ষিত একটি স্বুবর্ণময় বুদ্ধ মূর্ত্তিকে জাফরাণ মিশ্রিত সরবতে অভিষিক্ত করিয়া সেই জল অকুমার মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিলেন; নিকটে যে সকল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিল, তাহারাও সেই জল বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করিয়া বক্ষঃস্থলে ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিল।

এই সময় উপাসনা গৃহের দ্বার প্রান্তে অত্যন্ত কোলাহল উত্থিত হইল। এই সুগম্ভীর পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পাদনের সময় দ্বার প্রান্তে সহসা এরূপ অশান্তি-উদ্রেকের কারণ কি, জানিবার জন্য প্রধান মোহান্ত একজন সন্ন্যাসীকে দ্বারপ্রান্তে প্রেরণ করিলেন। সেই সন্ন্যাসী অল্পক্ষণ পরে মোহান্তের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, "চীনদেশ হইতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি অবিলম্বে মোহান্ত মহারাজ দ্বয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন; প্রহরীরা তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বাধা দেওয়াতেই বাহিরে কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রধান মোহান্ত আগন্তুক সন্ন্যাসীকে অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। অল্প ক্ষণ পরে এক জন মলিন পরিচ্ছদ ধারী পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ চীনা-সন্ন্যাসী সিংহাসনের সম্মুখে আনীত হইলেন। চারি জন সন্ন্যাসী প্রহরী তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রধান মোহান্ত আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ? কেনই বা দ্বারপ্রান্তে গণ্ডগোল করিয়া আমাদের উৎসবের শান্তিভঙ্গ করিতেছিলে?"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনাদিগকে বিরক্ত করিয়াছি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু আমি এখানে অকারণে আসি নাই; আমি একটি গুরুতর অভিযোগ লইয়া এই পরম পবিত্র মঠে উপস্থিত হইয়াছি।"

প্রধান মোহান্ত বলিলেন, "তোমার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহা সময়ান্তরে শ্রবণ করিব। ইহা অভিযোগ শ্রবণের সময় নহে।"

আগন্তুক বলিলেন, "কিন্তু আমার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, অবিলম্বে তাহা মহারাজের গোচর করা আবশ্যক। আমি চীনদেশের উচাং মঠের মোহান্ত; মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।"

আগন্তুকের এই কথা শ্রবণ মাত্র দর্শকগণ মহা বিস্ময়ে এক বার তাহার দিকে ও এক বার অকুমার দিকে চাহিতে লাগিল; অকুমা অতিকষ্টে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বা মুখ ভঙ্গীতে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। আমি বুঝিলাম, ইনি যদি সত্যই উচাংএর মোহান্ত হন, তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই, অবিলম্বে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহার পর আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য!

প্রধান মোহান্ত আগন্তুকের কথা শুনিয়া ক্ষণ কাল স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার বিস্ময় ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল; তিনি আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে বঞ্চক, ওরে ভণ্ড! তোর এত স্পর্দ্ধা যে, তুই আমার সম্মুখে আসিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছিস্? তুই কি জানিস না, উচাংএর মোহান্ত এখন এখানেই উপস্থিত আছেন?"

আগন্তুক বলিলেন, "মহারাজ, এ কথা সত্য নহে; মহারাজ যাহাকে উচাংএর মোহান্ত বলিতেছেন, সে জাল মোহান্ত; সে মোহান্তও নহে, সন্ন্যাসীও নহে; সে এক জন ভণ্ড বৈদেশিক, জাপানের লোক। সে তাহার অনুচর বর্গের সাহায্যে পথিমধ্যে আমাকে বন্দী করিয়া আমার ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমার অধিকার-হরণে উদ্যত হইয়াছে।"

আগন্তুকের এই কথা শুনিবামাত্র দর্শকগণের মধ্যে অস্ফুট কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল; কেহ বলিল, "লোকটার কি সাহস! এখানে আসিয়া অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিতেছে।" কেহ বলিল, "কে জানে উহার কথা সত্য কি না, হয় ত এই ব্যক্তিই প্রকৃত মোহান্ত; আমরা যাহাকে আসল মোহান্ত মনে করিতেছি, সে জালমোহান্ত!"

কোলাহলে বিরক্ত হইয়া প্রধান মোহান্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক বার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ হইল। প্রধান মোহান্ত তখন আগন্তুককে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, তোমাকে বন্দী করা হইয়াছিল; তাহা হইলে তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?"

আগন্তুক বলিলেন, "এই জাল মোহান্তের অনুচরেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আমি কৌশলে তাহাদের হাত হইতে টিন্‌সিনে পলায়ন করি, সেখান হইতে পিকিনে উপস্থিত হই; পিকিন হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিতেছি।"

এতক্ষণ পরে অকুমা কথা কহিলেন, তিনি প্রধান মোহান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এ ব্যক্তি কেবল প্রবঞ্চক নহে, ভয়ঙ্কর ধূর্ত্তও বটে; কিন্তু এখানে উহার প্রবঞ্চনা খাটিবে না; আমি নামাসরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের নিকট হইতে যে পত্র আনিয়াছিলাম, সেই পত্র যদি জাল পত্র না হয়, তাহা হইলে আমি যে প্রকৃতই উচাংএর মোহান্ত, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় এই ছদ্মবেশী প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস করিয়া মহারাজ কি আমাকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে অপদস্থ করিবেন?"

প্রধান মোহান্ত অকুমার এই কথায় উত্তর দিলেন না।

আগন্তুক বলিলেন, "আমিও লামা সরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের নিকট হইতে পরিচয় পত্র আনিয়াছি, পত্র আমার সঙ্গেই আছে।" —আগন্তুক একখানি পত্র বাহির করিয়া প্রধান মোহান্তের হস্তে প্রদান করিলেন।

প্রধান মোহান্ত বলিলেন, "বড়ই জটিল সমস্যা উপস্থিত! এ অবস্থায় অভিষেক-উৎসব আপাততঃ স্থগিত রাখাই কর্ত্তব্য। এই মোহান্তদ্বয়ের মধ্যে এক জন নিশ্চয়ই জাল মোহান্ত; কে আসল, কে জাল, তাহার বিশেষ সন্ধান লইয়া অপরাধীকে যথাযোগ্য দণ্ড দান করিব।" প্রধান মোহান্ত অকুমা ও আগন্তুক উভয়কেই কড়া পাহারায় রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর প্রধান মোহান্ত, দ্বিতীয় মোহান্তকে সঙ্গে লইয়া গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন; দর্শকগণ তাঁহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, সেই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রথমে ভয়ে হতবুদ্ধি হইলাম; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখন ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইবে, সুতরাং আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলাম।

গুপ্ত কক্ষে প্রায় বিশ মিনিট কাল পরামর্শের পর মোহান্তদ্বয় তাঁহাদের সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। প্রধান মোহান্ত বলিলেন, "লামা সরাইয়ের মোহান্ত এই আগন্তুকের সঙ্গে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি; ব্যাপারটি যে অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, সুতরাং তাড়াতাড়ি এ সমস্যার মীমাংসা

হইবে না ; আমরা যথাযোগ্য পরীক্ষার পর এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিব।"—তাহার পর তিনি অকুমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে এই মঠের তৃতীয় মোহান্তের পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইয়াছে ; বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে তোমার এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি না, অতএব তুমি এখন উহা খুলিয়া দাও ; যদি পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় তুমি বাস্তবিকই উচাংএর মোহান্ত, তাহা হইলে এই পরিচ্ছদ তোমাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে, এবং তুমি এখানকার মোহান্তের প্রাপ্য সকল সম্মানের অধিকারী হইবে ; তখন তোমার অভিষেক কার্য্য শেষ করিবারও ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু যদি বিচারে প্রমাণ হয়, তুমি জাল মোহান্ত, আমাদিগের সহিত প্রবঞ্চনা করিতে আসিয়াছ ; তাহা হইলে তোমাকে অতি কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

অকুমা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া এক জন সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিলেন।

প্রধান মোহান্ত তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার বাসের জন্য যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপাততঃ সেখানে গিয়া বিশ্রাম কর ; আজ রাত্রি-শেষে আমি বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিব।"

অকুমা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কয়েক জন সন্ন্যাসী-প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমাদের কক্ষমধ্যে কোন প্রহরী রহিল না বটে, কিন্তু দ্বারদেশে দ্বিগুণ সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত হইল ; সোপানপ্রান্তে অস্ত্রধারী প্রহরীরা পথ রক্ষা করিতে লাগিল।

নিকটে কেহ-নাই দেখিয়া, আমি ধীরে ধীরে অকুমার নিকটে আসিয়া বসিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল, ভীত ও বিমর্ষ দেখিব; কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, কোনও প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হইল না।

অকুমা বলিলেন, "হঠাৎ এমন বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করি নাই; কিন্তু বিপদে পড়িয়া এখন স্ত্রীলোকের মত বিহ্বল হইলে চলিবে না। এরূপ বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ত এখানে আসিয়াছি; এরূপ বিভ্রাট অনেক পূর্ব্বেই ঘটিতে পারিত, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য-বশতঃই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। খেলা আরম্ভ করিয়া এক বাজি হারিয়াছি বলিয়া হতবুদ্ধি হইলে চলিবে কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কর্ত্তব্য কি?"

অকুমা বলিলেন, "কর্ত্তব্য এখন পলায়ন।"

আমি বলিলাম, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই. পলায়নই এখন প্রাণরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; কিন্তু এখন কিরূপে পলায়ন করিব? পলায়নের সকল পথ ইহারা রুদ্ধ করিয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "আমরা এখন বন্দী; বন্দীকে আর কে সহজে পলায়ন করিতে দেয়? যদি আমরা কোন কৌশলে পলায়ন করি, তাহা হইলে ইহারা যে আমাদের অনুসরণে ত্রুটি করিবে না, এ বিষয়েও আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি পলায়ন করিতেই হইবে। এ জন্য কি কৌশল অবলম্বন করিব, আজ রাত্রেই তাহা স্থির করিতে

হইবে ; তবে এ কথা স্থির যে,জয়লাভের আশা না থাকিলেও বিচারের পূর্ব্বে পলায়ন করিব না ; বিচার ফল দেখিয়া যাহা হয় স্থির করা যাইবে।"

সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না ; গভীর রাত্রে দুই জন সন্ন্যাসী আমাদিগকে তাহাদের অনুসরণ করিতে বলিল। একজন প্রহরী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

প্রহরীর সঙ্গে আমরা একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে উপস্থিত হইলাম. এই কক্ষে দুইখানি কাষ্ঠাসনে মোহান্তদ্বয় উপবিষ্ট ছিলেন ; কিছু দূরে দশ বার জন উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসীকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। যে সন্ন্যাসী অকুমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আরও কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন।

অকুমা প্রধান মোহান্তের সম্মুখে নীত হইলেন, আমি কিছু দূরে দণ্ডায়মান রহিলাম ; কয়েক জন প্রহরী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদের চৌকী দিতে লাগিল।

বিচার আরম্ভ হইলে, প্রথমে উচাং মঠের মোহান্ত তাঁহার আত্ম-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "চীনদেশের সাক্ নামক একটি পল্লীতে দুই জন লোক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমাকে বন্দী করে, তাহার পর সমুদ্রতীরে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এক দিন রাত্রিকালে আমি সেখান হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্টে টিন্‌সিনে উপস্থিত হই ; সেখান হইতে পিকিনে যাই ; পিকিন হইতে লামা সরাইয়ে গিয়া সেখানকার মোহান্ত-মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার

বিপদের কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে আর এক জন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট হইতে অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ও একখানি পরিচয় পত্র লইয়া বেনজুরু মঠে যাত্রা করিয়াছে। এক জন প্রবঞ্চক যে, জাল মোহান্ত সাজিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আমাকে আর একখানি পত্র দিয়া এখানে পাঠাইলেন। সে পত্র আমি ইতিপূর্ব্বেই মহারাজের হস্তে প্রদান করিয়াছি। বহু কষ্টে এই মঠে উপস্থিত হইয়া আমি শুনিতে পাইলাম, জাল মোহান্তের অভিষেকের আর বিলম্ব নাই!—এ সংবাদে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা মহারাজ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।"

উচাংএর মোহান্তের কথা শেষ হইলে, প্রধান মোহান্ত তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল উত্তরই সন্তোষজনক হইল। অনন্তর তাঁহার অনুচরবর্গকে আনাইয়া প্রধান মোহান্ত তাহাদিগকে অনেক জেরা করিলেন; তাহারা সকলেই তাহাদের মোহান্তের কথার সমর্থন করিল।

অকুমা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সকল কথা শুনিলেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না! প্রধান মোহান্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আগন্তুক সন্ন্যাসী যে সকল কথা বলিয়া আত্মসমর্থন করিয়াছে, তাহা সকলই তুমি শ্রবণ করিলে; এ সকল কথার প্রতিবাদে তোমার কি বলিবার আছে, বলিতে পার। তুমি প্রমাণ কর যে, সে জাল মোহান্ত।"

অকুমা অকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমি যে উচাং মঠের প্রকৃত মোহান্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে মহারাজের নিকট সন্তোষজনক রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি; তাহার পর নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনাদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণ মহাপুরুষগণের নিকট কোনও কথা গোপন রাখা অসম্ভব; আপনারা আমার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়াই আমাকে এই মঠের তৃতীয় মোহান্তের পদে বরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। তাহার পর হঠাৎ এক জন প্রবঞ্চক কোথা হইতে জাল মোহান্ত সাজিয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া বলিল, সে আসল মোহান্ত এবং আমি জাল মোহান্ত, অমনই আমার প্রতি আপনাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল! ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহা আপনারই বিচার করিবেন। এই প্রবঞ্চক প্রথমেই বলিয়াছে, আমার দুই জন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাকে বন্দী করিয়া সমুদ্র তীরে কোনও নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছিল, ও সেখানে তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল; এ কথা কত দূর সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই প্রথমে আপনাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমি উচাং মঠের মোহান্ত, আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই বহু অনুচর থাকে; কোথাও যাইতে হইলে, আমি অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত না হইয়া একাকী যাই না,—এ কথা সকলেরই বিদিত আছে। এতদ্ভিন্ন চীনদেশে আমি সর্ব্বজন পরিচিত ব্যক্তি, কোথাও আমার একাকী যাইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় যদি আমি বলি, দুই জন বিশ্বাসঘাতক অনুচর হঠাৎ আমাকে বন্দী করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে, বহু দূরদেশে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; তাহা

হইলে সে কথা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিবে? সে সময় আমার অন্য অনুচরেরা কি বিশ্বাসঘাতকগণের কবল হইতে আমাকে মুক্ত করিত না? এক জন মহাসম্রান্ত মোহান্তকে এ ভাবে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার চেলারা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত? এরূপ একটি বিভ্রাট উপস্থিত হইলে সে কথা দুই এক দিনের মধ্যেই চীন সাম্রাজ্যের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইত, এবং লামা সরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজও অবিলম্বে তাহা শুনিতে পাইতেন; কিন্তু এ কথা লইয়া চীনদেশে যে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এই প্রবঞ্চক তাহা আপনাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তি লামা সরাইয়ের মোহান্ত-মহারাজের একখানি পত্র আপনাদের হস্তে প্রদান করিয়াছে; কিন্তু এই পত্র যে, জাল পত্র নহে, তাহার প্রমাণ কি? জালিয়াৎদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, তাহা সকলেই জানে। এই প্রবঞ্চকের অনুচরেরা ইহার উক্তির সমর্থন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই; অর্থে বশীভূত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রথা পৃথিবীর সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

অকুমার এই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এরূপ বাক্যকৌশল এরূপ অবস্থায় পড়িয়া কেহ প্রকাশ করিতে পারে কি না সন্দেহ; মোহান্ত-দ্বয়ের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, অকুমার কথা তাঁহারা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই; এমন কি, দর্শকগণও অকুমার কথা শুনিয়া অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে

লাগিল, "এই আগন্তুকই ভণ্ড ও প্রতারক, ইহার উপযুক্ত দণ্ড হওয়া আবশ্যক।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর প্রধান মোহান্ত অকুমাকে বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা যে নিতান্ত অসার, এ কথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু তথাপি তুমিই যে উচাং মঠের মোহান্ত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি তোমাকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।—উচাং মঠের প্রকৃত মোহান্ত, সেই মঠের কোথায় কি আছে, তাহা অবশ্যই জানেন; সুতরাং মঠ সম্বন্ধে তোমার কোনও কথা অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই মঠে প্রবেশ করিবার তোরণ-দ্বারে পালি ভাষায় ভগবান বুদ্ধদেবের একটি উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে। সেই উপদেশটি অবশ্যই তোমার কণ্ঠস্থ আছে; আমাদের নিকট তাহা আবৃত্তি কর।"

অকুমা প্রধান মোহান্তের কথায় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর স্বরে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন,—

"তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘহব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥
ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন পি বান্ধবা।
অন্ত কেনাহধি পন্নসস নত্থি ঞাতিসু তাণতা॥
এত মত্থবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীল সংবুতো।
নির্ব্বাণ গমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধয়ে॥"

* "মহান জলপ্রবাহ যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যু সেইরূপ পুত্রে এবং পশুতে ব্যাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিকে লইয়া যায়।

অকুমার মুখে এই শ্লোক শুনিয়া উভয় মোহান্তই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন ; এমন কি উচাংএর মোহান্তও স্তম্ভিত ভাবে অকুমার দিকে চাহিয়া রহিলেন ! তাঁহার ভাবে বোধ হইল, তিনি নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

অকুমার কথা শুনিয়া প্রধান মোহান্ত কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, উচাং মঠের অভ্যন্তরে যে বেদী আছে, তাহা কোন বর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত ?"

অকুমা বলিলেন, "তাহা লোহিতাভ প্রস্তরে নির্ম্মিত।"

উচাংএর মোহান্ত হতবুদ্ধি ভাবে অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না !

প্রধান মোহান্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেদীর গাত্রে কোন্ ভাষায় কোন্ কথা খোদিত আছে ?"

অকুমা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, "না, বেদী-গাত্রে কোনও কথা খোদিত নাই।"

এবার উচাংএর মোহান্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ; আনন্দে ও উৎসাহে বৃদ্ধের দেহে নবীন যুবকের শক্তি সঞ্চারিত হইল ! তিনি

পুত্রও ত্রাণ করিতে পারে না, পিতাও পারেন না, বন্ধুরাও পারেন না। মৃত্যু যাহাকে অধিকার করে জ্ঞাতিদিগের দ্বারা তাঁহার পরিত্রাণের সম্ভাবনা কোথায় ? সুশীল ও পণ্ডিতজন এই সকল বাক্যের তত্ত্ব অবধারণ করিয়া সত্বর নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ মার্গকে (অষ্টাঙ্গ মার্গকে) অবলম্বন করেন।"—ধম্মপদং মগ্গবগ্গো বীসতীমো ১৫।১৬।১৭ গাথা।]

হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড! আমি জাল মোহান্ত, না তুই জাল মোহান্ত? বেদীর গায়ে কোনও কথা খোদিত নাই, ইহা তুই কি করিয়া বলিলি?"

প্রধান মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেদীতে কি কথা খোদিত আছে, তুমি বলিতে পার?"

উচাংএর মোহান্ত বলিলেন, "আমি বলিতে না পারিলে আর কে পারিবে? বৌদ্ধ যতির মূলমন্ত্র উহাতে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে;—

বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি।
ধম্মং স্মরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং স্মরণং গচ্ছামি।"

প্রধান মোহান্ত বলিলেন, "এই একটি কথাতেই কে আসল মোহান্ত কে জাল মোহান্ত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।"—তাহার পর তিনি প্রহরীগণকে সম্বোধন করিয়া অকুমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দুষ্ট প্রবঞ্চক ও ইহার চেলাকে এখন ইহাদের বিশ্রামাগারে লইয়া যাও। এই প্রবঞ্চকই যে জাল মোহান্ত, তাহাতে আমাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহারা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাদের অপরাধ যেরূপ গুরুতর, তাহাতে প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত দণ্ড। কল্য প্রভাতে ইহাদিগকে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে গিরি পাদমূলে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাদের মৃত্যুর পর শকুনিতে ইহাদের অপবিত্র দেহের মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে।—আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিবার ইহাই উপযুক্ত শাস্তি।"

অকুমা ও আমি প্রহরী বেষ্টিত হইয়া অবনত মস্তকে আমাদের বিশ্রাম কক্ষে চলিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—— ঃ০ঃ ——

সংকল্প-সিদ্ধি

সেই গভীর রাত্রে বিচার-শেষে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমি জড়ের ন্যায় শয্যায় নিপতিত রহিলাম। এত দিন যাহা আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলাম, অবশেষে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল! এই জন্যই কি টিন্‌সিনে অকুমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? অগণ্য বিপদ ও বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া এত দূর আসিলাম; গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরি-পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্যই কি সে সকল বিপদ ও বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াছি? অকালে এই ভাবে প্রাণত্যাগের জন্যই কি তিব্বতের এই দুর্গম মঠে আসিয়াছিলাম? ইহাই কি বিধিলিপি? জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই ত এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই! সেই সরলা প্রেমবিহ্বলা প্রিয়তমা হেনাকে কত আশা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আমার এই শোচনীয় অপমৃত্যুর কথা কি কোন দিন তাহার কর্ণগোচর হইবে; না, ইহা তাহার জানিবার সম্ভাবনা নাই; বৎসরের পর বৎসর হয় ত সে আমার আশা পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে; তাহার অধরের হাস্য, নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যাইবে; অবশেষে আমার প্রত্যাগমনের আশায় হতাশ হইয়া সে ভাবিবে, আমি অবিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসঘাতক, প্রেমের স্বপ্নে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার প্রাণের আশা, মনের শান্তি, জীবনের সুখ, নয়নের নিদ্রা—সমস্ত অপহরণ করিয়া আমি বহু দূর দেশে প্রস্থান

করিয়াছি ; তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছি ।—আমার শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে কেহই কোন সংবাদ পাইবে না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা ; কিন্তু উপায় নাই, এই রাত্রেই যদি উদ্ধার লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রভাতে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে ।"

ক্রমে চিন্তা-ভার অসহ্য হইয়া উঠিল, আর একাকী বসিয়া থাকিতে পারিলাম না ; অকুমা কি করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। আমাদের জীবন যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে আমাদের ইহ-জীবনের অবসান হইবে, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, আত্মজীবনের প্রতি হয় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, না হয় তিনি পলায়নের কোনও উপায় স্থির করিয়াছেন।

আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিলেন, "কারফরমা, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ আর তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের এই বিচিত্র প্রহসনের অভিনয় সাঙ্গ হইবে।"

আমি বলিলাম, "আপনি যাহাকে প্রহসন বলিতেছেন, আমার নিকট তাহা অতি শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটক !"

অকুমা বলিলেন, "এ কেবল কথার পার্থক্য ; শেষে সমস্তই একা-কার, আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রুর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই।"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ এ সকল দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলো-

চনা করিবার অবসর নাই ; প্রভাতেই আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য, এ কথা কি চিন্তা করেন নাই ?"

অকুমা বলিলেন, "মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যু যে অনিবার্য্য এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু কল্য প্রভাতে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু হইবে, কেহই এরূপ দৈববাণী করিতে পারে না।"

আমি বলিলাম, "যদি আমরা ইতিমধ্যে এখান হইতে পলায়ন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি ত প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখি না। আপনি কোনও উপায় স্থির করিয়াছেন কি ?"

অকুমা বলিলেন, "না, এখানে আসিবার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সকল কার্য্য শেষ করিতে পারি নাই। কল্য প্রভাতে ইহারা আমাদিগকে কোথায় লইয়া গিয়া গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই ; পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিলে পলায়নের অনেক সুবিধা হইত। যাহা হউক, তুমি ভীত হইও না, নিশ্চিন্ত মনে তোমার শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম কর ; আমি এই রাত্রেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিব।"

অকুমার কথায় আমি সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না। মৃত্যু মুখব্যাদান পূর্ব্বক গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা দেখিয়া কাহার চক্ষে নিদ্রার সঞ্চার হয় ? সত্য বটে, অকুমা আমাকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আশ্বাস বাক্যে আর বিশ্বাস স্থাপনের সাহস বা প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

এই ভয়ানক স্থান হইতে কিরূপ উদ্ধার লাভ করা যায় এ সম্বন্ধে আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নানা কথা চিন্তা করিলাম, কিন্তু উদ্ধার লাভের কোন পন্থাই দেখিতে পাইলাম না। রাত্রিশেষে আমার ঈষৎ তন্দ্রা আসিয়াছিল ; হঠাৎ জাগিয়া দেখিলাম, একজন দীর্ঘ দেহ সন্ন্যাসী আমার শিয়রপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম, সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলাম : সে পূর্ব্বে কয়েকবার অকুমাকে ও আমাকে প্রধান মোহান্তের নিকট লইয়া গিয়াছিল।

সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দশ বার জন সন্ন্যাসী-প্রহরী আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া লইয়া চলিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে চলিতে লাগিলাম। তখন রাত্রি কত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কোন্ দিক যে যাইতেছি, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। বহু সংখ্যক সোপান ও সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি নূতন নূতন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কক্ষের অভ্যন্তর দিয়া আমরা একটি সুপ্রশস্ত দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। দ্বারটি প্রথমে বন্ধ ছিল, অল্পক্ষণ পরে তাহা উন্মুক্ত হইল ; দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি শীতল সুতীব্র প্রভাত সমীরণ প্রবাহ আমাদের মুখে ও ললাটে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সেই আলোকে দেখিলাম, আমরা একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছি ; সেখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমাদের পদপ্রান্তে সহস্রাধিক ফিট গভীর গহ্বর ! বোধ হয় সেই গহ্বরে নিক্ষেপ

করিবার জন্যই প্রহরীরা আমাদিগকে সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। আমি হতাশ ভাবে এক বার চতুর্দ্দিক চাহিলাম; দেখিলাম, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ শুভ্র তুষার রাশিতে মণ্ডিত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; নবোদিত অরুণের সুলোহিত রশ্মিজাল সেই দিগন্তব্যাপী তুষার স্তূপে প্রতিফলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ করিতেছে।

প্রহরীরা আমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার সময় মশাল জ্বালিয়া গিয়াছিল; তাহারা সেই মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া মশালাগ্নিভাগ গিরি-পৃষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিল। তাহার পর যেন কাহারও প্রতীক্ষায় সেখানে দণ্ডায়মান রহিল।

বুঝিলাম, তাহারা তাহাদের দলপতির আগমনের প্রতীক্ষা করি-তেছে। দলপতি সেখানে উপস্থিত হইলে, তাহার ইঙ্গিতানুসারে আমরা আমাদের পদ প্রান্তস্থ গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইব; পাঁচ সাত বা দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ইহজীবনের অবসান হইবে!—ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; এ কথা শুনিয়া তুমি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিও না; সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু, ইহা জানিয়া কোন্ বীরের হৃদয় ভয়ে অবসন্ন হইয়া না উঠে? আমি বাঙ্গালী, বীরপুরুষ বলিয়া অহঙ্কার করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, ইউরোপের বড় বড় জেনারেল এইরূপ সঙ্কটে পড়িলে আমার মতই বিচলিত হইতেন। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করা অনে-কের পক্ষেই কঠিন নহে; কিন্তু এ ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যে

অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এক বার আমার মনে হইল, এই প্রহরীগুলাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করি, এবং তাহাদিগকে ভূতলশায়ী করিয়া পলায়নের পথ পরিষ্কার করি। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প নহে, এবং কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে, তাহাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এ অবস্থায় আমার চেষ্টা সফল হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলাম না। বিশেষতঃ, অকুমার অভিপ্রায় কি, তাহা এখন পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিব না, ইহাই স্থির করিলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দুই জন প্রাচীন সন্ন্যাসী আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের ইঙ্গিতে আমরা গুহাপ্রান্তে নীত হইলাম; আমরা যেখানে দণ্ডায়মান হইলাম, সেই স্থান ও গুহার ব্যবধান এক ফুটের অধিক নহে! বুঝিলাম, আমাদের পৃষ্ঠদেশে অল্প ধাকা লাগিলেই আমরা অধোমুখে সেই অতলস্পর্শ গুহায় পড়িয়া প্রাণ হারাইব। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠে ধাকা দিবার জন্য কেহই ইঙ্গিত করিল না; এক জন দলপতি সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে আমাদিগকে বলিল, "তোমাদের প্রতি যে কঠোর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। তোমরা এখানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছ, সুতরাং তোমাদের মৃত্যুর জন্য তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ দায়ী নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি তোমাদের কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে বলিতে পার।"

আমি কোন কথা বলিলাম না, কেবল এক বার কাতর দৃষ্টিতে

অকুমার মুখের দিকে চাহিলাম ; কিন্তু তিনিও কোন কথা বলিলেন না, নত মস্তকে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

আমাদের কিছুই বলিবার নাই বুঝিয়া দলপতি সন্ন্যাসী বলিল, "দেখিতেছি তোমাদের কোনও কথা বলিবার ইচ্ছা নাই ; সুতরাং আমাদের প্রতি যে আদেশ আছে, তাহা পালনে বিলম্ব করিবার কারণ দেখি না ; তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

যে কুক্ষণে এই দুর্গম পার্ব্বত্য মঠে প্রবেশ করিয়াছি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি ; আবার নূতন করিয়া কি প্রস্তুত হইব ? আমরা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। হঠাৎ পশ্চাতে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল ; ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া সেই-দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, কয়েক জন প্রহরী আর এক জন বন্দীকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আসিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই বন্দীটির পরিচ্ছদ সন্ন্যাসীর মত ; তাহার দেহ সুদীর্ঘ ও সবল, এবং মস্তকটি মুণ্ডিত।

এই নূতন বন্দী আমাদের পার্শ্বদেশে নীত হইলে, দলপতি বলিল, "তুমি অকারণে এই মঠের এক জন সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়াছ, ভ্রাতৃ-রক্তে তোমার হস্ত কলুষিত হইয়াছে। নরহত্যাপরাধে তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।— এই দণ্ডের বিরুদ্ধে তোমার কি বলি-বার আছে ?"

বন্দী সন্ন্যাসী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বিহ্বল ভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং দলপতির পদতলে পড়িয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল ; কিন্তু তাহার সেই কাতরতায় কোন ফল হইল না। দলপতির

ইঙ্গিতমাত্র চারি জন সবলকায় দীর্ঘদেহ প্রহরী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, এবং ধাক্কা দিয়া তাহাকে পদপ্রান্তস্থ অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল; মুহূর্ত্তমাত্র তাহার কাতর চীৎকার আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল,—আত্মরক্ষার জন্য তাহার অন্তিম ব্যাকুলতা মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল! তাহার পর সকলই শেষ হইয়া গেল, সহস্রাধিক ফিট নিম্নে পর্ব্বত গুহায় তাহার দেহ সমাহিত হইল। —এতদিন পরেও যেন তাহার সেই অন্তিম আর্ত্তনাদ আমার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার সেই ব্যাকুলতা এখনও আমার মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। বুঝিলাম, আর মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমা-দিগকেও এই বন্দীর অনুসরণ করিতে হইবে।

পরমেশ্বর আছেন কিনা জানি না, জীবনে কখনও সে তত্ত্বের সন্ধান লই নাই; তিনি অসহায়ের সহায় বা পরম করুণাময় কি না, এ তর্কও কোন দিন আমার মনে উদিত হয় নাই। কখনও কখনও মনে হইয়াছে, যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহ নিয়ন্তা থাকেন, তবে তিনি চির নির্ব্বিকার, মনুষ্যের সুখদুঃখে তিনি কখনও বিচলিত হন না; পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহার নিকট সমান; তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন, কিন্তু নিয়তি খণ্ডন করিবার তাঁহার সাধ্য নাই; মোহান্ধ মূর্খেরাই বিপদে পড়িয়া তাঁহার করুণাপ্রার্থী হয়; তিনি অগতির গতি ভাবিয়া যুক্ত করে একান্ত মনে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করে।—চিরদিন এই রূপই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আজ জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দিনে, মৃত্যুর প্রখর স্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বুঝিতে পারিলাম, ভগ-বানে আত্মসমর্পণ করা মূঢ়তা নহে, তাহা মানসিক দুর্ব্বলতারও ফল

নহে ; যখন মনুষ্যের ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের সকল আশা বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন বিপদ-সমুদ্রে ভাসমান মানব ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড অবলম্বনের আশাতেও বঞ্চিত হয় ;—তখন সে যেরূপই অধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হউক, কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধে চাহিয়া ক্ষণকালের জন্যও এক বার বলিয়া উঠে, "হে অনাথনাথ, করুণানিধান জগন্নাথ, হে সর্ব্বশক্তিমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, এ নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়া কর, এই অপার বিপদ-সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

আমার মনের ভাবও তখন ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। আমি মনে মনে প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিলাম। যে কখনও তাঁহাকে ডাকে নাই, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত স্মরণ করে নাই, বিপদে পড়িয়া সে তাঁহাকে ডাকিল। বিপদে না পড়িলে বুঝি কেহ তাঁহাকে ডাকেনা; প্রলয়ের মেঘ বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করিয়া মস্তকের উপর ঘনাইয়া না আসিলে বুঝি কেহ তাঁহাকে স্মরণ করে না!—তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকিয়া অন্তরে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। উর্দ্ধে এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম, প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত সুনীল আকাশ অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গের সহিত আলিঙ্গন করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ড প্রভাত সমীরণ প্রবাহে নীলাকাশে অনন্তের পথে ভাসিয়া চলিয়াছে। যাহা কিছু দেখিলাম সকলই স্বাভাবিক ; সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে প্রকৃতি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, সে দিন তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলাম না ; কেবল আমার ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, বিচলিত চিত্তে দারুণ ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল! সেই অন্তিম মুহূর্ত্তেও অতীত জীবনের অনেক কথা আমার মনে পড়িয়া গেল ; সুখ দুঃখ, আশা, ভালবাসা ও

বেদনার বন্ধন-স্মৃতিতে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন টন্ টন্ করিতে লাগিল। আমি এক বার অকুমার মুখের দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম তাঁহার মুখ ভাবসংস্পর্শ বিহীন, তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত ; জীবনের এরূপ মহাসঙ্কটকালে এরূপ প্রকৃতিস্থ থাকা অল্প সাধনার ফল নহে।

দলপতি সন্ন্যাসী আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের এই অন্তিম কালে যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পার।—তোমাদের কি কোনও প্রার্থনা নাই ?"

অকুমা এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, কিন্তু সে প্রার্থনা আমার নিজের জন্য নহে, তত্ত্বজ্ঞগণের জ্ঞানানুশীলনের সুবিধার জন্যই আমার এ প্রার্থনা। আমি জানি, জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; কিন্তু এ ভাবে পর্ব্বত-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ইহ-জীবনের অবসান হইবে, ইহা কখনও কল্পনা করি নাই। আপনারা কেন এ ভাবে আমার দেহ নষ্ট করিবেন ? যখন আমি দেশে ছিলাম, সেই সময় একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমার মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ অসাধারণ মস্তক লক্ষ জনের মধ্যেও দুর্লভ। আমার এই সহচরটির দেহের মাংসপেশী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে। আমাদের মৃত্যুর পর আমার মস্তিষ্ক ও আমার সহচরের মাংসপেশী ব্যবচ্ছেদ করিলে কোন-না-কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার অসম্ভব নহে ; যদি আমার মৃত্যুতে বিজ্ঞানের কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের সুবিধা হয়, তাহা হইলে সেই মৃত্যু আমার পক্ষে যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক, তাহা আমি শ্লাঘার বিষয় মনে করিব।"

অকুমার কথা শুনিয়া দলপতি সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গীর সহিত কি পরামর্শ করিল; তাহার পর অকুমাকে বলিল, "তোমার সাহসে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি যে কথা বলিলে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য; কিন্তু মোহান্ত-মহারাজদ্বয়ের মত না জানিয়া এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব! আজ সমস্ত দিন তাঁহারা ধ্যানস্থ থাকিবেন, সুতরাং আগামী কল্য প্রভাত ভিন্ন তাঁহাদের মতামত জানিতে পারিব না; তাঁহাদের দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের প্রাণদণ্ড রহিত থাকিল।"

অতঃপর দলপতি প্রহরীগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তাহারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের শয়ন কক্ষে রাখিয়া গেল।

বিশ্রাম কক্ষে ফিরিয়া অকুমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপ বুঝিতেছ?"

আমি বলিলাম, "ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তবে দেখিতেছি, আরও এক দিন পর্য্যন্ত আমাদের পরমায়ু আছে।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, জীবন রক্ষা-বিষয়ে তুমি একবারে হতাশ হইয়াছ; কিন্তু আমি এখনও হতাশ হই নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেন আশা ত্যাগ করিব? বলে যাহা না হয়, কৌশলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে; আজ রাত্রে আমাদের পলায়নের একটা-না-একটা সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু অন্য কথা বলিয়া সময় চাহিলে ইহাদের মনে সন্দেহ হইতে পারে ভাবিয়া আমি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোনও উপায় স্থির করিয়াছেন

কি ? ইচ্ছা করিলেই যে আমরা এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না।"

অকুমা বলিলেন, "পলায়নের একটা ফন্দী আমার মাথায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে কি না, ইহাই ভাবিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাজটি কি এতই অসম্ভব ?"

অকুমা বলিলেন, "না, অসম্ভব নহে, কিন্তু কঠিন বটে ! আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল কাজে হাত দিয়াছি, তাহাদের কোনটাই বা সহজ ? যাহাহউক, এখন সে সকল কথা বলিবার সময় নহে,এখন তুমি তোমার কক্ষে গিয়া বিশ্রাম কর, সময়ান্তরে তোমাকে সকল কথা বলিব।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া আমার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিন যে কি ভাবে কাটিল, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই ; মনের সেই অশান্তি দুই এক দিন স্থায়ী হইলে বোধ হয় আমি পাগল হইতাম। যাহা হউক, দিনটা কোন রূপে কাটিয়া গেল ; সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরাতলে পরিব্যাপ্ত হইল। সন্ধ্যার পর অকুমা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "সমস্ত দিন ধরিয়া আমি আমাদের মুক্তির উপায় চিন্তা করিয়াছি ; অবশেষে যে উপায় স্থির করিয়াছি তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। যে সন্ন্যাসী আমাদের এখানে খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে বোধ হয় উপস্থিত হইবে। সে খাদ্যসামগ্রী নামাইয়া রাখিয়া যখন প্রত্যাগমনের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিব ; এবং উভয় হস্তে তাহার গলা সজোরে

চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিব। একখানি ক্লোরোফরম্-সিক্ত স্পঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই তোমার হাতে থাকিবে; তাহাকে চীৎকার করিবার অবসর না দিয়া সেই স্পঞ্জখানি তুমি তাহার নাসিকায় চাপিয়া ধরিবে। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তুমি স্বয়ং তাহা পরিধান করিবে, এবং তাহার ঘাটাটোপ মাথায় আঁটিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইবে। দরজা বন্ধ দেখিয়া তুমি হতাশ হইও না; আমি জানি, আমাদের খাদ্য-বাহক সন্ন্যাসী দরজায় আঘাত করিলেই, যে দুই জন প্রহরী দরজার বাহিরে বসিয়া থাকে, তাহারা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দেয়। তুমি দরজায় আঘাত করিবামাত্র, তাহারা দরজা খুলিয়া দিবে; তুমি সিঁড়ী দিয়া নামিবার সময় একটি স্বর্ণ মুদ্রা এভাবে ফেলিয়া দিবে, যেন তাহা দেখিয়া প্রহরীরা বুঝিতে পারে তাহা দৈবাৎ তোমার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র এক জন প্রহরী তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য নিশ্চয়ই মস্তক অবনত করিবে; তুমি সেই অবসরে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিবে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব, সেই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় প্রহরীকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিব; কাহাকেও শব্দ মাত্র করিবার অবসর দেওয়া হইবে না।—যাহা যাহা করিতে হইবে বুঝিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, কিন্তু কাজটি বড়ই কঠিন; ইহাতে অত্যন্ত সাহসের আবশ্যক।"

অকুমা বলিলেন, "আমাদেরই বা সাহসের অভাব কি? যেমন রোগ ঔষধও সেইরূপ হওয়া চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর কি করিতে হইবে ?"

অকুমা বলিলেন, "তাহার পর আমি এক জন প্রহরীর পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক বাহিরের দিকে পলায়ন করিব, তুমি আমার অনুসরণ করিবে।—ইহার কি ফল হইবে তাহা এখন বলিতে পারি না ; অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হইবেই ; সে সকল কথা এখন চিন্তা করিয়া কোনও লাভ নাই। তুমি আমার প্রস্তাবানুসারে কাজ করিতে সম্মত আছ ?"

আমি বলিলাম, "এখান হইতে পলায়নের চেষ্টায় যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই ; পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে হাজার ফিট নীচে পড়িয়া চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা তাহা অনেক ভাল।"

অকুমা বলিলেন, "উত্তম, এখন আমরা প্রস্তুত হইয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্য-বাহক সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকি ; তাহার আসিবার বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব নাই।"

আমি স্পঞ্জ ও ক্লোরোফরম লইয়া বসিয়া রহিলাম ; প্রায় ২০ মিনিট সেই সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইল। সময় আর কাটে না, এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল ; তাহার পর অদূরে সন্ন্যাসীর পদশব্দ শুনিতে পাইলাম।

অকুমা নিম্ন স্বরে বলিলেন, "খাবার আসিতেছে।"

আমি স্পঞ্জে ক্লোরোফরম ঢালিয়া বলিলাম, "আমিও প্রস্তুত আছি।"

ইতিমধ্যে খাদ্যবাহক সন্ন্যাসী এক হাতে খাদ্যসামগ্রী ও অন্য হাতে একটি মশাল লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ; সে তাহার হাতের

মশালটি দেওয়ালের একটি ছিদ্রে আটকাইয়া রাখিয়া পায়সের খোরা অন্য দিনের মত জলচৌকীর উপর রাখিল; তাহার পর সে ফিরিয়া যেমন মশালটি লইতে যাইবে, অমনই অকুমা ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিলেন, ও উভয়হস্তে সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন। আমি সেই মুহূর্ত্তেই ক্লোরোফরমসিক্ত স্পঞ্জখানি তাহার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিলাম! সন্ন্যাসী অকুমার হাত ছাড়াইবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে ক্লোরোফরমের প্রভাবে অভিভূত হইয়া অবিলম্বে সংজ্ঞাহীন ভাবে ভূতলে পতিত হইল।

অকুমা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "উহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া শীঘ্র পরিধান কর।"

আমি তৎক্ষণাৎ সেই সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলাম। পলায়নের আশায় আমার দেহে যেন সিংহের ন্যায় বল পাইলাম, মন উৎসাহে পূর্ণ হইল। আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা হস্তে লইয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম; অকুমাও আমার অনুসরণ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল, আমি তাহাতে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র প্রহরী তাহা খুলিয়া দিল। আমি সোপানশ্রেণী দিয়া নামিবার সময় স্বর্ণ মুদ্রাটি ফেলিয়া দিলাম, এক জন প্রহরী তাহা দেখিয়া, মুদ্রাটি কুড়াইয়া লইবার জন্য মাটীর উপর যেমন ঝুঁকিয়া পড়িল; অমনই আমি তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলাম। দ্বিতীয় প্রহরী এই ব্যাপার দেখিবামাত্র আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল; অকুমা তাহার পশ্চাতেই ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন; এবং ক্লোরোফরম সিক্ত স্পঞ্জের সহায়তায়

তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। আমি যে প্রহরীটাকে ধরিয়াছিলাম, সে অত্যন্ত বলবান; সে আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিল। আমি অধিক কাল তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ; অন্ততঃ, যদি কোন উপায়ে সে গলা ছাড়াইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিত; কিন্তু অকুমার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতায় সেরূপ কোন বিপদ ঘটিল না। তিনি যে প্রহরীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন সে সংজ্ঞাহীন হইলে, তিনি আমার সাহায্যে আসিলেন, এবং ক্লোরোফরম দ্বারা আমার করকবলিত প্রহরীটিকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।—দুই তিন মিনিটের মধ্যেই সকল কাজ শেষ হইয়া গেল।

অকুমা এক জন প্রহরীর ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া আমাকে বলিলেন, "আর এখানে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা হইবে না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রহরী পরিবর্ত্তিত হইবে; নূতন প্রহরীরা এখানে আসিলেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে যে কোন উপায়ে হউক, মঠের বাহিরে যাইতে হইবে; নতুবা আমাদের পরিত্রাণ নাই।"

অকুমা অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিলেন, আমিও দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কত কক্ষ, সুড়ঙ্গ, গৃহপ্রাঙ্গন ও সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলাম, তাহা বলিতে পারি না; প্রাণেরভয়ে যেন আমরা উড়িয়া চলিতে লাগিলাম, কিন্তু ক্রমাগত ঘুরিয়াও আমরা সেই গোলকধাঁধার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। এক একবার মনে হইতে লাগিল, হয় ত এখান হইতে উদ্ধার লাভ করা আমাদেরপক্ষে অসম্ভব।

ছুটিতে ছুটিতে আমার মনে হইল, ক্রমাগতই চলিতেছি, অথচ পথ শেষ হইতেছে না ; বোধ হয় পথ ভুলিয়াছি! আমার সন্দেহের কথা অকুমাকে বলিলাম।

অকুমা বলিলেন, "না, পথ ভুল হয় নাই ; কিন্তু মঠের বাহিরে যাইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে ; এখানকার কাজ এখনও শেষ করিতে পারি নাই! তুমি কি মনে কর, এত বিপদ মাথায় লইয়া, এত কষ্ট সহ্য করিয়া, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া, শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? না, আমি তত নির্ব্বোধ নহি, ইহাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে যে দুই একটি অমূল্য দ্রব্য আছে, তাহা হস্তগত না করিয়া আমি মঠ হইতে বাহির হইব না। এখন আমরা সেই যন্ত্রাগারে চলিয়াছি ; সেখানকার কার্য্য শেষ হইলে মঠের বাহিরে যাইব।"

অকুমা যেখানে দাঁড়াইয়া আমাকে এই সকল কথা বলিতেছিলেন তাহার দক্ষিণাংশে একটি সুড়ঙ্গ ছিল ; সুড়ঙ্গদ্বারে একটি মশাল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল। অকুমা বলিলেন, "এই মশাল নিভিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে, নতুবা অন্ধকারে পথ ঠিক করিয়া যাইতে পারিব না।"

অকুমা প্রাচীরের ছিদ্র হইতে মশালটা খুলিয়া লইয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম ; শত শত চর্ম্মচটিকা আমাদের মস্তকের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে এমন দুর্গন্ধ যে, আমাদের নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইল!

সুড়ঙ্গ শেষ হইলে আমরা অপেক্ষাকৃত একটি বৃহদাকার গুহায় প্রবেশ করিলাম ; গুহার প্রান্তে একটি দ্বার, দ্বারটি একটি অর্গল দ্বারা রুদ্ধ ছিল। অর্গলটি খুলিয়া আমরা একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দেখিতে পাইলাম। এই কক্ষের এক প্রান্তে আর একটি দ্বার আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই দ্বারটি অত্যন্ত সুদৃঢ় স্থূল কাষ্ঠে নির্ম্মিত. দ্বারটি তিন স্থানে তিনটি বড় বড় তালা দিয়া বন্ধ করা, কেহ যে সেই সকল তালা ভাঙ্গিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। অকুমা দ্বারটি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে ঔষধের বাক্সটি বাহির করিলেন। সেই বাক্সে অস্ত্র-চিকিৎসকগণের নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ একখানি তীক্ষ্ণধার করাত ছিল। মানুষের হাড় কাটিবার জন্য ডাক্তারেরা এই করাত ব্যবহার করেন। দেখিলাম, এই করাত দিয়া কেবল যে মানুষের হাড় কাটা যায় এরূপ নহে, লৌহদণ্ড পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা অনায়াসে কাটা যাইতে পারে! অকুমা তালা তিনটির বক্র লৌহদণ্ড সেই করাতের সাহায্যে প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে কাটিয়া ফেলিলেন! তখন আমরা দরজা ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কক্ষ মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশি, নানা আকারের বোতল, অতি প্রাচীন যুগের জীর্ণ কাগজপত্র, শত শত প্রকার বৃক্ষের লতা, বল্কল, মূল ও পত্র স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত দেখিলাম। অকুমা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা শিশি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার ঝুলির মধ্যে ফেলিলেন, তাহার পর সেই কক্ষে সংরক্ষিত একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক পূর্ব্বোক্ত উপায়ে খুলিয়া সিন্দুকের ভিতর হইতে পালি ভাষায় লিখিত

একখানি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিলেন। মশালের আলোকে দেখিলাম এই পাণ্ডুলিপির কাগজ এত পুরাতন যে, তাহার বর্ণ পীতাভ হইয়া গিয়াছে, এবং খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে; বোধ হইল পুস্তকখানি দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের পুরাতন!

কার্য্য শেষে অকুমা আমাকে বলিলেন, "কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, চল এখান হইতে বাহির হওয়া যাউক।" ইতিমধ্যে আমার হাতের মশালটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল।—আমরা সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দাড়াইয়া রহিলাম!

অকুমা বলিলেন, "মশালটা নিভিয়া যাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইল; কিন্তু আক্ষেপ করিয়া ফল নাই, হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে এখান হইতে বাহির হইতে না পারিলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।"

আমি বলিলাম "আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কোন্ দিকে যাইব, পথ কোথায়?"

অকুমা আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, আমরা কোন্ পথ দিয়া কত দূর চলিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনেক ক্ষণ পরে অকুমা আমাকে বলিলেন, "সম্মুখে সিঁড়ী, এই সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিতে হইবে।"

আমরা উভয়ে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটি গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম। এই গুহাটিও নির্ব্বিঘ্নে পার হইলাম, তাহার পরেই আর একটি সুড়ঙ্গ পাইলাম। এই সকল পথের আট দশ গজ ব্যবধানে এক একটি প্রজ্বলিত মশাল থাকায় আমাদের চলিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইল না। শেষ সুড়ঙ্গটি পার হইয়া যেখানে আসিলাম,

সেই স্থানে মশালের আলোকে দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে—তিন দিকে তিনটি পথ দেখিতে পাইলাম।

অকুমা বলিলেন, "দেখিতেছি তিন দিকেই পথ! কোন্ পথ ধরিলে বাহিরে যাইতে পারিব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সম্মুখের পথ ধরিয়াই চল।"

যে সুবিস্তীর্ণ হলে প্রথম দিন আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক নীত হইয়াছিলাম, চলিতে চলিতে অবশেষে সেই হলে উপস্থিত হইলাম। ঠিক সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে বহু লোকের মিশ্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম; যেন অনেক লোক হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া ব্যস্ত ভাবে কি খুজিতেছে!

অকুমা বলিলেন, "সন্ন্যাসীরা আমাদের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে, আমরা পলায়ন করিয়াছি, এতক্ষণ পরে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; এখন কোন কৌশলে শীঘ্র মঠের বাহিরে যাইতে না পারিলে আর আমাদের পরিত্রাণ নাই।"

সন্ন্যাসীদের কণ্ঠধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী বোধ হইতে লাগিল; বুঝিলাম, অবিলম্বেই উহারা আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। আমরা আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সম্মুখে যে পথ পাইলাম, সেই পথেই ছুটিয়া চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা পথভ্রান্ত হই নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে মঠের বাহিরের দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। এক জন সবলকায় সন্ন্যাসী সেই দেউড়ীর দ্বার রক্ষা করিতেছিল; আমি দ্বারের সম্মুখীন হইবামাত্র সে তাহার হস্তস্থিত সুদীর্ঘ লৌহদণ্ড উদ্যত করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহার লাঠি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া মাটীতে

পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমি এক লাফে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকটি এত জোরে দেঁউড়ীর পাষাণ-প্রাচীরে ঠুকিয়া দিলাম যে, তাহার মস্তক সুপক্ক বেলের মত চূর্ণ হইয়া গেল! দেউড়ীর দরজার ভিতরের দিকের কড়াতে দ্বারের প্রকাণ্ড তালাটি ঝুলিতেছিল; অকুমা তালা খুলিয়া লইয়া দ্বারের বহির্দেশের কড়ায় তাহা লাগাইয়া চাবি বন্ধ করিলেন, এবং চাবিটি তাঁহার আলখেল্লার পকেটে ফেলিয়া দ্রুতবেগে সম্মুখে ধাবিত হইলেন; আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যঃ পলায়তি স জীবতি

মঠ হইতে এইরূপে বহির্গত হইয়া উন্মুক্ত পর্ব্বতে আসিয়া যেন আমাদের দেহে নব-প্রাণের সঞ্চার হইল। আমার মনে হইল এই গোলক-ধাঁধার ভিতর হইতে যখন বাহির হইতে পারিয়াছি, তখন কোন-না-কোন উপায়ে প্রাণ লইয়া নিরাপদ স্থানে পলাইতে পারিব। তখনও প্রভাত হয় নাই, তবে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখনও চতুর্দ্দিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তুষার-শীতল নৈশ সমীরণ তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাতেও আমরা নিরুৎসাহ হইলাম না, দীর্ঘকাল পথশ্রমেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করিলাম না; মনে হইল, জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে সমস্ত দিন এই ভাবে দৌড়িতে পারিব। সেই নিদারুণ নৈশ অন্ধকারে অনুসরণকারীরা আমাদের সন্ধান পাইল না। রাত্রিশেষে বায়ুর বেগ এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সেই নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য প্রদেশে আমাদের পদশব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমরা একই ভাবে সেই উপত্যকার উপর দিয়া ছুটিলাম; কোথায় যাইতেছি, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। কত পথ অতিক্রম করিয়াছি তাহাও ধারণা করিতে পারিলাম না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে অকুমা হঠাৎ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, দৌড়িতে দৌড়িতে আমিও থামিলাম ; দেখিলাম সম্মুখে পথ নাই !

অকুমা বলিলেন, "আমারা এখনও নিরাপদ হইতে পারি নাই ; এখন কোন্ দিকে যাই ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্ন্যাসীরা কি এত দূরও আমাদের অনুসরণ করিবে ?"

অকুমা বলিলেন, "নিশ্চয়ই করিবে ; আমি মঠ হইতে যে সকল অমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার হস্তগত করিবার জন্য আমাদের অনুসরণে উহারা পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইতেও কুণ্ঠিত হইবে না ! এখন আমরা মঠ হইতে অধিক দূরে আসি নাই ; মঠের সিংহদ্বার হইতে এই স্থান তিন ক্রোশের অধিক হইবে না। মঠের বহু সন্ন্যাসী আমাদিগকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; দিবাভাগে আমরা পথে বাহির হইলেই তাহাদের হস্তে বন্দী হইব। সুতরাং সমস্ত দিন আমাদিগকে কোন পর্ব্বত গুহায় লুকাইয়া থাকিতে হইবে ; রাত্রি কালে আমরা পথ চলিব।"

আমরা কয়েক মিনিট সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কোন্ পথে যাইবেন ?"

অকুমা বলিলেন, "আমিও ত তাহাই ভাবিতেছি ; সম্মুখের পর্ব্বতটি অতি দুরারোহ, এই রাত্রে তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করা অসম্ভব। দক্ষিণ দিকের পাহাড় অপেক্ষাকৃত ঢালু বোধ হইতেছে ; ঐ দিকেই চল, কতদূর যাওয়া যায় দেখা যাউক।"

আমরা উভয়ে সেই ঢালু গিরিপৃষ্ঠ দিয়া চলিতে লাগিলাম ; আরও

প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; বায়ুর শীতলতাও অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইল। শীতে আমার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। প্রাণের ভয়ে এতক্ষণ উর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়াইয়াছি, আর দৌড়াইতে পারিলাম না; মন্থর গতিতে চলিতে লাগিলাম। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পূর্ব্বাকাশে উন্নত গিরিশৃঙ্গের উর্দ্ধে অরুণোদয় দেখিতে পাইলাম।

অকুমা বলিলেন, "আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের কোন গিরি-গুহায় লুকাইয়া থাকিতে হইবে; সন্ধ্যার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিব।"

অনেক চেষ্টার পর আমরা একটি গিরিগুহার সন্ধান পাইলাম; এই গুহাটির তিন দিকের পাহাড় যেরূপ উচ্চ, তাহাতে সেখানে লুকাইয়া থাকিলে শত্রুরা আমাদের সন্ধান পাইবে না, ইহা বুঝিতে পারিলাম। কতকগুলি শুষ্ক পার্ব্বত্য তৃণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গুহা-মধ্যে শয্যা রচনা করিলাম, এবং সেই শয্যায় শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। কিছু কাল বিশ্রামের পর আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী ছিল না; ক্রমে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম।

আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইলেও অকুমার মুখে একবারও ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা শুনিতে পাইলাম না; তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "মঠের সন্ন্যাসীদের চোখে ধূলা দিয়া যে ভাবে পলাইয়া আসিয়াছি, ইহা সকলের সাধ্য নহে; আমাদের এই অদ্ভুত পলায়ন কাহিনী শুনিলে এসকল কথা সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

আমি বিরক্তি ভরে বলিলাম, "কেহ দশ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেও আমি আর কখনও এরূপ স্থানে আসিব না।

আমরা উভয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহার উপর প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছি। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইল।

নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিলাম, তখনও বেলা শেষ হয় নাই; রুক্ষ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে ঝটিকার ন্যায় বেগে বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া গুহামধ্যে অকুমাকে দেখিতে না পাইয়া আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল; হয় ত তিনি হঠাৎ কোন বিপদে পড়িয়াছেন, ভাবিয়া আমি গুহার বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অকুমা জানু ও উভয় হস্তে ভর দিয়া সঙ্কুচিত দেহে অতি ধীরে গুহায় প্রবেশ করিলেন। আমি তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে নির্ব্বাক থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর আমার পাশে আসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সন্ন্যাসীরা এখানেও আমাদের অনুসরণে আসিয়াছে।"

আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিল; নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহারা কতদূরে আছে?"

অকুমা বলিলেন, "তাহারা অত্যন্ত কাছে আসিয়াছে, বোধ হয় ত্রিশ গজের অধিক দূরে নাই।"

সন্ন্যাসীদের পদ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য আমি উদ্যত কর্ণে বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে তাহাদের কলরব স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। যদি তাহারা দৈবক্রমে আমাদের সন্ধান

পায়, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে ভাবিয়া আমার বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইল, আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়া রহিলাম। আমার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল। সন্ন্যাসীদের পদশব্দে বুঝিলাম তাহারা আমাদের গুহাদ্বার হইতে দশ পনের হাতের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে! যদি তাহারা খুজিতে খুজিতে আমাদের গুহাদ্বারে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সহজে আত্মসমর্পণ করিব না, রীতিমত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা আমাদের গুহার দিকে আসিল না, ক্রমে তাহাদের পদশব্দ আর শুনিতে পাইলাম না; পর্ব্বত-কন্দরে তাহাদের কণ্ঠস্বরের যে প্রতিধ্বনি হইল, তাহা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে; অকুমারও উদ্বেগ দূর হইল।

সন্ধ্যার পর আবার আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম, এবং অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে অনেক চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিয়া রাত্রিশেষে আমরা একটি সুপ্রশস্ত পার্ব্বত্য অধিত্যকায় উপস্থিত হইলাম। প্রত্যূষে উষালোকে এই অধিত্যকার এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম।

অকুমা বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন এই অধিত্যকার এক অংশে একটি গুহায় লুকাইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা আবশ্যক; আজও সমস্ত দিন যদি উপবাস করিতে হয়, তাহা হইলে রাত্রে আর পদমাত্র চলিবার শক্তি থাকিবে না।"

আমি বলিলাম, "দীর্ঘ কাল অনাহারে থাকিয়া আমার পেটের নাড়ী

গুলা পর্য্যন্ত হজম হইবার উপক্রম হইয়াছে! কিছু না খাইলে আর চলিতেছে না; তদ্ভিন্ন বেশ পরিবর্ত্তন করাও আবশ্যক, আমাদের এই পোষাকে ধরা পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।"

অকুমা বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, খাদ্যসামগ্রী ও কিছু পরিচ্ছদ সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ না করিলেই নয়।"

আমরা গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রামখানি ক্ষুদ্র, অধিবাসীগণের অবস্থাও তেমন সচ্ছল বোধ হইল না। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম, গ্রামে পঞ্চাশখানির অধিক ঘর নাই; গৃহের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত, ছাদগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। অধিকাংশ গৃহেরই দুইটী কক্ষ; একটি কক্ষে গৃহস্থ সপরিবারে বাস করে, অন্য কক্ষটিতে ছাগ মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলি রাখা হয়। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের একটির অধিক কক্ষ নাই; মানুষে ও পশুতে একই কক্ষে বাস করে।

আমাকে পথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অকুমা একখানি দোকানে প্রবেশ করিলেন। তখনও বেলা অধিক হয় নাই, বাতাস অত্যন্ত শীতল; উপযুক্ত শীত বস্ত্রের অভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পথিমধ্যে আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম।

প্রায় বিশ মিনিট পরে অকুমা পশুলোমে নির্ম্মিত কতকগুলি গরম কাপড় দুইখানি পুরু কম্বল ও কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। খাদ্যসামগ্রী দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির! কতগুলি অর্দ্ধদগ্ধ, শুষ্ক রুটি ভিন্ন তিনি অন্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; আমি ইহা দেখিয়া বিরক্তি

প্রকাশ করিলে, তিনি পুনর্ব্বার গ্রামে প্রবেশ করিলেন; এবং এক ভাঁড় গরম দুধ ও কয়েকটি ডিম লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন। এবার আমার মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। দোকানদার যাহাতে কাহারও নিকট আমাদের কথা প্রকাশ না করে, এই অভিপ্রায়ে অকুমা তাহাকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া আসিয়াছিলেন। আমরা পথপ্রান্তে বসিয়া আহার শেষ করিলাম; তাহার পর শীতবস্ত্রগুলি দুইটি বাণ্ডিলে বাঁধিয়া পূর্ব্বমুখে চলিলাম।

প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের দুর্গমতর অংশে একটি গুহায় আমরা সে দিনের মত আশ্রয় লইলাম। সেই গুহা হইতে কিছু দূরে কতকগুলি উচ্চ পার্ব্বত্য বৃক্ষের একটি জঙ্গল দেখিতে পাইলাম; স্থির করিলাম, এবার আমরা এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইব। আমরা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নবক্রীত পরিচ্ছদাদি দ্বারা তিব্বতীর বেশ ধারণ করিলাম। বুঝিলাম, শত্রুপক্ষ এরূপ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া আমাদের সন্ধান করিতে পারিবে না; সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা উভয়ে নিদ্রিত হইলাম।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, বলিতে পারি না। দূরে হঠাৎ কুকুরের চীৎকার শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, আমার পার্শ্বে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া অকুমা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; আমি তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া তুলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়াজিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শীঘ্রই আবার কোনও নূতন বিপদে

পড়িতে হইবে ; নিকটে লোকালয় নাই, কিন্তু কুকুরের কোলাহল শুনা যাইতেছে!"

কুকুরগুলি তখন আর ডাকিতেছিল না। অকুমা বলিলেন, "কই আমি ত কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইতেছি না।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুকুরগুলি আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিবামাত্র, অকুমা এক লম্ফে গুহার বাহিরে আসিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমরা মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলাম, অনুসরণকারীরা আমাদের সন্ধান করিতে না পারিয়া এবার কুকুর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে! এই সকল কুকুরের নাম 'দেগ্‌গি' কুকুর। এই সকল তিব্বতীয় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ ; ইহারা যেরূপ ভীষণদর্শন, সেইরূপ বলবান। তিব্বতীরা পলায়িত শত্রুর সন্ধান করিতে না পারিলে, তাহাদের ধরিবার জন্য এই সকল কুকুরের সহায়তা গ্রহণ করে। আমরা বুঝিলাম, এবার আর আমাদের রক্ষা নাই!

অকুমা বলিলেন, "আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা হইবে না ; এখনই এখান হইতে পলায়ন না করিলে কুকুরগুলা আমাদের আক্রমণ করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।"

অকুমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমরা শশকের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। দুরারোহ অসমতল গিরিপৃষ্ঠ দিয়া দৌড়াইতে আমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসিল ; তথাপি প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে যে অরণ্যের কথা বলিয়াছি, ছুটিতে ছুটিতে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহা একটি শালবন ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ গিরিপৃষ্ঠে

উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।—এই অরণ্য ভেদ করিয়া আমরা ছুটিতে লাগিলাম।

অনেক ক্ষণ পরে আমরা অরণ্যের শেষভাগে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান হইতে পর্ব্বত ঢালু হইয়া নামিয়াছে, সুতরাং পর্ব্বতের এই অংশ দিয়া যাইতে আমাদের তেমন কষ্ট হইল না। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল; আমরা অরণ্য অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের যে অংশে উপস্থিত হইলাম, সেখানে একটিও বৃক্ষ, এমন কি, একটি গুল্ম পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না; যত দূর দৃষ্টি যায়, তত দূর পর্য্যন্ত মুক্ত প্রান্তর; সে প্রান্তরে বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম কিছুই নাই। আমরা বুঝিতে পারিলাম, এই প্রান্তরের ভিতর দিয়া গমন করিলে আমাদের অনুসরণকারীরা শাল বন অতিক্রম করিয়া তাহার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইবামাত্র, আমরা যতদূরেই থাকি, আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। আমাদিগকে দেখিয়া কুকুরগুলি নিশ্চয় আমাদের অনুসরণ করিবে; তাহারা যেরূপ দ্রুতগামী তাহাতে আমাদের আক্রমণ করিতে তাহাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু লুকাইবার অন্য কোন উপায়ও দেখিলাম না। প্রান্তর-প্রান্তে বহু দূরে একটি উন্নত উপত্যকা ছিল, আমরা প্রাণ হাতে করিয়া সেই দিকেই ছুটিতে লাগিলাম; কিন্তু অর্দ্ধপথ অতিক্রম না করিতেই আমরা পশ্চাতে ফিরিয়া সভয়ে দেখিলাম, তিনটি ভীষণাকার কুকুর পূর্ব্বোক্ত শাল বন অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রবেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! আমাদের অনুসরণকারী সন্ন্যাসীগণের উৎসাহসূচক চীৎকার ধ্বনি পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে

লাগিল। কুকুরগুলিও প্রতিমুহূর্তে আমাদের অধিকতর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল!

আমরা বুঝিলাম, আর দশ মিনিটের মধ্যেই তাহারা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, সে সময় যদি তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের প্রাণরক্ষা দুরূহ হইবে। প্রথমে স্থির করিলাম, কুকুরগুলা আক্রমণ করিতে আসিলে আমরা কোনও গাছে চড়িয়া প্রাণরক্ষা করিব, তাহার পর গাছের উপর হইতে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিব।

কিন্তু আমাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা হইল না। এমন একটিও গাছ দেখিলাম না—যাহার উপর উঠিয়া আমরা প্রাণরক্ষা করিতে পারি; সুতরাং প্রাণভয়ে পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে লাগিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে একটি তৃণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, লম্বা লম্বা পার্ব্বত্য ঘাসে ক্ষেত্রটি আচ্ছাদিত। এই ঘাসের মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, কুকুর তিনটির মধ্যে একটি কুকুর আমাদের প্রায় দশ পনের হাত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে! অকুমা আমার অগ্রে অগ্রে দৌড়িতেছিলেন; হঠাৎ তিনি উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া পশ্চাতে নিপতিত হইলেন! ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমিও সেই ভাবে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম। অকুমা বলিলেন, "দেখিতেছ কি? সম্মুখেই খরস্রোতা গিরিনদী, যদি আমরা আর দুই পদ অগ্রসর হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঝোঁক সামলাইতে পারিতাম না; তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। এ নদীতে পড়িলে উদ্ধারলাভ করা সহজ হইত

না, ডুবিয়া মরিতে হইত। সম্মুখে নদী, পশ্চাতে কুকুর; এ মহা সঙ্কটে উপায় কি?”

অকুমার কথা শেষ হইতে না হইতে অগ্রবর্ত্তী কুকুরটি এক লম্ফে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু সে তাঁহাকে দংশন করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বাম হস্তে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ছুড়িলেন। সেই অব্যর্থ গুলির আঘাতে কুকুরটা ভীষণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রায় পাঁচ হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ইত্যবসরে দ্বিতীয় কুকুরটি আমাকে আক্রমণ করিল, আমিও এক-গুলিতে তাহাকে বধ করিলাম। তৃতীয় কুকুরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দান্ত, এবং বোধ হইল সে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান। সে তাহার সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে সাহস করিল না, অদূরে দাঁড়াইয়া বিকট শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

অকুমা বলিলেন, “শীঘ্র উহাকে গুলি কর; উহার চীৎকারে অনু-সরণ কারীরা এখনই এখানে আসিয়া পড়িবে।”

আমি সেই মুহূর্ত্তে পিস্তলের ঘোড়া টিপিলাম, কিন্তু আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; গুলি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না, কাণের পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল! এবার কুকুরটা ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। যদি আমি তৎক্ষণাৎ সবেগে হাত তুলিয়া তাহাকে আটকাইতে না পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমার গ্রীবাদেশ দংশন করিত। আমার জীবনসঙ্কট বুঝিতে পারিয়া অকুমা তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন; গুলি আমার

হাতের পাশ দিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত দেহ গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইল।

অকুমা বলিলেন, "আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বিলম্ব করা হইবে না; শত্রুরা অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে, কুকুরগুলার মৃত দেহ সর্ব্বাগ্রে নদীতে নিক্ষেপ করা যাউক।"

কুকুর তিনটিকে দুই হস্তে টানিয়া আমরা নদীতে নিক্ষেপ করিলাম; দুই মিনিটের মধ্যেই এই কার্য্য শেষ হইল। পশ্চাতে চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমরা চাহিয়া দেখিলাম, কয়েক জন দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসী অরণ্য অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা যেরূপ দ্রুত আসিতেছিল, তাহাতে বোধ হইল, আর দশ পনের মিনিটের মধ্যেই তাহারা আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িবে।

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, "এখন উপায় কি? সম্মুখে এই খরস্রোতা ভীষণ গিরিনদী; পশ্চাতে সশস্ত্র শত্রুদল উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে; দক্ষিণে, বামে অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী; তাহাতে উঠিয়া আত্মরক্ষা করা অসম্ভব! এখন কোথায় যাই?"

অকুমা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এই নদীতে লাফাইয়া পড়া ভিন্ন বাঁচিবার অন্য উপায় নাই; এই নদীর স্রোত যেরূপ প্রবল, তাহাতে শত্রুদল এখানে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই আমরা স্রোতে ভাসিয়া বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "এখানে নদীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি,

তাহাতে এখানে লাফাইয়া পড়িলে শীঘ্রই বোধ হয় ইহলোক হইতে অদৃশ্য হইতে হইবে! স্রোত যেরূপ প্রবল, তাহাতে একগাছি কুটা নিক্ষেপ করিলে তাহা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়; এই নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঁচিবার আশা বাতুলতা মাত্র।"

অকুমা বলিলেন,"সে কথা আর চিন্তা করিবার সময় নাই; শত্রুহস্তে পড়িয়া, নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লওয়া অপেক্ষা নদীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করা অনেক ভাল।"

"তবে আসুন" বলিয়া আমি নদীগর্ভে লম্ফ প্রদান করিলাম। আমরা তীরে যেখানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলাম. নদীগর্ভ সেই স্থান হইতে প্রায় চল্লিশ হাত নীচে! আমার সঙ্গে সঙ্গে অকুমাও লাফাইয়া জলে পড়িলেন।

জলে পড়িয়া প্রথমে আমরা তলাইলাম; তাহার পর জলের উপর মাথা তুলিয়া দেখিলাম আমরা যেখানে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলাম, সেখান হইতে প্রায় চল্লিশ হাত দূরে ভাসিয়া গিয়াছি! আমরা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। আমাদের অনুসরণকারী সন্ন্যাসীরা আমাদের সন্ধান না পাইয়া কোন্ দিকে গেল, তাহা জানিতে পারিলাম না।

সৌভাগ্যক্রমে অকুমার ঝুলিটি ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রে নির্ম্মিত ছিল, তাহার মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ থাকায় ঝুলির মধ্যে জল প্রবেশ করিল না; তিনি তাহা কাঁধে ফেলিয়াই সাঁতার দিতে লাগিলেন। ঝুলির দুই দিকের ভার সমান থাকায় সন্তরণে বিশেষ অসুবিধা হইল না। কিন্তু অন্য প্রকার অসুবিধার সীমা রহিল না; এই নদীর জল বরফের

মত শীতল; অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের হাত, পা আড়ষ্ট হইয়া গেল। নদীর মধ্যস্থলের গভীরতা কত, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; পাড়ের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, তাহা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত গভীর হইতে পারে।

আমরা প্রায় দশ মিনিট কাল সাঁতার দিয়া চলিলাম; এই দশ মিনিটেই বোধ হয় আমরা দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম। শীতে আমাদের দাঁতে দাঁতে ঠেকিতে লাগিল; বোধ হইল, শরীরের সমস্ত রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে! ক্রমে হাত পা নাড়িবারও শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। এদিকে স্রোতের বেগ প্রতি মুহূর্তে এরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, বোধ হইল, আমরা মটর গাড়ীতে চড়িয়া ছুটিয়াছি! বুঝিলাম, এই যাত্রাই আমাদের মহাযাত্রা, আমরা বড় জোর আর দশ পনের মিনিটমাত্র সন্তরণে সমর্থ হইব।

হঠাৎ অকুম মুখ ফিরাইয়া আমাকে বলিলেন, "তীরে উঠিবার চেষ্টা কর; যেমন করিয়া পার তীরের দিকে অগ্রসর হও, নতুবা রক্ষা নাই।"

অকুমার পরামর্শানুসারে কাজ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সেই দুর্দ্দমনীয় স্রোতের প্রতিকূলে মানুষের দুই খানি দুর্ব্বল হাত কি করিবে? আমি প্রাণপণে তীরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া সে দিকে এক হাতও যাইতে পারিলাম না, স্রোতের সহিত তীরবেগে ছুটিয়া চলিলাম; প্রায় দুই শত গজ গিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড নদী। নদীটি শত শত গজ নিম্ন দিয়া ভিন্ন দিক হইতে বহিয়া যাইতেছে, এবং তাহা হইতে ক্রমাগত শুভ্র

বাষ্পরাশি উদ্গত হইতেছে! সঙ্গে সঙ্গে যে তুমুল শব্দ উঠিতেছিল, তাহাতে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল! মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলাম, অদূরে একটি জলপ্রপাত আছে; এই গিরিনদীর জলরাশি শত শত গজ উচ্চ হইতে মহাবেগে সশব্দে সম্মুখের ঐ নদীতে আছড়াইয়া পড়িতেছে! বুঝিলাম, দৈববলে যদি রক্ষা না পাই, তাহা হইলে এই জলপ্রপাতের জলরাশির সঙ্গে সবেগে নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইবে! অকুমা পূর্ব্বেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সাবধান-বাক্য বৃথা হইল। প্রতি-মুহূর্ত্তেই আমরা সেই ভীষণ মৃত্যু-গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম!

সুগম্ভীর বজ্রনাদের ন্যায় জলপ্রপাতের জলপতনের ভীষণ শব্দ আমাদের কর্ণে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিতে লাগিল; বোধ হইল আমাদের মৃত্যুর ডঙ্কা বাজিতেছে! আমরা আর বিশ পঁচিশ গজ অগ্রসর হইলে সেই জলপ্রপাতের আকর্ষণে সম্মুখস্থ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইতাম; কিন্তু পরমেশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কে তাহাকে মারিবে? যেখানে জলপ্রপাতের মোহনা, তাহার কয়েক গজ দূরে উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের কিয়দংশ নদীর জলে প্রবেশ করিয়াছিল, ভাসিয়া যাইতে যাইতে আমি সেই পাহাড় সংলগ্ন একখানি পাথর উভয় হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিলাম; কিছু দূরে অকুমাও আর একখানি পাথর ধরিলেন। তিনি তাহার পর কি করিলেন, না করিলেন, তাহা আমার দেখিবার অবকাশ ছিল না; কিরূপে নিজের প্রাণ বাঁচাইব, এই চিন্তাতেই তখন আমি আকুল। এক দিকে

স্রোতে আমাকে টানিতেছিল, অন্য দিকে দুইখানি অবসন্ন হস্তে সেই শিলাখণ্ড অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে উঠিয়া বসিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। আমি আমার প্রাণ রক্ষার একমাত্র উপায় মনে করিয়া উভয় হস্তে যে শিলাখণ্ডটি চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, বহুদিন তাহা জলের মধ্যে থাকায় তাহা এরূপ পিচ্ছিল হইয়াছিল যে, তাহা অধিকক্ষণ ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না; আমার উভয় হস্তই পিছলাইয়া সরিয়া আসিল। প্রাণের ব্যাকুলতায় আবার তাহা ধরিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু বৃথা চেষ্টা! দ্বিতীয় বার উভয় হস্ত প্রসারিত করিতে না করিতে আমি সেই ভীষণ জলপ্রপাতের প্রায় মুখের কাছে আসিয়া পড়িলাম! সৌভাগ্যক্রমে সেখানেও পূর্ব্ববৎ একখানি লম্বা প্রস্তর আমার হাতে ঠেকিল, প্রাণের দায়ে আমি তাহা উভয় হস্ত জড়াইয়া ধরিলাম। আমার দেহে বাধা পাইয়া ক্ষুরধার জলের স্রোত এমন বেগে আমার পঞ্জরে আসিয়া লাগিতে লাগিল যে, বোধ হইল আমার পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল! কিন্তু জীবনের জন্য আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই পাথরখানার উপর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ভগবানের অনুগ্রহে আমার দেহে অমানুষিক বলের সঞ্চার হইল; অল্পক্ষণের চেষ্টায় উভয় হস্তে ভর দিয়া আমি সেই শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া বসিলাম। স্রোতের জল তর তর করিয়া আমার পায়ে বাধিতে লাগিল; কিন্তু সেখান হইতে পাহাড়ের উপর নিরাপদ স্থানে উঠিতে আর আমার তেমন কষ্ট হইল না। এই চেষ্টায় আমি এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে, পাহাড়ের

উপর উঠিয়া আর বসিতে পারিলাম না। সেই স্থানে দেহ প্রসারিত করিয়া আমি হাঁপাইতে লাগিলাম ; আমার চক্ষুর সম্মুখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল, জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইল, এবং মৃত্যু যেন চির বিস্মৃতির যবনিকায় আমাকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য আমার শিয়র-প্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল !

অনেকক্ষণ পরে আমি একটু সুস্থ হইলাম ; তখন চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিলাম। অকুমার কি হইল দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলাম ; দেখিলাম, তিনি কিছু দূরে আর একখানি পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইবা-মাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার নিকট যাওয়া অসম্ভব ! আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ পয়োনালা বিস্তৃত থাকায় আমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। কোনও অজ্ঞাত পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে খরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণী বাহির হইয়া তাহা এই পয়োনালা দিয়া নদীতে মিশিয়াছিল।

এই পয়োনালার বিস্তার প্রায় ছয় হাত হইবে। সুস্থ দেহে আমি যে ছয় হাত লাফাইতে পারিতাম না, এরূপ নহে ; কিন্তু কঠোর পরি-শ্রমের পর আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে তখন ছয় হাত দূরের কথা, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক দুই হাত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করাও আমার সাধ্য ছিল না। যদি কোন রূপে হঠাৎ পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সেই পয়োনালার খরস্রোতে পড়িয়া আবার ভাসিয়া যাইতে হইবে ; এরূপ অবসন্ন দেহে জলে পড়িলে কোন মতেই প্রাণরক্ষা হইবে না। কিন্তু এই ব্যবধান অতিক্রম করিতে না পারিলেও অকুমার সহিত

মিলনের আশা নাই। আমি উচ্চৈঃস্বরে অকুমাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম।

অকুমা বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি একটা উপায় করিতেছি।"

অকুমা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে উঠিয়া পয়োনালার ধার দিয়া উজানে কিছু দূরে চলিলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন; প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে তিনি একটি দীর্ঘ শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পার্ব্বত্য তৃণ নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া আমার দিকে লইয়া আসিলেন। তিনি কাঠখানি সজোরে আমার দিকে ঠেলিয়া দিলে আমি জলের ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার অগ্রভাগ তীরে টানিয়া তুলিলাম; তিনি তাহার অপর অংশ সেই ভাবে টানিয়া তুলিয়া তাহা তাঁহার পদপ্রান্তস্থ শিলা-খণ্ডে রক্ষা করিলেন, এবং আমাকে সেই সেতুর উপর দিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে বলিলেন। সেই জীর্ণ, সরু, কাঠের সাঁকো আমার দেহের সমস্ত ভার সহ্য করিতে পারিবে কি না তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরীক্ষার জন্য তাহার উপর একটি পা রাখিয়া ভর দিলাম। আমার পদভরে জীর্ণ কাঠখানি মড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া অকু-মাকে বলিলাম, "ইহার উপর আমার দেহের সমস্ত ভার পড়িলে কাঠখানি নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যাইবে, আমিও জলে পড়িব; এ কাঠের উপর দিয়া আমার চলিতে সাহস হয় না।"

আমরা দু'জনে আবার আর একখানি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর কাঠের সন্ধানে বাহির হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এবার একখানি স্থূল কাষ্ঠ

সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাহা জলে ভাসাইয়া পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিয়া আর একটি সেতু নির্ম্মাণ করিলাম; কিন্তু তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া কঠিন; আমার দুই পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া আমি সেই সাঁকোর দুই দিকে পা ঝুলাইয়া তাহার উপর বসিলাম, এবং বহু কষ্টে ধীরে ধীরে অকুমার দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু ইহাও বড় সহজ হইল না, আমার উভয় পদই জলে প্রবেশ করিয়াছিল; স্রোত এমন প্রবল যে, তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল! যাহা হউক, অতি কষ্টে আমি অকুমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

অকুমা বলিলেন, "এ যাত্রা তুমি বড় বাঁচিয়া গিয়াছ; আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি প্রপাতের জলে ভাসিয়া গিয়া নদীতে পড়িবে। যদি এক বার নদীতে পড়িতে, তাহা হইলে আর প্রাণরক্ষার আশা থাকিত না। আমাদের কাপড় চোপড় সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে; ভাগ্যে ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিটা সঙ্গে ছিল, তাই তাহার ভিতরের জিনিস পত্রগুলা রক্ষা পাইয়াছে। আমার ঔষধের বাক্সে একটি ক্ষুদ্র টিনের কৌটায় কতকগুলি দেশলাইয়ের কাটি আছে; কিছু শুষ্ক তৃণ ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বাল; আগে হাত পা, কাপড় চোপড়গুলি সেকিয়া লওয়া যাউক; তাহার পর কতকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া একটি ভেলা প্রস্তুত করা যাইবে। সেই ভেলায় চড়িয়া এই নদী পথ দিয়া কোন গ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে। এ দিকের পর্ব্বত যেরূপ দুরারোহ তাহাতে পদব্রজে তাহা পার হইয়া যে লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমাদের শত্রুরা যদি নিকটস্থ কোন পল্লীতে লুকাইয়া থাকে, কিংবা পল্লীবাসীগণকে আমাদের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার নূতন বিপদে পড়িতে হইবে।"

অকুমা বলিলেন, "এরূপ বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; কিন্তু লোকালয়ে উপস্থিত না হইলে, যখন আমাদের প্রাণরক্ষার আশা নাই, তখন বিপদের ভয়ে গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিয়া ফল কি? এত বিপদেও যখন বাঁচিলাম, তখন নূতন কোন বিপদ উপস্থিত হইলেও কি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিতে পারিব না?"

অকুমার প্রস্তাবই সঙ্গত জ্ঞান করিয়া আমি উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। নদীর ধারে ধারে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি তৃণক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া আগুন জ্বালিলাম। সেই আগুনে অসাড় হাত পা সেকিলাম ও গাত্র বস্ত্রগুলি শুষ্ক করিয়া লইলাম। অল্পক্ষণ পরেই মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিলাম; বোধ হইতে লাগিল, মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ানক জ্বর আসিল!

আমাকে অসুস্থ দেখিয়া অকুমা আমার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথা না বলিয়া তাঁহার ঔষধের বাক্স হইতে একটি চূর্ণ ঔষধ বাহির করিয়া তাহারই কয়েক গ্রেণ আমাকে খাইতে দিলেন। আমি ঔষধ সেবনে কোনও উপকার বুঝিতে পারিলাম না; আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার চলৎশক্তি রহিত হইল। আমি আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে না পারিয়া অকুমার দেহে

ভর দিয়া অদূরবর্ত্তী একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম ; পর মুহূর্ত্তেই আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। তাহার পর যে কি হইল বলিতে পারি না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমার জ্ঞানসঞ্চার হইলে চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমি একটি সংকীর্ণ কক্ষে একখানি ছোট খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া আছি। সে কোন স্থান, এবং আমি কিরূপে সেখানে উপস্থিত হইলাম, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; মনে হইল, আমি বুঝি বিকার-ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছি !

কোথায় আসিয়াছি, জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল ; শয্যা ত্যাগ করিয়া এক বার সেই কক্ষের বাহিরে যাইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল ; কিন্তু গাত্রোত্থান করা দূরের কথা, আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিতে পারিলাম না ; নিরুপায় ভাবে আমি মাথায় হাত দিলাম, দেখিলাম আমার সুদীর্ঘ সুরচিত কৃত্রিম বেণীটি সমূলে অদৃশ্য হইয়াছে ! এই বেণী সংহারের কারণ কি, ইহা কাহার কার্য্য, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না ; অকুমারেও কোন সন্ধান পাইলাম না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটি ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই বুঝিলাম তিনি ফরাসী। ফরাসী হইলেও আমি তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারিব কি না সন্দেহে তিনি আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন ?"

আমি বলিলাম, "আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল, উঠিবার সামর্থ্য নাই ;

আমি কিরূপে এখানে আসিলাম, কোথায় বা আসিয়াছি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

ফরাসী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এই স্থানের নাম আ-চা-ও-ফু। আমরা ধর্ম্ম প্রচারক; এটি আমাদের মিসনের বাড়ী; এক জন জাপানী ভদ্রলোক প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আপনাকে পথিমধ্যে বাতশ্লেষ্মিক জ্বরে আক্রান্ত দেখিয়া ও আপনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় বুঝিয়া সুশ্রূষার জন্য আপনাকে এখানে রাখিয়া চলিলেন। এ প্রভুর গৃহ, এখানে প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তি আশ্রয় লাভের অধিকারী; আপনি যে জাতীয় লোকই হউন, যথাসাধ্য যত্নে আপনার সুশ্রূষা করিয়াছি। বোধ হয় এখন আর আপনার জীবনের আশঙ্কা নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যিনি আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি এখন কোথায়?"

ফরাসী পাদরি বলিলেন, "প্রায় এক সপ্তাহ হইল, তিনি এখান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহারা এখানে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। তিনি আমার নিকট কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, সেই টাকা দিয়া আপনার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিবার কথা আছে। আপনি আর একটু সুস্থ হইলে নৌকা যোগে এখান হইতে ই-চাং বন্দরে যাইবেন। সেখানে প্রায় সর্ব্বদাই জাহাজ যাতায়াত করে; আপনার ইচ্ছা হইলে সেই জাহাজে সাংহাই যাইতে পারিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই ভদ্র লোকটি আমার জন্য কোন চিঠিপত্র রাখিয়া গিয়াছেন?"

পাদরি বলিলেন, "হাঁ তিনি একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন; বলিয়া গিয়াছেন, আপনি সুস্থ হইলে যেন সেই পত্র খানি আপনাকে দেওয়া হয়; পত্রখানি আমার পকেটেই আছে।"—তিনি পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন, আমি তাহা খুলিয়া পাঠ করিলাম;—

"প্রিয় কারফরমা,

এই পত্রখানি যখন তোমার হস্তগত হইবে, আশা করি তখন তুমি সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে। আমার সহিত আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তুমি বাত-শ্লেষ্মিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে এ কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। সেই দুর্গম স্থানে তোমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তোমার প্রাণরক্ষা বিষয়ে আমি একরূপ হতাশ হইয়াছিলাম; কিন্তু সেই স্থানে তোমাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে তুমি একদিনও বাঁচিবে না, ভাবিয়া তোমাকে একখানি ভেলায় তুলিয়া আ চা-ও-ফু নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে তোমাকে ফরাসী পাদরিদের আশ্রয়ে রাখিয়া চলিলাম। তোমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমাকে অধিক দূর সঙ্গে লইয়া যাইলে তোমার প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই; অথচ এখানে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এই পত্রেই তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি ভিন্ন পথে নূতন দেশে যাত্রা করিব। ভবিষ্যতে দেশান্তরে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, তোমার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে একটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের শত্রুদল সহজে আমাদের অনুসরণে নিবৃত্ত হইবে না; চীনে, জাপানে ও অন্য অন্য দেশে বেনজুরু মঠের মোহান্তদের অনেক শিষ্য ও অনুচর আছে। জাল মোহান্তের সংবাদ তাহাদের সকলেরই কর্ণ-গোচর হইবে, এবং আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি, তাহা হস্তগত করিবার জন্য তাহারা চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। তাহারা আমাদের উপর যেরূপ জাত ক্রোধ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে। তোমার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে আমি অনেক বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি; এ জন্য তুমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। তোমাকে লক্ষ টাকা পারি-শ্রমিক দেওয়া যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আশা করি তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার প্রিয়তমাকে বিবাহ করিয়া এই অর্থ ভোগ করিতে পারিবে। তোমার বিপদের বন্ধুকে তোমার সুখের দিনে কখনও কখনও স্মরণ করিও; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার বিশ্বস্ত

অকুমা।"

আমার শরীর সারিতে আরও এক সপ্তাহ লাগিল; তাহার পর আমি আমার আশ্রয়-দাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নৌকারোহণে নদীপথে ই-চাংএ উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই একখানি জাহাজ পাইলাম। সেই জাহাজে আমি সাংহাইয়ে যাত্রা করিলাম।

সাংহাইয়ে আসিয়া আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম; বহু বিপদ

হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার যে সভ্য জগতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি এ জন্য ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলাম। সেই দিনই আমি আমার বন্ধু মিঃ দাইদাই ও নিটোব সহিত সাক্ষাতের সংকল্প করিলাম; স্থির করিলাম, এখানকার কাজ শেষ হইলে হেনার সন্ধানে আমি টিন্‌সিন যাত্রা করিব।

দাই দাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ কারফরমা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বহুকাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই; তোমার কোন সংবাদাদিও নাই; তুমি যে বাঁচিয়া আছ এ বিষয়েও এক এক বার আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল! আজ সকালেও তোমার কথা হইতেছিল, অনেক কথা আছে, ভিতরে এস।"

দাইদাই আমাকে তাঁহার 'ড্রয়িং-রুমে' বসাইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; ইতিমধ্যে একটি জাপানী যুবতী 'ড্রয়িং-রুমে' প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "হেনাসান, তুমি এখানে?"

হেনাও সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কারফরমা, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! তুমি এখানে কখন আসিলে? তুমি সাংহাইয়ে আসিবে, এ কথা পূর্ব্বে আমাকে লেখ নাই কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি যে এখানে আছ, তাহা কিরূপে জানিব?"

হেনা বলিল, "টিন্‌সিনে মিঃ কানায়ার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাই? আমি যে তাঁহার কাছে তোমার নামে একখানি পত্র রাখিয়া আসিয়াছি!"

আমি বলিলাম, "আমি টিন্‌সিনে যাই নাই, ইয়াং-সি-কিয়াং নদী দিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে সোজা এখানে আসিতেছি।"

হেনা নতমুখে বলিল, "তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় সুখী হইলাম ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ ; আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আশা ছিল না। যাহা হউক, তুমি যে কাজে গিয়াছিলে, তাহা শেষ হইয়াছে ত ? আবার আমাকে ফেলিয়া যাইবে না কি ?"

আমি বলিলাম, "না হেনা, আর তোমাকে ফেলিয়া যাইব না, এখন আর আমি কাহারও চাকর নহি, সম্পূর্ণ স্বাধীন ; কিন্তু তোমার একটি কথা শুনিবার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে ; এখনও ত তুমি আমাকে পূর্ব্বের মত ভালবাস ?"

হেনা লজ্জা-রক্তিম মুখে বলিল, "ইহাতে কি তোমার সন্দেহ আছে ? এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে কি প্রেম অধিকতর গাঢ় হয় নাই ? পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহা জানিতাম না; কিন্তু পরমেশ্বর জানেন, তোমার আশাপথ চাহিয়াই এত দিন বসিয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সাংহাইয়ে কেন আসিয়াছ ? দাই-দাইয়ের বাড়ীতেই বা কেন উঠিয়াছ ?"

হেনা বলিল, "সে অনেক কথা, সে সকল কথা পরে শুনিও। আমার ভগিনীপতি বাণিজ্যোপলক্ষে চীনদেশ হইতে স্বদেশে চলিয়া-গিয়াছেন, দিদিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন ; এখন তাঁহারা টোকিয়াতে আছেন। দাইদাইয়ের স্ত্রী আমার বাল্যসখী ; আমাদের বাড়ী ও তাঁহার পিতার বাড়ী একগ্রামে, আমরা উভয়ে একত্র একই বিদ্যালয়ে

পড়িয়াছিলাম ; তাই এখানে আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আছি। আমার ভগিনীপতি শীঘ্রই এখানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, এরূপ কথা আছে।"

আমি বলিলাম, "এ সকল কথা পরে হইবে, আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে এখন তোমার মত কি তাহাই বল।"

আমার কথা শুনিয়া হেনা নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না ; কিন্তু আমিও তাহাকে সহজে ছাড়িলাম না। বিস্তর পীড়াপীড়ির পর সে বলিল, "আমার ভগিনীপতি দুই সপ্তাহের মধ্যেই বোধ হয় এখানে আসিবেন ; তিনিই আমার অভিভাবক, সুতরাং তাঁহার সম্মতি লইয়াই বিবাহের আয়োজন করিলে ভাল হয়।"

আমার কাহিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন সংক্ষেপে সকল কথা শেষ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আমি হেনার ভগিনীপতি মিঃ নসকির প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় সাংহাইয়ের একটি হোটেলে বাস করিতে লাগিলাম। মিঃ নিটো আমাকে তাঁহার পরিবারে বাস করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আমি এখন আর দরিদ্র নহি, এ অবস্থায় কেন বন্ধুর স্কন্ধে ভর করিব? বিশেষতঃ, হোটেলে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। যে কয় দিন সাংহাইয়ে ছিলাম, প্রত্যহই হেনাকে দেখিতে যাইতাম। এইরূপে নানা কথাবার্ত্তায় আমাদের দিন পরম সুখে কাটিতে লাগিল।

দুই সপ্তাহ পরে মিঃ নসকি টোকয়ো হইতে সাংহাই বন্দরে উ-

স্থিত হইলেন। যে সকল কারণে পূর্ব্বে তিনি আমাদের বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন, এখন আর সে সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকায় ; বিশেষতঃ, আমি বিপুল অর্থের অধিকারী, এবং বিদেশী হইলেও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি, আমার বন্ধু দাইদাই ও নিটোর নিকট তাহা জানিতে পারিয়া তিনি হেনার সহিত আমার বিবাহের সম্মতিদান করিলেন। এক মাসের মধ্যেই সাংহাই নগরে বিবাহ-রেজেষ্টরী আইন অনুসারে হেনার সহিত আমার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।—বিবাহের সময় তোমাদের মত আত্মীয় বন্ধুর কথা মনে পড়ায় মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল ; মনে হইতেছিল, যদি তোমরা এই বিবাহে বরযাত্রী হইতে, তাহা হইলে সে আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিতাম ; কিন্তু সে সুখ আমার অদৃষ্টে নাই, আক্ষেপ করিয়া কি হইবে ?

চীন সাম্রাজ্যের উপর আমি অত্যন্ত বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিবাহের পর আর চীন দেশে বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। মিঃ নর্সকি আমাকে তাঁহার সহিত টোকিয়োতে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার কিছু কাজ আছে, তাহা শেষ করিয়া টোকিয়ো যাইব ; আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।"

মিঃ নসকি অগত্যা হেনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সে আমার সঙ্গত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। আমরা উভয়ে নাগাসাকি যাত্রা করিলাম। চীনদেশের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ হইল।

জাপানের ইয়াকোহামানগরে উপস্থিত হইয়া আমরা সেখানে কিছুকাল বাসের জন্য 'ওরিয়েণ্টাল হোটেল' নামক একটি প্রথম শ্রেণীর

হোটেল ভাড়া লইলাম। যেদিন সেখানে উপস্থিত হই, সেইদিন রাত্রেই কিরূপে আমাদের হোটেলে আগুন লাগে! তখন গভীর রাত্রি; পথশ্রমে আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম; হঠাৎ 'আগুন আগুন' এই শব্দ শুনিয়া আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল; জাগিয়া দেখিলাম, আমরা যে কুঠরীতে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই কুঠরীর দ্বার-জানালাগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।—আমি তাড়াতাড়ি পাশের একটি দরজা খুলিয়া আমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া হোটেলের অন্য অংশে উপস্থিত হইলাম, যদি আমাদের জাগিতে আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে সেই গৃহ মধ্যেই আমাদিগকে ভস্মীভূত হইতে হইত। জাপানে মধ্যে মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, কিন্তু এই গভীর রাত্রে প্রথম শ্রেণীর হোটেলের এরূপ একটি অগ্নি-সংস্পর্শ শূন্য কুঠরীতে হঠাৎ কি রূপে অগ্নির আবির্ভাব হইল, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিলেন না।

আমরা যে কুঠরীটা বাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার অদূরে আর একটি কুঠরীতে এক জন জাপানী ভদ্রলোক বাসা লইয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার কুঠরীটি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। 'ওরিয়েণ্টাল হোটেলে' আমরা দুই দিন মাত্র বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু এই দুই দিনের মধ্যেই আমার আর একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল!

কতকগুলি জিনিস কিনিবার আবশ্যক হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের পর দিন সকালে আমি সস্ত্রীক ইয়াকোহামার বাজারে বাহির হইয়াছিলাম। আমরা কখন হোটেলে ফিরিতে পারিব তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় আমাদের ভৃত্যকে টেবিলের উপর উভয়ের খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যাইতে

আদেশ করিয়াছিলাম। আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, টেবিলে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত; কিন্তু আমরা পথ-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াই খাইতে না বসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলাম; যে জাপানী ভদ্রলোকটীর কামরায় আমরা বাস করিতেছিলাম, তাঁহার একটি জাপানী কুকুর ছিল। সেই কুকুরটা বড় চোর; আমরা টেবিলে খাইতে বসিবার পূর্ব্বেই কুকুরটা টেবিলের একখানা ডিস হইতে কখন খানিকটা মাংস চুরি করিয়া খাইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। ডিসে কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হইল, হয় ত সে অন্যান্য ডিসেও মুখ দিয়াছে! এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় আমরা টেবিলের কোনও ডিস স্পর্শ করিলাম না। তখন বেলা অনেক হইয়াছিল, নূতন করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের আদেশ না দিয়া কয়েকখানা বিস্কুট, ডিম, ও কিছু ফলমূল আহার করিয়া সে বেলা কাটাইয়া দিলাম। এ দিকে যে কুকুরটা আমাদের ডিসের মাংস চুরি করিয়া খাইয়াছিল, সে তাহার প্রভুর পদপ্রান্তে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল, এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল! ইহা দেখিয়া সকলেরই সন্দেহ হইল, হয় ত সেই খাদ্যদ্রব্যে কেহ বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম এক জন নূতন চীনা-পাচক সে দিন আমাদের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়াছিল। আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল; কারণ কুকুরটীর মৃত্যুর পর সেই নূতন চীনা-পাচকটীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, সেই পাচকটি, সেই দিন সকালে বাবুর্চ্চির পদ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল; রন্ধন-বিদ্যায় তাহার কিরূপ

অভিজ্ঞতা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে দিয়া কোন কোন রকম মাংস রাঁধাইয়া ছিলেন। ইয়াকোহামায় সহস্রাধিক চীনাম্যানের বাস, সুতরাং তাহাদের ভিতর হইতে সেই পাচকটীকে কে খুঁজিয়া বাহির করিবে?

সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি ইয়াকোহামার উপকণ্ঠ হইতে ফুজিসান নামক পর্ব্বতে সূর্য্যাস্তের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া ধীরে ধীরে হোটেলে প্রত্যাগমন করিতেছি, এমন সময় একটি দ্বিতল গৃহের ছাদ হইতে এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর আমার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল! প্রস্তরখানি যে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে প্রস্তরখানি আমার মস্তকে না পড়িয়া অর্দ্ধ হস্ত দূরে পড়িয়াছিল; মস্তকে পড়িলে আমার মস্তক নিশ্চয়ই চূর্ণ হইত! যাহা হউক, এই ব্যাপারে অকুমার উপদেশ আমার মনে পড়িল; বুঝিলাম, আমাদের শত্রুরা এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছে, অতএব এ স্থানে আর এক দিনও বাস করা কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। আমি তাহার পর দিন প্রভাতেই ইয়া-কোহামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া টোকিয়ো যাত্রা করিলাম।

আমাদের কলিকাতা যেমন সুতানটী গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি পল্লীর সমষ্টি, সালসেট, বেসীন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া যেমন বোম্বাই; সেইরূপ সিনান, পাওয়া, সিনবাসী প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী একত্র করিয়া বর্ত্তমান টোকিয়ো সহর সংগঠিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজধানী জেড্ডো এই সকল গ্রামের কিছু দূরে সংস্থাপিত।

জেড্ডোতে হেনার ভগিনীপতি মিঃ নসকি সস্ত্রীক বাস করিতে-ছিলেন। ইয়াকোহামা হইতে টোকিয়াতে উপস্থিত হইয়া সিনবাসী রেল-ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম ; কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে হইলে যেমন বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়. সেইরূপ জেড্ডো যাইতে হইলে সিনবাসী ষ্টেশনে নামিবার নিয়ম। আমি পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তদনুসারে নসকি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। জেড্ডোতে মিঃ নসকির গৃহে দুই দিন মাত্র বাস করিয়া আমি অদূরে একটি ছোট বাসা ভাড়া করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। জেড্ডো দুর্গের অনতিদূরে কোজিমাচি নামক পল্লীতে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাসা ভাড়া করা গেল।

আমাদের এই বাসার অদূরে একটি বহুদূর বিস্তীর্ণ ঝিল। এই ঝিলটির জল অত্যন্ত গভীর এবং বহুসংখ্যক পদ্মপত্রে আচ্ছাদিত ; যত দূর দেখা যায় ঝিলের মধ্যে কেবল পদ্মবন, এবং ঝিলের উভয় তীরে কাশ জাতীয় সুদীর্ঘ তৃণ। ঝিলের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি সেতু।

এক দিন সন্ধ্যাকালে আমি এইরূপ একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ঝিলের পাশ দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আগন্তুক ডাক্তার অকুমা!

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "ডাক্তার অকুমা, আপনি এখানে ?"

অকুমা সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, আমি এখানেই ; আমাকে দেখিয়া

তুমি এমন বিস্মিত হইলে কেন? তুমি বোধ হয় আমাকে এখানে দেখিবার আশা কর নাই?"

আমি বলিলাম, "আপনার সহিত আমার যে এত শীঘ্র দেখা হইবে, ইহা একবারও কল্পনা করি নাই; আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি এখন চীন দেশেই আছেন।"

অকুমা বলিলেন, "আমি এতদিন চীন দেশে থাকিলে আমার কাঁধে মাথা থাকিত কি না সন্দেহ; জাল মোহান্তের কথা লইয়া চীনদেশের সর্ব্বত্রেই মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এই আন্দোলন একটু চাপা পড়িলেই আবার আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। আমি কয়েক-দিনের জন্য একটু কাজে টোকিয়োতে আসিয়াছিলাম। এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে; আমি আজই নিউ ইয়র্ক নগরে যাত্রা করিতেছি; সেখানকার একটি বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে আমার নিমন্ত্রণ আছে। তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ? আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি হেনাসানকে বিবাহ করিয়াছ। তোমার স্ত্রীর শরীর কেমন আছে?"

আমি বলিলাম, "আমি কোজিমাচি পল্লীতে বাসা লইয়াছি; আমার স্ত্রীর শরীর এখন ভালই আছে।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বেশ সুখে আছ। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে। আমি সিনবাসী ষ্টেশনে যাইতেছি, আমার সঙ্গেই গাড়ী আছে; যদি তোমার অন্য কোন কাজ না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে তোমার বোধ হয় আপত্তি হইবে না।"

আমি বলিলাম, "না আমার হাতে এখন কোনও কাজ নাই; আর

কাজ থাকিলেও, আমি আপনার সঙ্গে যাইতাম। কত দিন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, আবার কবে দেখা হইবে কে বলিতে পারে? চলুন, কিছুকাল আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটিবে।”

অদূরে একটি মোড়ের মাথায় গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমরা গাড়ীতে উঠিবামাত্র প্রশস্ত রাজপথ দিয়া গাড়ী দ্রুত ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইল।

অকুমা সহাস্যে বলিলেন, “এ পথ বোধ হয় তিব্বতের পার্ব্বত্য পথ অপেক্ষা অনেক ভাল।”

আমি বলিলাম, “হঠাৎ এ তুলনা আপনার মনে আসিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না; সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে করিলে এখনও বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠে। যাহা হউক, আপনি আমাকে ফরাসী পাদরিদের মিসন বাড়ীতে রাখিয়া হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।”

অকুমা বলিলেন, “আমাদের শত্রুরা যাহাতে আমার সন্ধান না পায়—এই অভিপ্রায় ভিন্ন পথে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহারা কি তত দূরেও আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল?”

অকুমা বলিলেন, “তুমি বলিতেছ কি? এত দূরেও এখন পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের অনুসরণে নিবৃত্ত হয় নাই। এই অল্প দিনের মধ্যে তাহারা ছয় বার আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমার জীবন বিপন্ন করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। তুমিও নিশ্চিন্ত থাকিও না। শুনিয়া বিস্মিত হইবে, আজ সন্ধ্যাকালেও দুই জন চীনাম্যান

ঝিলের ধারে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল! তোমার সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইল; নতুবা অন্ধকারে তোমাকে আক্রমণ করিয়া হয় ত তাহারা তোমার গলায় ছুরী দিত; তোমার বিপদের আশঙ্কা করিয়াই তোমাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া আনিলাম।"

ইয়াকোহামার 'ওরিয়েণ্টাল হোটেলে' অবস্থান কালে, গভীর রাত্রে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের কথা, তাহার পর দিন খাদ্যদ্রব্যে বিষ প্রয়োগের কথা তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল। আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও যে আমাদের শত্রুপক্ষের হস্ত নিক্ষিপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এ সকল কথা আমি অকুমার গোচর করিলাম; তাঁহাকে আরও বলিলাম, "কাল অপরাহ্নে আমার বাসার কাছে এক জন চীনাম্যানকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি; এখন বুঝিতেছি সে কোন দুরভিসন্ধিতেই সেখানে ঘুরিতেছিল।"

অকুমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা দেখিতে কেমন?"

আমি বলিলাম, "তাহার পরিধানে সাহেবী পোষাক ছিল, তাহার একটী চক্ষু নাই।"

অকুমা বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না, তোমাকে হত্যা করিবার সাধু অভিপ্রায়েই সে তোমার বাসার কাছে ঘুরিতেছিল! বোধ হয় সে সুবিধা করিতে পারে নাই, তাই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ। এই চীনাম্যানটার নাম হঙ্গ-চঙ্গ; এমন দুর্দান্ত লোক চীনাম্যানের মধ্যে আমি অধিক দেখি নাই; তাহার সাহস ও অধ্যবসায় অসীম, কোনও কারণে সে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত

হয় না। তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কোথাও সরিয়া পড়া অসম্ভব। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। যদি গুপ্তঘাতকের হস্তে মরিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে টোকিয়ো পরিত্যাগ কর, এ অঞ্চল ছাড়িয়া দূর দেশে প্রস্থান কর। কিন্তু তাহাতেও যে নিরাপদ হইবে, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না। এই দুর্বৃত্তেরা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিলেও আমি বিস্মিত হইব না।"

আমি অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বেনজুরু মঠ হইতে যে কয়েকটি জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা আপনার কোন কাজে লাগিয়াছে? না, কেবল পরিশ্রমই সার!"

অকুমা বলিলেন, "সেখান হইতে আমি যাহা যাহা লইয়া আসিয়াছি, কোটী মুদ্রা বিনিময়েও তাহা লাভ করা যায় না। নিউ ইয়র্কের বিজ্ঞান-সভায় এই সকল ঔষধাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারিব, সেই সকল ঔষধের গুণে এই কংগ্রেসে সমাগত সভ্যজগতের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতে পারিব, এই আশায় আমি নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছি। বেনজুরু মঠে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার সাহায্যে চিকিৎসা জগতে কি যুগান্তর উপস্থিত হইবে, কিছু দিন পরে তুমি তাহা জানিতে পারিবে; সমগ্র সভ্য জগৎ আমাদের সেই বিপুল পরিশ্রমের ফল বুঝিতে পারিবে।"

ষ্টেশনে ট্রেণ প্রস্তুত ছিল, অকুমার জিনিসপত্র সমস্তই গাড়ীতে উঠিয়াছিল; অকুমা আমার নিকট বিদায় লইবার সময় আমার হাত

ধরিয়া বলিলেন,"ট্রেণ ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই,আমি চলিলাম ; আবার যে কবে দেখা হইবে তাহা বলিতে পারি না , কিন্তু আমার কথা স্মরণ রাখিও ; সেই কানা চীনাম্যানটা যেন ভবিষ্যতে তোমার সন্ধান না পায় ।"

অকুমা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, আমি ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া একখানি রিক্স ভাড়া করিতেছি, এমন সময় ষ্টেসনের গাড়ী-বারান্দায় সেই কানা চীনাম্যানটাকে দেখিতে পাইলাম। সে তাড়াতাড়ি একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অকুমার কথা শুনিয়া আমার মনে বড় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল ; রিক্সতে উঠিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। বাসায় প্রবেশ করিবামাত্র, আমার জাপানী ভৃত্য আমাকে বলিল, "অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে একটা চীনাম্যান এখানে আসিয়া নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটা কি রকম ?"

ভৃত্য বলিল, "সে কানা।"

এই চীনাম্যানটা যে কে, তাহা বুঝিতে আর আমার বিলম্ব হইল না। হুস-চঙ্গ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছিল ; মনুষ্য-বাহিত রিক্সতে আমার বাসায় ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল ; সেই অবসরে দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া আমার পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া ভৃত্যকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। বুঝিলাম, যে ভয়ে আমি ইয়াকোহামা ত্যাগ করিয়াছি, জেডোতে আসিয়াও সেই ভয় বর্ত্তমান ! আর এক দিনও সেখানে বাস করিব না স্থির করিয়া পর দিন রাত্রিশেষে আমার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া বহু দূরবর্ত্তী

এচিগো নামক প্রদেশে নদীপথে যাত্রা করিলাম ; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এচিগো প্রদেশের প্রধান বন্দর নিগাতা নগরে উপস্থিত হইলাম। এই নগরটি জাপানের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষেরও অধিক হইবে; এচিগো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ কেন্‌রী এই নগরেই বাস করেন।

এই নগরে নদীতীরে একটা সুন্দর বাংলো ভাড়া লইয়া আমরা প্রায় এক মাস বাস করিলাম; কিন্তু এক মাস অতীত হইতে না হইতে সেখানেও আমাদের শত্রুদলের আবির্ভাব হইল! একদিন আমি ও আমার স্ত্রী নিকটস্থ কোন পল্লীতে একটি শিল্পপ্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম; সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, বাসায় চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর বাক্স, তোরঙ্গ, আলমারি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি জিনিসপত্র নষ্ট করিয়াছে, কতক বা ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে চীনদেশ হইতে আনীত একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা ভিন্ন চোর অন্য কোনও সামগ্রী লইয়া যায় নাই!

সেই রাত্রেই পুলিসে সংবাদ দিলাম; পুলিস বিস্তর সন্ধানে জানিতে পারিলেন, একটা কানা চীনাম্যান ও তাহার সঙ্গীর এই কীর্ত্তি! শুনিলাম, দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহাকে সেই বন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এই চুরির পর আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আমার মনে ভয় ও উদ্বেগের সীমা রহিল না; নিগাতায় আর বাস করিতে সাহস হইল না, আমার স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম; অকুমা আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে শুনাইলাম।

আমার স্ত্রী সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "জাপানে আমরা আর নিরাপদ নহি, এ দেশ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; ভারতবর্ষ তোমার দেশ, সেই দেশেই চল।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, আমরা বোম্বাই নগরে গিয়া আপাততঃ বাস করিব; তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত হয়, করা যাইবে। দুই এক দিনের মধ্যেই আমরা পি, এণ্ড, ও কোম্পানির 'পার্শিয়া' নামক জাহাজে বোম্বাই যাত্রা করিলাম।

নিগাতা হইতে আমাদের তাড়াতাড়ি বোম্বাই যাত্রা করা অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ হইয়াছিল; কারণ সংবাদপত্র পাঠে পরে জানিতে পারিলাম, নিগাতা সহরে আমরা যে গৃহে বাস করিতাম, আমাদের গৃহত্যাগের পর দিন রাত্রে, সেই গৃহে দুই জন লোক শয়ন করিয়াছিল; সেই রাত্রেই কে তাহাদের দুজনেরই গলা কাটিয়া প্রাণবধ করিয়াছে!

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়াও আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিলাম না; শান্তি লাভ দূরের কথা, সেখানে অধিকতর সঙ্কটে পড়িলাম; গুপ্ত ঘাতকেরা সেখানে এক মাসের মধ্যে তিন বার আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।—তখন প্রাণের ভয়ে আমি সস্ত্রীক বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম। যে জাহাজে বোম্বাই ত্যাগ করি, তুমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সেই জাহাজে সিংহলে যাইতেছিলে, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে।

এখন আমি কোথায় বাস করিতেছি তাহা তোমার ন্যায় প্রিয়বন্ধুর নিকটেও প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না। আমি তোমার

কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না, এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। যাহা হউক, আমার বর্ত্তমান বাসস্থানে আসিয়া এখন পর্য্যন্ত নিরাপদ আছি; চারি মাসের অধিক কাল এখানে আসিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত সেই কানা চীনাম্যানের কোনও সন্ধান পাই নাই। এখানে এক রকম ভালই আছি; জীবন বেশ সুখে কাটিতেছে।

প্রিয় বন্ধু, তুমি আমার প্রবাস জীবনের বিচিত্র ইতিহাস জানিবার জন্য সিংহলের পথে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে, আমিও তোমাকে তাহা লিখিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম; এত দিন পরে তাহা সবিস্তার তোমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম; আশা করি ইহা পাঠ করিয়া তুমি কয়েক ঘণ্টার জন্যও আনন্দ অনুভব করিবে, এবং এই বাল্যবন্ধুর কথা মধ্যে মধ্যে তোমার স্মরণ হইবে; আমার পক্ষে ইহাই পরম লাভ। তুমি তোমার সাহিত্যামোদী পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য আমার জীবনের এই বিচিত্র কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পার, আমাদের উপন্যাসপ্লাবিত দেশে উপন্যাসের পাঠক পাঠিকাগণ উৎকট প্রেমের কাহিনীর পরিবর্ত্তে আমার এই বিচিত্র জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া কি মুহূর্ত্তের জন্যও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন না? যদি পারেন, তাহা হইলে আমার এই আখ্যায়িকা রচনার পরিশ্রম সফল হইবে।

সম্পূর্ণ